সত্যের সন্ধানে

শেখ
মুহাম্মাদ
আব্দুল হাই

সত্যের সন্ধানে

প্রথম খণ্ড

শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

কনসালটিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

কিং আব্দুল আ'যীয ইউনিভার্সিটি

মদীনা শাখা, সউদী আরব।

(গ্রন্থকারের ইংরেজীতে প্রকাশিত মূল গ্রন্থ "In Search of the Truth"-এর প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

অনুবাদে ও সম্পাদনায় ঃ গ্রন্থকার

প্রকাশনায়

মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
কপিরাইটস রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ৫১৩৬-কপার
তারিখ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৫, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রথম মুদ্রণ ঃ
২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬

বর্ণ বিন্যাস ঃ
নূর কম্প্রিন্ট
২৮-এ/২, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
মতিঝিল বা/এ; ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ঃ
১২০.০০ টাকা
(একশত বিশ টাকা মাত্র)

বিদেশে ঃ
৫ ডলার।

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের ইংরেজীতে প্রকাশিত "In Search of the Truth" মূল গ্রন্থটি ইতিপূর্বে সউদী আরবে চালু করার জন্য **সউদী সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রের** অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া হল ঃ

রাজতন্ত্রী সউদী আরব

তথ্য মন্ত্রণালয়

মাননীয় লেখক তাঁর গোটা বইটিতে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে ইসলামের মাহাত্ম, অমরত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কারণ, লেখক বর্তমানে যে সব বাইবেল পাওয়া যায় সেগুলো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে, উক্ত বাইবেলগুলোতে মারাত্মক স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং সেগুলোতে প্রয়োজনমাফিক যুগে যুগে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্তেও উপনিত হয়েছেন যে, উক্ত বাইবেলগুলোতে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের বার্তা ছিল। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা এই সত্যকে ধামাচাপা দিয়েছে এবং তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে তা মিটিয়ে ফেলেছে। অথচ জন ও বার্ণাবা রচিত বাইবেলে এই সত্যকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয় লেখক তাঁর আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য নির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর বক্তব্যে কোন প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা নেই। এই বস্তুনিষ্ঠ লেখা পড়ে আমাদের অমুসলিম ভাইদের পক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে মেনে নিয়ে ইসলামের ও ইসলামের নবীর সত্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে নির্দ্বিধায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। এই বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সম্মানিত লেখক কুরআন ও বাইবেলের বক্তব্যের আলোকে উভয়ের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে এবং ধর্মীয় আবেগের উর্ধে উঠে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, 'প্রতিশ্রুত নবী' বলতে ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ব্যতীত আর কেউ নয়। কারণ, বাইবেল, হিন্দু ও ফার্সী ধর্মগ্রন্থসহ বেশ কিছু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে তাঁর পবিত্র নামের উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বইখানা ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে, আমাদের অমুসলিম ভাই এবং যারা বভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ও পাঠে আগ্রহী তাদের জন্য বেশ ফলপ্রসূ ও উপকারী হবে।

প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক

مراقب مطبوعات

محمد يوسف النجراني

মুহম্মদ ইউসুফ আল নাজরামী

১৬/৪/১৪১৪ হিঃ

www.pathagar.com

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের
অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আমাদের আদি পিতা ও মাতা-আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশতে ছিলেন। সেখানে মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষায় আদম (আঃ)-এর শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হল। ফেরশতারা তা মেনে নিলেন, কিন্তু মানল না একমাত্র ইবলীশ। সে অহংকার করল, ফলে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাগভাজন হয়ে বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হল। আদম (আঃ)-এরই কারণে শয়তান অভিশপ্ত হল মনে করে সে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতি নিল এবং আল্লাহ্র নিকট কসম খেয়ে বলল যে, সে আদম সন্তানের ক্ষতি করবে এবং যে বেহেশত থেকে তাকে বের করে দেওয়া হল, সেই বেহেশতে যাতে তারা যেতে না পারে তার জন্য সে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে ও চতুর্দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবে। বলাবাহুল্য, আজ কার্যতঃ হচ্ছেও তাই। সত্য ধর্মের অনুসারী মুসলমানরা আজ ভিতরে বাইরে, সামনে-পিছনে চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে। আল্লাহ্দ্রোহীরা ইসলামপন্থীদের মধ্যে অসহযোগিতার সুযোগ নিয়ে চতুর্দিক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টায় মেতে আছে।

মোটকথা, আদম (আঃ)-এর সময় থেকেই মানুষ ও শয়তানের মধ্যে বিরোধ শুরু হল, হক ও বাতেলের সংঘর্ষ চলতে লাগল। চলতে লাগল আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্ব। সত্যের প্রচার ও প্রসার হতে দেখলেই শয়তান ও তার অনুসারী মানুষের গাত্রদাহ হয়। যার ফলে তারা সব যুগেই নবীদের প্রচারিত সত্য ধর্মের বিরোধিতা করে আসছে। এখন পৃথিবীতে ইবলীশের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করছে ইয়াহুদী জাতি ও খ্রীষ্টানদের অনেকে। এরা জগতের বুক থেকে সত্য ধর্মকে মুছে ফেরার জন্য আদানুল খেয়ে লেগে আছে। বনী-ইস্রাঈলের সব নবীদের সঙ্গেই ইয়াহুদীরা দুশমনি করেছিল। ইয়াহুদীরা সর্বপ্রথম তাওরাত শরীফ বিকৃত করেছিল। তারাই মূসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মকে বিকৃত করতঃ ওজায়ের (আঃ)কে খোদার পুত্র বলে প্রকাশ করেছিল।

এরপর ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করলেন। তখনও এই ধূর্ত ও স্বার্থবাজ ইয়াহুদীদের ব্যক্তিগত হীন স্বার্থে নিদারুন আঘাত লাগে। তখনো তারা নানাভাবে ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাহাবাদের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তৎকালীন সরকার কর্তৃক তাঁকে ক্রুশকাষ্ঠে চড়িয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে ফেলে। কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে নি, শুলেও চড়ায়নি, বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে জীবন্ত নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের ব্যর্থতার লজ্জা ঢাকা দেয়ার জন্য তখন প্রচার করে দেয় যে, তারা ঈসা (আঃ)কে ফাঁসী দিয়ে মেরে ফেলেছে। এরপর তারা তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসকে সমূলে বিনাশ করার জন্য গোপনে শত্রুতা চালাতে থাকে। বিশেষ করে

www.pathagar.com

ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে পৌল নামক এক ব্যক্তি কৌশলে তাঁর সত্য ধর্মকে সমূলে বিনাশ করার জন্যে নিজেকে মিথ্যামিথ্যি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত বলে প্রকাশ করে। পৌল তার প্রেরিত হওয়ার পদ লাভ ও ধর্ম প্রচারের বৈধতা প্রমাণ করতঃ সমাজের নিকট বিশ্বাসভাজন হবার জন্য এক অভিনব ফন্দি আটল। সে দাবী করতে লাগল যে, দামেস্কে যাবার পথে ঈসা (আঃ) এসে তার সাথে দেখা দিয়েছেন, তাকে তাঁর প্রেরিত পদ দিয়েছেন এবং তাকে অ-ইয়াহুদীদের নিকট ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। একথা শুনে লোকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। পৌল লোকদের কাছে প্রচার করতে থাকে যে, মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন নেক কাজ করার প্রয়োজন নেই, শুধু যীশুকে ত্রাণকর্তা বিশ্বাস করলেই মুক্তি মিলে যাবে। কোন নবীর শরীয়তও মানার প্রয়োজন নেই, কারণ, যীশু শরীয়তকে ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে নাকচ করে ফেলেছেন।

পৌলের অনুসারীদের পৌলীয়-খ্রীষ্টান বলা হয়। পৌলীয়-খ্রীষ্টানরা ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বাদশাহ্ কনষ্ট্যান্টাইনকে তাদের ত্রিত্ববাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হল। এভাবে রাজশক্তির সহায়তায় এই মিথ্যা ধর্মের বেড়াজাল তখনকার যুগে সর্বত্র প্রসারিত হবার সুযোগ পেল। এমনিভাবে ঈসা (আঃ)-এর ধর্মের উপর শতানের রাজত্ব আরম্ভ হল। পৌলীয় খ্রীষ্টানরা তখনকার সত্যের কাছাকাছি লিখিত ইঞ্জিলগুলোকে ধ্বংস করে ফেলল এবং নিজেদের মতবাদের ধারায় লিখিত বিকৃত ইঞ্জিলগুলোর প্রচার ও প্রসার চালু করে দিল। এভাবে পৌল ও তার মতবাদের ধারায় গড়ে উঠা অনুসারীরা ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম ও তাঁর ইঞ্জিল শরীফকে বিকৃত করে ফেলল। পৌলীয়-খ্রীষ্টানদেরই দৌরাত্ব চলছে বর্তমান যুগে, অথচ ঈসা (আঃ)-এর আসল অনুসারীদের অস্তিত্ব এখন এ যুগে দুনিয়ার কোথাও নেই।

ঈসা (আঃ)-এর সত্য ধর্মকে তথা খোদায়ী ধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বশেষ নবী এলেন দুনিয়াতে। এবারেও অভিশপ্ত ইয়াহুদী ও পৌলীয়-খ্রীষ্টানরা মহানবী (সাঃ)-এর প্রচারকার্যকে বানচাল করে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। তাঁকেও হত্যা করার জন্যে ইয়াহুদীরা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু বীর নবী (সাঃ) দুশমনদের সমস্ত কারসাজিকে বানচাল করে দিলেন, মদিনার সীমানা থেকে দুষ্কৃতিকারীদের বিড়াড়িত করে দিলেন এবং পূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েম করলেন।

তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের তৎপরতা চলতেই থাকে। তারা মুক্তির একমাত্র পথ ইসলামকে গ্রহণ তো করেই না, বরং সারা দুনিয়ায় বাতিল ধর্মের প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তারা জানে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টধর্ম বিকৃত, আর ইসলাম সত্য ধর্ম যা ঈসা (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম, তবুও কেন তারা সত্য ধর্মের পাশাপাশি বিকৃত ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ? উদ্দেশ্য তাদের মাত্র-দু'টি ঃ

এক- মুসলমানদের দরদী সেজে তাদের ঈমান রত্নটুকু কেড়ে নিয়ে ছলেবলে কলে-কৌশলে নিজেদের দলে ভিড়ানো;

www.pathagar.com

দুই- ধর্মান্তকরণের কাজ করে জগতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বাড়ানো। উভয় কাজেরই উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য লিপ্সা।

খ্রীষ্টানরা সেবা ও ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যেও বর্তমান এনজিওর বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দুনিয়াতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সাম্রাজ্য বিস্তার করে দুনিয়ার ফায়দা লুটছে। এভাবে তারা চিরস্থায়ী মুক্তির বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী লাভের অগ্রাধিকার দিয়ে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে।

আলোচ্য পুস্তকে লেখক শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই সাহেব এদিকেই আলোকপাত করেছেন। তিনি বাইবেলের পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলোকে পাশাপাশি রেখে বাইবেল দ্বারাই বাইবেলের ধর্মকে বাতিল প্রমাণ করেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, বর্তমান যুগে যারা নিজেদেরকে ঈসা (আঃ)-এর অনুসরণের নামে খ্রীষ্টান বলে দাবী করে, আসলে তারা নিজেরাও তাঁর প্রচারিত ধর্ম মানে না। তাদের প্রত্যেকের দাবীই মিথ্যা। তারা কেউই যীশুখ্রীষ্টের অনুসারী নয় বরং ঈসা (আঃ)-এর ধর্মের বিকৃতকারী পৌলের অনুসারী। এ বইখানি পাঠ করলে জ্ঞানীমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, বাইবেল নিয়ে আস্ফালনকারী পাদ্রীরা চক্ষু থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির ও অন্তর থাকতেও অজ্ঞান।

আর সাধারণ, নিরীহ, নিষ্ঠাবান, সরল ও অকপট খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্মের গোঁমড় সম্বন্ধে অজ্ঞ। জনাব আব্দুল হাই মূলতঃ এরূপ নিরীহ, নিষ্ঠাবান ও সরল খ্রীষ্টনদের উদ্দেশ্য করে এ বাইখানা লিখেছেন। তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাদেরকে তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তাদের নবী ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত সত্য ধর্ম ছিল অসম্পূর্ণ, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাতে এসে তা হল সম্পূর্ণ; অর্থাৎ ইসলাম তাদের নবীরই প্রচারিত ধর্ম, তবে ধর্মের পরিপূর্ণরূপ। জনাব আব্দুল হাই তাদেরকে এ পরিপূর্ণ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ডাকে তাদের সাড়া দিয়ে চিরস্থায়ী মুক্তির পথ অবলম্বন করা উচিত। সুতরাং এই পুস্তকখানা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও ফলপ্রসূ।

আমি দু'আ করি আল্লাহ্ তা'আলা এই পুস্তকখানি কবুল করুন এবং এর প্রণেতা, প্রকাশক ও পাঠক সকলকেই হেদায়েত নছীব করুন। আমীন।

আজিজুল হক

মাওলানা আজিজুল হক
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তাং ১৬/১২/৯৬ ইং

www.pathagar.com

বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের

অভিমত

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছল্লি আ'লা রাসূলিহীল কারীম, আম্মা বা'দ ঃ

জ্ঞান আল্লাহ্ পাকের একটি গুণ। তিনি আপন অসীম ভান্ডার থেকে জ্ঞানের সামান্য কিছু অংশ মানুষকে দান করেছেন। এভাবে মানুষকে আপন খেলাফতের আসনে সমাসীন করতঃ গৌরাবান্বিত করেছেন। আল্লাহ্- প্রদত্ত জ্ঞানের পরীক্ষায় পাশ করায় সে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল, লাভ করল 'আশরাফুল মাখ্‌লুকাত' উপাধি। সুতরাং জ্ঞান মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে জ্ঞানী নয়। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে জ্ঞান আহরণের শক্তি ও প্রেরণা দান করেছেন। এ বিশ্ব ব্রহ্মন্ডে মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, আর তাঁর মহান জ্ঞান-সম্বলিত নিদর্শন হচ্ছে আসমানী গ্রন্থগুলো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এমনি সর্বনাশা প্রাণী যে, নিজেদের পার্থিব স্বার্থের মোহে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানবিধৃত আসমানী কিতাবগুলো বিকৃত করে ফেলে।

ইয়াহুদীরা তাওরাত শরীফের মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণীতে কখনো শব্দে, কখনো অর্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করত। তেমনি খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা তাদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তো করলই, অধিকন্তু নতুন নতুন বিষয় লিখে তার সাথে জুড়ে ছিল। এমনিভাবে যুগ যুগ ধরে ইঞ্জিল, যবুর, তাওরাত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলো মানুষের হস্তক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে আর একখানি ধর্মগ্রন্থ দুনিয়াতে আমার প্রয়োজন অনুভূত হল, সেই ধর্মগ্রন্থই হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানের নিদর্শন মহাগ্রন্থ কুরআন। কুরআন শরীফ দুনিয়াতে নাযিল হওয়ার পরও অধিকাংশ ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান একে গ্রহণ তো করেই না বরং জিদের বশবর্তী হয়ে কুরআনের পাশাপাশি বিকৃত বাইবেলের প্রচার শুরু করে দেয়। যেখানেই কুরআনের আলো পৌছে সেখানেই তারা আঁধারের দাওয়াত দিতে থাকে। আর এদের খপ্পরে পড়ে যায় অনেক অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও সরলপ্রাণ মুসলমান। বিশেষতঃ খ্রীষ্টানদের প্রচারিত অধিকাংশ বইতে নাম-নিশানা থাকে না, শুধু শেষ পৃষ্ঠায় এক কোণে বিবিএস (বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি) লেখা থাকে। তাই ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অধিকাংশ মুসলমানই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে না। বি-বি-এস-এর প্রচারিত নবী-রসূলদের নামযুক্ত সুন্দর সুন্দর বই সস্তায় পেয়ে কিনে পাঠ করে। এসব বইয়ে সন্নিবেশিত ঈমানের পরিপন্থী অনেক কথা পড়ে ও বিশ্বাস করে মানুষ ঈমান হারিয়ে ফেলে।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে এমন একখানা পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন ছিল, যা পাঠ করে বাংলা ভাষাভাষী ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলেই ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের অসারতা ও ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

অত্র পুস্তকের লেখক জনাব শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই এরকম একখানা পুস্তকের অভাব পূরণ করেছেন। তিনি বর্তমান বাইবেল বিস্তারিতভাবে পাঠ করেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলামের মাহাত্ম, অমরত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি এ গ্রন্থটি ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে অমুসলমানদের জন্য এবং যারা বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ও পাঠে আগ্রহী তাদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ ও উপকারী হবে। আমি আরো আশা করি পাঠকবৃন্দ ইহা অধ্যয়ন করে হেদায়েত পাবেন এবং পথভ্রষ্ঠতা হতে বাঁচতে পারবেন।

আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ আমাদের প্রিয় এই লেখকের চেষ্টাকে কবুল করুন এবং মুসলমান-অমুসলমান সকল বান্দাদেরকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

১১.১.৯৭

মাওলানা উবায়দুল হক

www.pathagar.com

মাসিক মদীনার সম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আলোচ্য পুস্তক 'সত্যের সন্ধানে' ঐশী গ্রন্থসমূহের তুলনামূলক আলোচনার একটি প্রামাণ্য পুস্তক- অধ্যয়ন পিপাসু মুসলমান-অমুসলমান সকলের জন্য বিশেষভাবে লিখিত একখানি ধর্মীয় গ্রন্থ। গ্রন্থকার জনাব শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই বর্তমানে পাওয়া যায় এমন সকল বাইবেল ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এতে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বাইবেলগুলোতে স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং সেগুলোতে মনগড়া প্রয়োজন মাফিক যুগে যুগে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, খ্রীষ্টধর্মের অতি প্রচলিত রীতির প্রধান প্রধান মতবাদগুলোর প্রত্যেকটি বিষয় যেমন ত্রিত্ববাদ, যীশুর ঈশ্বরত্ব, তাঁর স্বর্গীয় পুত্রত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, ক্রুশকাষ্ঠে তাঁর মৃত্যু ইর্তাদি হচ্ছে বানানো ও মনগড়া কাহিনী। প্রকৃত বাইবেলে এগুলোর আদৌ কোন উল্লেখ নেই। লেখক নিতান্তই বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্যনির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করে লিখেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, বর্তমান বাইবেলগুলোতে বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও ছিটাফোটা সত্যের যেটুকু ক্ষীণ আলো আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যদি কেউ তার উপর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করে তবে সহজেই সে উপরোক্ত সত্যের সন্ধান পেতে পারে।

লেখক পবিত্র মদিনায় একজন প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার- মদিনায় কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। কর্মব্যস্ত একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষ থেকে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এমন একটি জটিল বিষয় পেশ করা সহজসাধ্য নয়।

বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল অমুসলমান সউদী আরবে (মদিনাতে) জীবিকা অন্বেষণ ও অর্থ উপার্জনের জন্য আসে, তাদের কাছে যারা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন লেখক তাদের মধ্যে একজন। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে বেশ কিছু অমুসলমান তাঁর চেষ্টায় সত্যধর্মের সন্ধান পেয়েছেন এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর লেখা এ বইটি তাঁর ঐ অভিজ্ঞতার ফসল। গ্রন্থকার আশা করেন, যাদের কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে হকের দাওয়াত দিতে অপারগ এই বইয়ের মাধ্যমে ঐ দাওয়াত তাদের কাছে পৌছুক। তিনি আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান বিশেষভাবে তাদের উদ্দেশ্য করে বইটি লিখেছেন। ইয়াহুদীরাও এই বই পড়ে প্রকৃত সত্যধর্মের পথ পেতে পারে।

গ্রন্থাকারের ইংরেজীতে প্রকাশিত 'In Search of the Truth' মূল গ্রন্থটি সউদী সরকার অনুমোদন করেছেন। মক্কাতে অবস্থিত 'The Muslim World League' সে বইটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিতরণ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

আমরা লেখকের সাফল্য ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সম্পাদক: মাসিক মদীনা, ঢাকা

www.pathagar.com

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম (পীর সাহেব, চরমোনাই)-এর

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

যুগ যুগ ধরে অন্যান্য ধর্মের সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করে আসছেন যে, তারা তাদের নবীদের উপর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ অনুসরণ করে চলছেন; অতএব তারা সত্য ধর্মের উপরেই আছেন। কিন্তু প্রকৃত ইঞ্জিল, যবুর, তাওরাত এবং নবীদের উপর অবতীর্ণ অন্যান্য সহীফা যে আজ দুনিয়ার কোথাও নেই তারা হয়তো তা জানেন না। নবীরা চলে যাওয়ার পরে, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে, ধর্মগ্রন্থগুলোও মানবীয় হস্তক্ষেপে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি মানুষ নতুন নতুন বিষয় রচনা করে এগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে জুড়ে দিয়েছে। এ সকল রদবদলের কারণে দুনিয়াতে আর একটা ধর্মগ্রন্থ আগমনের প্রয়োজন হয়েছিল, আর তা হলো পবিত্র কুরআন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভুল। তিনি কোন ভুল করেন না। তাঁর বাণী কুরআন শরীফে কোন ভুল নেই, আর তিনি এর সংরক্ষণের দায়িত্বও নিয়েছেন। এতে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী বর্তমান যুগের সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য জ্ঞানের সাথে পুরোপুরিভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে অসংখ্য ভুল-ত্রুটি এ সত্যই প্রমাণ করে যে, এগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী হতে পারে না।

স্নেহের জনাব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হাই সাহেব গভী-সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে সত্যের সন্ধানী সকলের সামনে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে, তুলনামূলক আলোচনা করে এ সত্যকেই প্রমাণ করেছেন। তার লিখিত 'সত্যের সন্ধানে' বইটি তাই আসমানী কেতাবসমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার একটি প্রামাণ্য পুস্তক। প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠার বইটি বিভিন্ন ধর্মের তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত। যারা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সঠিক সত্যে পৌঁছতে চান তাদের এ পুস্তকটি অবশ্যই একবার পড়ে দেখা দরকার। যারা আন্তরিকতার সাথে অকপটভাবে, চিরস্থায়ী শান্তি পাওয়ার জন্য সত্যের সন্ধান করে, এ পুস্তক তাদেরকে সত্যের সন্ধান দেবে। মুসলমান, অমুসলমান সকলকেই আমরা এ মূল্যবান গ্রন্থখানি পাঠ করতে অনুরোধ করি।

দু'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা লেখককে এর প্রতিফল দান করুন, পুস্তকখানি কবুল করুন এবং পাঠকদেরকে হেদায়েত দান করুন। আমীন।

তাং 17/7/96

(মোঃ ফজলু...)
পীর সাহেব
চরমোনাই, বরিশাল।
(সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম)

www.pathagar.com

কাব্য-সাহিত্য রত্ন, বাণী বিনোদ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)
সভাপতি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্যট্রাস্ট, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ-এর

অভিমত

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোঃ আবদুল হাই সাহেবের **'সত্যের সন্ধানে'** গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমি শ্রদ্ধার সাথে প্রায় তিনবার অধ্যয়ন করে মুগ্ধ হয়েছি। এত স্বল্প বয়সে তাঁর গভীরতম শাস্ত্রজ্ঞান, মৌলিক গবেষণার আলোকে আলোচ্য পুস্তকে তার প্রতিফলন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। আমি এই পবিত্র পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

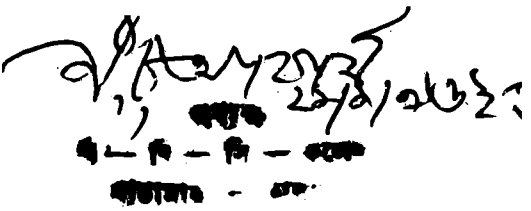

তাং ২১/১/৯৬ ইং

শ্রীনরেশ চন্দ্র আচার্য
অধ্যক্ষ বিবিসি কলেজ
বাচামারা, দৌলতপুর
মানিকগঞ্জ।

www.pathagar.com

সূচীপত্র ঃ

বিষয় পৃষ্ঠা

'সত্যের সন্ধানে' সম্পর্কে কে কি বলেন ? iii

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা xviii

অধ্যায়-১

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে অসংখ্য স্ববিরোধী বিবরণের মধ্য হতে কয়েকটি

১। নুহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনের স্থায়িত্বকাল কি ১৫০ দিন, না ৪০ দিন ছিল ?.... ৩

২। সদা প্রভু, না শয়তান ? কে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিলেন ?..... ৩

৩। দুর্ভিক্ষ কি সাত বছর ব্যাপিয়া, না তিন বছর ব্যাপিয়া ?..... ৪

৪। যিহোয়াখীনের বয়স কি আট, না আঠার বছর ?..... ৪

৫। অহসিয়র বয়স কি বাইশ, না বেয়াল্লিশ বছর ? ৫

৬। সাত শত, না সাত হাজার ? অশ্বারোহী সৈন্য, না পদাতিক সৈন্য ? ৫

৭। শলোমনের পাত্র কি দুই হাজার ছিল, না তিন হাজার ?..... ৬

৮। শলোমনের অশ্বশালা কি চার হাজার ছিল, না চল্লিশ হাজার ? ৬

৯। কোন মানুষ কি আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে, না পারে না ?..... ৭

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম কোন্ নৈতিক শিক্ষার উৎস ?

অশ্লীল ও উদ্ভট যৌন কাহিনী এবং পরস্পর বিরোধী কিচ্ছা কাহিনী।

১০। নবী অথচ উলঙ্গ (?) ৮

Incest : ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে ব্যভিচার

১১। লুৎ (আঃ)-এর প্রতি কলঙ্ক আরোপ ৮

১২। ইয়াহুদী জাতির গোষ্ঠীপতি জুদাহর (?) যৌন-কারসাজি ১০

১৩। দাউদ (আঃ) (?)-এর মহাপাপের বিবরণ ১৩

১৪। বাইবেল আপন বোনকেও ধর্ষণ করার কৌশল শিক্ষা দেয়..... ১৫

১৫। অবসালোম কি করে পিতার স্ত্রীর সাথে শয়ন করল ?..... ১৫

১৬। বাইবেল নবী-রসূলদেরকেও প্রতিমাপূজক ও বিপথগামী সাব্যস্থ করেছে... ১৬

www.pathagar.com

নবীদের সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনাসমূহ অবাস্তব, আল্লাহর কোন নবী ভুল করতে পারেন না. ১৮
(ক) আল্লাহ পাক নূহ্ (আঃ)কে নসীহত করলেন..... ১৯
(খ) তিনি ইউসুফ (আঃ)কে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও ভুল
করা হতে করলেন ২০
(গ) তিনি মুহাম্মাদ (সঃ) কে বৈধ কাজের ব্যাপারে কছম
করা হতে বিরত রাখলেন ২১
১৭। বারবনিতা দুই বোনের বেশ্যাবৃত্তি ২৩

অধ্যায়-২
বাইবেলের নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ
- ঈশ্বর সম্পর্কে।

১। এক ঈশ্বর না, তিন ঈশ্বর ? ২৬
- ত্রিত্ববাদ যুক্তির খন্ডন ৩০
২। ঈসা (আঃ) কি আল্লাহর পুত্র, না পয়গম্বর ? ৩২
- পুত্রত্ব মতবাদের যুক্তির খন্ডন ৩৮
- আল্লাহর প্রতি পুত্রত্ব আরোপকারীরা মিথ্যাবাদী ৩৮
- আল্লাহর প্রতি পুত্রত্ব আরোপকারীরা কঠিন শাস্তির অপেক্ষাতে থাকুক..... ৪০
৩। ঈসা (আঃ) কি সৃষ্টি, না স্রষ্টা, মানুষ না খোদা ? ৪১
- ঈসা (আঃ) খোদা নন, খোদার দাস- একজন মানুষ ৪৪
- 'ঈশ্বর' এর মধ্যে মনুষ্য স্বভাব ৪৬
- যীশুর মধ্যে সৃষ্ট জীবের স্বভাব ৫০
- যীশুর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ৫২
- মূর্তি পূজার অসারতা ৫৩
- যীশুর অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা ছির ধার করা, আল্লাহর দান..... ৫৪

www.pathagar.com

অধ্যায়-৩

নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ

– পৌল ও ইঞ্জিল সম্পর্কে

১। সেন্ট (?) পৌল ছিলেন বাইবেলের মধ্যে গুরুতর স্ববিরোধী বক্তব্যের স্রষ্টা, তিনি খাৎনা করার চিরকালের নিয়ম ভঙ্গ করলেন।

(ক) খাৎনা করার নিয়ম স্থাপন ৫৮

(খ) আধুনিক বিজ্ঞানে খাৎনার গুরুত্ব..... ৬০

২। সেন্ট (?) পৌল কিরূপে যীশুর শিষ্য হলেন ?..... ৬২

(ক) পৌল ও বার্ণবার মতের অমিল ৬৮

(খ) খ্রীষ্টধর্মে বার্ণবার কোন স্থান নেই কেন ? ৭৫

(গ) বার্ণবালিখিত সুসমাচারের ভূমিকা ও উপসংহার ৭৮

৩। পৌলের ইঞ্জিল ছিল ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিল হতে ভিন্ন ৭৯

(ক) পৌলের হাস্যকর দাবি ৮০

(খ) আসল ইঞ্জিল ও নকল ইঞ্জিল ৮২

(i) জুডিও-খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বিবরণ ৮৩

(ii) পৌলীয়-খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বিবরণ ৮৪

৪। আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে, যীশু, না পৌল ? ৮৮

(ক) পৌলের দল ছিল ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাহাবাদের দল হতে ভিন্ন ৮৯

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী দু'দলের মধ্যে সংগ্রাম ৯০

(গ) পৌল জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক বন্দিদশায় ভীত হলেন..... ৯২

(ঘ) পৌলীয়-খ্রীষ্টানরা কিরূপে জুডিও-খ্রীষ্টানদের উপর বিজয়ী হল ? ৯৩

অধ্যায়-৪

নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ

- ঈসা (আঃ) সম্পর্কে

১। পৌলের উল্লেখিত *আর এক যীশু* কে ? ১০০

(ক) মেকী যীশুর সমীক্ষা ১০২

(খ) মেকী যীশুর কাফন দাফন ও কবর হতে লাশ উদ্ধার ১০৪

(গ) সেন্ট (?) পৌলের কল্পিত যীশু ১০৮

www.pathagar.com

২। যীশুর বংশ তালিকা ১১১
(ক) আল্লাহর বাণী তৈরী করার অভিনব পদ্ধতি..... ১১৩
(খ) যীশুর নবী জীবন ১১৩
(গ) যীশুই কি একমাত্র পথ বা দরজা ?..... ১১৭
৩। ঈসা (আঃ) কি তাওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন, না উহা বাতিল করে গিয়েছেন ?
(ক) ঈসা (আঃ) তাওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন..... ১১৯
(খ) কেছাছ (খুনের বদলে খুন)-এর আদেশ..... ১২০
(গ) ব্যভিচারের দন্ডবিধান ১২১
(ঘ) স্ত্রী পরিত্যাগের অনুমতি..... ১২২

অধ্যায়-৫
নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ
- পাপ, মুক্তি ও অন্যান্য সম্পর্কে

১। পাপ কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, না স্বকর্মের দ্বারা অর্জিত ? ১২৫
(ক) আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ১২৬
(খ) পাপ হতে উদ্ধার পাওয়া ১৩০
(গ) একটি অনিচ্ছুক বলি ১৩১
২। পৌলীয় খ্রীষ্ট ধর্মে সস্তায় (?) মুক্তি ১৩২
(ক) মুক্তি (অনন্ত জীবন) পাবার উপায় ১৩৩
(খ) হায় মূর্খ! কাজ ছাড়া ঈমান যে নিষ্ফল তার প্রমাণ কি তুমি চাও ?..... ১৩৫
(গ) পৌলের ধর্মে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার উপায়..... ১৪২
৩। মাত্র একটি চিহ্ন (মো'জেজা), না আদৌ কোন চিহ্ন নয় ?..... ১৪৩
৪। তিন দিন তিন রাত, না একদিন দুইরাত ?..... ১৪৪
৫। যীশু কি কেবল একজনকে হারিয়েছিলেন, না কাকেও হারান নি ?..... ১৪৮
৬। মিথ্যা প্রতিজ্ঞা..... ১৪৮
বাইবেলের নতুন নিয়ম কোন্ নৈতিক শিক্ষার উৎস ?
৭। মদ পানের বিষফল ১৪৯

www.pathagar.com

অধ্যায়-৬

বাইবেলে অবাস্তব, অযৌক্তিক ও বানোয়াট বর্ণনাসমূহের মধ্য হতে কয়েকটি

১। মহান আল্লাহ্‌র সাথে উপহাস করা

(ক) পরাক্রমশালী আল্লাহ ইয়াকুব (আঃ)-এর সাথে কুস্তি করে পরাজিত হলেন..... ১৫৩

(খ) মহান আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) কি নাপিত ?..... ১৫৩

(গ) মহান আল্লাহ কি ধূমপানকারী ? ১৫৩

২। নবী ও অন্যান্যদের প্রতি আরোপিত অযৌক্তিক উক্তি

(ক) নবীদের শানে অযৌক্তিক কথা..... ১৫৪

(খ) শিমশোন ও শম্‌গরের দুঃসাহসিক অভিযান..... ১৫৫

(গ) মূসা (আঃ)-এর কারসাজি (?) ১৫৬

(ঘ) দাউদ (আঃ)-এর বিবাহের পণ ১৫৮

৩। বাইবেলে কুসংস্কার

(ক) ঈসা (আঃ)কে পাপে ফেলার চেষ্টা। ১৫৮

(খ) রূপকথা ১৫৯

(গ) অর্ধকথিত গল্প ১৬১

৪। একটি বাস্তব পরীক্ষা ১৬২

৫। একটি খোলা চ্যালেঞ্জ ১৬৩

অধ্যায়-৭

গোমর ফাঁক

বাইবেলে অসংখ্য সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, সংশোধন, ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যার মধ্য হতে কয়েকটি ঃ

(ক) সংযোজন ঃ বাইবেলের সাথে যা *যোগ করা* হয়েছে ১৭২

(খ) বিয়োজন ঃ বাইবেল হতে যা *বাদ দেয়া* হয়েছে ১৭৪

(গ) বাইবেলের মধ্যে যা পরিবর্তন বা রদবদল করা হয়েছে ১৮৫

(ঘ) আরব-ইস্রাঈলী দ্বন্দ্বের কারণ- রদবদল, অপব্যাখ্যা ও বিদ্বেষ ১৯২

(ঙ) মিথ্যা অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা ১৯৫

www.pathagar.com

অধ্যায়-৮

বিচারের কষ্টিপাথরে পবিত্র কুরআন ও বিকৃত বাইবেল

কুরআন বা বাইবেল-কোন্‌টা আল্লাহ্‌র বাণী?

১। বাইবেলের মধ্যে তিন প্রকার বাণী বা সাক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ২০৩

(ক) প্রথম প্রকার বাণী (সাক্ষ্য)..... ২০৩

কে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন?..... ২০৪

কুরআন কিভাবে গ্রন্থবদ্ধ হল ?..... ২০৫

(খ) দ্বিতীয় প্রকার বাণী বা সাক্ষ্য ২০৮

(গ) তৃতীয় প্রকার বাণী বা সাক্ষ্য ২১১

কাদের দাবী সত্য

২। কে বাইবেলের লেখক ?

(ক) বর্তমান তাওরাত না আল্লাহ্‌র বাণী, না মূসা (আঃ)-এর রচনা বরং তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ২১৪

(খ) সুসমাচারসমূহ না আল্লাহ্‌ কর্তৃক অবতারিত, আর না ঈসা (আঃ) বা তাঁর কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবা কর্তৃক লিখিত।..... ২১৭

(i) যীশুর প্রেরিত মথি, মথির নামে প্রচারিত সুসমাচারের লেখক নন ২১৭

(ii) প্রেরিত যোহন, তাঁর নামে প্রচারিত সুসমাচারের লেখক নন..... ২১৮

(iii) দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুসমাচারের লেখকদ্বয় মার্ক ও লুক যীশুর প্রেরিত নন ২২১

(গ) কখন কিভাবে বাইবেলের সুসমাচারসমূহ রচিত হয়েছিল ?..... ২২২

উপসংহার

১। বাইবেল মহান আল্লাহর বাণী নয় ২২৬

২। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই..... ২২৭

৩। বাইবেলের মধ্যে ইসলামের পবিত্র বাক্য *লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর* অর্থ অদ্যবধিও বিদ্যমান আছে ২৩০

www.pathagar.com

৪। আল্লাহ সব কিছুকেই সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, কিন্তু মানুষকে
সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনা করার জন্য ২৩৮
(ক) সূর্য মানুষের উপাস্য নয়, সেবক ২৩৯
(খ) মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ২৪১
৫। আল্লাহর দান উপভোগকারী অথচ তাঁর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানকারীরাই
প্রকৃত আল্লাহ্‌দ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক..... ২৪৪
৬। অবিশ্বাসীদের শেষ গন্তব্য স্থান দোযখে..... ২৪৭
৭। দাওয়াতঃ
(ক) আল্লাহ্ পাক বলছেন, *হে মুসলমানরা-তোমরা বল* ২৫২
(খ) মিশনারীদের মরণ ফাঁদে পড়বেন না, তাদের তৎপরতার উর্ধে থাকুন.. ২৫৫
৮। আল্লাহ্ পাকের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষন ২৫৮
(ক) নও মুসলমানদের জন্য শুভ সংবাদ..... ২৫৮
(খ) নও মুসলমান প্রত্যেক সৎকর্মের পুরস্কার জন্মগত
মুসলমানের দ্বিগুণ পাবে ২৫৯
(গ) নও মুসলমানদের মুক্তির গ্যারান্টি..... ২৬১
(ঘ) খোদায়ী আহ্বানে সাড়া দিন ২৬২

পরিশিষ্ট-।

ক। প্রমাণ পঞ্জী ২৬৩
খ। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের ৬৬ খানা পুস্তিকা নাম অর্থাৎ
তথাকথিত ইঞ্জিল, যবুর, তাওরাত এবং অন্যান্য নবীদের সহিফার নির্ঘন্ট...২৬৫

পরিশিষ্ট-॥

নও-মুসলমানদের নামের তালিকা ২৬৬

www.pathagar.com

সত্যের সন্ধানে

প্রথম খন্ড

প্রথম খন্ডের ভূমিকা

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ সকলেই জীবনে সুখী হতে চায়, শান্তি পেতে চায়। কিন্তু শান্তি পাবার রাস্তা অনেকেই চিনে না। তাই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মতে ও পথে শান্তি পাবার চেষ্টা করে, এর জন্য সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু তাদের রাস্তা সঠিক ও সত্য না হওয়ার কারণে প্রকৃত সুখ ও চিরস্থায়ী শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটে না। কেউ ক্ষণিকের জন্য সামান্য শান্তি পেলেও উহা হয় মোহজনক, মিথ্যা - সিনেমার পর্দায় ছবির মত ক্ষণস্থায়ী; পরক্ষণেই এক মহা অশান্তি এসে তাদের জীবনকে হতাশা ও নিরাশায় ভরপুর করে দেয়, অতৃপ্ত ও অশান্ত মন নিয়ে তারা দুনিয়া হতে চিরবিদায় নেয়।

আমরা এই পুস্তকে সেই সত্যের সন্ধান দিতে চাই, যে সত্য অনুসরণ করে চললে দুনিয়ার সকল মানুষই ইহকালে সুখ ও শান্তি এবং পরকালে চিরস্থায়ী শান্তি ও মুক্তি পেয়ে যাবে।

আজ দুনিয়াতে মানুষের সমস্যার শেষ নেই। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক- তথা সার্বিক জীবনে, সর্বত্র সমস্যা বিরাজমান। অসৎ মানুষের সকলেই কমবেশী কোন না কোন সমস্যায় ভুগছে।

যে ব্যক্তি কোন জিনিস তৈরী করে, সে-ই ভাল জানে কিভাবে ব্যবহার করলে জিনিসটি ভাল থাকবে। তেমনি সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন, তাঁর সৃষ্ট মানুষ কোন পথে চললে সুখ-শান্তি পাবে। তাই তিনি মানুষকে ঐ সত্যের পথেই চলার বিধান দিয়েছেন যে পথে চললে সকল স্তরের মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আভ্যন্তরিণ, আন্তর্জাতিক সর্বত্র ও সর্বস্তরে, মানুষের সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান হয়ে, শান্তি পেয়ে যাবে। যারা আন্তরিকতার সহিত, অকপট ভাবে, চিরস্থায়ী শান্তি পাওয়ার জন্য সত্যের সন্ধান করে, এই পুস্তক তাদের জন্য উপকারী হবে।

যে সমস্ত পথে মানুষ সুখী হওয়ার ও শান্তি পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে, প্রথম খন্ডে ঐ পথেরই কিছু আলোচনা করব।

ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ও দাবী করে যে, "আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পন করে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চললে

www.pathagar.com

অর্থাৎ সত্যের অনুসরণ করলেই যদি শান্তি পাওয়া যায়, বেহেশত মিলে, তবে তো আমরাও শান্তি পাব, বেহেশতে যাব, কারণ আমরাও নিজ নিজ সত্য ধর্ম পালন করি।"

তাদের মতে তাদের এ দাবী যুক্তিপূর্ণ। কারণ, প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাদের ধর্মই সত্য ধর্ম। *আসলে আল্লাহ্‌র নিকটে জাতিগত বা বংশগত আভিজাত্যের কোন দাম নেই*। তাঁর কাছে জন্মগত ভাবে হিন্দু-মুসলমান, ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান, জৈন-বৌদ্ধ সকলেই সমান, প্রত্যেককে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও আল্লাহ্‌র শত্রু হতে পারে, আবার অমুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও ঈমান এনে, সৎকর্ম করে তাঁর বন্ধু হতে পারে (কুরআন ২ ঃ ৬২ দ্রষ্টব্য)। যে আল্লাহর বিধান অর্থাৎ সত্য ধর্ম মেনে চলবে, আল্লাহ তাকে পুরষ্কার দিবেন। আর যে অবাধ্য হবে সে শাস্তি পাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এই সত্য ধর্ম কোন্‌টি ? জান্নাতে কে যাবে ?

অমুসলমান বিশেষ করে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা যথাক্রমে দাবী করে (কুরআনের ভাষায়) ঃ *.....ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না।.....*

আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন- হে আমার নবী! আপনি

বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরষ্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

(কুরআনুল করীম, সূরা বাকারাহ, ১১১-১১২)

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলছেন ঃ

তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সংগীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না, অতএব তারা টালবাহানা করে।

(ঐ, সূরা আম্বিয়া-২৪)

সুধী পাঠক-পাঠিকারা! দুনিয়ার প্রধান প্রধান ধর্মের সত্য হওয়ার দাবীর **প্রমাণ** (ধর্ম গ্রন্থগুলো) এখন আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। তাই আসুন, আমরা একটু যাচাই বাছাই ও তুলনামূলক আলোচনা করে দেখি- ঐগুলোর মধ্যে সত্য তথা আসমানী ওহী বিদ্যমান আছে কিনা। কুরআন, ইঞ্জিল, যবুর, তাওরাত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলো বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মহা-ভারত, ত্রিপিটক, জিন্দাবেস্তা, দসাতির প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের অনেক পরে দুনিয়াতে প্রচার হয়েছে এবং এগুলোর আনয়নকারী নবীদের নামধামও আমাদের পরিচিত। তাই কুরআন এবং বর্তমান ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত নিয়েই আমরা এখানে

www.pathagar.com

তুলনামূলক আলোচনা করতে চাই। পক্ষান্তরে হিন্দুদের বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, পারসিকদের জিন্দা-বেস্তা ও দসাতির প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর ভিত্তি আরও নড়বড়ে। এগুলোর মধ্যে আজ আর সত্যের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ঐ সব ধর্মগ্রন্থ রিসার্চকারীর সামনে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। যেমন বিজ্ঞান, মানব রচিত ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস ইত্যাদি। এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত মানা যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের বিপরীত না হয়। কিন্তু এগুলোর অন্ধ অনুসরণ করায় পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এগুলোতে সত্যে উপনীত হওার ও শান্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

আর যেহেতু নবী-রসূলরাই আল্লাহর জ্ঞানের মাধ্যম, তাই সত্য নবীর মত ও পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলে নিজ ভুল-ত্রুটির কারণে মাঝ পথে কিছু বিলম্ব হলেও এক দিন না এক দিন সে গন্তব্যস্থলে বেহেস্তে পৌঁছে যাবে, মুক্তি পাবে। আর ভ্রান্ত পথের পথিক যত তাড়াতাড়িই অগ্রসর হোক না কেন, অভীষ্ট লক্ষ্যে সে কখনই পৌঁছতে পারবে না, প্রকৃত শান্তিও তার ভাগ্যে জুটবে না। কারণ সে তো উল্টা জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। কাজেই, প্রিয় পাঠক পাঠিকারা! অতি সতর্কতার সহিত যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনা করে রাস্তা ধরুন।

বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জিনিসই বেছে নেয় এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে, সে সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। আর মূঢ়-মুর্খ, অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তি না বুঝে সন্দেহজনক বস্তু গ্রহণ করে এবং ভুল পথে পা বাড়ায়, অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে, অবশেষে ধ্বংসের গর্তে পড়ে বরবাদ হয়ে যায়।

মানুষ (অধিকাংশই) এমনই সর্বনাশা জীব যে, নিজের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তার কল্যাণময় ও শান্তির পথকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে (বিভিন্ন সম্প্রদায়) নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন মত ও পথকেই বেছে নেয়।

সত্য ধর্ম আল্লাহ্‌ই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর দান সত্যধর্মও তেমনি এক। তাহলে খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের দাবীকৃত সত্যের মধ্যে এত অমিল ও পার্থক্য কেন ? খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। তেমনিভাবে ইয়াহুদী জাতিও বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং অবশিষ্ট সকল ধর্মই মিথ্যা ও অমূলক। মুসলমানরাও দাবী করে তাদের ধর্মই অবিকৃত সত্য ধর্ম। তা হলে প্রকৃত সত্য কোথায় ?

ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করেছেন, অথচ গির্জার পুরা কাঠামোই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদের উপরে।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেনঃ ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন পুণ্যবান ও বিখ্যাত নবী, অথচ যীশুখ্রীষ্ট *নিজেই ঈশ্বর* বা *ঈশ্বরের পুত্র* অথবা *তিন ঈশ্বরের এক ঈশ্বর* -এ বিশ্বাসকে ঘিরে গির্জা এহেন ধর্মমত গড়েছে।

ইসলামের শিক্ষাঃ এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত সৎকর্ম (এবাদাত)ই মুক্তি পাওয়ার ভিত্তি, কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। অথচ খ্রীষ্টধর্ম যীশু *ক্রুশকাষ্ঠে আত্মবিসর্জন দিয়ে সকল খ্রীষ্টানদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন*-এই মতবাদের উপর সকলের মুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে, ফলে সব খ্রীষ্টানই নিষ্পাপ হয়ে গিয়েছে, তাই বেহেশত তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রকৃত সত্য প্রকাশ হওয়ার পথে অন্তরায় কি? আল্লাহ্‌র দেয়া চিরন্তন সত্য কোথায়? সুধী অমুসলমান পাঠক-পাঠিকারা! কেন বিবেক খাটান না, ভেবে দেখেন না?

কিভাবে *একে তিন হয় এবং তিনে এক হয়?* মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ কিভাবে জড় ও মানবদেহ ধারণ করে আবির্ভূত হওয়া পছন্দ করলেন? আর কিরূপেই বা একজন নারীর নোংরা জরায়ুর মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল অবস্থান করলেন? কিভাবে খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ বা রামের মত একজন নশ্বর মানুষ অবতার (God incarnated) হতে পারেন? অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই অন্যান্য মানুষের মতই একজন অবলা নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শীত-গ্রীষ্মে কাতর, অসুখ-বিসুখে দুর্বল, বিপদ-আপদে বিহ্বল, মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিলেন। তবে কি এই সব ধর্মমত অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক? তাদের ধর্মীয় নেতাদের একমাত্র উত্তর হলঃ বিশ্বাসী শুধু তার নিজের ধর্মে বিশ্বাস করবে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারবে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, যে বিষয়ের উপর আপনার মনের শান্তি ও চিরন্তন মুক্তি নির্ভর করে, এমন বিষয়ে আপনি কিরূপে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারেন? মানুষ মাত্রই ভুল করে; আপনার পুরোহিত, ধর্মযাজকও ভুল করতে পারেন। এমন একজন ত্রুটিবিশিষ্ট মানুষ এবং ত্রিত্ববাদের মত এমন এক রহস্যময় বা দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের নিকট আপনার বিচার-শক্তি ও যুক্তি-বুদ্ধিকে সর্মপণ করে কিরূপে আপনি অন্ধ বিশ্বাস করতে পারেন? আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনাকে বিচারশক্তি, বিবেক-বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেছেন, ভাল-মন্দ বোঝার, সত্যকে মিথ্যা হতে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আপনার জ্ঞান-চক্ষু খুলুন, সত্যের সন্ধান করুন, প্রকৃত শান্তির পথ ধরুন। ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইহ-পারলৌকিক মুক্তি ও শান্তি পাওয়ার বিষয়। এই মুক্তি ও শান্তি সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্ম করার দ্বারাই লাভ করা যায়। পরিশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপরেই নির্ভর করে আপনি দোযখে যাবেন, না আপনাকে বেহেশতে স্থান দেয়া হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য, তার এই পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। যদি আপনি মৃত্যুর পরে এই সত্যকে বুঝতে পারেন, তবে তখন ইহা আপনার আর কোন কাজে আসবে না। কেউ-ই কখনই সৎকর্ম করার জন্য দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে ফিরেও আসতে পারবে না। অবিশ্বাসীরা প্রকৃতপক্ষে পরকালে সত্যকে স্বচক্ষে দেখতে পারবে এবং তখন তারা তাদেরকে আর একবার দুনিয়াতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনুনয় বিনয় করতে থাকবে, কিন্তু তখন আল্লাহ্ আ'আলা উত্তর দিবেনঃ

.....আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারী [নবী]*ও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর-- জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।*

(পবিত্র কুরআনুল করীম, সূরাহ-ফাতির ঃ ৩৭)

তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ

আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। (ঐ, সূরাহ জাসিয়া ঃ ৩৪)

অতএব, সত্য ধর্মের সন্ধান করা, উহাকে গ্রহণ করে আমল করা এবং তদ্বারা ইহকালে শান্তি পাওয়া এবং পরকালে মুক্তি অর্জন করার জন্য এই দুনিয়ার জীবনই উপযুক্ত সময়। আপন মায়ের গর্ভে অবস্থান করে কেউ-ই বহির্জগতের সৌন্দর্য দেখতে পারে না। অনেক খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ নিজ নিজ ধর্ম পুস্তকের গন্ডী ছেড়ে অন্য ধর্মের কোন বই পড়তেই চান না, এমন কি নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থেও ভালভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সত্যের অনুসন্ধান করেন না। বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সত্যের যতটুকু ক্ষীণ আলো আজো বিদ্যমান আছে, ততটুকুর উপরেই চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করলে একজন ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান অনায়াসেই সত্যের সন্ধান পেতে পারে।

যা হোক, যদিও আপনি আপনার গবেষণাকে শুধু আপনারই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন, তবে কিরূপে সত্যকে মিথ্যা হতে পার্থক্য করতে পারবেন ? উহাতে সত্যের সুস্পষ্ট বিকাশ না-ও তো থাকতে পারে ? তাই অনুগ্রহপূর্বক কিছু সময়ের জন্য আঁতুড় ঘরের গন্ডী হতে বের হয়ে আসুন, আর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় চরম অলৌকিক গ্রন্থ কুরআনকেও আপনার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করে নিন, এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, সততা ও অকপটতার সহিত এর মধ্যেও সত্যের সন্ধান করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ইহা আপনার মনে দাগ কাটবে। ইহার অলৌকিক গুণ ও ঐশ্বরীক প্রকৃতিতে আপনি অভিভূত ও বিস্মিত হবেন।

www.pathagar.com

আমি অনেক বছর যাবৎ ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষভাবে গবেষণা করে আসছি। এই পুস্তক আমার সেই গবেষণারই ফল।

সুধী পাঠক-পাঠিকা। আসুন, চিরন্তন সত্যের সন্ধান করতে আমার সাথে শরীক হোন। আমি আমার এই পুস্তকের মাধ্যমে আপনার সামনে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি পেশ করছি, আর এই গুলোর সমর্থনে প্রামাণিক বিভিন্ন মূল পাঠ হতেও উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মনোনিবেশ সহকারে বইটি পড়ে দেখুন এবং এর মধ্যকার উপাদান সমূহের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। আশা করি সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হবেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এই রংগমঞ্চেও যে সমস্ত আধুনিক লোক শান্তি ও সত্যের অনুসন্ধানে আজও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে, আমি আশা করি, এ পুস্তকে আলোচিত বিষয়সমূহ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

মদিনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠে বিভিন্ন দেশের অনেক অমুসলমান চাকুরী বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভিড় করে। আমি এ পুস্তক-(এর মৌলিক ছাঁচে) নিয়ে তাদের সাথে, বিশেষ করে খ্রীষ্টানদের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক করেছি। এদের অনেকেই পরিশেষে সত্যের সন্ধান পেয়ে এবং উহাকে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। তাদের কয়েকজনের তালিকা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শুনা যায়, আমেরিকায় দু'কোটি লোকেরই কোন ধর্ম নেই। এ বইয়ের বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ এ ধরনের লোকদের নিকটে বিশেষ ফলদায়ক প্রমাণিত হতে পারে। আমি তাই আশা করি, যাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়, এ বার্তা তাদের নিকটে পৌছুক।

আমি অবিশ্বাসীদের সাথে অপ্রয়োজনীয় বাক্-বিতণ্ডা করে গোলমাল বাধাতে চাই না, অথবা তিক্ততা বা উত্তেজনারও উদ্রেক করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু তাদেরকে মুক্তি ও শান্তি পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে প্রীতিকর ও বন্ধুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ জানাই।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে প্রার্থনা করি যে, যারা নিরপেক্ষতা, সততা ও অকপটতার সহিত এ বই পাঠ ও সত্য ধর্ম নিয়ে গবেষণা করবে, তিনি যেন তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

নবী-রসূলদের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে তাঁদের উপর শান্তির দোয়া করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। এ বই-এর সর্বত্র তা করা সম্ভবপর হয়নি। তাই পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি অনুরোধ- আপনারা নিশ্চয়ই এ কর্তব্য পালন করবেন। সত্যের সন্ধানে বইটি আমার লেখা মূল গ্রন্থ In Search of the Truth এরই অনুবাদ, তবে হুবহু নয় কারণ, অনেক স্থানেই বিশেষ প্রয়োজনে আমি কিছু কিছু সংযোজন ও পরিবর্ধন করেছি।

www.pathagar.com

সত্য স্বীকার ঃ

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি সকল দোস্ত ও উপকারীজনের, যারা এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে হযরত মাওঃ সৈয়দ মুহাম্মাদ ফজলুল করীম, পীর সাহেব, চরমোনাই, মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা উবায়দুল হক, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ, মুফতী মনসুরুল হক, অধ্যাপক আবু মূসা, অধ্যাপক ওবায়দুল কাদের। আল্লাহ তা'আলা এ মহতি উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযোগ্য প্রতিফল দান করুন।

আমি আরো বিশেষভাবে ঋণী, আমার ওস্তাদ শ্রী নরেশ চন্দ্র আচার্যের নিকট। আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সমস্ত প্রশংসা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাকের জন্য। তিনিই আমাদের পালন-কর্তা, রক্ষাকর্তা। তিনিই নিখিল বিশ্বের যাবতীয় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক এবং সকল শান্তি ও রহমত সকল নবী-রসূলের উপর বর্ষিত হোক।

মদিনা মুনাওয়ারাহ্ — **শেখ মোঃ আব্দুল হাই**

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং।

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি

১। 'সত্যের সন্ধানে' বইটির অনেক স্থানে কুরআন শরীফের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। মূল আরবী আয়াত না দিয়ে শুধু বাংলা অনুবাদ তুলে দিয়েছি। আয়াতগুলোর প্রথমে সুরার নাম বা নম্বর, পরে আয়াতের ক্রমিক নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ কুরআন (২ ঃ ১৩৬)। এখানে '২' কুরআন শরীফের দ্বিতীয় সুরা-বাকারা এবং '১৩৬' উক্ত সূরার আয়াত নম্বর।

২। বাইবেলের পুংতি (বাক্য) গুলোর অনুবাদ বাইবেলের বাংলা অনুবাদ হতে হুবহু তুলে দিয়েছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে এবং (আমার মতে) যেখানে যেখানে অনুবাদ সততার সহিত ও অকপটভাবে করা হয়নি, সেই সকল স্থানে ইংরেজী উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছি। বাইবেলের পুংতির উদ্ধৃতির প্রথমে পুস্তিকার নাম, তারপর অধ্যায়ের ক্রমিক নম্বর, অতঃপর বাক্যের ক্রমিক নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ মথি (১৫ ঃ ২৪)। এখানে মথি লিখিত সুসমাচারের ১৫ নম্বর অধ্যায়ের ২৪ নম্বর শ্লোক বুঝানো হয়েছে। কারও কোন সন্দেহ হলে মূল কুরআন বা বাইবেলের অনুবাদের সাথে মিলিয়ে তুলনা করে দেখতে পারেন।

৩। অন্য পুস্তকগুলোর উদ্ধৃতিও এরূপই বুঝতে হবে, অর্থাৎ প্রথমে পুস্তকের নাম, তারপর অধ্যায়, অতঃপর বাক্যের নম্বর।

www.pathagar.com

টীকা বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

৪। আল্লাহ (اَللّٰهُ) ঃ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। 'আল্লাহ' শব্দের কোন অনুবাদ হয় না, হয় না কোন রূপান্তর। যদিও বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহকে বুঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে থাকে যেমন- সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, প্রভু, ঈশ্বর, সদাপ্রভু, ভগবান, পরমেশ্বর, God, Elohim ইত্যাদি, তবে এগুলো আল্লাহর (নামের) প্রতিশব্দ নয়।

৫। ঈসা (আঃ) - ইংরেজরা 'ঈসা' শব্দকে রূপান্তর করে যীশু বলে। তাঁকে হিব্রু ভাষায় মসীহ্ ও গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্টও বলা হয়। 'মসীহ্' বা 'খ্রীষ্ট' শব্দের অর্থ অভিষিক্ত। খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ) বা ঈসা মসীহ্ বলেও ডাকে। খ্রীষ্টের নাম অনুসারে ঈসা (আঃ)-এর তথাকথিত অনুসারীরা খ্রীষ্টান বলে পরিচিত। ঈসা (আঃ)-এর মাতা মরিয়ম (আঃ)-কে ইংরেজীতে মেরী (Mary) বলা হয়। খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক সম্প্রদায় মেরীকেও ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে। ঈসা (আঃ)-এর তথাকথিত পিতার নাম ইউসুফ বা যোষেফ, তিনি সূত্রধর ছিলেন।

-- মূসা (আঃ) ঃ - তাঁকে পাশ্চাত্য জগতে মোসেস (Moses) বলে, বাংলা বাইবেলে বলা হয় মোশি। তাঁর তথাকথিত অনুসারীরাই ইহুদী বা যিহূদি নামে পরিচিত।

-- বাইবেল ঃ - খ্রীষ্টানরা সাধারণতঃ পবিত্র বাইবেল বলতে পুরাতন নিয়ম (The Old Testament) এবং নতুন নিয়ম (The New Testament) উভয় গ্রন্থকেই বুঝায়। যদিও ইহুদীরা পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তিকার প্রথম ৫টিকে *তাওরাত শরীফ* এবং খ্রীষ্টানরা নতুন নিয়মের ২৭টি পুস্তিকার প্রথম ৪টিকে *ইঞ্জিল শরীফ* বলে দাবী করে কিন্তু কুরআনে উল্লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের অস্তিত্ব বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও বিদ্যমান নেই। ইঞ্জিল শরীফকে বাইবেলের কোথাও কোথাও সুসমাচার ও সুখবরও বলা হয়েছে।

-- ইহুদী-খ্রীষ্টান উভয় জাতিই পুরাতন নিয়মের গীত সংহিতা (Psalm) কে কুরআনে উল্লেখিত 'যবুর' বলে দাবি করে। আসলে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মত প্রকৃত যবুরের অস্তিত্বও দুনিয়ার কোথাও নেই।

-- নতুন নিয়মের প্রথম চারিটি পুস্তিকার প্রত্যেকটিকে সুসমাচার (Gospel) বলে।

-- ঈসা (আঃ)-এর প্রধান বার জন শিষ্য (Disciple/Apostle) কে প্রেরিত বলে।

-- KJV বলতে The Authorized King James Version, RSV বলতে The Revised Standard Version এবং ASV বলতে The American Standard Version বুঝায়।

খ্রীষ্টানরা হযরত দাউদ (আঃ)কে বিকৃত করে ইংরেজীতে David, বাংলায় দায়ূদ, সুলাইমান (আঃ)-কে Solomon, বাংলায় শলোমন, লুৎ (আঃ)-কে ইংরেজীতে

www.pathagar.com

Lot, যাকারিয়া (আঃ)-কে সখরিয়, ইয়াহিয়া (আঃ)-কে John The Baptist বা যোহন বা ইলিয়াছ, ইউসুফ (আঃ)-কে Joseph বা যোষেফ, ইয়াকুব (আঃ)-কে Jacob (যাহার অপর নাম ছিল ইস্রাঈল), ইসহাক (আঃ)-কে Isaac ইব্রাহীম (আঃ)-কে Abraham, অব্রাহাম, আইয়ূব (আঃ)-কে Job বলে ইত্যাদি।

খ্রীষ্টানরা ব্যাকরণের আইন লংঘন করে, নামবাচক বিশেষ্য-Proper noun-এরও অনুবাদ করে থাকে। যেমন-হিব্রু ভাষায় লিখিত পরমগীত (Song of Solomon ৫ ঃ ১৬)তে প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম অদ্যাবধিও উল্লিখিত রয়েছে। হিব্রু ভাষায় Muhammadim লিখা আছে। এই ভাষায় শ্রদ্ধা, মর্যাদা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্মানী ব্যক্তিদের নামের শেষে বহুবচনের প্রতীক IM ব্যবহৃত হয়। এই শেষ অক্ষর (IM) দু'টি বাদ দিলে শব্দটির রূপ হবে Muhammad-নামবাচক বিশেষ্য। KJV-এ এই নামবাচক বিশেষ্য মুহাম্মাদ (Muhammad)-এর ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে Altogether lovely.

আর ইংরেজী Altogether lovely-এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ***সর্বতোভাবে মনোহর***। সুলাইমান (আঃ) তাঁর অনেক প্রশংসা করে অবশেষে বলেছেন ঃ ***হ্যাঁ, তিনি সর্বতোভাবে মনোহর***। দুনিয়ার মানুষ যাতে ভবিষ্যৎ নবীকে চিনতে না পারে তজ্জন্য ইসলামের শত্রু, হিংসুক ও উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বীরা নামবাচক বিশেষ্য ***মুহাম্মাদ*** নামের অনুবাদ করে কোথা হতে কোথায় নিয়ে এসেছে।

কুরআনে *আহলে কিতাব* (গ্রন্থধারীরা) বলতে সাধারণতঃ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান- উভয় জাতিকে বুঝানো হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য পুস্তক থেকে উদ্ধৃতিগুলো ইটালিক ও বোল্ড (বাঁকা ও মোটা) অক্ষরে ছাপানো হল। উল্লেখ্য যে, এগুলোর অধিকাংশই সাধু বাষায় লিখিত। আরো উল্লেখ্য যে,এগুলোর ভুল-ত্রুটির জন্য গ্রন্থকার দায়ী নয়।

www.pathagar.com

প্রথম খন্ড
বাইবেলের প্রামাণিকতা

প্রত্যেক জাতিই নিজের ধর্মগ্রন্থকে আল্লাহ তা'আলার বাণী হওয়ার দাবীতে অটল। তা হলে দুনিয়ার মানুষ কিরূপে বুঝবে যে কোন্ গ্রন্থ আল্লাহর বাণী, আর কোন্‌টি মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বা মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত ?

আল্লাহর বাণীকে চিনতে পারার বহু পরীক্ষার মধ্যে এটাও একটি যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, পবিত্র, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল তাঁর বাণীও তেমনিঃ
- পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও সঠিক, এমন কি বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি হতেও মুক্ত;
- ইহা যাবতীয় অসংগতি, অবাস্তব ও অযৌক্তিক বর্ণনাসমূহ হতে পবিত্র;
- গরমিল, বৈসাদৃশ্য ও স্ববিরোধী বক্তব্যসমূহ হতে মুক্ত;
- বিকৃতি যথা সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অপব্যাখ্যা প্রভৃতি হতে মুক্ত;
-অনৈতিক, অশালীন ও বিশ্রী গাল-গল্প ইত্যাদি হতেও পবিত্র।

মহাগ্রন্থ কুরআন আল্লাহর বাণী। কুরআন স্বয়ং নিজেকে সনাক্ত (Testify) করে। এর মধ্যে উপরে উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতির একটিও নেই। আল্লাহর অলৌকিক গ্রন্থ নিজেই নিজের সত্যতার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রকৃষ্ট দলিল। একজন নিরক্ষর আরবী (মুহাম্মদ সাঃ)-এর মুখ হতে এমন নির্ভুল, অলৌকিক কালাম বের হয়েছে যে, বার বার চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব যার তুলনা পেশ করতে পারেনি। এই একটিমাত্র দলিলই কুরআনকে আল্লাহর বাণী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবীদার যে সকল ধর্মপুস্তকে উপরে উল্লিখিত ভুলত্রুটি, অবাস্তব ও স্ববিরোধী বক্তব্যসমূহ, বিকৃতি যথা বিয়োজন, সংযোজন, সংশোধন, অশ্লীল বর্ণনাসমূহ-ইত্যাদির একটিও পাওয়া যায় উহা কস্মিনকালেও অবিকৃত আল্লাহর বাণী হতে পারে না।

মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ বাণী আল কুরআনের নিম্নের আয়াতে হুবহু তারই প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

তবে কি তারা [অবিশ্বাসীরা][১] *কুরআনে মনঃসংযোগ করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে (সমাগত) হত তবে এর মধ্যে তারা বহু বৈসাদৃশ্য ও অসঙ্গতি* [এখতেলাফান কাছিরা][২] *দেখতে পেত।* [কুরআন শরীফ ৪ ঃ ৮২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলছেন ঃ

আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই উহার রক্ষক। (ঐ, ১৫ ঃ ৯)

কাজেই কারোই ক্ষমতা নেই তাতে রদবদল করার --

www.pathagar.com

অমুসলমান বিশেষ করে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের নিকট সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যত বড় যুক্তিই দেখানো হোক আর যত তর্কই করা হোক না কেন, এসব যুক্তি-তর্কের মুকাবিলায় তারা নির্দ্বিধায় বাইবেলের উদ্ধৃতিকেই দলিল-প্রমাণ হিসেবে পেশ করে সত্য (কুরআন)কে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যে বাইবেলের কষ্টিপাথর (touchstone) এ যাচাই করে বিশুদ্ধ স্বর্ণরূপ কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাদের ঐ কষ্টিপাথর সঠিক আছে কিনা, এদিকে তারা দৃষ্টিপাত করতে চান না।

এসিড টেষ্ট (Acid Test)-এর দ্বারা সোনার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে গিয়ে আগে এসিডের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বিশুদ্ধ স্বর্ণকে অশুদ্ধ এসিডের মানদণ্ডে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা অজ্ঞের কাজ নয় কি ?

মহাকৌশলী আল্লাহ পাক যখন উপরোক্ত মানদণ্ডে বা উপযুক্ত এসিড টেষ্টের দ্বারা তাঁর বাণীর যথার্থতা বা সঠিকত্ব (Authenticity) যাচাই বাছাই করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবীদার অন্যান্য ধর্ম পুস্তকের যথার্থতা পরীক্ষার ব্যাপারেও আমরা একই এসিড টেষ্ট প্রয়োগ করি না কেন ?

আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে নিজেই ঘোষণা করেছেন-

(১) *ধ্বংস তাদের জন্য যারা কিতাবটি* [বাইবেল]*কে স্বহস্তে লিখে। অতঃপর বলে-এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। এতে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াবী যৎসামান্য সম্পদ কামাই করা। তাদের সেই লেখার কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং তাদের সেই কামাইয়ের কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।* (কুরআন, বাকারা, ৭৯)

(২) *তারা* [ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা] *কিতাবের শব্দসমূহকে স্বস্থান হতে বিচ্যুত ও পরিবর্তিত করে দিত। আর তাদেরকে যে বাণী শোনানো হয়েছে, তা ভুলে যেতো।*

[কুরআন, মায়িদা-১৬]

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের ধর্ম পুস্তক- বাইবেলের বাংলা অনুবাদগুলো হতে আমি কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরছি। সুধী পাঠক-পাঠিকারা, উক্ত অনুবাদগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিম্নের দৃষ্টান্তগুলো একের পর এক তুলনা করে দেখুন, আল্লাহর ঘোষণার বাস্তবতা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন। বাইবেলের বর্ণনার যাবতীয় স্ববিরোধীতা, অবাস্তবতা ও মারাত্মক ভুলত্রুটিকে কী সুকৌশলে ও নিপুণতার সাথে ধামাচাপা দিয়ে তাকে বাংলা ভাষাভাষী নিরীহ মানুষের মধ্যে আল্লাহর বাণী বলে চালানোর প্রয়াস চলছে!

১। আমি (গ্রন্থকার) পরিষ্কার অর্থ বুঝানোর জন্য এই [ ] তৃতীয় বন্ধণী ও এর মধ্যকার শব্দ ব্যবহার করেছি।

২। আরবী 'এখতেলাফ' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে এর দ্বারা বৈসাদৃশ্য (discrepancy), অনৈক্য (difference), স্ববিরোধিতা, মতবিরোধ (contradiction), গরমিল (disagreement), অসামঞ্জস্য (congruity) ইত্যাদি প্রায় সকল অর্থই বুঝায়।

www.pathagar.com

অধ্যায়-১
বাইবেলের পুরাতন নিয়মে স্ববিরোধী বক্তব্যসমূহের মধ্য হতে কয়েকটি

১। নূহ (আঃ)-এর মহা-প্লাবন সম্পর্কে ঃ

বন্যা ও বৃষ্টি উভয়ের পানির ফলে মহা-প্লাবন সংঘঠিত হইয়াছিল।
(আদিপুস্তুক ৭ ঃ ১০-১১ দ্রষ্টব্য)

বন্যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৫০ দিন[৩]
(ঐ, ৭ঃ ২৪; ৮ঃ৩ দ্রষ্টব্য)।
মহাপ্লাবনের পূর্বে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, পরন্ত মানুষের আয়ূষ্কাল একশত বিংশতি (১২০) বছর হবে।
(ঐ, ৬ ঃ ৩ দ্রষ্টব্য)।

বন্যার পানির ফলে এই মহা প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল।
(আদিপুস্তক ৭ঃ ৪, ১৭ দ্রষ্টব্য)

বন্যার স্থায়িত্বকাল ছিল ৪০ দিন।
(ঐ, ৭ঃ ১২, ১৭ দ্রষ্টব্য)
মহাপ্লাবনের পরে হযরত নুহের দশজন বংশধরের অনেকেই ১৪৮ বছর হতে ৬০০ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।
(ঐ, ১১ঃ১০-৩২ দ্রষ্টব্য)

২। সদাপ্রভু, না শয়তান? কে দাউদ (আঃ)কে প্রবৃত্তি দিলেন?

আর ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ পুর্নবার প্রজ্জলিত হইল, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিলেন, কহিলেন, যাও, ইস্রায়েল ও যিহূদাকে গণনা কর।
(২ শমূয়েল ২৪ ঃ ১)

আর শয়তান ইস্রায়েলের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে দায়ূতদকে প্রবৃত্তি দিল।
(১ বংশাবলি ২১ঃ ১)

শমূয়েল ও বংশাবলি পুস্তিকাদ্বয়ের উভয় গ্রন্থকারই আমাদেরকে হযরত দাউদ (আঃ) কর্তৃক ইয়াহুদী জাতীর লোকসংখ্যা গণনার একই গল্প বলছেন। আমাদের প্রশ্ন হল, দাউদ (আঃ) কার নিকট হতে এ কাজ করার প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন ? ২ শমূয়েলের লেখক বলেন যে, ঈশ্বরই দায়ূদকে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি দিলেন, কিন্তু ১ বংশাবলির লেখক বলেন যে, শয়তানই তাঁকে এমন কাপুরুষোচিত কাজ করার জন্য প্রবৃত্তি দিল। কে এর উৎস ? মহান আল্লাহ, না অভিশপ্ত শয়তান ? দুনিয়ার কোন

৩। *নীচে রেখাগুলো আমি টেনেছি।*

www.pathagar.com

ধর্মে বিতাড়িত ইবলিছ ও দয়াময় আল্লাহ সমার্থক হতে পারে কি ? আল্লাহ্ না করুন, তবে কি অভিশপ্ত শয়তান দাউদ (আঃ)-এর ঈশ্বর ? কিরূপে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদা পরস্পর বিরোধী এরূপ অহীর অবতীর্ণকারী হতে পারেন ?

৩। দুর্ভিক্ষ কি ৭ বছর ব্যাপিয়া, না ৩ বছর ব্যাপিয়া?

সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, 'আমি তোমার [দায়ূদের] সম্মুখে তিনটি (দণ্ড) রাখি, তার মধ্যে তুমি একটি মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না আপনার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করে, তাবৎ আপনি তিনমাস পর্যন্ত তাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন? না তিন দিবস পর্যন্ত আপনার দেশে মহামারী হইবে? ....."

(২ শমূয়েল ২৪ঃ১২-১৩)

পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যেটা ইচ্ছা, গ্রহণ কর; হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমাকে পাইয়া বসিলে তোমার বিপক্ষ লোকদের সম্মুখে সংহার, নয় ত তিন দিবস পর্যন্ত সদাপ্রভুর খড়্গ, অর্থাৎ দেশে মহামারী ....."

(১ বংশাবলি ২১ঃ১১-১২)

স্রষ্টা যদি খ্রীষ্টানদের দাবি অনুসারে বাইবেলের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, কমা ও পূর্ণচ্ছেদ অবতীর্ণকারী হয়ে থাকেন, তবে কি তিনি উপরোল্লিখিত পাটীগণিত বিষয়ক গরমিলেরও স্রষ্টা ? সদাপ্রভু বুঝি পাটীগণিতের সাত ও তিনের পার্থক্য জানেন না ?

৪। যিহোয়াখীনের বয়স কি আট, না আঠার বছর?

যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন;..... যিহোয়াখীন আপন পিতার সমস্ত ক্রিয়ানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন।

(২ রাজাবলি ২৪ঃ৮, ৯)

যহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন; সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন।

(২ বংশাবলি ৩৬ঃ৯)

www.pathagar.com

৫। অহসিয়র বয়স কি বাইশ, না বেয়াল্লিশ বছর?

অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি ইস্রায়েলরাজ অম্রির পৌত্রী।

(২ রাজাবলি ৮ ঃ ২৬)

অসসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন; এবং যিরূশালেমে এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাহার মাতার নাম অথলিয়া, তিনি অম্রির পৌত্রী।

(২ বংশাবলী ২২ ঃ ২)

একই যিহোয়াখীন ও অহসিয় সম্পর্কে রাজাবলি বলছে আঠার ও বাইশ বছর বয়সে অথচ বংশাবলি বলছে আট ও বেয়াল্লিশ বছর বয়সে যথাক্রমে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন।

তবে কি সর্বজ্ঞাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ গণনা জানেন না ? তিনি বুঝি আট ও আঠার এবং বাইশ ও বেয়াল্লিশের পার্থক্য বুঝেন না ? বাইবেল যদি ঈশ্বরের বাণী-ই হয়ে থাকে তবে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মর্যাদা, মহত্ব ও মহিমার প্রতি ইহা কত বড় আঘাত ?

৬। সাত শত, না সাত হাজার? অশ্বারোহী সৈন্য, না পদাতিক সৈন্য?

আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ণ করিল; আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন, এবং তাহাদের দলের সেনাপতি শোবককেও আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি সেই স্থানে মারা পড়িলেন।

(২ শমূয়েল ১০ঃ১৮)

আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ণ করিল: আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন, এবং দলের সেনাপতি শোবককে বধ করিলেন।

(১ বংশাবলি ১৯ঃ১৮)

বাইবেলের অহীপ্রাপ্ত (?) লেখকরা *অশ্বারোহী* ও *পদাতিক* সৈন্যের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় প্রকারান্তরে ঐ প্রত্যাদেশের উৎস হিসাবে 'সদাপ্রভু' নিজেই *অশ্বারোহী* ও *পদাতিক* সৈন্যের মধ্যে পার্থক্য না জানার অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন। তবে কি ইস্রায়েলের সম্মুখ হতে পলায়নপর অরামীয় সৈন্যরা সেন্টর (Centaur) নামক জীব (যার শরীর ও পা অশ্বের এবং মাথা ও বাহু মানুষের) ছিল ?

www.pathagar.com

তবে কি এই জীবগুলো সরল নিরীহ গ্রন্থকারদেরে হতবুদ্ধি করার জন্য হঠাৎ করে প্রাচীন পুরাণ হতে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করেছিল ? আর ২ শমূয়েলের লেখক ঐ জীবের নীচের অর্ধেকটা এবং ১ বংশাবলীর লেখক উপরের অর্ধেকটা দেখেছিল ? সদাপ্রভু কি শত ও সহস্রের পার্থক্যও বুঝেন নি ? আর তিনি অশ্বারোহী হতে *পদাতিক* সৈন্যও স্বতন্ত্র করতে পারেন না ? প্রশ্ন হল, সর্বশক্তিশান স্রষ্টা কি এরূপ এলোপাথাড়ি গোঁজামিল দিয়ে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন ?

৭। সুলাইমান (আঃ)-এর সমুদ্র পাত্রে কি দুই হাজার বাৎ ধরত, না তিন হাজার?

[সুলাইমান (আঃ)-এর নির্মিত]

ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা পানপাত্রের কাণার সদৃশ, শোষণ পুষ্পাকার ছিল; তাহাতে দুই সহস্র বাৎ ধরিত।

(১ রাজাবলি ৭ঃ ২৬)

ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু ও তাহার কানা পানপাত্রের কাণার সদৃশ, কাণার শোষণ পুষ্পাকার ছিল, তাহাতে তিন সহস্র বাৎ ধরিত।

(২ বংশাবলি ৪ঃ৫)

৮। সুলাইমান (আঃ)-এর অশ্বশালা কি চারি হাজার ছিল, না চল্লিশ হাজার ?

'আর অশ্ব ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহস্র ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল.....

(২ বংশাবলি ৯ঃ২৫)

শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।

(১ রাজাবলি ৪ঃ২৬)

১ রাজাবলির সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ শলোমনের নির্মিত সমুদ্র পাত্রে দুই হাজার বাৎ ধরত, অথচ ২ বংশাবলির চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে তিন হাজার; এই ১ রাজাবলির চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল, অথচ ২ বংশাবলির গ্রন্থকার শলোমনের প্রতি আর অতটা দয়াপরবশ ছিলেন না, তিনি ২ বংশাবলির নবম পরিচ্ছেদে লিখেছেন, শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।

আমাদের প্রশ্ন হল ঃ এরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসঙ্গতি গরমিলের প্রকৃত রচয়িতা কে ? ঈশ্বর, না মানুষ ? ইহা কি বাইবেলকে যারা ঈশ্বরের বাণী হওয়ার দাবি করে, তাদের রচিত ?

www.pathagar.com

৯। কোন মানুষ কি আল্লাহকে দেখতে পারে, না পারে না ?

ঈশ্বর মোশিকে বললেন ঃ
তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না। .....আমার গমনের শেষ পর্যন্ত করতল দিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিব; পরে আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না।
(যাত্রাপুস্তক ৩৩ঃ২০-২৩)

ঈশ্বর বললেন ঃ *তাহার সহিত আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা কহি, গূঢ় বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে ; এবং সে সদাপ্রভুর মূর্তি দর্শন করিবে। .....'(গণনাপুস্তক ১২ঃ৮)*
মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে ,তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করিতেন। ..... (যাত্রাপুস্তক ৩৩ঃ১১)

যাকোব কহিলেন, *আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।*
(আদিপুস্তক ৩২ঃ৩০)

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম কোন্ নৈতিক শিক্ষার উৎস?

অশ্লীল ও উদ্ভট যৌন কাহিনী এবং পরস্পর বিরোধী কেচ্ছা-কাহিনী

ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিধ ও গ্রন্থকাররা এমনই আত্মচেতনাবোধহীন যে আল্লাহর মনোনীত মহাপুরুষ নবী-রসূল কর্তৃকও সকল প্রকার গোনাহের কর্ম করিয়ে গল্প রচনা করেছেন। তাদেরকে বিবস্ত্র, মাতাল, ব্যভিচারী, মূর্তিপূজক, আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী ইত্যাদি বলে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ মহান আল্লাহ নবী-রসূলকে কুরআনে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

আর নবীর শান এই নয় যে, তিনি খিয়ানত করেন। (কুরআন ৩ ঃ ১৬১)

ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের রচিত অশ্লীল, অদ্ভুত ও অশালীন যৌন কিচ্ছা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে লজ্জায় লিখনি স্তব্ধ হয়ে যায়, বিবেক বাধা দেয়। কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা যাতে সত্যকে সত্য ও অসত্যকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারেন এবং অসত্য হতে আত্মরক্ষা করে সত্যের সন্ধান পেতে পারেন, তজ্জন্য একান্ত বাধ্য হয়ে পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা চেয়ে নবী-রসূলদের প্রতি আরোপিত খ্রীষ্ট ও ইয়াহুদী ধর্মের ঘৃণিত, গর্হীত, অশালীন ও লজ্জাকর যৌন কিচ্ছা-কাহিনীর কিছু কিছু বিবরণ তুলে ধরছি ঃ

www.pathagar.com

১০। নবী অথচ উলঙ্গ (?)

তথাকথিত তাওরাতের আদি পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

মদ্যপানে মত্ত হইও না, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে।
(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, ইফিষীয় ৫ঃ১৮)

পরে নোহ [নূহ (আঃ) জাহাজ হতে নেমে] ..... *দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষারস* (wine)[৪] *পান করিয়া মত্ত হইলেন এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। তখন কনানের পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দু'ভ্রাতাকে সমাচার দিল। তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদান করিলেন।.....*
(আদিপুস্তক ৯ঃ২০-২৩)

কি লজ্জাকর ব্যাপার! যাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়, কুরআনে যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচজন বিখ্যাত নবী [নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ)]দের একজন বলে এত প্রশংসা করা হয়েছে, মানবজাতির এ আদর্শ পিতা নূহ (আঃ), তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে নৈতিক শিক্ষা দান করার নিমিত্তে মদ্য পানে মাতাল হয়ে, ন্যাংটা ও বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতে পারেন ? বাইবেলে এমন নবীর দ্বারা মদ পানের কি মহৎ দৃষ্টান্তই না স্থাপন করা হল ?

নূহ (আঃ)-এর সমগোষ্ঠী, আর একজন নবী, দাউদ (আঃ) কে দিয়েও বাইবেলে অনুরূপ আর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। দায়ূদ দাসদের ও দাসীদের সাক্ষাতে নির্লজ্জরূপে বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করলেন। (২ শমূয়েল ১৬ ঃ ২০ দ্রষ্টব্য)

Incest ঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে ব্যভিচার

অনাত্মীয় নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকে ব্যভিচার (Adultery) বলা হয়। এর থেকেও একধাপ উপরে নিকট সম্পর্কীয় নারী-পুরুষ (যেমন পিতা-কন্যা, শ্বশুর-পুত্রবধু, ভাই-বোন প্রভৃতি)-এর মধ্যে অবৈধ মিলন (Incest)কে বাইবেলে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১১। লুৎ (আঃ)-এর প্রতি কলঙ্ক আরোপ

সদাপ্রভু মোশি (মুসা আঃ) কে বললেনঃ
আর যদি কেহ কোন স্ত্রীকে ও

(লুৎ আঃ)-এর দুই কন্যা ছিল। তারা তাদের পিতাকে মদ পান করিয়ে বিপথে নিয়ে যেত। তারা পিতার

৪। উল্লেখ্য (Wine) মদ-এর অনুবাদ, বাংলা বাইবেলে, 'দ্রাক্ষারস' করা হয়েছে, কিন্তু তা সততার সহিত করা হয়নি। দ্রাক্ষা (আঙ্গুরের) রস আর মদ কস্মিনকালেও এক জিনিস নয়। ১৫০ পৃষ্ঠায় দেখুন

www.pathagar.com

তাহার মাতাকে রাখে, তবে তাহা কুকর্ম; তাহাদিগকে অগ্নিতে পুড়াইয়া দিতে হইবে। ..... যেন তোমাদের মধ্যে কুকার্য না হয়।
(লেবীয়পুস্তক ২০ঃ১৪)

সদাপ্রভু মোশিকে আরও বললেনঃ *জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না। অম্মোনীয় কিম্বা- মোয়াবীয় কেহ* [লোটের জারজ সন্তান হওয়ার কারণে] *সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; দশম পুরুষ পর্যন্ত তাহাদের কেহ সদাপ্রভুর সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পাইবে না।*
(দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ঃ২, ৩)

বংশ রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে রাতের পর রাত তাদের মাতাল পিতার সহিত ব্যভিচার করত। *এইরূপে লোটের[৫] দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। পরে জ্যেষ্ঠা কণ্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদি পিতা। আর কনিষ্ঠা কণ্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন-অম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোন-সন্তানদের আদি পিতা।*
(আদিপুস্তক ১৯ঃ৩০-৩৮ দ্রষ্টব্য)

অথচ এ মোয়াবীয় ও অম্মোন সন্তানদের প্রতি ইস্রাঈলের সদাপ্রভু বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন বলে নিম্নের উদ্ধৃতি-গুলোতে জানানো হয়েছে ঃ *সদাপ্রভু আমাকে* (মোশিকে) *কহিলেন, তুমি মোয়াবীয়দিগকে ক্লেশ দিও না, এবং যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি অধিকারার্থে তাহাদের দেশের কোন অংশ তোমাকে দিব না; কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে আর্ নগর অধিকার করিতে দিয়াছি।*
(দ্বিতীয় বিবরণ ২ঃ৯ দ্রষ্টব্য)

একই সহানুভূতিশীল ঈশ্বর[৬] ইস্রাঈলীদিগকে আদেশ দিলেন যে পলেষ্টীয়দের (Philistines)কে নারী-পুরুষ ও শিশু সন্তানসহ অর্থাৎ শ্বাস-বিশিষ্ট সকলকেই যেন খড়গধারে নির্মমভাবে বধ করা হয়, এমনকি গাছ-

৬। এখানে দেখা যাচ্ছে বণী-ইস্রাঈলের সদাপ্রভু (?) পক্ষপাতিত্ব করেন। মোয়াব ও বিন অম্মি জারজ হওয়া সত্ত্বেও লূত (আঃ)-এর সন্তান হওয়ার কারণে সম্মানিত ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হল; অথচ ইয়াহুদীদের শত্রু হওয়ার কারণে পলেষ্টীয়রা নারী-পুরুষ, শিশু-সন্তান নির্বিশেষে খড়গধারে নির্মমভাবে বিনাশ হল।

www.pathagar.com

পালা এবং জন্তু জানোয়ারকেও যেন অব্যাহতি দেয়া না হয়। (দ্বিতীয় বিবরণ ২০ঃ১৪,১৭, ২০ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় বিবরণ (২৩ঃ ২, ৩)-এর শিক্ষা অনুসারে মোয়াব ও বিন-অম্মির দণ্ড-বিধান করার পরিবর্তে বাইবেলে তাদিগকে মহিমান্বিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছে।

১২। ইহুদী জাতির গোষ্ঠীপতি জুদাহর (?) যৌন-কারসাজি

আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন ঃ
..... *এবং যদি কেহ নিজ পুত্রবধূর সহিত শয়ন করে, তবে তাহাদের দুইজনের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; তাহারা বিপরীত কর্ম করিয়াছে; তাহাদের রক্ত তাহাদের উপরে বর্তিবে।*
(লেবীয় পুস্তক ২০ঃ১২)

একইভাবে ইহুদী জাতির গোষ্ঠীপতি জুহাদ ওরফে যিহুদা (Judah)- এর যৌন-কারসাজি তথাকথিত ঈশ্বরের বাণীতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই জুদাহর নামানুসারেই ইয়াহুদী (Judea) জাতির এবং ইয়াহুদী ধর্ম (Judaism) মতের উৎপত্তি হয়েছে। জুদাহ তার বিধবা পুত্রবধু তামরের সাথে ব্যভিচার করায় তামর গর্ভবতী হল। এই গর্ভে তামর পেরস (Pharez) এবং সেরহ নামক যমজ দুই সন্তান প্রসব করে।
(আদিপুস্তক ৩৮ঃ৬-৩০ দ্রষ্টব্য)

জুদাহর প্রতি আরোপিত এ যৌন অপরাধ তার পিতা যাকোব তার প্রতি কৃত আশীর্বাদের ঠিক বিপরীত। (আদিপুস্তক ৪৯ঃ১-১০ দ্রষ্টব্য)। এই নোংরা লজ্জাকর ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকত, তবে ঈশ্বরের চিরন্তন আইন (লেবীয় পুস্তক ২০ঃ১২) অনুসারে ব্যভিচারী ও ব্যভচারীণী উভয়ই প্রাণদণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত হত। তা হলে স্রষ্টা কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা প্রাপ্ত ইয়াকুব (আঃ) কখনই জুদাহকে আর্শীবাদ করতেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ জুদাহ ও তামরের এ লজ্জাকর যৌন কাহিনী যদি সত্য হতো, তবে জারজ পেরসের বংশধর (বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য) দশম পুরুষের মধ্যে দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ ঃ ২) অনুসারে নবী হতে পারতেন না।

পক্ষান্তরে দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) যদি সত্য নবী হন (কুরআন আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছে-তাঁরা ছিলেন আল্লাহর সত্য নবী কুরআন ৬ ঃ ৮৪; ২১ঃ ৭ এবং ২৭ঃ ১৫ দ্রষ্টব্য) তা হলে বাইবেলে বর্ণিত যিহুদা ও তামরের এ নোংরা ময়লা-আবর্জনা ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

www.pathagar.com

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের ধর্মপুস্তক অনুসারে মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশ তালিকা

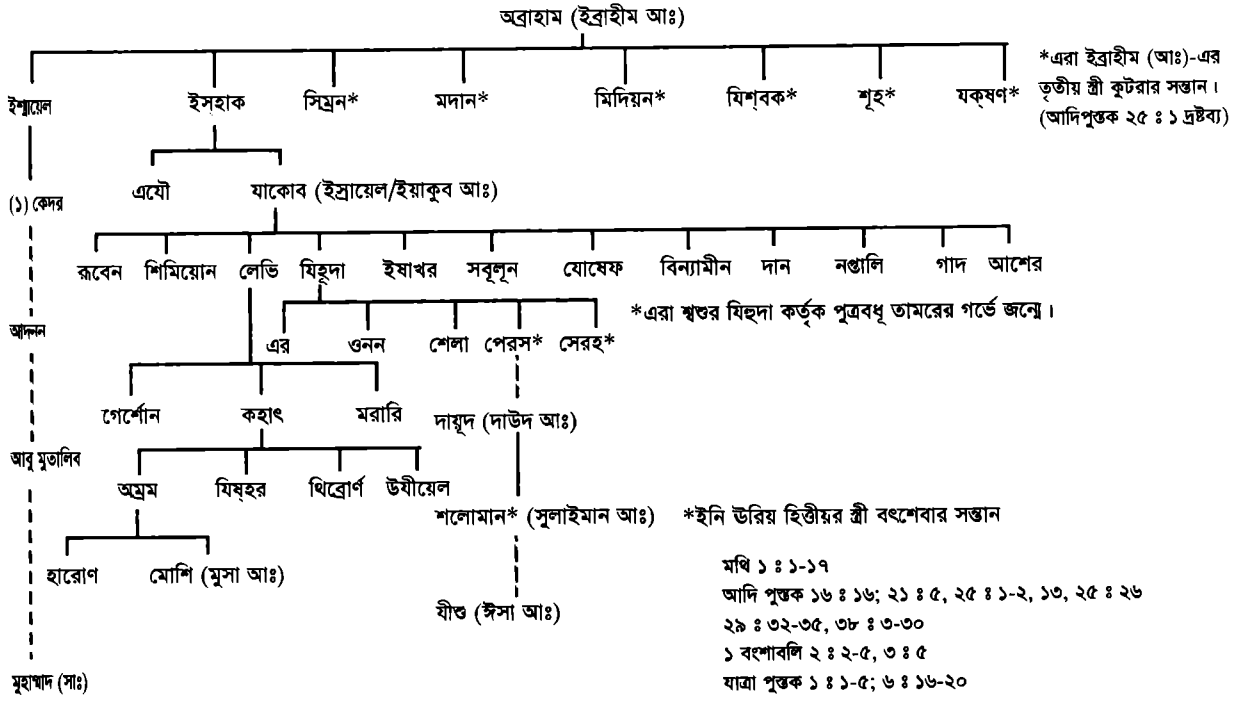

(১) বাইবেলে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশতালিকা শুধু কেদর পর্যন্তই বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

খ্রীষ্টধর্মের এ পরস্পর বিরোধী সমস্যার সমাধানের দু'টি পথ খোলা আছে ঃ হয় যিহূদা ও তামরের এ নোংরা ঘটনাকে প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা উদ্ভাবন বলে ঘোষণা করা এবং দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) উভয়কে সত্যনবী বলে স্বীকার করে নেয়া; আর না হয় উক্ত ঘটনাকে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং দাউদ ও সুলাইমান (আঃ)-এর নবুয়ত (Prophethood)কে প্রত্যাখ্যান করা।

কুরআনের বর্ণনা মতে তাঁদের নবুয়ত সত্য। অতএব যিহূদা ও তামরের এ অশ্লীল ও নোংরা যৌন কারসাজি মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন দলিলের সামান্য অংশও যদি জাল বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তবে যে কোন আন্তর্জাতিক কোর্টের প্রকৃত আইনের বিচারে তা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, যদিও তার সাথে আরও ১০টা সত্য জড়িত থাকে।

লক্ষ্য করলে সহজেই দেখা যাবে যে বাইবেল-এর বর্তমান অবস্থায় এরূপ স্ববিরোধী, অবাস্তব, অশালীন প্রভৃতি বহু মিথ্যা গাল-গল্পে ভরপুর। শুধু নবীদের সম্বন্ধেই নয়, ঈশ্বরের (?) একমাত্র জাতপুত্র (?) যীশুর পূর্ব পুরুষ সম্বন্ধেও এরূপ মিথ্যা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

যে ধর্মপুস্তক এরূপ নোংরা ও অসঙ্গত ঘটনার মত কেচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর উহা কস্মিনকালেও পবিত্র, অবিকৃত, নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদার বাণী হতে পারে না। আর তাই এরূপ অবিশ্বাস্য পুস্তককে মানব জাতির সঠিক পথ নির্দেশক (Guidance) ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবেও অনুসরণ করা যেতে পারে না।

আলোচ্য ঘটনায় যিহূদার জ্যৈষ্ঠপুত্র 'এর' দুষ্ট ছিল, তাই সদাপ্রভু তাকে মেরে ফেললেন, 'ওনন' হিংসা বশতঃ ভূমিতে রেতঃপাত করল, তাই তিনি তাকেও বধ করলেন, কিন্তু পুত্রবধূ তামর প্রতিহিংসাবশতঃ প্রতারণা করেও শ্বশুর যিহূদার শুক্র গর্ভে ধারণ করার মত জঘন্য কাজ করায় পুরস্কৃত হল! কি অদ্ভুৎ!

(লেবীয় পুস্তক ২০ ঃ ১২) অনুসারে তাদের প্রতি শাস্তি বিধান করার পরিবর্তে ঈশ্বর (?) যিহূদা ও তামরকে তাদের সংগমজনিত অপরাধের জন্য, আশীর্বাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী করলেন। যিহূদা কর্তৃক তামরের গর্ভে জাত পেরস ও সেরহকে সুসমাচার লেখকরা তাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের বংশতালিকায় চিরস্মরণীয় অমর করে রাখলেন। এই সকল ব্যক্তিত্বকে তাদের জারজত্ব, পাপাচার ও নীতিহীনতার কারণে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের বাণী (?) তে পুরস্কৃত ও মহিমান্বিত করা হয়েছে! এরাই (মথি ১ঃ৩ দ্রষ্টব্য) হলেন ঈশ্বরের একমাত্র জাতপুত্র (?) যীশুখ্রীষ্টের[৭] বৃদ্ধ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধা প্রমাতামহী। কি অদ্ভুৎ!

৭। কিরূপে একজন অবৈধ সন্তান (জারজ পেরস ১১ পৃষ্ঠায় বংশতালিকা দেখুন) মহান নবী দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ) এবং একজন বিখ্যাত নবী ঈসা (আঃ)-এর পূর্বপুরুষ হতে পারেন ? ইহা ধারণাতীত ও অযৌক্তিক।

www.pathagar.com

১৩। দায়ূদ (দাউদ আঃ?)-এর মহাপাপের বিবরণ

বাইবেলে উল্লিখিত দায়ূদের মহাপাপের বিবরণ তাঁর শত্রুদের মিথ্যা অপবাদের আর এক দৃষ্টান্ত। স্রষ্টার মনোনীত নিরপরাধ নবী-রসূলদের মধ্য হতে দাউদ (আঃ)-এর মত একজন বিখ্যাত নবীর মুখেও ব্যভিচারের কলংক-কালিমা লেপন করতে তাঁর শত্রুরা দ্বিধাবোধ করেনি। এমন কি তাঁর ছেলেমেয়ে আবুসলম, অম্মোন ও তামরের প্রতিও গুরুতর যিনার অপবাদ আরোপ করেছে। কি করে নবীর পুত্র অম্মোন, ভগিনী তামরের সহিত এবং আবুসলম, বিমাতার সহিত শয়ন করতে পারে ? বাইবেলে উল্লিখিত দাউদ ও তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতি আরোপিত অশ্লীল ও জঘণ্য বানোয়াটের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টি দিলেই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন, কেন আল্লাহ্তাআলা ইয়াহুদীদেরে অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন।

(ক) *আর যে ব্যক্তি পরের ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।*

(লেবীয় পুস্তক ২০ঃ১০)

(খ) ব্যভিচার করিও না। তোমার প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিংবা তাহার দাসে কি দাসীতে..... লোভ করিও না।

(যাত্রাপুস্তক ২০ঃ১৪, ১৭)

(গ) যে প্রতিবাসীর স্ত্রীর কাছে গমন করে, যে তাহাকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না। পরদারগামী পুরুষ বুদ্ধিবিহীন, সে

একদা বৈকালে দায়ূদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে; স্ত্রী লোকটি দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল।

অনুসন্ধান করে দাউদ জানতে পারলেন যে, স্ত্রী লোকটা *ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রী, বংশেবা। তখন দায়ূদ দূত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন..... এবং তাহার সহিত শয়ন [৮] করিলেন..... পরে সে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল। পরে সে স্ত্রী গর্ভবতী হইল।*

উরিয় সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধরত ছিল। দাউদ তখন যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক যোয়াবের নিকট লোক পাঠিয়ে উরিয়কে নিয়ে আসলেন। তাকে তার স্ত্রী বৎসেবার নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ স্বামী-স্ত্রী মিলিত হলে দাউদের অপবাদ চাপা পরবে। কিন্তু উরিয় সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করে সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে নিজ বাড়ী গিয়ে ভোজন করতে ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করতে অস্বীকার করল। পরদিন দায়ূদ তাকে পানাহার করালেন এবং মদ পান করিয়ে মাতাল করলেন, কিন্তু তবুও উরিয়

www.pathagar.com

তাহা করিয়া আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে।

(হিতোপদেশ ৬ঃ ২৯, ৩২)

স্ত্রীর সহিত শয়ন করবার জন্য ঘরে গেল না। বরং রাজবাড়ীর দ্বারে শয়ন করল। প্রাতঃকালে দায়ূদ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখলেনঃ *তোমরা এই উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে।* দাউদ পত্রখানি উরিয়ের হাতে দিয়ে পাঠালেন। দাউদের আজ্ঞা অনুসারে যোয়াব বিপক্ষীয় বিক্রমশালী সৈনিকদের সামনে উরিয়কে নিযুক্ত করলেন। এখানেই উরিয়র প্রাণ গেল। এভাবে দায়ূদ (?) তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী একজন নিরীহ সৈনিকের প্রাণনাশ করলেন। দায়ূদ উরিয়র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বড়ই খুশী হলেন। *দায়ূদ লোক পাঠাইয়া তাহাকে* [বৎশেবাকে] *আপন বাটীতে আনাইলেন, তাহাতে সে তাঁহার স্ত্রী হইল, ও তাঁহার জন্য* [অবৈধ] *পুত্র প্রসব করিল।*

(২ শমূয়েল ১১ঃ২ - ২৭ দ্রষ্টব্য)

এ অপহৃতা স্ত্রী বৎসেবার গর্ভেই নাকি বিশ্ব সম্রাট ও নবী সুলাইমান (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল। (২ শমূয়েল ১২ ঃ ২৪)

টীকা (৫) এবং (৮)ঃ আল্লাহ গোটা মানব জাতির মধ্য হতে বাছাই করে সর্বোৎকৃষ্ট লোকগুলোকে নবী-রসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাই তাঁরা ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের আদর্শ মানুষ; তারা ছিলেন মহাপুরুষ। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর নবী-রসূলদেরকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন (কুরআন ৩ঃ১৬১)। আল্লাহর কোন নবী ভুল করেন না, ভুল করতে পারেন না। আল্লাহ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বোখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল নবীকেই উচ্চ বংশে জন্মদান করা হয়েছিল। যে লজ্জাকর অশ্লীল কাজ সাধারণ মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব, আপন ঔরসজাত কন্যার সাথে যিনা করা আর পরনারীর সাথে ব্যভিচার করার মত এমন জঘন্য কাজের অপরাধ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষ কি করে আল্লাহর নিষ্পাপ ও পণ্যবান বান্দা নবী-রসূলদের প্রতি আরোপ করতে পারে ?

তথাপিও নীতিজ্ঞানশূন্য ও বিপথগামী লোকগুলো ধর্মের নামে এমন নোংরা, ময়লা আবর্জনাও লোলুপ হয়ে গোগ্রাসে গিলতে পারে! রুচির উন্নতি সাধন হওয়া উচিত।

গ্রন্থকার লূৎ (আঃ) কর্তৃক ব্যভিচার করার কারণ দেখিয়েছেন ঃ *তিনি মাতাল ছিলেন শয়ন করা, উঠিয়া যাওয়া লোট [লূৎ (আঃ)] টের পাইলেন না।* কী অযৌক্তিক ও হাস্যকর, কারণ! মদ্যপায়ী মাতালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জ্ঞান লোপ পেলেও আগুন, পানি, মৃত্যুকে সে ঠিকই চিনে, পুলিশের পিটুনির ভয়ে ঠিকই পালায়।

www.pathagar.com

১৪। বাইবেল আপন বোনকেও ধর্ষণ করার কৌশল শিক্ষা দেয়

আর সদা প্রভু মোশিকে কহিলেন....., *আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃকন্যাকে কিংবা মাতৃকন্যাকে, গ্রহণ করে ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে,তবে তাহা লজ্জা-কর বিষয়; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সক্ষাতে উচ্ছিন্ন হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।*

(লেবীয় পুস্তক ২০.১৭, আরও দেখুন লেবীয় পুস্তক ১৮ ঃ ৯, দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ঃ২২)

---দায়ূদের পুত্র অবশালোমের তামর নামে সুন্দরী এক সহোদরা ছিল; দায়ূদের পুত্র অম্মোন তাহাকে ভালবাসিল..... ।অম্মোন তাহার প্রতি কিছু করা দুঃসাধ্য বোধ করিল। অবশেষে অম্মোন চতুর বন্ধু যোনা-দেবের পরামর্শে পীড়িত হওয়ার ভান করল। দায়ূদ তাকে দেখতে আসলেন। অম্মোন রাজার নিকট তামরের হস্তে প্রস্তুত পিঠা খাওয়ার আবেদন জানাল। রাজার নির্দেশে তামর পিঠা প্রস্তুত করে অম্মোনের সম্মুখে রাখলে অম্মোন কুঠরীর মধ্য হতে সকল লোককে বের করে দিল। আর অম্মোন তামরকে ধরে ধর্ষণ করল।

(২ শমূয়েল ১৩ঃ ১-১৫ দ্রষ্টব্য)

১৫। অবশালোম কি করে পিতার স্ত্রীর সাথে শয়ন করল?

আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেনঃ *আর যে ব্যক্তি আপন পিতৃভার্যার সহিত শয়ন করে, সে আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করে; তাহাদের দুই জনেরই প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; তাহাদের রক্ত তাহাদের উপরে বর্তিবে।*

(লেবীয় পুস্তক ২০ঃ ১১)

পরে লোকেরা অবশালোমের নিমিত্ত প্রাসাদের ছাদে একটা তাম্বু স্থাপন করিল। তাহাতে অবশালোম [৯] (ক) সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে আপন পিতার উপপত্নীদের [৯] (খ) কাছে গমন করিল।

(২ শমূয়েল ১৬ঃ ২২)

৯। (ক) দায়ূদ, অম্মোন ও অবশালোম যদি প্রকৃতই ব্যাভিচার করে থাকতেন, তবে ঈশ্বরের (বাম কলামে উল্লিখিত) আইন অনুসারে তাদের সকলকেই প্রাণদণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল, তা না করে এমন অপরাধীদেরকে বাইবেলে চিরস্মরণীয় অমর করে রাখা হয়েছে কেন ?

৯। (খ) বাইবেলের বর্ণনায় *ভার্যা* (Wife) ও *উপপত্নী* (Concubine) সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমন- কটুরাকে আদি পুস্তক (২৫ঃ ১) এ ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভার্যা এবং ১ বংশাবলি (১ঃ ৩২) এ উপপত্নী বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৬। বাইবেল নবী-রসূলদেরকেও প্রতিমাপূজক ও বিপথগামী সাব্যস্ত করেছে

বিখ্যাত দশ আজ্ঞার কিয়দংশঃ
ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন ঃ
আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু,.
.....আমার ব্যতিরেকে
তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।
তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত
প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ
স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর
নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে,
তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও
না; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত
করিও না, এবং তাহাদের সেবা
করিও না,.....
(যাত্রাপুস্তক ২০ঃ ১-৫)

বনী ইস্রায়েলের লোকেরা হারোণকে
কহিল *".....আমাদের*
*নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন.....*হারোণ[১০]
একটি ঢালা গোবৎস নির্মাণ করিলেন;
তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে
ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি
মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির
করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ.....
তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্মাণ করি-
লেন, এবং হারোণ লোকদিগকে উহার
কাছে প্রণিপাত করায় উৎসাহ দিলেন।
(যাত্রাপুস্তক ৩২ঃ ১-৮ দ্রষ্টব্য)

সুলাইমান (আঃ) কি আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী, প্রতিমাপূজক ও ধর্মদ্রোহী ছিলেন?

বাইবেলে উল্লিখিত শালোমন বৃদ্ধ বয়সে আপন স্ত্রীদের কর্তৃক ধর্মান্তরিত হয়ে বিপথগামী পৌত্তলিক হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। *সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া জাতিগণের কাছে যাইও না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিবে।*

শলোমান (?) * সদাপ্রভুর এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেই মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া ..... হিত্তীয়া রমনীকে প্রেম করলেন এবং *তাহাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। সাত শত রমণী তাঁহার পত্নী, ও তিন শত তাঁহার উপপত্নী ছিল। শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল।.....*

(১০) হারোণ (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ)-এর বড় ভাই। তিনি ছিলেন একজন নবী। নবী হওয়া সত্ত্বেও কি করে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে গোবৎসের প্রতিমা নির্মাণ করতে পারেন ও উহার কাছে প্রণিপাত করবার উৎসাহ দিতে পারেন ?

www.pathagar.com

শলোমন সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু মিল্‌কমের অনুগামী হইলেন। এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন;.....

শলোমন যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্বতে মোয়াবের ঘৃণার্হ বস্তু কমোশের জন্য ও অম্মোন-সন্তানদের ঘৃণার্হ বস্তু মোলকের জন্য উচ্চস্থলী নির্মাণ করিলেন। তাঁহার যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন আপন দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্য তিনি তদ্রূপ করিলেন।

অতএব সদাপ্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী হইয়াছিল।

সদাপ্রভু দুইবার তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবগণের অনুগামী না হন; কিন্তু .....তাহা তিনি পালন করিলেন না। (১ রাজাবলি ১১ঃ১-১০ দ্রষ্টব্য)

* আল্লাহ তা'আলা, কুরআনে, সুলাইমান (আঃ) কে পবিত্র, নির্দোষ ও একেশ্বরবাদী ঘোষণা করেছেন ঃ *এবং তাহারা অনুসরণ করিয়া চলিল সেই সব মিথ্যা রচনা, কতকগুলো শয়তান সুলাইমানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যাহার প্রচার করিত; আর প্রকৃত কথা এই যে, সুলাইমান কোনও কুফরী কাজ করে* [বিপথগামী হন] *নাই, পরন্ত শয়তানগুলি কুফরী কাজ করিয়াছিল।* (কুরআন শরীফ ২ঃ ১০২)

ইয়াহুদীজাতি মুসলমানদের ও ইসলামের প্রধান প্রতিপক্ষ। তা সত্ত্বেও কোন মুসলমান কোন ইয়াহুদী (বংশগত) নবীর বিরুদ্ধে সাধারণ কোন কথাও বলতে বা লিখতে সাহস করবে না, তাদের প্রতি যিনা, ব্যভিচার, ধর্ষণের কলঙ্ককালিমা লেপন করা তো বহু দূরের কথা। পরন্ত প্রতিটি ধার্মিক মুসলমান যে কোন নবীর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে *'আল্লাহর শান্তি ও অনন্ত আশীর্বাদ তাঁর উপর বর্ষিত হউক'* বলে দোয়া করে। তারা জানে, প্রত্যেক নবী-রসূলই ছিলেন ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ, আল্লাহ নবীদেরকে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

নবীদের সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ অবাস্তব, আল্লাহর কোন নবী ভুল করতে পারেন না

নবী-রসূলদেরকে মনোনীত করা, নিয়ন্ত্রণ করা ও সৎপথ প্রদর্শন করে পরিচালনা করা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্ সকল নবী-রসূলকেই গোটা মানব জাতির মধ্য হতে বাছাই করে মনোনীত করেছেন। তাই প্রত্যেক নবীই ছিলেন স্বীয় যুগের ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। (কুরআন ৬ঃ ৮৪ - ৮৭ দ্রষ্টব্য)

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা এই যে, নবী-রসূলরা যদি সাধারণ মানুষের মধ্য হতে সর্বদিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত না হন এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের অসাধারণ গুণে প্রভাবান্বিত না হন, তবে কেন তারা নবীদেরকে অনুসরণ করবে ?

তাছাড়া নবীদের দ্বারাও যদি আল্লাহ-তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পাপ কাজ সংঘটিত হতো, তবে তাঁদের বাণী ও কার্যাবলীর উপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেত। এরূপ হলে কি ধর্ম ও শরীয়ত বলতে দুনিয়াতে কিছু থাকত ?

যদিও অন্য ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে নবীদের কর্মবিবরণীকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতই, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে উহা হতেও নিকৃষ্ট বর্ণনা করেছে, কিন্তু নবীদের প্রেরণকর্তা আল্লাহ তো সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

কোন নবীর পক্ষেই খিয়ানত করা বা বিপথে যাওয়া সম্ভব নয়।

(কুরআন ৩ঃ ১৬১ দ্রষ্টব্য)

কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহই তাঁকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে পাপ হতে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন। মোটকথা, নবী-রসূলরা ছোট-বড় যাবতীয় পাপ হতে মুক্ত ও পবিত্র। নবীদের দ্বারা ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কোনরূপে কোন বড় গোনাহ তো হতেই পারে না, ভুলবশতঃ কোন ছোট গোনাহ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে উহা হতেও বিরত রাখেন।

প্রশ্ন হতে পারে-কোন কোন নবীর জীবনে সামান্য ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় কেন? সম্ভবতঃ এরূপ ভুল-ত্রুটি বিশ্বশিল্পীর পূর্ব পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক। যেমন আদম (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে এবং তাঁর প্রতি আরোপিত গাছ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে ফল খেয়েছিলেন। যেমন- আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল।
..... (পবিত্র কুরআনুল করীম ২০ ঃ ১১৫)

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে তিনজন নবীর তিনটা বাস্তব ঘটনার প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

www.pathagar.com

(ক) আল্লাহ্ নূহ্ (আঃ) কে নছীহত করলেন ঃ

নূহ (আঃ)-এর জাতি সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। নূহ (আঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করে নিজের জাতিকে শেরেকী কার্য হতে বিরত থাকার এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করতে লাগলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁর এ দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ঈমান আনল। বাকী সকলে নূহ (আঃ)-এর ডাকে সাড়া তো দিলই না বরং কর্ণ কুহরে আঙ্গুল ঠেসে দিল এবং তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করল, অহংকার ও হঠকারিতা করল এবং আল্লাহর বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করতে লাগল। দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে দিল, এমন কি নূহ (আঃ) কে ভীতি প্রদর্শন করতে ও কষ্ট দিতে লাগল। আল্লাহ নূহ (আঃ) কে জানিয়ে দিলেন যে এরা আর ঈমান আনবে না। অগত্যা নূহ (আঃ) এরূপ বিদ্রোহী, বে-পরোয়া এবং স্বৈরাচারী অবিশ্বাসীদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আল্লার নিকট দরখাস্ত করলেন।

আল্লাহ্ নূহ (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে মারবেন বলে নূহ্কে জানিয়ে দিলেন। তবে বিশ্বাসীদেরকে, এবং নূহ (আঃ)-এর পরিবারবর্গকে রক্ষা করবেন বলে ওয়াদা করলেন। আল্লাহ্ নূহ (আঃ)-কে একটা বিরাট জাহাজ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। জাহাজ নির্মাণ শেষ হল। যথা সময়ে আল্লাহর নির্দেশে নূহ (আঃ) বিশ্বাসী সঙ্গীদেরকে, নিজের পরিবারবর্গকে এবং জোড়ায় জোড়ায় (মাদীও মর্দা) পশু-পাখীকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে আরোহণ করলেন। অতঃপর মাটি ফেটে পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল। আর আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল, বিভীষিকাময় আকারে তুফান ও জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেল। জাহাজ তাঁদেরকে নিয়ে পর্বত সমতুল্য ঢেউ এর মধ্য দিয়ে চলতে লাগল।

নূহ (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল কেনান। সে ছিল অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। সে জাহাজে আরোহণ করল না। নূহ (আঃ) পিতৃসুলভ স্নেহ মহব্বতে অভিভূত হয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য পুত্রকে ডেকে বললেন ঃ

হে স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে আস, কাফেরদের সঙ্গে থাকিও না।

(কুরআন ১১ঃ৪২)

কেনান উত্তর করল, *এখনই আমি পাহাড়ে আশ্রয় লইতেছি, পাহাড় আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে।*

এমন সময়ে এক বিরাট ঢেউ এসে ছেলেটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিল। নূহ (আঃ) পুত্রের ধ্বংস নিকটবর্তী দেখে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলেন ঃ

www.pathagar.com

হে আমার রব! আমার ছেলে ত আমার পরিবারেরই একজন, আর [আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা সম্পর্কে] *আপনার ওয়াদা* (যার আশ্বাস আপনি দিয়েছিলেন তা ত) *অখণ্ডনীয় এবং আপনি* [আমার ছেলেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন] *আহ্‌কামুল হাকেমীন।* (কুরআন ১১ঃ৪৫)

অর্ন্তযামী আল্লাহ্ জানতেন-তাঁর এ ছেলে কখনই ঈমান আনবে না, অথচ নূহ (আঃ) ছিলেন সে সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ চাননি যে, তাঁর মনোনীত বান্দা নূহ একজন বেঈমানের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহর নিকট রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানের সম্পর্ক অনেক বড়। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কোনদিন আপোষ হতে পারে না। তাই আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর অনুপযুক্ত কাজের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। আল্লাহ্ চান না, তাঁর মনোনীত কোন বান্দা (নবী) সামান্যতম ভুল করুক। তিনি যাতে সামান্যতম ভুল না করেন তজ্জন্য আল্লাহ্ নিম্নরূপে সতর্ক করে দিলেন ঃ

হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত- অসৎ কর্মপরায়ণ(সে ধ্বংস হইবেই)। অতএব, যে বিষয়ে তুমি অবগত নও সেই বিষয়ে আমার নিকট আবেদন করিও না। আমি তোমাকে নছীহত করি, যাতে তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

নূহ (আঃ) তখন অনুতপ্ত হয়ে আপন প্রভুর নিকট এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ঃ

হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা হইতে পানাহ্ চাহিতেছি, যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই; আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইব।

(কুরআন ১১ঃ৪৬-৪৭)

(খ) আল্লাহ্ ইউসুফ (আঃ)কে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও হেফাজত করলেন

কথিত আছে যে, মিসরের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা আযীযের কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি বালক ইউসুফকে খরিদ করে পুত্ররূপে গ্রহণ করার জন্য নিজ স্ত্রী (যোলায়খা) কে উপহার দিলেন। তখন হতে ইউসুফ (আঃ) উক্ত রমণীর নিকট সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি কল্পনাতীত সুন্দর ছিলেন। মানব-ইতিহাসে তাঁর মত সুশ্রী সুন্দর আর কেউই ছিল না। অবশ্য নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ইউসুফ (আঃ) থেকে সুন্দর-সুশ্রী ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) যৌবনে পদার্পণ করলেন। ইতিমধ্যে যোলায়খা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। এক সুযোগে সে তাঁর নিকটে কামাতুর প্রেম নিবেদন করল। সেমতে একদিন যোলায়খা তাঁকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে সমস্ত দরজা তালাবন্ধ করে দিল। অতঃপর নিজ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য নির্জন কক্ষে ইউসুফ

www.pathagar.com

(আঃ) কে ফুসলাতে লাগল। তিনি নবী সুলভ ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ নিজে পাপ কাজ করা হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর ঐ মহিলাকেও পাপ কাজের বাসনা হতে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। তফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, এই নির্জনতায় যোলায়খা ইউসুফ (আঃ) কে আকৃষ্ট করার জন্য বার বার চেষ্টা করছিল। এক পর্যায়ে মানবিক স্বভাববশতঃ ইউসুফ (আঃ)-এর মনেও কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছিল। এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা স্বীয় যুক্তিপ্রমাণ তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। এ যুক্তি প্রমাণ কি ছিল, কুরআন শরীফ তা উল্লেখ করেনি। যা হোক, আপন প্রভুর প্রমাণ অবলোকন করায় তাঁর মন হতে অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক দূর হয়ে গেল। তিনি সেখান হতে পলায়নে উদ্যত হলেন, উক্ত নারীর নাগপাশ ছিন্ন করে দরজার দিকে দৌড় দিলেন।[১১]

ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) দৌড়িয়ে দরজার নিকটে পৌছতেই আল্লাহ্‌র কুদরতে বন্ধ দরজা সমূহের তালাগুলো একের পর এক নিজে নিজেই খুলে গেল। এমন সময় যোলায়খা পিছের দিক হতে তাঁর জামার আঁচল ধরে ফেলল। ইউসুফ (আঃ) সজোরে নিজেকে মুক্ত করতে যাওয়ায় তা ছিঁড়ে গেল।

এভাবে আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত বান্দাকে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও ভুল করা হতে রক্ষা করলেন। (কুরআন ১২ ঃ ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য)

এ ঘটনাগুলো হতে নিশ্চিত বোঝা যায়, আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দা (নবী) দেরকে কিভাবে গোনাহ হতে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, আর নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।

(গ) আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বৈধ কাজের ব্যাপারে কসম করা হতে বিরত রাখলেন

মধুপান না করার কসম ঃ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন যয়নবের ঘরে গেলে এক সময় তিনি তথায় মধু পান করলেন। এতে হযরতের অন্য স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা একটু দুঃখিত হলেন। তিনি ভাবলেন, *আমরা যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে মধুপান করাতে পারি না, অথচ যয়নব মধু পান করায়ে নবীকে বেশী খুশী করাচ্ছেন, এটা কিভাবে বন্ধ করা যায়।*

(১১) ইংরেজী প্রবাদে বলে God helps those who help themselves. '*আল্লাহ স্বাবলম্বী লোকদের সাহায্য করেন*'। উপরোক্ত ঘটনা এই প্রবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউসুফ (আঃ) নিজের সাধ্যের রাস্তা (দরজা পর্যন্ত) গমন করলেন, বাকী কাজে আল্লাহ্ সাহায্য করলেন। দরজার নিকট পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল। তিনি দরজায় তালাবদ্ধ দেখে বসে থাকেননি। যখন দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন, তখনই আল্লাহ পাকের সাহায্য এসে গেল এবং তালা খুলে গেল।

www.pathagar.com

নবীর প্রতি অতিরিক্ত মহব্বতের কারণেই তিনি এরূপ ভেবেছিলেন। তিনি হযরত (সাঃ)-এর অন্য এক স্ত্রী হাফছার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ

'হযরত আমাদের মধ্যে যার নিকটই আসবেন সে-ই প্রশ্ন করবে, 'আপনি কি মাগাফীর (এক প্রকার দুর্গন্ধ পানীয়) পান করেছেন' ? পরামর্শ মতই প্রশ্ন করা হল।

তিনি বললেন ঃ *আমি তো মধু পান করেছি।*

উক্ত বিবি বললেন, *মৌমাছি মাগাফীর রস চুষে থাকবে।* আল্লাহর রসূল (সাঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-এর সাথে বারবার কথা বলতেন, তাই সামান্যতম দুর্গন্ধ থেকেও কঠোরভাবে দূরে থাকতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কসম করলেন যে, তিনি আর কখনও মধু পান করবেন না। অর্থাৎ তিনি একটি হালাল বস্তু (মধু)কে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছিলেন, এভাবে তিনি একটা সামান্য ভুল করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ চান না যে, তাঁর একজন নবী সামান্যতম ভুলও করুক, তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল করে নবীকে এরূপ না করার জন্য সর্তক করে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে কি তা নিজের জন্য হারাম করতে চান? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

(কুরআন, সূরা তাহ্‌রীমা-১)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! পুরাতন নিয়মে বর্ণিত উপরে উল্লিখিত অশ্লীল, যৌন কিচ্ছা-কাহিনীগুলো আল্লাহর বাছাই করা বান্দা-নূহ (আঃ), লুৎ (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ) প্রভৃতি মহান নবী-রসূলদের মুখে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে, গ্লানি ও অপবাদ দিয়েছে, এগুলো কি সত্য না মিথ্যা, বাস্তব না অবাস্তব, যৌক্তিক না অযৌক্তিক, তার বিচারের দায়িত্ব আপনাদের উপরই ন্যাস্ত করা হল। উপরে উল্লিখিত তিনজন নবীর জীবনে তিনটি বাস্তব ঘটনার আলোকে বিচার করে রায় দিন এবং ঐ রায় আপনার জীবনেও বাস্তবায়িত করুন।

জগতের অজ্ঞান, অবুঝ ও অমার্জিত লোকদেরকে পথ দেখানো ও ধর্মাচরণ, ভদ্রতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি শিক্ষা দেয়ার জন্য যে সকল মনোনীত পুরুষ (নবী)দের আগমন হয়, তাঁদেরই প্রথমজন নূহ (আঃ) কি মদ পানে মত্ত হয়ে উলংগ হয়ে থাকতে পারেন ? এই মনোনীত পুরুষদেরই আর একজন-লুৎ (আঃ) (?) মদ পান করে স্বীয় কন্যাদের সাথে কিভাবে ব্যভিচারের মত এমন অশ্লীল, জঘন্য পশুতুল্য কাজ করতে পারলেন ?

-একজন নবীর কন্যা হয়েই বা কি করে আপন পিতার বংশ রক্ষার বাহানা করে তাঁদের মাতাল পিতা (?)কে রাতের পর রাত বিপথে নিয়ে যেতে পারলেন এবং নিজেদের পিতা দ্বারা গর্ভবতী হতে পারলেন ?

-আবার দাউদ (আঃ)-এর মত একজন মহান নবী ও সম্রাট তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী একজন সৈন্যের স্ত্রীর সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে কিভাবে এত নীচু হয়ে যিনা

www.pathagar.com

করতে পারলেন ? অতঃপর ষড়যন্ত্র করে এমন নিরীহ নিরপরাধ সৈন্যকে কিভাবে খুন করে তার সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারলেন ?

-অতঃপর হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মত মহা সম্রাট, সেই সাথে আল্লাহর নবী হয়ে কি করে তিনি অবলা-নারীর প্ররোচনায় ধর্মান্তরিত হয়ে আল্লাহর কোপে পড়ে ইহ-পরকাল উভয়ই হারালেন ?

বিকৃত ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী সুধী পাঠক-পাঠিকা! অনুগ্রহপূর্বক আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন ঃ তবে কি দুনিয়ার লম্পট, অজ্ঞান, অন্ধ ও বিপথগামী মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ মাতাল, দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারী, মূর্তিপূজক, কামুক, ভণ্ড, প্রতারক, বিপথগামী প্রভৃতি নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলেন ? অন্ধ কি অন্ধদেরে পথ দেখিয়ে পরিচালিত করতে পারে ?

আল্লাহর বাছাই করা, নির্বাচিত বান্দা (নবী) যদি (উলঙ্গ) অর্মাজিত হতে পারেন. আর অবলা নারীর ফাঁদে পড়ে আল্লাহর দেয়া সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ও সম্মান-নবুয়ত হারিয়ে ধর্মদ্রোহী হয়ে আল্লাহর কোপানলে পড়তে পারেন, আর আপন ঔরসজাত কন্যার সাথে যিনা করার মত এমন পশুতুল্য কাজ করতে পারেন, আর পরনারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার সহিত যিনা করতে পারেন, তবে আকাশের নীচে ধরার বুকে ধার্মিক, পুণ্যবান, নিষ্পাপ ও ভাল মানুষ-আল্লাহর প্রতিনিধি কারা ?

সুধী পাঠক-পাঠিকা! ভেবে দেখুন, আল্লাহর দেয়া ঐশী গ্রন্থকে বিকৃত করে এবং যে কাজ সাধারণ মানুষের জন্যই হীন, ঘৃণিত ও লজ্জাকর, সেই জঘন্য, অশ্লীল ও নোংরা কাজের কলংক কালিমা আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্বাচিত, নিষ্পাপ ও পবিত্র বান্দা (নবী)দের চরিত্রে লেপন করতঃ তার বিরাগভাজন হয়ে কি তাঁর দেয়া স্বর্গে যাওয়া যাবে ? তিনি তো বলছেন ঃ

আমি এইরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। (কুরআন ৩২ ঃ ২২)

কুরআন (২ ঃ ৭৯)-এর দাবী অনুযায়ী ধর্মহীন বিদ্রোহীদের উপরোল্লিখিত মিথ্যা অপবাদগুলো পরকালে যদি মিথ্যাই প্রমাণিত হয়, তবে তাদের উপায় কি হবে ? আল্লাহ্ তো প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। সত্যধর্ম পালন করার জন্য দ্বিতীয়বার তো আর দুনিয়াতে ফিরে আসা যাবে না।

১৭। বারবনিতা দুই বোনের বেশ্যাবৃত্তি

সাদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন ঃ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল নগর দিবেন, তাহার কোন নগরের দ্বারের ভিতরে যদি এমন কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই [ব্যভিচার] *করিয়াছে .... তবে তুমি*

অহলা ও অহলীবা নামে এক মায়ের দুই কন্যা ছিল। যৌবন কালে মিসরে ও যেরূশালেমে তারা বেশ্যাবৃত্তি করত। তাদের কৌমার্য ও যৌবন কালীন দেহের, বিভিন্ন গুপ্তাঙ্গের বর্ণনা, তাদের কামাসক্ত গ্রাহকদের বিভিন্ন গুপ্ত অঙ্গের বর্ণনা সহ

www.pathagar.com

সেই দুষ্কর্মকারী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আপন নগরদ্বারের সমীপে আনিবে; পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক হউক, তুমি প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করিবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ ঃ ২,৫)	বিভিন্ন সময়ে তাদের বিচিত্র যৌন অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে ঈশ্বরের বাণীতে , মিহিস্কেল পুস্তিকার ২৩ নং অধ্যয়ে। (মিহিস্কেল ২৩ঃ৩-৪৯ দ্রষ্টব্য)

অহলা ও অহলীবা-কুকর্মকারিণী, বেহায়া বারবণিতা দুই বোনের বেশ্যাবৃত্তি ও পাপাচারের অশ্লীল কাহিনীকে সদা প্রভুর বাণী বলে স্বীকার করে নেয়া- মুক্ত বিবেক বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় বলে আমার বিশ্বাস।

এরূপ অশ্লীল অশালীন যৌন কাহিনীর সবিশেষ বর্ণনা, এমন কি অনেক অবৈধ পুস্তকের অশোধিত সংস্করণকেও লজ্জিত করে। কোন শালীনতাপূর্ণ পাঠকই লুৎ (আঃ?) -এর বিপথে যাওয়ার ঘটনা, দাউদ (আঃ?)-এর পরদ্বারে গমন, জুদাহের যৌন-কারসাজি, অহলা ও অহলীবার পাপাচারের লীলা খেলা নিজের মা, বোন বা কন্যার নিকট লজ্জায় পাঠ করতে পারবে না। তবে ঈশ্বর(?) এগুলোকে অবতীর্ণ করতে লজ্জা পাননি? ঈশ্বর কি (আল্লাহ না করুন) এদের হতে কম শালীনতাপূর্ণ ?

ডঃ ভার্নোন যোনস (Vernon, Jones) ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি দলের উপর অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেকটি দলের নিকটে বিশেষ কতকগুলো গল্প বলা হয়েছিল। গল্পগুলোর নায়করা ছিলেন একই, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেক দলের নিকটে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। একদলের নিকট ড্রাগন হত্যাকারী *সেন্ট জর্জ* এক অতি সাহসী বীর পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হলেন, কিন্তু অন্যদলের কাছে তিনি চিহ্নিত হলেন একজন পলাতক ভীরু হিসেবে, যিনি মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে সচেষ্ট।

ডঃ যোনস মন্তব্য করেন ঃ *এ গল্পগুলো শ্রেণী কক্ষের স্বল্প পরিসরেও ব্যক্তি চরিত্রে সামান্য হলেও বিশেষ এবং স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে।*

তাহলে *পবিত্র (?) বাইবেলে* বর্ণিত ধর্ষণ, ব্যভিচার, নরহত্যা, মদ্যপান এবং যৌন পাশবিক কর্মকাণ্ড খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বী দেশসমূহের ছেলে-মেয়ে ও ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রে যে কতবেশী এবং স্থায়ী অনিষ্টকর চারিত্রিক পরিবর্তন আনয়ন করে, আমাদের দৈনিক সংবাদ পত্রগুলোর বিবরণী হতে তার অনুমান করা যায়। পাশ্চাত্যের নৈতিকতার উৎস যদি এরূপ হয়, তবে মেথডিষ্ট ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত অবলম্বী দুই খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সমকামী (Homosextuals)দের মধ্যে যে বিবাহ ধর্মসংগতভাবে অনুষ্ঠান করেছে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

www.pathagar.com

৮০০০ সমকামী ১৯৭৯ সালে শোভাযাত্রা সহকারে সদলবলে লণ্ডনের হাইড পার্ক (Hyde Park) অভিমুখে যাত্রা করে, সংবাদ ও টিভি প্রচার মাধ্যমগুলো যার প্রশংসা করতঃ অভিনন্দন জানায়। এই জন্যই জর্জ বার্নাড শা (George Bernard shaw) বাইবেল সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

The most dangerous book on the earth, keep it under lock and key.

অর্থ ঃ পৃথিবীতে সর্বাধিক মারাত্মক বই এই বাইবেল, সুতরাং একে তালাবন্ধ করে রাখ।

অথচ এমন নোংরা, অশ্লীল, লজ্জাকর যৌন কাহিনী সমূহকেও ইয়াহুদী খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের বাণী বলে প্রচার করার জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে, এমন নোংরা ময়লা আবর্জনাকে বিকৃত রুচিসম্পন্ন বিপথগামীরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। রুচির অনুশীলন ও উন্নতি সাধন হওয়া উচিত। আহা! কবে, কত দিন পরে এদের জ্ঞান চক্ষুর আবরণ খুলবে ?

উপরোক্ত যৌন সংক্রান্ত ঘটনাবলী হতে দেখা যায়, বাইবেল একদিকে যেমন ব্যভিচার করতে নিষেধ করেছে এবং ব্যভিচারকারীর জন্য শাস্তি বিধান করেছে, অন্যদিকে তেমনি ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তিকে উৎসাহিত করেছে। ব্যভিচারী ও অবৈধ সন্তানদিগকে করেছে পুরুস্কৃত ও মহিমান্বিত।

যাহোক, ঈশ্বরের বাণী বাইবেলে উল্লিখিত ব্যভিচার, যৌন কাহিনী ও বেশ্যাবৃত্তি হতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা কি নৈতিক শিক্ষা লাভ করবে ? পশ্চিমা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী দেশসমূহে নারী-পুরুষের জীবনে যে বীভৎস তান্ডবলীলা চলে, তা কি এই বাইবেলের দেয়া শিক্ষার ফল ?

বাইবেলের দাবী ঃ *পাক-কিতাবগুলির প্রত্যেকটি কথা খোদার নিকট হইতে আসিয়াছে এবং তাহা (১) শিক্ষা, (২) চেতনাদান, (৩) সংশোধন এবং (৪) সৎ জীবনে গড়িয়া উঠিবার জন্য দরকারী, যাহাতে খোদার লোক উপযুক্ত হইয়া সৎ কাজ করিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইতে পারে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬, ১৭)

বাইবেল বিশেষজ্ঞরা পূর্বোল্লিখিত ব্যভিচার ও যৌন-কাহিনীগুলোকে ঈশ্বরের বাণীর উপরোক্ত চারটি শিরোনামের কোন্ শ্রেণীতে স্থান দিতে চান ? এইগুলোর জন্য অন্য আর একটি শিরোনামের দরকার নয় কি ? আর তা হল (৫) অশ্লীল রচনা (Obscenity)। এ *অশ্লীল রচনা*ও কি খোদার নিকট হতে এসেছে ? নাকি ইহা আপনাদের রচনা ?

www.pathagar.com

অধ্যায়-২
বাইবেলের নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ
- ঈশ্বর সম্পর্কে

১। এক ঈশ্বর, না তিন ঈশ্বর?

মোশি (মূসা আঃ) বললেন ঃ
হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।
(দ্বিতীয় বিবরণ ৬ ঃ ৪ - ৫)

ফরীশীদের একজন আলেম ঈসা কে জিজ্ঞাসা করলেন *হুজুর, মূসার শরীয়তের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কোনটা?*
যীশু কেবল মোশিরই পুনরুক্তি করে বললেনঃ *প্রথমটি এই, হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।*
(পবিত্র বাইবেল, মার্ক-১২ঃ২৯-৩০)
(আরও দেখুন মথি ২২ ঃ ৩৬-৩৮)

ঈশ্বর এক

যাকোব (২ ঃ ১৯)...
খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নাই।
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১২ ঃ ৩২)

এখানেসিয়ান ধর্মমতে বলা হয়ঃ
পিতা একটি সত্তা (একজন ব্যক্তি), পুত্র ভিন্ন সত্তা এবং পবিত্র আত্মা আর এক সত্তা। কিন্তু পিতার দেবত্ব (ঐশ্বরিক প্রকৃতি), পুত্রের দেবত্ব এবং পবিত্র আত্মার দেবত্ব সবই এক (অবিভাষ্য); গৌরবে (দীপ্তিতে) সমান, মর্যাদায় সহ নিত্য (সমভাবে অনন্ত-কাল স্থায়ী)। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, তথাপি তারা তিনজন নন বরং একজন।

* ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে সাধু যোহন বলেছেন ঃ
There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost : and these three are one
(যোহনের প্রথম পত্র ৫ ঃ ৭)

* * যীশু বললেন ঃ
.....পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।
(পবিত্র বাইবেল, মথি ২৮ ঃ ১৯)

www.pathagar.com

* এই উক্তিটি খ্রীষ্ট ধর্মমত পবিত্র (?) ত্রিত্ববাদের প্রায় কাছাকাছি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে *'একে তিন, তিনে এক'* এ প্রহেলিকাময় দুর্বোধ্য ধর্মমত প্রচার করে আর বেশী সুবিধা করা যাচ্ছে না, তাই বাইবেলের বর্তমান সংস্করণগুলো হতে বিশেষ করে The new American Standard Bible, R.S.Version এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদগুলো হতে অনানুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধৃতিটি মুছে ফেলা হয়েছে। আর ওর স্থলে লিখা হয়েছে ঃ And it is the Spiret who bears witness, because the Spirit is the truth.

* * এই বাক্যটিও ত্রিত্ববাদের প্রায় কাছাকাছি। বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে মথি লিখিত সুসমাচারের ২৮ নং অধ্যায়টি মাত্র ৮টি বাক্যে সমাপ্ত হয়েছে অথচ আধুনিক কপিগুলোতে দেখা যায় উক্ত অধ্যায়টিতে ২০টি বাক্য রয়েছে। শেষোক্ত ১২টি বাক্য সম্ভবতঃ পরে যীশুর মুখে তুলে দেয়া হয়েছে। যেমন মরিচ বুকাইলী মন্তব্য করেছেন ঃ

মথি যীশুর মুখ দিয়ে এ নির্দেশ ঘোষণা করেছেন, 'অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর।' ' (মথি ২৮ ঃ ১৯)

(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানের ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) শিক্ষা দিয়েছেন 'একই প্রভু' অথচ খ্রষ্টানরা বলেন 'তিন প্রভু'। যীশু ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী, আর খ্রীষ্টানরা গড়েছে 'ত্রিত্ববাদ'। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, পুরাতন নিয়মে ত্রিত্ববাদের লেশ মাত্র নেই, মূসা (আঃ) ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

ঈসা (আঃ)ও কিন্তু এ অভিনব ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আদৌ কিছুই জানতেন না, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। বরং ঈশ্বরের বিশুদ্ধ একত্ববাদই তাঁদের কাছে প্রচার করে গিয়েছেন।

ঈসা (আঃ)-এর প্রস্থানের ৩২৫ বছর পরে নেছীয়া সম্মেলনে এথ্যানেসিয়ান নামক একজন মিসরী যাজক এ ত্রিত্ববাদের জন্ম দেয়। সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন উক্ত মতবাদ মেনে নেয়। ঐ সম্মেলনে আরো কতকগুলো ধর্মমত গ্রন্থবদ্ধ (Codified) করা হয়। তখন হতেই এ ধর্মমতকে এথানেসিয়ান ধর্মমত বলা হয়ে থাকে।

নিঃসন্দেহে এ ধর্মমতের উপর রোমীয় পৌত্তলিকতার প্রভাব ছিল। ত্রিত্ববাদ সুস্পষ্টরূপে স্ববিরোধী উক্তি। ইহা অনেকটা এক + এক + এক = তিন, তথাপিও তিন নয় বরং এক বলার মত। এ ত্রিত্ববাদ-ই খ্রীষ্টধর্মের পুঁজি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-এ তিনের সম্মিলিত রূপই হচ্ছে খ্রীষ্টান জগতের ঈশ্বর।

তার্কিকেরা বলেন ঃ ঈশ্বর আর যীশু যে এক তার প্রমাণে যীশু বলেছেন ঃ

..... আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন ..... ।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৪ ঃ ১১)

www.pathagar.com

তাহলে ঈশ্বর, যীশু এবং যীশুর বারজন শিষ্যও তো এক। কারণ যীশু বলেছেন ঃ

পিতা, তুমি যেমন আমার সঙ্গে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সঙ্গে যুক্ত আছি তেমনি তাহারাও যেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারে।.....

(ঐ, ইউহোন্না ১৭ ঃ ২১)

স্বর্গীয় পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা বললেই মানুষের স্মৃতিপটে তিনটি স্বতন্ত্র. সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মানসিক চিত্র ও প্রতিমূর্তি ভেসে উঠে, যেমন-

১। পিতাঃ নিশ্চয়ই সে একজন বৃদ্ধ, শুভ্র কেশ, কুবজ পৃষ্ঠ, কুঞ্চিত ত্বক বিশিষ্ট বড় বড় পাঁকা শ্মশ্রুধারী এক বিরাটকায় পুরুষ। আর যেহেতু তিনি স্বর্গীয় পিতা, তাই স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যধারী বিরাট বিরাট দু'পা আকাশের দু'প্রান্তে প্রসারিত করে মহা এক চেয়ারে বসে আছেন।

২। পুত্র ঃ নিশ্চয়ই পুত্র পিতার চাইতে অনেক কম বয়স্ক হবে। সে কৃষ্ণ-কেশ বিশিষ্ট উন্নত নাসিকা, নাদুস-নুদুস চেহারা, নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক সুদর্শন বালক, কিশোর বা যুবক।

৩। আর পবিত্র আত্মা তো অন্য এক প্রকৃতির, ঘুঘু বা কবুতরের মত অথবা অশরীরী আত্মা, হঠাৎ করে পৃথিবীর বুকে আবির্ভুত হয়। বাইবেল যেমন বলছে ঃ-

..... এমন সময় তাঁহার জন্য আকাশ খুলিয়া গেল আর তিনি দেখিলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের ন্যায় নামিয়া তাঁহার উপরে আসিতেছেন। (মথি ৩ ঃ ১৬)

এখন খ্রীষ্টান জগৎ এ তিনটি পৃথক পৃথক সত্তাকে কিরূপে একজন বলে ব্যাখ্যা করে, আর ঈশ্বরের মধ্যে পিতা-পুত্র ও পরম আত্মার মিলন-যৌক্তিক বলে ? প্রকৃত কথা এই যে, ত্রিত্ববাদ (the Trinity) সুস্পষ্টরূপে অবাস্তব, স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক।

যদি তিনজন প্রকৃতই পৃথক, স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট ঐশ্বরিক প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন সত্তা হয় এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তারা তিন খোদা। শ্রেষ্ঠগণিত শাস্ত্র বিশারদ আইনষ্টাইনও আপনাকে *একে তিন, তিনে এক* প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন না।

তাই খ্রীষ্টান গির্জাও ইদানিং স্রষ্টার একত্ববাদের সহিত স্বর্গীয় তিন সত্তার বিশ্বাসকে সমন্বয় সাধন করার অসাধ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে উহাকে একেবারে বানোয়াট বা মিথ্যা উদ্ভাবন বলেও অদ্যাবধি স্বীকার করছেন না। খ্রীষ্টধর্ম বিশেষজ্ঞরা তাদের এ পবিত্র(?) প্রহেলিকাময় দুর্বোধ্য ত্রিত্ববাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে অপারগ হওয়ায় রহস্য (Mystery) এর অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তারা ত্রিত্ববাদকে রহস্য বলে ঘোষণা করেছেন। এ রহস্য সম্বলিত ধর্মমতে কোন রকম প্রশ্ন করা চলবে না। কেবল শুধু অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিতে হবে। নিম্নের ক্যাথলিক শিক্ষার একটি উদ্ধৃতি হতে রহস্যে বিজড়িত 'ত্রিত্ববাদ' পরিষ্কার বুঝা যাবে ঃ

www.pathagar.com

The Most Holy Trinity is a mystery in the strickest sense of the word. For, reason alone cannot prove the existence of a Triune God, Revelation teaches it. And even after the existence of the mystery has been revealed to us, it remains impossible for the human intellect to grasp how the three persons have but one Divine Nature. "(Rev. J. F. De Groot, Catholic Teaching p - 10.)

প্রায় সকল ধর্মীয় ব্যাপারেই খ্রীষ্টানদেরকে এরূপে ঘোলাটে হতবুদ্ধিকারী চিন্তাধারার মধ্যে গড়ে তোলা হয় এবং ধাঁধাঁপূর্ণ বাণী বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়। রুটি খ্রীষ্টানদের প্রভুর ভোজ (Last Suffer)-এ ***যীশুর দেহ*** হয়ে যায়, আর মদ ***তাঁর রক্ত*** হয়ে যায়। (মথি ২৬ ঃ ২৬-২৭ দ্রষ্টব্য)

তারা ***একে তিন তিনে এক*** বিশ্বাস করলেও গির্জার কোন অলৌকিক ঘটনাই প্রমাণ করতে পারে না যে, ***দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ হয়*** অথবা একটা বৃত্তের চারিটি বাহু আছে। পার্থিব ব্যাপারে কিন্তু ত্রিত্ববাদীরা এত সরল বিশ্বাসী নয়, অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। কোর্টে গেলে তারা তিনকে ঠিকই তিন বলে, রক্তকে রক্তই বলে, হত্যাকে হত্যাই সাব্যস্ত করে। আদমের ভুলের জন্য পুত্রের রক্ত দেয়া স্বীকার করলেও পিতা কর্তৃক খুনের অপরাধে নিজে ফাঁসিকাষ্টে ঝুলতে কস্মিনকালেও সম্মত হয় না।

ত্রিত্ববাদ পরবর্তীকাল (৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ)-এ নেসীয়া কাউন্সিল কর্তৃক অভিনব আবিষ্কার, মিথ্যা উদ্ভাবন-বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয় বলে আখ্যায়িত হয়েছে। যথা- আজো দুনিয়াতে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন দল, Unitarians, Christadelphians, Jehovah's witness, Church of Christ প্রভৃতি ত্রিত্ববাদের মত প্রহেলিকাময় দুর্বোধ্য ধর্মমতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। যীশুকে তিন খোদার একজন সাব্যস্ত করা শুধু খোদার পবিত্রতা ও মহিমার উপর কলঙ্ক কালিমা আরোপ করাই নয়, ইহা বড় ধরনের কুফরী এবং মানবীয় বিচারবুদ্ধির প্রতিও বিরাট অপমান।

Christian historian, Adolf Harnack said : .... The mask acquires a life of its own. The trinity, the two natures of Christ, infallibility, and all propositions seconding these dogmas, were the product of historic decisions and of situations that might have turned out quite differently..... a bad habit of intellectualisation which the Christian picked up from the Greek when he fled from the Jews.

(Outline of the History of Dogma, p.20)

বলাবাহুল্য ইসলাম ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী। আল্লাহ ত্রিত্ববাদীদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন ঃ

www.pathagar.com

হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙন করিও না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করিও না, আর তিন [খোদা] *বলিও না। ক্ষান্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে, প্রকৃত প্রভু তো এক আল্লাহ-ই .....।*

(নূরানী কুরআন শরীফ ৪ ঃ ১৭১)

পরাক্রমশালী আল্লাহ ত্রিত্ববাদীদেরকে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেনঃ *নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে ঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। তারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু।* (পবিত্র কুরআনুল করীম ৫ ঃ ৭৩, ৭৪)

আল্লাহ আরও বলছেন ঃ *দুই (বা ততোধিক) উপাস্য গ্রহণ করিও না, উপাস্য তো শুধু একজনই, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করিতে থাক।*

(নূরানী কুরআন শরীফ ১৬ ঃ ৫১)

ত্রিত্ববাদ যুক্তির খণ্ডন

আল্লাহ ত্রিত্ববাদের অসারতা ও অযৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য বলছেন ঃ *যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।*

(পবিত্র কুরআনুল করীম ২১ ঃ ২২)।

আল্লাহর সাথে [অন্য] *কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ * নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।* (ঐ, ২৩ ঃ৯১)।

* নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে যদি দুই বা ততোধিক খোদা থাকত, স্বভাবতঃই উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হত। একজন বলত, *আমি পূর্বদিক হতে সূর্য উদিত করব*, অন্যজন বলত, *পশ্চিম দিক হতে*। এক খোদা হয়তো চাইত, *এখন শীতকাল হোক*, অন্য খোদা বলত, *এখন গ্রীষ্মকাল*। এমতাবস্থায়, উভয়েই ঝগড়া-বিবাদ করে নিজ নিজ সৃষ্টি সরিয়ে নিত। ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের সবই ধ্বংস হয়ে যেত।

দ্বিতীয়তঃ যদি ঝগড়া করে একজন পরাভূত হয়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতা যার নেই, সে তো খোদা হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ যদি উভয় খোদা পরস্পর পরামর্শ করে কাজ করে এবং একজন অপরজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে তবে প্রমাণ হয় যে তাদের

www.pathagar.com

কেউ-ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ-ই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলাইবাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলে সে সর্বশক্তিমান হয় কিভাবে ?

অতএব একের অধিক খোদা হওয়ার দাবী অযৌক্তিক। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান। তিনি কারো অধীন নন। তার কোন কাজে জিজ্ঞাসা করার কারো কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? হায়রে অন্ধ বিশ্বাস! ঈসা-মূসা এবং কুরআনের নিষেধ সত্ত্বেও মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি করে এমন ত্রিত্ববাদ মেনে চলে যা উদ্ভট ও অযৌক্তিক ?

একগুঁয়ে (জেদী) ও কপটী অবিশ্বাসীরা কোন যুক্তি তর্কই মানবে না। লাসারকে মৃত্যু হওয়ার চার দিন পরে জীবিত করা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা হিংসা পরায়নতাবশতঃ যীশুর নবুয়ত অবিশ্বাস করল। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের অনেকেই পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বর্তমান যুগে বহু উন্নত বলে পরিচিত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই মোটা কথা (ত্রিত্ববাদ) টির সম্পর্কে যে অজ্ঞানতার পরিচয় দিচ্ছে, বাস্তবিকই তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ও দুঃখজনক।

যা হোক, আমাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা, মানা আর না মানা-আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যেই ফয়সালা হবে।

www.pathagar.com

২। ঈসা (আঃ) কি আল্লাহর পুত্র, না পয়গম্বর?

ঈসা (আঃ) কখনই নিজেকে খোদার পুত্র বলেননি। আসল ইঞ্জিলে তো নয়-ই, বর্তমান ইঞ্জিল (নতুন নিয়ম) এর কোথায়ও যীশুর বাণীতে স্বর্গীয় পুত্রত্বের দাবীর কোন প্রমাণ নেই। বরং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীই প্রমাণ করে যে তিনি ছিলেন একজন পয়গম্বর।

যীশুর স্বদেশবাসী ও স্বজাতি ইয়াহুদীরা যখন তাঁকে অবিশ্বাস করল, তিনি নিজের সম্পর্কে তাদেরকে বললেন ঃ ..... *আপনার দেশ ও কুল ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী* [পয়গম্বর] *অনাদৃত হন না .....।*

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, মথি ১৩ ঃ ৫৭)

ঈসা (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)ও স্বদেশবাসী মক্কী ও স্বজাতি কুরাইশদের নিকট অনাদৃত হন। ফলে মক্কা হতে হিযরত করে মদিনায় চলে যান। ঈসা (আঃ)-এর সমসাময়িক জনসাধারণ তাঁকে নবী বলেই মানত, বিশ্বাস করত। যেমন ঃ

আর তাহারা [নেতৃস্থানীয় ইয়াহুদীরা] *তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকসাধারণকে ভয় করিল, কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।*

(ঐ, মথি ২১ ঃ ৪৬)

নিম্নে বাইবেল হতে পরস্পর বিরোধী কয়েকটি উদ্ধৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

শিষ্যরা যাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, প্রভু ও দাসের, প্রেরক ও প্রেরিতের পার্থক্য বুঝতে পারে, উভয়কে এক ভেবে না বসে-সেই আশা অন্তরে পোষণ করে যীশু স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করে বললেন ঃ ***ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ তাঁহাকে, যীশুখ্রীষ্ট কে, জানিতে পারে।***

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, যোহন ১৭ ঃ ৩)

খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা তাদের (কল্পিত) যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বাল্যকাল হতেই নিম্নের বাক্যটি মুখস্ত ও অভ্যাস করতে থাকে ঃ ***কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার lonly bego tten Son]*** [১২] ***একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।***

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম, যোহন ৩ ঃ ১৬)

---

(১২) খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদেরা অ্যাথানেসিয়ান ধর্মমতে A.K.J ভার্সনে Only begotten শব্দগুচ্ছটির ব্যাখ্যায় আরও বলে থাকেন ঃ Jesus is the only BEGOTTEN Son of God, begotten, not made.

(ব্রিট্যানিকা বিশ্বকোষ, Ready reference, ভলিউম VII পৃঃ ৩২১ Under Naecian Creed দ্রষ্টব্য) ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন।

www.pathagar.com

খোদাকে উদ্দেশ্য করে যীশু আরও বললেন ঃ *.... কিন্তু যে লোকেরা চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের জন্য আমি এই কথা বলিলাম, যাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।*

(ঐ, যোহন ১১ ঃ ৪২)

যীশু আরও বললেন ঃ *সত্য সত্যই আমি তোমাদের বলিতেছি, দাস নিজের প্রভু হইতে বড় নয়, এবং যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, প্রেরিত তাঁহার অপেক্ষা বড় নয়।....*

(ঐ, যোহন ১৩ ঃ ১৬)

যীশু তাদের বললেন ঃ *ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা [প্রভু] হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, কারণ আমি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আমি আপনা হইতে আসি নাই কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন* (ঐ, যোহন ৮ ঃ ৪২ আরও দেখুন যোহন ৫ ঃ ৩ এবং ৬ ঃ ৩৮)

পৌলই যীশুর প্রতি আরোপিত স্বর্গীয় পুত্রত্ব -এর প্রধান উদ্যোক্তা। তিনিই সর্ব প্রথম ঈসা (আঃ) কে খোদার পুত্র নাম দেয় ঃ সে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কয়েক দিন *দামেশ্‌কেই থাকিলেন এবং বিলম্ব না করিয়া বিভিন্ন সমাজ গৃহে যীশুর বিষয় ঘোষণা করতে লাগিলেন যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র*[১৩]। (ঐ, প্রেরিত ৯ ঃ ২০)

যোহন বললেন ঃ *বাক্য মানবদেহ গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন। পিতা হইতে জাত একমাত্র পুত্রের মহিমার তুল্য তাঁহার মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম।...*

(ঐ, যোহন ১ ঃ ১৪)

পৌল বললেন ঃ *খোদা তাঁহার পুত্রকে সমস্ত কিছুর অধিকারী হইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। পুত্রের মধ্য দিয়াই তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলেন। খোদার সমস্ত গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রহিয়াছে, পুত্রই খোদার পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁহার শক্তিশালী কালাম দ্বারা সমস্ত কিছু ধরিয়া রাখিয়া পরিচালনা করেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রাণী ১ ঃ ২ -৩)

১৩। ৩২৫ খ্রীষ্টব্দে, নেছীয়া কাউন্সিল কর্তৃক, যে সমস্ত ইঞ্জিল অবৈধ ঘোষণা করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, ঈসা (আঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা বার্ণবা লিখিত ইঞ্জিল ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত বার্ণবা-তাঁর ইঞ্জিল শরীফের ভূমিকায় ও উপসংহারে (৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে বিকৃতকারী পৌলের মিথ্যা উদ্ভাবনের নিন্দা করেছেন, পৌলকে *যীশুর প্রতি স্বর্গীয় পুত্রত্ব* মতবাদ আরোপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং জনসাধারণকে পৌলের মিথ্যা উদ্ভাবন হতে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

বাম কলামের উদ্ধৃতিগুলো পাঠ করলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়ঃ ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বার বার বুঝানোর চেষ্টা করে ছিলেন যে, তারা যেন বিশ্বাস করে যে তিনি আল্লাহর পুত্র নন বরং তাঁর প্রেরিত পুরুষ, নবী বা দাস। অহী দিয়ে যিনি ***ঈসা (আঃ) কে প্রেরণ করিয়াছিলেন*** তিনি ***একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর*** (আল্লাহ) আর ***সত্যময় ঈশ্বর*** যাকে প্রেরণ করেছেন ***তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত*** অর্থাৎ আল্লাহর বার্তাবহ নবী, আজ্ঞাবহ দাস। সার কথা, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন বরং তাঁর প্রেরিত পুরুষ বা নবী।

যীশু, যোহন (১৭ ঃ ৩) অনুচ্ছেদে, অতি স্পষ্ট করেই বলছেন যে, মানুষ যেন আল্লাহকে ***একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর*** এবং তিনি ***যাহাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে*** তাঁহার বার্তাবহ নবী বলে বিশ্বাস করে। আর এটাই হচ্ছে ***অনন্ত জীবনের গুপ্ত বিষয় ও গূঢ় তাৎপর্য।***

যীশুকে নিম্নের পঙ্কতিগুলোতেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে ঃ মথি ৩ ঃ ১৭, মার্ক ১ ঃ ১১ এবং ৯ ঃ ৭, যোহন ১০ ঃ ৩৭। বাইবেলে ***ঈশ্বরের পুত্র*** লেখা থাকায় সত্য সত্যই যদি যীশু ঈশ্বরের ঔরসজাত (জন্ম দেওয়া) সন্তান হয়ে থাকেন তবে বাইবেলে ঈশ্বরের আরো তো অসংখ্য পুত্র লেখা রয়েছে, তাদের উপায় কি ?

আদম (আঃ), ইস্রায়েল (আঃ), দাউদ (আঃ) প্রভৃতি নবীদেরকে এবং অন্যান্য পূণ্যবান ব্যক্তিদেরকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। যেমনঃ-

আদম ঈশ্বরের পুত্র (লুক-৩ ঃ ৩৮)

সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত ।

(যাত্রাপুস্তক ৪ ঃ ২২)

দাউদ (আঃ) বলেছেন,

সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।

(গীত সংহিতা ২ ঃ৭)

তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া, যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। (আদিপুস্তক ৬ ঃ ২)

-ঈশ্বর পূণ্যবান ব্যক্তির সম্বন্ধে বলেছেন,

..... আমি তাহার ঈশ্বর হইব ও সে আমার পুত্র হইবে।

(প্রকাশিত বাক্য ২১ ঃ৭)

এখানে আদম (আঃ), ইস্রায়েল (আঃ), দাউদ (আঃ) প্রভৃতি নবীদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ট বান্দা, ধার্মিক বান্দা, প্রিয় বান্দা প্রভৃতি অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। প্রাচীন কালের ইয়াহুদীরা বাইবেলে উল্লিখিত, "ঈশ্বরের পুত্র" শব্দগুচ্ছের অর্থ বুঝাতো -ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ, বিশিষ্ট, পূণ্যবান, ধার্মিক, প্রিয় বান্দা ইত্যাদি। প্রাচীন ইয়াহুদীদের ভাষায়

www.pathagar.com

প্রত্যেক পূণ্যবান ব্যক্তি, যে-ই ঈশ্বরের আদেশ নিষেধ মেনে চলত তাকেই ঈশ্বরের পুত্র বলা হত। ইহা ছিল (ভাষাগত) বর্ণনামূলক রূপক শব্দ, বাইবেলে অনুমোদিত বাগধারা (Idiom)। সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে ইহা ব্যবহৃত হত। আর পৌলও এ রীতি মেনে চলত। তিনিও পূণ্যবান ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বরের সন্তান বলেছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র ..... আমরা ঈশ্বরের সন্তান। (রোমীয় ৮ ঃ ১৪, ১৬)

মার্ক লিখেছেন ঃ *সেনাপতি ..... যীশুকে এইভাবে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া বলিলেন, ইনি সত্যই ইশ্বরের পুত্র (The Son of God) ছিলেন।*

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মার্ক ১৫ ঃ ৩৯)

লূক একই ঘটনা লিখেছেন ঃ *এই ঘটনা দেখিয়া সেনাপতি ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সত্যই ইনি ধার্মিক (A righteous man) ছিলেন।*

(ঐ, লূক ২৩ ঃ ৪৭)

ইঞ্জিল শরীফ বাংলা অনুবাদে A righteous-এর অনুবাদ করা হয়েছে "নির্দোষ"। তাহলে নতুন নিয়মেও দেখা যায় The son of God এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে- *ধার্মিক, নির্দোষ* ইত্যাদি।

ঈসা (আঃ) নিজেকে বাইবেলে মনুষ্য-পুত্র (Son of man) বলে পরিচয় দিতেন (মথি ৮ঃ ২০, ১২ ঃ ৪০ দ্রষ্টব্য)। অথচ এ কথা সর্বজনবিদিত যে তিনি কোন মনুষ্য পিতার মধ্যবর্তিতা ছাড়াই অলৌকিকভাবে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন-অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে তিনি কোন মনুষ্যপিতার পুত্র ছিলেন না। বাইবেলের ভাষায়, এখানে তিনি ছিলেন মনুষ্যপুত্র অর্থাৎ মানবীয় গুণে গুণান্বিত। কুরআনে ঈসা (আঃ)কে আল্লাহর ধার্মিক বান্দা, ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর বাণী, আল্লাহর বান্দা, নিদর্শন, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত বান্দা ইত্যাদি বলা হয়েছে।

(কুরআন ৩ঃ৪৫, ৪৬, ৪ঃ১৭২, ১৯ ঃ ২১, ২৩ ঃ ৫০ দ্রষ্টব্য)।

আরবী ভাষায় 'পুত্র' শব্দের অনুরূপ শব্দ হল গুলাম = দাস, আবদ = বান্দা। যেমন ঈসা (আঃ) বললেন ঃ- *ইন্নি আব্দুল্লাহ-আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস।*

(কুরআন ১৯ ঃ ৩০)

হিব্রু ও আরামিক ভাষায় মূল ধর্মগ্রন্থ হতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদকরা সম্ভবতঃ "খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, আল্লাহর বান্দা [আবদুল্লাহ], ধার্মিক বান্দা, ইত্যাদি শব্দগুচ্ছগুলোর অনুরূপ শব্দগুলোর অনুবাদ (এবনুল্লাহ) ঈশ্বরের পুত্র করেছিলেন।

সুতরাং প্রমাণ হয় যে, *ঈশ্বরের পুত্র* অর্থ ধার্মিক, নির্দোষ, পূণ্যবান, বিশিষ্ট, ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় বান্দা, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

www.pathagar.com

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদেরা এ যুক্তি অন্যদের সম্পর্কে মেনে নিলেও, অ্যাথানেসিয়ান ধর্মমত অনুসারে *যীশুর ক্ষেত্রে আপত্তি করে*। তারা বলে যে, *যীশুখ্রীষ্ট অন্যান্যদের মত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের সৃষ্ট নন, বরং ঔরসজাত সন্তান।*

কিন্তু কি আশ্চর্য! যীশুর সম্পর্কে গোঁড়া খ্রীষ্টানদের এ রূপ ধর্মমত যীশুর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বলেছেন ঃ *ধন্য যাহারা মিলন করিয়ে দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।* (মথি ৫ ঃ ৯, আরও দেখুন মথি ৫ ঃ ৪৫)

-যীশুর এই বাণীসমূহ হতে স্পষ্টই বলা যায় যে, তাকে বাইবেলে উল্লিখিত "ঈশ্বরের পুত্র" অর্থে *অদ্বিতীয় ও একমাত্র ঔরসজাত পুত্র* বলার কোনই যুক্তি নেই। ইহা পৌল ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অভিনব মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়। আদম, ইস্রাঈল, দাউদ (আঃ) প্রমুখ নবীদেরে যে রূপক অর্থে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয়েছে এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে-ঐ একই রূপক অর্থে যীশুকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। অতএব যীশুকে বিশেষ অর্থে 'ঈশ্বরের একমাত্র ঔরসজাত (Only begotten Son, begotten, not made) পুত্র" হিসাবে স্বতন্ত্ররূপে বেছে নেয়া গোঁড়া খ্রীষ্টানদের অজ্ঞতা ও একগুঁয়েমী ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুসলমান জাতি আল্লাহর প্রতি আরোপিত এমন আপত্তিকর মিথ্যা উদ্ভাবন *'ঔরষজাত সন্তান'* (BEGOTTEN SON)-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কারণ, *'জন্ম দেওয়া'* স্রষ্টার নয়, সৃষ্ট জীবের একটি স্বভাব; তা জীব জগতের জীবের নিম্ন শ্রেণীর যৌন কাজের অন্তর্ভুক্ত। ইহা মানুষের জৈব-স্বভাবের চাহিদার উপর নির্ভরশীল দৈহিক কার্য। নারী-পুরুষের যৌন মিলনে উভয়ের দেহ হতে কোন তরল পদার্থ নির্গত হয়ে সন্তান জন্মের সূচনা হয়। কাজেই ঈশ্বর *সন্তান জন্ম দিয়েছেন* বললে স্বভাবতঃই ধারণা হয়-ঈশ্বর বুঝি দেহধারী কোন বস্তুগত সত্তা, তাঁর বুঝি স্বজাতীয় কোন স্ত্রীও আছে এবং তাঁর দেহ হতে বুঝি কোন তরল পদার্থও নির্গত হয়। (নাউযু বিল্লাহ-)

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শান (বড়ত্ব) সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞ হলে বিভ্রান্ত মানুষ তাঁর প্রতি এরূপ একটি ঘৃণিত মিথ্যা আরোপ করতে পারে। এরূপ একটি যৌন কার্য্য তাঁর প্রতি আরোপ করা, এমন কি ধারণা করাও তাঁর মহান মহিমার প্রতি অপমানজনক। ইসলামের পরিভাষায় একে কুফর বলা হয়।

মনুষ্যজাতির মত অনুভূতি থাকলে এমন গুরুতর জঘন্য অপরাধের জন্য আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত খন্ড-বিখন্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে যেত। আল্লাহ্ যেমন বলছেনঃ

আর এই সকল [অবিশ্বাসী] *লোকেরা বলে, আল্লাহ্ একটি সন্তান জন্ম দিয়াছেন; তোমরা ইহা একটি গুরুতর বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছ, যদ্দরুন অসম্ভব নহে যে, আসমান ফাটিয়া যায়, আর যমীন খন্ড-বিখন্ড হইয়া উড়িয়া যায় এবং পর্বত ভাঙ্গিয়া*

www.pathagar.com

পড়ে, এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ আরোপ করিয়াছে। অথচ আল্লাহর শান এই নহে যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করেন। আসমান সমূহ ও যমীনে যতকিছুই আছে, সমস্তই আল্লাহর সমক্ষে দাসরূপে উপস্থিত হয়।

(নূরানী কুরআন শরীফ, ১৯ ঃ ৮৮-৯৩)

আল্লাহ্ তো পরিপূর্ণ (Perfect), স্বয়ংসম্পূর্ণ; সর্বপ্রকার অভাব অভিযোগ হতে অমুখাপেক্ষী। বিশ্বচরাচরের সব কিছুই সর্বত্র' ও সর্বদা তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি কিছু করতে চাইলে শুধু বলেনঃ *'হও'* আর তখনই তা হয়ে যায়। সুতরাং সন্তানের কি প্রয়োজন তাঁর। যেমন আল্লাহ্ বলছেন ঃ

তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র, বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। .....যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

(পবিত্র কুরআনুল করীম ২ঃ ১১৬-১১৭, আরও দেখুন ১৯ ঃ ৩৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাব বিশেষ করে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করিও না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করিও না; মরিয়মের পুত্র ঈসা আল্লাহর প্রেরিত একজন রসূল এবং মরিয়মের নিকট প্রেরিত আল্লাহর কালাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার সমস্ত রসূলের প্রতি ঈমান আন।

(নূরানী কুরআন শরীফ ৪ ঃ ১৭১)

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কোন কথা বুঝতে না পারলে মুসলমানরা বলতেনঃ *'রায়িনা'* অর্থ *আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।* কিন্তু ইয়াহুদীরা এ শব্দকে, তার প্রকৃত অর্থের আড়ালে, দ্বিতীয় আর একটা মন্দ অর্থ (হে আমাদের রাখাল, আহমক)- এ ব্যবহার করত। তাই আল্লাহ্ পাক মুমিনদেরে নির্দেশ দিলেন; *তোমরা 'রায়িনা' বলিও না বরং 'উনযুরনা' বলিও।* (কুরআন ২ ঃ ১০৪ দ্রষ্টব্য)

'ঈশ্বরের পুত্র' শব্দগুচ্ছটি ধার্মিক, নির্দোষ, আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা প্রভৃতি ভাল অর্থে পূর্ববর্তীকালে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে খ্রীষ্টানদের কর্তৃক উহা মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ইসলাম উহাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করা ইসলাম নিষেধ করে দিয়েছে। তাদের অনেকে পুত্র শব্দের রূপক অর্থ বললেও প্রকৃতপক্ষে রূপক অর্থের আড়ালে প্রকৃত অর্থই ব্যবহার করে, আর যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Begotten, not made বলে থাকে। অথচ 'only begotten son of God' বাক্যের begotten - ঔরসজাত বলতে স্ত্রী-পুরুষের যৌন- মিলনের অন্তর্নিহিত অর্থই প্রকাশ করে। কাজেই উহা মহান আল্লাহ্র সম্পর্কে আরোপ করা মহা অন্যায়, কুফরী।

www.pathagar.com

পুত্রত্ব মতবাদের যুক্তির খন্ডন

আল্লাহ্ তাই অবিশ্বাসীদের এ মনগড়া মতবাদ খন্ডন করে বলছেন ঃ

,..... আর অবিশ্বাসীরা না জানিয়া না বুঝিয়া আল্লাহর পুত্র কন্যা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ঐ সমস্ত উক্তি হইতে পবিত্র ও বহু উর্ধে, যাহা তাহারা বর্ণনা করিতেছে। আল্লাহর সন্তান হইবে কি করিয়া, যখন তাঁহার জীবনসঙ্গিনী কেহ নাই ?..... (কুরআন ৬ঃ১০০-১০১)

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র বলে– সকল প্রাণীর সন্তানই স্বপ্রকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই ছেলে-সন্তানও সবদিক দিয়ে পিতার স্বপ্রকৃতির অর্থাৎ সমকক্ষ, সমতুল্য ও সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়। আল্লাহ্ যেমন অনন্ত, অসীম, অবিনশ্বর ও মহাপরাক্রমশালী, যীশু আল্লাহর পুত্র হলে তিনিও তেমনি অনন্ত, অসীম ও পরাক্রমশালী হতেন। খৃষ্টান ধর্মের দাবী অনুসারে পুত্র যীশুও যদি পিতা ঈশ্বরের ন্যায় 'গৌরবে সমান, মর্যাদায় সহনিত্য ও সমভাবে অনন্তকাল স্থায়ী' হতেন, তবে তিনি অসহায়-নিঃসহায় ও দুর্বলের মত ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন কেন ? খ্রীষ্টান মিশনারীরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র অর্থাৎ সমকক্ষ প্রমাণ করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালালেন। অথচ যীশু ঈশ্বরের সমকক্ষ হতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, কিরূপে আমি ঈশ্বরের সমতুল্য হতে পারি। *.....কারণ আমার পিতা* [ঈশ্বর] *আমা অপেক্ষা মহান* (যোহন ১৪ঃ২৮)

আল্লাহ কাউকেও তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য স্বীকার করেন না। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

আল্লাহ্ কাহাকেও জন্ম দেন নাই, তিনি কাহারও দ্বারা জাতও নহেন, আর তাঁহার সমকক্ষ, সমতুল্য কেহ-ই নাই। (কুরআন ১১২ ঃ ৩-৪)

কাজে কাজেই এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে আল্লাহ্র মত কোন দিক দিয়ে এক বিন্দু পরিমাণ সমকক্ষ ও সমমর্যাদাবান কেউ-ই নেই।

আল্লাহ্র প্রতি পুত্রত্ব আরোপকারীরা মিথ্যাবাদী

বাইবেলের মধ্যে অসংখ্য কুফরী কালাম ও মিথ্যা উদ্ভাবনের মধ্যে *'ঔরসজাত পুত্র'* (Begotten son)ও একটি। ইদানিং বাইবেল কমিটি তাদের আর, এস, ভার্সন হতে এ মিথ্যা উদ্ভাবনকে বিলুপ্ত করেছেন- কিন্তু আল্লাহ পাক, দুই হাজার বছর বাইবেল বিশেষজ্ঞদের কর্তৃক এ মিথ্যা উদ্ভাবন বিলুপ্ত করার প্রতিক্ষায় থাকেননি। সর্বদ্রষ্টা, সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ এ মিথ্যা উদ্ভাবনকে ইহা প্রবর্তন হওয়ার পর পরই, অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তীব্র নিন্দা করে বাতিল ঘোষণা করেছেন ঃ

(হে নবী)! *জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।* . . . . . .

www.pathagar.com

তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত ? তোমরা কি অনুধাবন কর না? নাকি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (পবিত্র কুরআনুল করীম ৩৭ ঃ ১৫১ - ১৫৭)

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সে তাই সব কিছুকেই জড় পদার্থের রূপ দিয়ে চিন্তা করতে চায়। এ হল মানবীয় দুর্বলতা। মক্কার প্রাচীন অংশীবাদীরা ফেরেশতাদিগকে *আল্লাহ্‌র কন্যা* বলত। (কুরআন ৩৭ ঃ ১৪৯ - ১৫৫ দ্রষ্টব্য)। যীশু খ্রীষ্টের বহু পূর্বেই প্রাচীন মিশরীয়রা হোরাস (Horus)কে 'আল্লাহর পুত্র' বিশ্বাস করত। পারসীক ও রোমীয়রা মেথ্‌রা (Mithra)কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। মিশরীয়, পারসীক ও রোমীয়রা বিশ্বাস করত যে হোরাস ও মেথ্‌রা মনুষ্যজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এবং মানুষকে স্রষ্টার ক্রোধ হতে রক্ষা করার জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছিল।

সত্য কথা বলতে কি - এ সমস্ত উদ্ভট-ভিত্তিহীন ধারণা প্রাচীন কালের জড়বাদী, পথভ্রষ্ট পৌত্তলিকদের কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

পৌলের সময়ে রোমীর সম্রাটদের দাপট ও রোমীয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বিস্তর। তাই পৌলের মতবাদ, গ্রীক ও রোমীর পৌত্তলিকতার প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিকদের ও রোমীয় পৌত্তলিক সমাজগুলোর ধর্মীয় মতবাদের সহিত সন্ধি করার জন্য পৌল, তার খ্রীষ্টান লেখকরা ও তার প্রচারকরা, ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদ ধর্মকে বহু কাঁটছাঁচ করেছিলেন।

ইরানিয়াস (১৩০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ) পৌত্তলিক রোমীয়দের ধর্মীয় মতবাদ ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দর্শন খ্রীষ্ট ধর্মে প্রবেশ করানোর অভিযোগে পৌলকে দোষারোপ করেছিল। (বার্ণবালিখিত সুসমাচারের পরিশিষ্টি (iii), পৃঃ ২৮৪ দ্রষ্টব্য)

'ঈশ্বরের পুত্র', 'ঈশ্বরের একমাত্র ঔরসজাত সন্তান' ইত্যাদি মিথ্যা উদ্ভাবন যে প্রাচীন মিশরীয়, রোমীয়, গ্রীক পারসীক প্রভৃতি প্রাচীনকালের জড়বাদী, পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধর্মমত হতে আমদানি করা হয়েছে, সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তাও বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

ইহুদীরা বলিল, 'ওযায়ের (আঃ) হইতেছেন আল্লাহ্‌র পুত্র' এবং খ্রীষ্টানরা বলিল, 'যীশুখ্রীষ্ট হইতেছেন আল্লাহর পুত্র, ইহা হইতেছে, তাহাদের মুখের কথা মাত্র, ইহারাও তাহাদের ন্যায়ই বলিতেছে, যাহারা তাহাদের পূর্বে অবিশ্বাসী হইয়া গিয়াছে; আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, ইহারা উল্টা কোন দিকে যাইতেছে ? তাহারা স্রষ্টাকে ছাড়িয়া নিজেদের পোপ ও পুরোহিতদিগকে প্রভু বানাইয়া রাখিয়াছে এবং মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌কেও।.....। (কুরআন ৯ঃ৩০)

www.pathagar.com

আসলে সহজে মুক্তির প্রত্যাশী গ্রীক ও রোমীয়দেরে দলে ভিড়িয়ে নিজের দল ভারী করার উদ্দেশ্যে পৌল ঈসা (আঃ)-এর তাওহীদী ধর্মের বিকার করে, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়ে, জড়বাদী-অংশীবাদী গ্রীক ও রোমীয়দের ধর্মমতের অনুকূলে রূপ দেয়, যাতে সহজেই অসংখ্য গ্রীক ও রোমীয়রা তার এ নতুন ধর্মে ঢুকে পড়ে। পৌলের মতে যীশুকে ***'খোদার পুত্র' 'ত্রাণ কর্তা'*** স্বীকার করে নিলেই সকল পাপ দূর হয়ে যাবে, নির্ঘাৎ সে স্বর্গে যাবেই। সস্তায় মুক্তির এমন সহজ পথ ও সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ? পৌলের ইচ্ছা পূর্ণ হল; পৌল অংশীবাদের যে ধর্মীয় দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে গেল, তা দিয়ে অসংখ্য অংশীবাদী গ্রীক ও রোমীয়রা পোলীয় খ্রীষ্ট ধর্মে ঢুকে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে যীশুকে ***ঈশ্বরের পুত্র*** সাব্যস্ত করা নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য পৌলের ধর্মীয় কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আল্লাহর প্রতি পুত্রত্ব আরোপকারীরা কঠিন শাস্তির অপেক্ষাতে থাকুক

ইসলাম 'স্বর্গীয় পুত্রত্ব' মতবাদের তীব্রভাবে নিন্দা করে, এ মিথ্যা উদ্ভাবনকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে। ইসলাম ধর্মে পুত্রত্ব ও অংশীবাদের কোনই স্থান নেই। অকাট্য দলিল, শক্তিশালী প্রমাণ ও প্রচুর নির্দশন থাকা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ মিথ্যা উদ্ভাবন হতে বিরত হয় না। আল্লাহ্ ইহাদিগকে ভীষণ শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেনঃ

তারা বলে, আল্লাহ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন- তিনি পবিত্র, তিনি অমুখাপেক্ষী। ..... । কেন তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ কর- যার কোন সনদই তোমাদের কাছে নেই। বলে দাও [হে নবী], ***যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না। পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব - তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।*** (পবিত্র কুরআনুল করীম ১০ ঃ ৬৮ -৭০)

মহাগ্রন্থ কুরআন হতে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। মহান আল্লাহর কোন পুত্র-সন্তান আছে অথবা তিনি কোন পালিত পুত্র গ্রহণ করেছেন বলে অবিশ্বাসী, অংশীবাদী বা ত্রিত্ববাদীরা যে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস নিজেদের মন-মগজে স্থান দিয়েছে, উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলো অত্যন্ত তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করছে।

অতএব পাঠক পঠিকারা! ৩২ পৃষ্ঠায় (মথি ২১ ঃ ৪৬) উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন। ঈসা (আঃ)-এর যুগে তাঁর শত্রুরা ব্যতীত বিশ্বাসী লোকেরা তাঁকে ভাববাদী বা নবী বলে মানত। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে আসুন, সকলেই স্বীকার করে নেই, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র নন বরং তাঁর পয়গম্বর, নবী ও দাস।

আল্লাহ তাঁর উপর সর্বদা, চিরকাল শান্তি বর্ষণ করুন।

www.pathagar.com

৩। ঈসা (আঃ) কি সৃষ্টি, না স্রষ্টা, মানুষ, না খোদা ?

ঈসা (আঃ) কখনো কোথাও নিজেকে খোদা দাবী করেননি। বাইবেলের কোথাও এমন কথা লেখা নেই। প্রতিপক্ষ তাঁকে খোদা সাব্যস্ত করতে চাইলে তিনি বরং বার বার তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন। নিম্নে পরস্পর বিরোধী উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

নিজ খোদায়িত্বের দাবীতে যীশুর অস্বীকৃতি

সমাজের একজন নেতা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুজুর, আমি জানি, আপনি একজন ভাল লোক। আমাকে বলুন, কি করিলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিব?' ঈসা তাঁহাকে বলিলেন, *'আমাকে ভাল বলিতেছে কেন? একমাত্র খোদা ছাড়া আর কেহই ভাল নয়।'*

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৮ ঃ ১৮-১৯)

বিলদদত্ত সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

How then can man be justified with God ? or how can he be clean that is born of a woman? . . . How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?

(ইয়োব ২৫ ঃ ৪,৬)

ঈসা মগ্দলীনী মরিয়মকে বললেন ঃ . . . .

তুমি বরং ভাইদের নিকটে গিয়া বল, যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ও তোমাদের খোদা, আমি উপরে তাঁহার নিকটে যাইতেছি।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০.১৭)

যীশু ঈশ্বরের অবতার (God incarnated)

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদরা দাবী করে থাকেন যে খোদা নিজেই মানব আকৃতিতে পুত্রের রূপ ধারণ করে মরিয়মের গর্ভে * জন্ম-গ্রহণ করলেন, কাজেই ঈসা ঈশ্বরের অবতার। শুধু তাই নয়, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানরা যীশুর মাতা মরিয়মের প্রতিও দেবত্ব আরোপ করে থাকে। ইউহোন্না বলছেন ঃ

প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম খোদার সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই খোদা ছিলেন। . . . . . সমস্ত কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। . . . . . সেই কালামই মানুষ [ঈসা] *হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন . . .*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১ঃ১ - ২, ১৪)

অ্যাথানেসিয়ান ধর্মমতে বলা হয়ঃ খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ড উভয় দলই বিশ্বাস করে যে, *যীশু প্রকৃত অর্থেই খোদা, স্বর্গীয় ত্রিত্ববাদের দ্বিতীয় স্বত্ত্বা, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে তিনি মানবরূপে আবির্ভূত হইতে মনস্থ করিয়া কুমারী মরিয়মের গর্ভে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।*

www.pathagar.com

ঈসা (আঃ) মগ্দলীনী মরিয়মকে, ভাইদের নিকটে গিয়ে যে বাণী *(যিনি আমার খোদা ও তোমাদের খোদা)* পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন, কুরআনে তার স্পষ্ট সমর্থন রয়েছে ঃ ঈসা (আঃ) ভাইদের নিকটে বললেন ঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রভু, তোমাদেরও প্রভু- তাঁর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ। (কুরআন ৩ঃ৫১ এবং ৫ঃ৭২ দ্রষ্টব্য)

নিজ খোদায়িত্বের দাবীতে যীশুর অস্বীকৃতির কথা কুরআনে আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আর যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মরিযম পুত্র ঈসা! তুমি কি বলিয়াছিলে 'খোদার পরিবর্তে আমাকে ও আমার মাতাকে খোদা নির্ধারণ করিয়া লও'? ঈসা নিবেদন করিবেন, 'আপনি পবিত্র! আমি এমন কথা কিরূপে বলি, যাহা বলিবার আমার কোনই অধিকার নাই। যদি আমি এইরূপ কথা বলিয়া থাকি তাহা হইলে অবশ্যই আপনার জানা থাকিবে . . . . . নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত অজ্ঞাত বিষয় জানেন। আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই ইহা ব্যতীত, যাহা আপনি আমাকে বলিতে আদেশ করিযাছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার প্রভু, তোমাদেরও প্রভু'। (কুরআন ৫ ঃ ১১ ১১৭)

ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্ পাকের সত্য নবী। কোন সত্য নবী আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য স্থির করে নেয়ার বা নিজের উপাসনা করার নির্দেশ কখনো কাউকেও দিতে পারেন না। (কুরআন ৩ঃ৭৯ - ৮০ দ্রষ্টব্য)

অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতি খ্রীষ্টানদের আরোপিত খোদায়িত্ব মতবাদ যে তাঁর দেয়া ধর্মমতের বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও নতুন আবিষ্কার তার আর সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

* ব্যাখ্যা ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফের কয়েক স্থানে উল্লিখিত কয়েক খানা হাদীসের সারর্মম নিম্নরূপ ঃ নিরংকুশ শক্তি ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে তার কুদরতী ডান হাতে এবং যমীনসমূহকে গুটিয়ে অপর হাতে ধারণ করে ঝাঁকি দিয়ে বলবেন ঃ

আমি-ই একমাত্র অধিপতি- সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আমি। এই রাজ্য ও রাজত্ব আমার। দুনিয়াতে যাহারা অধিপতি হওয়ার দাবী করিত, ক্ষমতার গর্ব করিত, সেই অবাধ্য, উদ্ধত ও অহংকারীরা আজ কোথায়?

মহা প্রলয়ের দিন তিনি প্রশ্ন করবেন ঃ *অদ্যকার রাজত্ব কাহার ?*

www.pathagar.com

আরস, কুরসী, লৌহ-কলম, আসমান-যমীন, ফেরেশতা কারও অস্তিত্ব থাকবে না। মহা-বিশ্ব নিরব নিস্তব্দ। স্রষ্টা নিজেই তখন জবাব দিবেন ঃ

একক প্রবল পরাক্রান্ত একমাত্র, অদ্বিতীয় আল্লাহর-ই।

(কুরআন ৪০ ঃ ১৬ দ্রষ্টব্য)

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা ইয়াহুদীদের এক বড় পণ্ডিত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল ঃ

আমরা তাওরাত কিতাবে দেখতে পাই, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর,[১৪] ভূ-মন্ডলের স্থলভাগকে এক আঙ্গুলের উপর, পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলের উপর, ... ভু-মণ্ডলের জলভাগকে এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্য সব সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন; অতঃপর আঙ্গুলসমূহকে নাড়াচাড়া ও আন্দোলিত করতঃ বলতে থাকবেন, 'আমি-ই সর্বাধিপতি, আমি-ই সর্বাধিপতি'।

ইয়াহুদী পণ্ডিতের উক্তি সমর্থন করার ভঙ্গিতে হযরত (সাঃ) হেসে উঠলেন . . . . . এবং নিম্নের আয়াত (৩৯ ঃ ৬৭) পাঠ করলেন ঃ

আল্লাহ তায়ালার মহত্ব ও বড়ত্বের যেরূপ মূল্য দেওয়া আবশ্যক অবিশ্বাসীরা সেইরূপ মূল্য দেয় না। কিয়ামতের দিন সমগ্র ভুমন্ডল আল্লাহর মুঠে হইবে আর আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার ডান হাতে থাকিবে। তিনি পাক পবিত্র। অবিশ্বাসীরা যতকিছুকেই তাঁহার অংশী স্থাপন করিতেছে তিনি সেই সব হইতে অনেক উর্ধে। (বাংলা বোখারী শরীফ, ষষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ১৯৩৮)

এক হাদীছে উল্লেখ আছে ঃ

আল্লাহর আরশের তুলনায় তাঁর কুরসী (চেয়ার) এত ছোট যেন কোন মাঠের মধ্যে একটি লোহার রিং রাখা হয়েছে; আর কুরসীর তুলনায় সাত তবক আসমান এত ছোট যেন একটা ঢালের মধ্যে সাতটা মুদ্রা রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঃ মহা বিশ্বের তুলনায় আমাদের এই সৌরজগত (৭ আসমান ও ৯ গ্রহ) যে কত ক্ষুদ্র সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন। (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ৪র্থ অধ্যায়।

অতঃপর সাত তবক আসমানের তুলনায় মানুষ কতই না ক্ষুদ্র! সর্বনাশা (অধিকাংশ) মানুষ এরূপ বিরাট আরশের অধিপতি *যিনি আসমানসমূহকে ডান হাতে*

১৪। মানুষের স্থুল ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অনুভূতি দ্বারা যাতে বুঝতে পারে তজ্জন্য আল্লাহর কুদরাতি আঙ্গুল, হাত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌তো নিরাকার নিরাধার।

www.pathagar.com

এবং যমীন সমূহকে অপর হাতে ধারণ করিয়া ঝাঁকি দিবেন, এমন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুমহান আল্লাহ তাআলাকে মানুষের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও পরমুখাপেক্ষী সৃষ্টির পর্যায়ে টেনে আনতে চায়। অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা আল্লাহর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে না, তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের ধারণা করতে পারে না, তাঁর মহানত্বে বিশ্বাস করে না। তারা ধর্ম মত গড়েছে 'খোদা নিজেই ঈসার আকৃতিতে, মানুষের রূপ ধারণ করে নারীর নোংরা গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। কাজেই সে *ঈশ্বরের অবতার*।

মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক এমন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ মানুষের আকৃতিতে নারীর জরায়ুর মত নোংরা অপবিত্র স্থানে নয়/দশ মাস অবস্থান করতে পারেন কি ? স্রষ্টার সম্বন্ধে এমন নিকৃষ্ট ধারণা বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি করে নিজেদের মন-মগজে স্থান দিতে পারে- ভাবতেও অবাক লাগে। যাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেনি, বিবেকেরও অপমৃত্যু হয়নি এমন কেউ কি করে বিশ্বাস করতে পারে, আল্লাহ নয় মাসাধিক কাল জরায়ুর মধ্যে থেকে অবতাররূপে ধরায় আসলেন ? হায়! অবিশ্বাসী অংশীবাদীদের অন্ধ বিশ্বাস! কোন যুক্তিবাদী ও জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ নিজের বুদ্ধি বিবেক দিয়ে কি এ ধরণের আজগুবী, উদ্ভট ও অবাস্তব ধর্ম বিশ্বাসও মেনে নিতে পারে ?

ঈসা (আঃ) খোদা নন, খোদার দাস- একজন মানুষ

যদিও 'নূতন নিয়ম' প্রকৃত ইঞ্জিল নয় তথাপি এর মধ্যেও ঈসা (আঃ)-এর দেবত্ব হওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ বা সাক্ষ্য অদ্যাবধিও বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে আরও কয়েকটা পরস্পর বিপরীত উদ্ধৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

ঈসা (আঃ) ইয়াহুদীদিগকে বললেন ঃ	পৌল বললেন ঃ
But now you seek to kill me, [Jesus is] a man that has told you the truth, which I have heard of God. . . . (A. K. James Version, John 8:40.)	***Their*** [Israelite believers] ***ultimate deliverance can only come through a Saviour, the divine-human Messiah. This virgin born Immanuel, who is the mighty God Himself, will establish His throne as King over all the earth. . . . . .*** (R. S. Version of the Bible, 1971. P. 679)
ঈসা (আঃ)-এর প্রধান সাহাবা, পৌলের প্রতিপক্ষ, পিতরও ঈসা (আঃ) এর প্রতি	পৌল বললেন ঃ . . . . . *মানুষ হিসাবে মসীহ* [ঈসা

www.pathagar.com

আরোপিত খোদায়িত্বের বিরুদ্ধে এবং তাঁর 'মনুষ্যত্বের সমর্থনে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ *হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল কথা শুন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য* [miracles], *অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন সমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেরাই জান;*

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, প্রেরিত ২ ঃ ২২)

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইহুদীরা তৃতীয় ঘটিকার সময় যীশুকে ক্রুশে দিল। তিন ঘন্টা পর, প্রাণত্যাগ করবার মুহূর্তে, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে যীশু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন ঃ *. . . . . ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?*

(ঐ, মার্ক ১৫ঃ৩৪)

প্রিয় পাঠক পাঠিকারা, চিন্তা করতে পারেন ? যীশু খোদা হলে, সর্বশক্তিমান খোদার মুখ দিয়ে এরূপ করুণ আর্তনাদ কখনও বের হতে পারে ? এখানে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর নন বরং ঈশ্বরের একজন দাস, অসহায়, নিঃস্ব যীশু, মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে ঈশ্বরের দয়া ও অনুকম্পার মিনতি করছে।

যীশু বললেন ঃ . . . . . *.আমার বক্তব্য কি ও কি কি কথা বলিব সেই বিষয়ে পিতা[১৫] যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আমাকে আদেশ দিয়াছেন। .....সুতরাং আমি যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন*

আঃ} *তাহাদেরই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই খোদা, যিনি সমস্ত কিছুরই উপরে; সমস্ত গৌরব চিরকাল তাঁহারই। আমিন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৯ঃ৫)

পৌল আরও বললেন ঃ *যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালনিবাসীদের 'সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহবা যেন স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু.....*

(পবিত্র বাইবেল, ফিলিপীয় ২ঃ১০ -১১)

ঈসা (?) ইউহোন্নাকে দর্শন দিয়ে বললেনঃ . . . . . *আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই চির-জীবন্ত। আমি মরিয়াছিলাম, ... এখন আমি যুগ যুগ ধরিয়া চিরকাল জীবিত আছি। আমার নিকট মৃত্যু ও মৃত্যুদের রুহের স্থানের চাবি আছে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ১ঃ১৮)

পৌল বললেন ঃ *ইনি* (যীশু)ই *অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে,*

১৫। এখানে যীশু 'পিতা' বলতে তাঁর প্রেরণকর্তা আল্লাহ্‌কেই বুঝিয়েছেন, যোহন (৫ঃ৩০), এর পরিষ্কার অর্থ বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছে। যীশুর এ বক্তব্যে বোঝা যায়, অন্য নবীদের মত তিনিও আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পরিচালিত হতেন।

www.pathagar.com

বলিয়াছেন, তেমনি বলি।
(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, যোহন ১২ ঃ ৪৯-৫০)

ঈসা (আঃ) বললেন ঃ
আমি একজন দৃশ্য [জড়দেহ বিশিষ্ট] *মানুষ, আমি একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারি না।*
(বার্ণবালিখিত ইঞ্জিলের '৯৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যীশু আরও বললেন ঃ
সেই দিন বা সেই মুহূর্তের বিষয় কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও না, পুত্র [যীশু]*ও না, কেবল পিতাই জানেন।* (ত্রাণকর্তা....., মার্ক ১৩ ঃ ৩২)।

ঈসা স্বীকার করছেন ঃ
কিয়ামত কখন হবে খোদা ছাড়া অন্য কেউই জানে না, তিনি নিজেও জানেন না। তিনি যদি খোদা হতেন তবে *সেই দিন বা মুহূর্তের বিষয়* অজ্ঞ কেন?

সিহাংসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।
[পবিত্র বাইবেল. . . , কলসীয় ১ঃ১৫-১৭)

পৌল তার অনুসারীদেরকে আরও বললেন ঃ
কেননা তাঁহাতেই [যীশুতেই] *ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে, এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ, যিনি সমস্ত আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের মস্তক।* (পবিত্র বাইবেল, কলসীয় ২ঃ৯-১০)

বাম কলামের উদ্ধৃতিগুলো ঈসা (আঃ)-এর খোদায়িত্বের (Divinity) দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করছে।

'ঈশ্বর'-এর মধ্যে মনুষ্য স্বভাব

ঈশ্বর বললেন ঃ *তোমাদের ঈশ্বর সদা প্রভুই ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু। তিনিই মহান বীর্যবান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন না।* (দ্বিতীয় বিবরণ ১০ঃ১৭)

অধিকাংশ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ***যীশুখ্রীষ্ট-ই ঈশ্বর***। এরূপ বিশ্বাস ও দাবীর অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য যুক্তির খাতিরে সাময়িকভাবে মেনে নিলাম- ***যীশুখ্রীষ্ট-ই ঈশ্বর***। সুতরাং এই শিরোনামের উপশিরোনামগুলোতে যীশুকে ইনভার্টেড কমার' মধ্যে ঈশ্বর উল্লেখ করা হল।

খাৎনা করা 'ঈশ্বর'

জন্মের আট দিনের দিন ..... যখন শিশুটির খাৎনা করাইবার সময় হইল তখন তাঁহার নাম রাখা হইল ঈসা। (লূক ২ ঃ ২১)

www.pathagar.com

পলায়মান 'ঈশ্বর'

রাজা হেরোদ ইয়াহিয়া (আঃ)-এর মস্তক ছেদন করল, থালায় করে মাথা এনে এক বেশ্যা নর্তকীকে দিল।

খবর শুনিয়া ঈসা একাই সেই জায়গা হইতে নৌকায় করিয়া একটি নির্জন জায়গায় লিয়া গেলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৪ঃ১১, ১৩ দ্রষ্টব্য]

ইয়াহুদী ও রোমীয় সৈন্যরা 'ঈশ্বর' কে বন্দী করে আনল। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করল।

'ঈশ্বর'-এর শিরে কন্টকের মুকুট, মুখে থুথু

তখন লোকেরা যীশুর মুখে থুথু দিল এবং ঘুসি ও চড় মারিল। তাহারা বলিল, 'এই মসীহ, বলত দেখি, কে তোকে মারিল? (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৬ঃ৬৭ - ৬৮)

[বিদ্রূপ করে]। *তাঁহারা যীশুকে বেগুনী রংগের কাপড় পরাইয়া দিল এবং কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায় দিল . . . . . পরে তাহারা নল দ্বারা তাঁহার মাথায় আঘাত করিল। গায়ে থুথু দিল এবং তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিল।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মার্ক, ১৫ ঃ ১৭ - ১৯, আরও দেখুন মথি ২৭ ঃ ২৬, ২৮- ৩০, ৩৭)

আর যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাববাণী বল্ দেখি, কে তোকে মারিল ? (পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, লূক ২২ঃ ৬৩-৬৪)

প্রতিরোধ ব্যবস্থাহীন 'ঈশ্বর'

পদাতিকদের একজন ..... যীশুকে চড় মারিয়া কহিল, মহাযাজককে এমন উত্তর দিলি? যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন . . . . . কি জন্য আমাকে মার ?

(ঐ, যোহন ১৮ঃ ২২- ২৩)

বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে 'ঈশ্বর' কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল

. . . . . তাহারা উত্তরে বলিল, যীশু মৃত্যুর যোগ্য।

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মথি ২৬ ঃ ৬৬)

. . . . . সভাস্থ সকলে যীশুকে মৃত্যুর যোগ্য বলিয়া তাঁহার বিপক্ষে রায় দিল

(ঐ, মার্ক ১৪ঃ৬৪)

বোবা ও সহজেবশ্য' ঈশ্বর'

. . . . . যবেহ করিবার জন্য যেমন ভেড়া নেওয়া হয়, তেমনি যীশুকে নেওয়া হইল। যাহারা লোম কাটে তাহাদের সামনে ভেড়ার বাচ্চা যেমন চুপ করিয়া থাকে, তেমনই তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। [ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ৮ঃ৩২)

www.pathagar.com

ন্যাংটা 'ঈশ্বর'

যীশুকে ক্রুশে দিবার পরে সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল..... ।

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, যোহন ১৯ঃ২৩,
আরও দেখুন মথি ২৭ ঃ ৩৫, মার্ক ১৫ ঃ ২৪)

And Finally they crucified him naked.

(Gospel of Barnabas ,ch. 217)

'ঈশ্বর' কোন্ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিয়োগ করলেন?

তৃতীয় ঘটিকার সময়ে ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশে দিল । নয় ঘটিকার সময় মৃত্যু যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে করতে যীশু উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন ঃ

. . . . . *...ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?* (পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়মে মার্ক ১৫ঃ৩৪)

মরণশীল 'ঈশ্বর'

পরে যীশু উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন ।.....

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মার্ক ১৫ঃ৩৭)

. . . . . *. যীশু নিরূপিত সময়ে . . . . . মরিলেন* (ঐ, রোমীয় ৫ ঃ ৬)

(. . . . . *. যীশু মরিয়া গিয়াছেন* . . . . . ."

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, যোহন ১৯ঃ৩৩)

আহ্! সকলেই কাঁদতে লাগল, আর চক্ষের জল মুছতে মুছতে বলতে লাগল, 'আমাদের ঈশ্বর মরে গিয়েছেন'।

মথি বর্ণনা করেন, *যীশু বলিয়াছিলেন, 'তিন দিন পরে আমি* [কবর হতে] *পুনরুত্থান করিব'* . . . . . .তিন দিন কবরে থেকে *তিনি মৃত্যুদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন ।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মথি ২৭ ঃ ৬৩ - ৬৪)

যীশু যদি খোদাই হয়ে থাকতেন, তবে কে এ তিন দিন মহাবিশ্ব পরিচালনা করেছিলেন ? খোদার (?) মৃত্যুর পরে, পরিচালকের অভাবে, নিখিল বিশ্বের সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে মহাপ্রলয় ঘটে গেল না কেন ? তবে কি *যীশুই ঈশ্বর* -পাদ্রীদের এ দাবী উদ্ভট ও অযৌক্তিক ?

www.pathagar.com

অভিশপ্ত 'ঈশ্বর'

যে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলে সে অভিশপ্ত।.....

(ঐ, গালাতীয় ৩ঃ ১৩, দ্বিতীয় বিবরণ ২১ঃ২৩)

যীশু যদি ঈশ্বর হতেন তবে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলেন কি করে ? আর অভিশপ্তই বা হলেন কি করে ?

অভিশপ্ত তো তারাই اَلشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ যারা আল্লাহ্‌র দুশমন-জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান। যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাঁর রাস্তা হতে বিরত রাখে বা উহা থেকে পথভ্রষ্ট করে, তারা মানুষ শয়তান; জিন শয়তানের মত তারাও অভিশপ্ত।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! লক্ষ করলেন কি? *ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, মহান বীর্যবান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর* এমন অপমান, অপদস্থ ও নির্যাতিত হয়ে অসহায়, নিঃসহায় ও নির্বোধের মত মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে ন্যাংটা অবস্থায় ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে পারেন ? ইয়াহুদীরা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে মুষ্ঠাঘাত, পদাঘাত ও চপেটাঘাত করবে, চাবুক মারতে মারতে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে, মুখে থু থু দিবে, উলঙ্গ করে তাঁকে শূলে চড়াবে, আর তিনি *ভেড়ার বাচ্চার মত চুপ করিয়া থাকিবেন!*

আপনারাই বলুন- যাদের কান্ড জ্ঞান ও বিবেকের অপমৃত্যু হয়নি, মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘটেনি, এমন কেউ কি মহান ঈশ্বর সম্পর্কে এমন নীচু ও নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করতে পারে ?

খোদা কেন, একজন নবী হিসাবেও ঈসা (আঃ)-এর এরূপ অপমৃত্যু হতে পারে না। প্রয়োজন হলে নূহ, হুদ, লুৎ, সলেহ, মূসা (আঃ)-এর মত ঈসা (আঃ)ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে অগ্নি বা পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করাতে পারতেন।

আমাদের খ্রীষ্টান প্রতিবেশীদের কি হল ? তাদের জ্ঞান চক্ষু কোথায় গেল ? তারা কেন বিবেক বুদ্ধি খাটায় না ?

জাহেলী যুগের আরবরা কোন রাজা-বাদশার নিকট নতি স্বীকার করত না, রোমান বা পারসিক সম্রাটরাও এমন দুর্ধর্ষ জাতিকে শাসন করতে আসেনি, বাস্তব ক্ষমতাধারী কারও সামনে তারা নত হত না, অথচ অজ্ঞতার কারণে পাথরের তৈরী সামান্য জড় পদার্থ, নিষ্কৃয় মূর্তির সামনে অবলীলাক্রমে তারা মাথা নত করে দিত। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তিতে তাদের বিশ্বাস ছিল না, অথচ নিষ্কৃয় জড় পদার্থ -পাথরের মূতি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারে- তারা দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করত। অনেক খ্রীষ্টানদের অবস্থাও তাই। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা এত উৎকর্ষ সাধন যে করেছেন তারা চন্দ্রে যাচ্ছেন, রকেট নিয়ে মহা-বিশ্বে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ ধর্মীয় জ্ঞানে ও আকীদায় শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়ে, ভ্রান্তির এমন অতল তলে পতিত হয়ে রয়েছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র শক্তিতে তাদের বিশ্বাস নেই, অথচ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, সৃষ্টির স্বভাবধারী ঈসা

www.pathagar.com

(আঃ) আল্লাহর স্থান দখল করে বসে আছেন - এ বিশ্বাস তাদের মনে-প্রাণে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। হায়! অন্ধ বিশ্বাস! হায়, অন্ধ অনুকরণ!

ত্রিত্ববাদ, স্বর্গীয় পুত্রত্ব, যীশুর ঈশ্বরত্ব, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পুনরুত্থান-প্রভৃতি ভ্রান্ত ধর্মমত নিয়ে এরা উঠে, বসে, মরে ও বাঁচে। অধিকন্তু হাজার হাজার খ্রীষ্টান মিশনারী স্থাপন করে গোলার্ধের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এ ভ্রান্ত মতবাদগুলোর ধূলি উড়াচ্ছে। অন্যায় জিদ ও ভ্রান্ত মোহের বশবর্তী হয়ে পাদ্রীরা মানবতার সেবা নামে রেড-ক্রস, এন, জি, ও, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অভাবগ্রস্ত লোকদের ধর্মান্তরিত করে আলো হতে অন্ধকার- ভীষণ অন্ধকার ও আগুনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তাই আমাদের অনুরোধ, সুধী পাঠক-পাঠিকারা, খ্রীষ্টান বন্ধুদেরকে তাদের অযৌক্তিক বুদ্ধিহীনতা হতে বাঁচান, তাদের সত্যের মধ্যে ছিদ্র দেখিয়ে দিন, আর সাথে সাথে সত্য ধর্মের অনুসারী মুসলিম বিশ্বকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগ্রাসন, আক্রমণ ও হয়রানি হতে রক্ষা করুন।

যীশুর মধ্যে সৃষ্টজীবের স্বভাব

মনুষ্য-পুত্র [যীশু] *আসিয়া ভোজন-পান করিলেন।.....।*

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মথি ১১ ঃ ১৯)

প্রধান পুরোহিত, রাজা হেরোদ এবং রোমের গভর্ণর পীলাতকে সাথে নিয়ে, একদিন যীশুর নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

আপনার সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগ উঠেছে, আশা করি আপনি অসন্তোষ্ট হবেন না,এ অভিযোগ খণ্ডন করবেন। তাছাড়া অনেকে আরও বলছে- আপনি ঈশ্বর, কেউ কেউ বলে -আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আবার কেউ বলে আপনি একজন নবী।

যীশু উত্তরে বললেন ঃ

I confess before heaven, and call to witness everything that dwells upon the earth, that I am a stranger to all that men have said of me, to wit, that I am more than man. For I am a man, born of a woman, subject to the judgement of God; that live here like as other men, subject to the common miseries (of eating and sleeping, of cold and heat, like other men). * As God lives, in whose presence my soul stands, you have greatly sinned, O priest, in saying what you have said. May it please God that there come not upon the holy city great vengeance for this sin.

[বার্ণবালিখিত ইঞ্জিলের ৯৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

* বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলো ৯৩ অধ্যায় হতে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলছেন ঃ

মরিয়ম পুত্র মসীহ একজন রসূল ছাড়া, আর কিছুই নন। . . . . . আর তাঁর মাতা একজন আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিতা সত্যাশ্রয়ী মহিলা ছিলেন। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন . . . . . দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

(কুরআন ৫ ঃ ৭৫)

ইসলাম স্বীকার করে যে, ঈসা (আঃ) কোন পুরুষের মধ্যবর্তিতা ব্যতীত আল্লাহর কুদরতে অলৌকিকভাবে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম স্বীকার করে যে ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন, জন্মান্ধকে দর্শন শক্তি দান করতে পারতেন, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতেন। তিনি জীবিত অবস্থায় আসমানে আরোহন করেছিলেন, আরো অনেক বিরাট বিরাট অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল- তিনি কি পানাহার করতেন ? তাঁর মাতা কি ভোজন-পান করতেন ? তাঁরা কি জন্ম-মৃত্যুর অধীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ও রিপু-ইন্দ্রিয়ের বশ ছিলেন ? যদি উত্তর হয় হাঁ-সূচক তা হলে যীশু ও তাঁর মা ঈশ্বর হন কিভাবে ? পানাহার করা তো মাবুদ হওয়ার পরিপন্থী। বিশ্বপ্রভু তো পানাহার করেন না। কোন প্রকারের আলস্য, তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না (দেখুন কুরআন ২ ঃ ২৫৫)। ৬ দিন সৃষ্টি কার্য চালাবার পর সপ্তম দিবসে তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয় না।

মহান আল্লাহ নিজের কালামে পাকের মধ্যে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

(হে মুহাম্মদ! আপনি) *বলুন, তিনিই আল্লাহ, বিশুদ্ধ এক, আল্লাহ বেনিয়াজ। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, তিনি কাহারও দ্বারা জাতও নহেন। তাঁহার সমতুল্য বা সমকক্ষ অন্য কেহই নাই।* (কুরআন ১১২ ঃ ১ - ৫)

ব্যাপক অর্থবোধক সূরা এখলাছের এ পাঁচটি আয়াতের মধ্যেই আল্লাহ্পাকের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বিশুদ্ধ এক, সমস্ত সৃষ্টি-ই তাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর স্ত্রীও নেই, তিনি কারো জন্মদাতা নন, কারো ঔরসজাতও নন, অবতাররূপে তিনি অবতরণ করেন নি, তাঁর সমকক্ষ যে কেউই নেই এবং কোনরূপ প্রতীক দ্বারাই যে তাঁকে বুঝানো যায় না, তাঁর প্রতি আরোপিত অবিশ্বাসীদের সমস্ত অবাস্তব বিশ্বাস যে ভিত্তিহীন, এ সূরায় তাই আল্লাহ স্পষ্ট অক্ষরে সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ যে কারো মতই নন (কুরআন ৪২ ঃ ১১) এটাই আল্লাহর পরিচয়। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা পানাহার করতেন, ঘুমাতেন, নিদ্রা-তন্দ্রা ও যাবতীয় মানবিক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা-তন্দ্রাএবং সর্ববিধ জৈবিক প্রয়োজন হতে পবিত্র। মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভমহ-

www.pathagar.com

ক্লেশ-ক্লান্তি আছে, কিন্তু স্রষ্টার তা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রা, ক্লেশ তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। কারো দৃষ্টিই তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন (কুরআন ৬ ঃ ১০৩)। মানুষের স্ত্রী পুত্র-কণ্যা আছে, আল্লাহর তা নেই। অর্থাৎ সৃষ্টি যা, স্রষ্টা তা নন। এই বিশুদ্ধ চির-পবিত্র, অদ্বিতীয় ও এককের নামই আল্লাহ (ঈশ্বর)। যদি খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর যীশু (?)ও মানুষেরই মত সকল জিনিসের মুখাপেক্ষী হন, তবে তাঁর খোদা হওয়ার যোগ্যতা রইল কোথায়, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যই বা রইল কোথায় ? অতএব সৃষ্টজীবের স্বভাবধারী মানুষ যীশু কস্মিনকালেও মহাপরাক্রান্ত বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্ হতে পারেন না।

পূর্ববর্তী নবী-রসূলরা আল্লাহর পরিচয় এরূপই দিয়েছেন। আল্লাহর এক নবী যিরমিয় বলছেন ঃ

হে সদাপ্রভু, তোমার তুল্য কেহই নাই; তুমি মহান, তোমার নামও পরাক্রমে মহৎ। হে জাতিগণের রাজন, তোমাকে কে না ভয় করিবে ? .....তাহাদের সমূদয় রাজ্যের মধ্যে, তোমার তুল্য কেহ নাই। (যিরমিয় ১০ ঃ ৬-৭)

সুলাইমান (আঃ)...স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করে বললেন, *হে সদাপ্রভু ...উপরিস্থ স্বর্গে বা নীচস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই...।* (১ রাজাবলি ৮ ঃ ২৩)

যীশুর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

সদাপ্রভু ঈশ্বর এ কথা কহেন ঃ

আমি সদাপ্রভু কি করি নাই ? আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; আমি ধর্মশীল ও ত্রাণকারী (Savior) ঈশ্বর; আমি ব্যতীত অন্য কেহ নাই। হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, কেননা আমি-ই ঈশ্বর, আর কেহ নয়।

(মিশাইয় ৪৫ ঃ ২১-২২)

মূসা (আঃ) ছিনাই পাহাড়ে ঈশ্বরের নিকট হতে যে দশ মহা আজ্ঞা (Commandments) প্রাপ্ত হয়েছিলেন উহাতে বলা হয়েছে ঃ

আর ঈশ্বর মোশিকে এই সকল কথা কহিলেন ঃ

আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ..... আমি ব্যতিরেকে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর।

(যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ১-৫, দ্বিতীয় বিবরণ ৫ঃ২, ৬-৮)

www.pathagar.com

ঈশ্বর আরও বললেন ঃ

আর যদি তুমি কোন প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাও, অন্য দেবগণের পশ্চাদগামী হও, তাহাদের সেবা কর ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে ..... তোমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না করিলে, তোমাদের সম্মুখে সদাপ্রভু যে জাতিগণকে বিনষ্ট করিতেছেন, তাহাদেরই ন্যায় তোমরা বিনষ্ট হইবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ৮ ঃ ১৯-২০)

ঈশ্বর আরও বলেন ঃ

আর যাহারা আমার সাথে কোন রকম অংশী স্থাপন করা হইতে বিরত থাকিয়া আমার এই আজ্ঞা সমূহ পালন করে, আমি তাহাদের সকলের উপর অনুগ্রহ বর্ষন করি। (দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ১০, যাত্রাপুস্তক ২০ঃ ৬ এবং কুরআন ১৮ ঃ ১১০ দ্রষ্টব্য)

মূর্তি পূজার অসারতা

আলোচ্য পুস্তকের ২৬৬ পৃষ্ঠায় নও-মুসলমানদের নামের তালিকায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আবদুল করীম তেলিস একদিন আমাকে বললেন ঃ *আমার দাদা ছিলেন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। তিনি কাঠ কেটে কেটে যীশুর মূর্তি বানিয়ে পূজা করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করতাম ঃ 'দাদা, এ জড় পদার্থ, মূর্তির কোনই ক্ষমতা নেই, ইহা আপনার উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না, এর পূজা করেন কেন?' বৃদ্ধ উত্তর দিত ঃ 'মাই গড (আমার ঈশ্বর), তাই পূজা করি।' আমি পুনরায় প্রশ্ন করতাম, 'আপনি একে নির্মাণ করেছেন, রূপ দিয়েছেন, এরই বরং উচিত আপনাকে পূজা করা'। বৃদ্ধ চুপ থাকত।*

এ হল অন্ধ বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। যুক্তি প্রমাণে হেরে গেলে কথা বলা হতে বিরত থাকবে, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস হতে বিরত হবে না।

আলোচনা প্রসংগে হিন্দু বন্ধুরা বলে থাকেঃ *বিনা আকৃতিতে ভগবানের ধ্যান করা কষ্টকর। তাই আমরা মূর্তি বানিয়ে ধ্যান করি ও পূজা অর্চনা করি।* এ ধারণা ঠিক হলে তো পুরা ব্যাপারটাই আলো ও আঁধারের মত পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। অর্থাৎ পেতে চাই আমি নিরাকার প্রভুকে অথচ ধ্যান করি সাকার মূর্তির; যেতে চাই স্বর্গে, পথ ধরি নরকের। নিরাকার আল্লাহকে পাবার পথে সাকার পূজাই প্রধান অন্তরায়। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাকারবাদকে পুরাপুরি হারাম করে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পৌত্তলিকতাকে উচ্ছেদ করবার জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

www.pathagar.com

খ্রীষ্টধর্মের কত কত সম্প্রদায় যীশু ও তাঁর মাতা মরিয়মের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে, অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থ *পুরাতন নিয়মেই* মূর্তি পূজা না করার জন্য বার বার সতর্ক করা হয়েছে। যেমন- যিরমিয় নবী বলেন ঃ

লোকে বনে যে কাষ্ঠ ছেদন করে, তাহাই বাটালি সহকারে কারুকরের হস্তকৃত কর্ম হইয়া ওঠে। লোকে তাহা রৌপ্য ও স্বর্ণে অলঙ্কৃত করে; এবং যেন না নড়ে, তজ্জন্য হাতুড়ি দিয়া প্রেক মারিয়া তাহা দৃঢ় করে। সে সকল কোঁদা স্তম্ভ স্বরূপ; কথা কহিতে পারে না; তাহাদিগকে বহন করিতে হয়, কারণ তাহারা চলিতে পারে না। তোমরা তাহাদের হইতে ভীত হইও না; কারণ তাঁহারা অহিত করিতে পারে না, হিত করিতেও তাহাদের সাধ্য নাই।

(যিরমিয় ১০ ঃ ৩-৫, আরও দেখুন যিশাইয় ৪০ ঃ ১৮-২৮ এবং ৪৬ ঃ ৫-৭)

আল্লাহ্ বলছেন ঃ *আর ঐ অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট, তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়* " (কুরআনুল করীম ২৫ ঃ ৩, আরও দেখুন ৫ ঃ ৭৬)

যীশুর অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা ছিল ধার করা, আল্লাহর দান

খ্রীষ্টান তার্কিকেরা বলেন, যীশু কর্তৃক অলৌকিক কার্য সম্পাদন করাই তার খোদা হওয়ার প্রমাণ। তাদের এ দাবী সত্য নয়। যীশুর অলৌকিক কার্য সম্পাদন করার নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না, তার ক্ষমতা ছিল ধার করা, খোদাপ্রাপ্ত। যীশু যদি প্রকৃতই খোদা হতেন, কোন অক্ষমতা বা পরমুখাপেক্ষিতা তাকে স্পর্শ করতে পারত না। স্বাধীন ইচ্ছার পরাক্রমশালী আল্লাহর মত তিনিও সর্বক্ষেত্রে, সকল কাজে স্বাধীন হতেন, তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে যীশু বললেন ঃ

আমি নিজ হইতে কিছুই করিতে পারি না, ...

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৫ ঃ ৩০)।

ঈসা (আঃ) বললেন ঃ ..... *সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হইয়াছে*

(ঐ, মথি ২৮ ঃ ১৮)

অর্থাৎ যীশু নিজে ছিলেন অক্ষম, আর তাঁর ক্ষমতা ছিল খোদাপ্রাপ্ত। অন্য নবীদের মত তিনিও ছিলেন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর পরমুখাপেক্ষী কোনদিন সর্বময় কর্তৃত্ব বা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহ হতে পারে না। যীশু আল্লার আদেশেই মৃতকে পুনরায় জীবিত করতেন। লাসারকে জীবিত করা দেখে কুসংস্কারাচ্ছন্ন (Credulous) লোকগুলো অলৌকিক ঘটনার উৎস (আল্লাহ্) সম্বন্ধে ভুল বুঝবে, তারা হয়তো আল্লাহর পরিবর্তে যীশুকেই আল্লাহ বলে বিশ্বাস করবে- এরূপ ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে (লাসারকে জীবিত করার সময় ..... *যীশু উর্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, পিতা* [ঈশ্বর], *তুমি আমার*

www.pathagar.com

কথা শুনিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি; তুমি সর্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু যে লোকেরা চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের জন্য আমি এই কথা বলিলাম, যাহাতে তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

[অর্থাৎ তুমি প্রেরণকর্তা খোদা আর আমি তোমার প্রেরিত - রসুল]।

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, যোহন ১১ ঃ ৪১-৪২,
আরও দেখুন কুরআন ৩ ঃ ৪৯ এবং ১৩ ঃ ৩৮)।

অর্থাৎ *যীশু উর্ধে দৃষ্টি করিয়া* লাসারকে জীবিত করার জন্য আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক উপায়ে জানতে পারলেন যে আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তাই তিনি *আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাইলেন।* আল্লাহর নিকট হতে নিশ্চয়তা পেয়ে যীশু আল্লাহর আদেশেই লাসারকে জীবিত করলেন। আল্লাহর তরফ হতে নিশ্চয়তা না নিয়ে লাসারকে জীবিত করার চেষ্টা করলে হয়তো তিনি নির্বোধ প্রমাণিত হতেন। যীশু উচ্চস্বরে প্রার্থনা করার কারণও বলে দিয়েছেন *যাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।*

ঈসা (আঃ) তাঁর চারিদিকে দাঁড়ানো লোকদিগকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, অলৌকিক ঘটনার উৎস আল্লাহ, আর ঈসা (আঃ) তাঁর প্রেরিত রসূল। কিন্তু হায়! যীশুর এ চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে।

নিজেদের ধর্মগ্রন্থে এক খোদা ব্যতীত অন্যের প্রতি দেবত্ব আরোপ করায় এবং প্রতিমা পূজা করার এমন সুস্পষ্ট ও কঠোর নিষেধ থাকা সত্ত্বেও পাদ্রীরা ঈসা (আঃ)কে তাদের খোদা সাব্যস্ত করেছে, আর ক্যাথলিক সম্প্রদায় ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতার প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করছে। (Prejudice dies hard)– পথভ্রষ্টতা মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস ও বিবেক তথা জ্ঞানচক্ষুকে এমন অন্ধকার করে দেয় যে, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান সত্যকেও সে আর তখন দেখতে পায় না।

কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা কখনই বিবেকসম্পন্ন মানুষকে প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, যীশু স্বাভাবিক মানুষ ও বণী-ইস্রাঈলের নিকট আল্লাহর রাজ্যের আগমণের **সুখবর দিয়ে** প্রেরিত একজন নবী ব্যতীত আর কিছু। এটা গতকালের সত্য, আজিকার সত্য এবং আগামী কালও ইহা সত্যই প্রমাণিত হবে। আর যীশুর দেয়া এ সুখবর মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের দ্বারাই পূর্ণ হয়েছে।

আজও Unichristian, christadelphians, Jehovah's Witness, church of Christ প্রভৃতি খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যীশুর প্রতি আরোপিত দেবত্বকে তীব্রভাবে প্রত্যাখান করে। কুরআন, চৌদ্দশত বছর আগেই, ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত 'দেবত্ব' মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আল্লাহ পাক তখনই ঘোষণা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে, মসীই ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। .....

(পবিত্র- কুরআনুল করীম ৫ ঃ ১৭)

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। হেদায়েত ছাড়া নিরাকার প্রভুকে বুঝা তার জন্য কষ্টকর। সে তাই সবকিছুকেই সাকার মূর্তি বা জড় পদার্থের রূপ দিয়ে বুঝতে চায়। এ হল মানবীয় দূর্বলতা। যীশু খ্রীষ্টের আগমনের বহু পর্বেই প্রাচীন মিশরীয়রা হোরাস (Horus)কে ঈশ্বরের অবতার বলত। রোমান ও গ্রীকরা বাক্কাস (Bacchus)কে দেবতা মনে করত। হিন্দুরা অদ্যাবধিও রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে ঈশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করে। আগেই বলেছি, সাধু পৌল গ্রীক ও রোমীয়দেরকে দলে ভিড়িয়ে নিজের দল ভারী করার মানসে খ্রীষ্টধর্মকে কাঁটছাঁট করে জড়বাদী গ্রীক ও রোমীয় ধর্মমতের অনুকূলে রূপ দেয়, যাতে সহজেই অসংখ্য গ্রীক ও রোমীয়রা তার এ নতুন ধর্মে ঢুকে পরে। আসলে যীশুকে অবতার (ঈশ্বর) সাব্যস্ত করা ছিল পৌলের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মীয় কৌশল মাত্র। অতএব যীশুর প্রতি দেবত্ব আরোপ করা পৌল ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

যীশুকে খোদা সাব্যস্ত করা খোদার পবিত্রতা ও মহিমার প্রতি শুধু কলঙ্ক কালিমা লেপন করাই নয়, ইহা বড় ধরনের কুফরী (ঈশ্বরনিন্দা) এবং মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও বৃত্তির প্রতিও বিরাট অপমান। ইদানিং অনেক খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ তা উপলব্ধি করতে পারছেন ঃ

ইংল্যান্ডের অর্ধেকের বেশী বিশপই নিজেদেরকে ঈশ্বরনিন্দা (যীশুর খোদায়িত্বের দাবী) হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তারা যীশুকে কেবল মাত্র একজন নবী বলে গণ্য করেন। ২৫/৬/১৯৮৪ সালের "Daily News" সংবাদ পত্রের ফটোকপি নিম্নে দেখুন ঃ

Shock survey of Anglican bishops

LONDON : More than half of England's Anglican bishops say Christians are not obliged to believe that Jesus Christ was God, according to a survey published today.

The poll of 31 of England's 39 bishops shows that many of them think that Christ's miracles, the virgin birth and the resurrection might not have happened exactly as described in the Bible.

Only 11 of the bishops insisted the Christians must regard Christ as both God and man, while 19 said it was sufficient to regard Jesus as "God's supreme agent". One declined to give a definite opinion.

The poll was carried out by London Weekend Television's weekly religion show Credo, in which Professor David Jenkins, who has been appointed the next bishop of Durham in northeast England, caused a public furor in April by expressing doubts about basic Christian doctrines.

www.pathagar.com

Eleven senior churchmen have asked that his consecration, scheduled for July 6, be postponed until after a meeting of the General Synod of the Church of England later in July.

In the poll, 15 bishops said miracles in the New Testament were later additions to the story of Jesus.

A majority said Jesus came back from the dead, either as flesh and blood or as a spirit in human form. But nine said that the resurrection was a "series of experiences" after the death of Jesus that convinced his followers "He was alive among them".- Sapa-AP *"DAILY NEWS 25/6/84*

ইসলাম ঈসা (আঃ)-এর নবুয়ত সম্পর্কে যে ধর্মীয় বীজ, চৌদ্দশত বছর পূর্বে রোপন করে গিয়েছে, উহা বিংশ শতাব্দীতে এসে ধীরে ধীরে ফল দিতে শুরু করেছে। প্রসিদ্ধ পাদ্রীদের অনেকেই আজ মুসলিম দৃষ্টিকোণ হতে ঈসা (আঃ)-এর সঠিক পদমর্যাদা স্বীকার করে নিচ্ছেন। অধিকাংশ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যীশুর ঈশ্বরত্বের যে দাবী নিয়ে দুই হাজার বছর যাবৎ দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, ইংল্যান্ডের অর্ধেকের বেশী বিশপ কর্তৃক ঐ দাবী প্রত্যাখ্যানকে প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্মের সুদীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথের প্রান্তদেশে একবিন্দু আলোকচ্ছটাই বলা চলে।

২৫/৬/৮৪ তারিখে "Daily News" ঐ সংবাদপত্রে "Shock Survey of Anglican Bishop" শিরোনামায় প্রকাশ, ইংল্যান্ডের অর্ধেকের বেশী বিশপই বলেনঃ

যীশু ঈশ্বর ছিলেন - এ ধর্মমত খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করতে বাধ্য নয় বরং তাঁকে খোদার প্রধান প্রতিনিধি God's Supreme Agent অর্থাৎ একজন নবী বলে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। তারা যীশুর পুনরুত্থানকেও অস্বীকার করেছেন। এরূপে খ্রীষ্টধর্মের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান দু'টিকে মুছে ফেলেছেন এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে কুরআনে বর্ণিত সত্যের নিকট আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে এসেছেন।

যীশুর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করতঃ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় আল্লার প্রতি কুফরি করে যে মারাত্মক অপরাধ করেছিল, দেড় হাজার বছর যাবৎ ইসলাম তাদেরকে এ অপরাধ হতে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করছে। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে প্রকৃত ও প্রধান পার্থক্য উচ্ছেদ করার জন্য সংবাদ পত্রে যে *রায়* প্রদান করা হয়েছে, তাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করি। অর্ধেকের বেশী বিশপ বিশেষ করে বিখ্যাত বাইবেল বিশেষজ্ঞদের অন্যতম প্রফেসর ডেভিড জেংকিনস (David Jenkins)-এর ১৫/৭/৮৪ ইং তারিখের London Daily mail, ১২ নং পৃষ্ঠায় দেওয়া সাক্ষাৎকার হতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সত্য যতই বিস্বাদ হোক, কোনদিন ধামাচাপা দেয়া যায় না।

বিখ্যাত বাইবেল বিশেষজ্ঞ ও বিশপদের সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশের দ্বারা সত্য তথা ইসলামকে বুঝার ও গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৩

নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ - পৌল ও ইঞ্জিল সম্পর্কে

১। সেন্ট পৌল ছিলেন বাইবেলের মধ্যে গুরুতর স্ববিরোধী বক্তব্যের স্রষ্টা, তিনি খৎনা করার চিরকালের নিয়ম ভঙ্গ করলেন।

(ক) খাৎনা করার নিয়ম স্থাপন

ঈশ্বর ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত এবং পুরুষানুক্রমে তাঁর ভাবী বংশের সহিত খাৎনা করার নিয়ম স্থাপন করলেন। ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন ঃ "*আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে;*

তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে।

পুরুষাণুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ হইবে ...

আর তোমাদের মাংসে বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে।

কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্নত্বক পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে, সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে।

(আদিপুস্তক ১৭ঃ ৭, ১০-১৪)

পরে অব্রাহাম আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে ও আপন গৃহজাত ও মূল্য দ্বারা ক্রীত সকল লোককে..... লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দিনে তাহাদের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিলেন। অব্রাহামের লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদন কালে তাঁহার বয়স ৯৯ বৎসর। আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদনকালে

সেন্ট পৌল ঈশ্বর কর্তৃক ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত কৃত খাৎনা করার চিরকালের নিয়ম ভঙ্গ করলেন।

পৌল জেরুজালেমে পৌছানোর পর মন্ডলির সমস্ত নেতা তাকে বললেন ঃ *ভাই, তুমি ত দেখিতেছ,..... ইহুদীরা সকলে মুসার শরীয়ত পালন করিবার জন্য খুবই আগ্রহী। তাহারা খবর পাইয়াছে, অ-ইহুদীদের মধ্যে যে সমস্ত ইহুদী থাকে তাহাদের তুমি মূসার শরীয়ত বাদ দিয়া চলিতে শিক্ষা দিয়া থাক, অর্থাৎ তুমি তাহাদের ছেলেদের খাৎনা করাইতে এবং ইহুদীদের নিয়ম-কানুন পালন করিতে নিষেধ করিয়া থাক।*

.....এশিয়া প্রদেশের কয়েকজন ইহুদী পৌলকে এবাদত খানায় দেখল। তারা লোকদের উসকিয়ে দিল এবং পৌলকে ধরল। পরে তারা চীৎকার করে বলতে লাগল, *ইস্রায়েলীয়েরা, আগাইয়া আস। সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট আমাদের জাতি এবং আমাদের শরীয়ত* [Law of Moses] *ও এবাদত খানার বিরুদ্ধে যে লোক শিক্ষা দিয়া বেড়ায়, এ-ই সেই লোক। তাহা ছাড়া, সে এবাদত-খানায় গ্রীকদের আনিয়া এই পবিত্র জায়গা নাপাক করিয়াছে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২১ঃ২০, ২১,২৭-২৮)

মূসা (আঃ)-এর গোটা শরীয়ত এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষার বিরোধিতা করে পৌল গালাতীয়দিগকে বললেন ঃ *আমি, পৌল, তোমাদের বলিতেছি, শুন .....* [শরীয়ত পালনার্থে] *যদি তোমাদের খাৎনা করানই হয়,*

www.pathagar.com

*তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর। সেই দিনেই অব্রাহাম ও তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েল, উভয়ের * ত্বকছেদন হইল।*

(আদিপুস্তক ১৭ ঃ ২৩-২৫)

পরে ঐ পুত্র ইস্হাকের আট দিন বয়সে অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বকছেদ করিলেন। অব্রাহামের ১০০ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়।

(আদিপুস্তক ২১ঃ৪-৫, প্রেরিত ৭ঃ৮)

আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, ...অষ্টম দিনে বালকটির পুরুষাঙ্গের ত্বকছেদ হইবে।
(লেবীয় পুস্তক ১২ঃ১-৩)

*তবে খ্রীষ্ট তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না। (**Christ Shall profit you nothing**)*

*তোমরা যাহারা শরীয়ত পালন করিয়া খোদার গ্রহণযোগ্য হইতে চাহিতেছ, তোমরা ত মসীহের নিকট হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছ, **খোদার রহমত হইতে সরিয়া গিয়াছ।* (ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৫ ঃ ২,৪)

* আল্লাহ তাআলা ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের এক বৎসর পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে ইসমাঈল সম্পর্কে চিরকালের এই নিয়ম স্থাপন করেছিলেন॥

ইসমাঈল (আঃ)-এর মূল বংশ উদ্ভুত আরব তথা মুসলমানরা আল্লাহর সাথে কৃত *চিরকালের নিয়ম* পালন করছে অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্র-সন্তানের খাৎনা করিয়ে আসছে। অথচ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তা করে না, কারণ পৌল খাৎনা করাতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা খাৎনা না করার জন্য বিভিন্ন বাহানার অন্বেষণ করে। তবে কি খ্রীষ্টানদের চাইতে মুসলমানরাই ইব্রাহীম (আঃ)-এর চিরকালের নিয়মের অধিকতর নিকটবর্তী নয় ? আমরা মুসলমান, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি মুসলমান জাতি কর্তৃক বাইবেলে উল্লিখিত *চিরকালের নিয়ম* পালন করা হুবহু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী সুধী পাঠকেরা, পৌলের নিষেধ সত্ত্বেও আপনারা, যারা ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়েছেন *যীশুখ্রীষ্ট আপনাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না।* আপনারা *তাঁহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছেন, খোদার রহমত হইতে সরিয়া গিয়াছেন*। আপনারা বিবেক খাটিয়ে দেখুন, এখন পৌলের ধর্ম আঁকড়িয়ে পড়ে থাকার কি অর্থ হয় ? অন্যধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আপনাদের আর কি উপায় আছে ? তা ছাড়া, খাৎনা করানোর কারণে আপনারা তো মুসলমান হওয়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছেন।

ইসলাম সুন্দর ও পরিপূর্ণ ধর্ম, এর মধ্যে কোন ভুল ত্রুটি নেই। ইহা চ্যালেঞ্জ করা ধর্ম, মানুষের নয়, স্রষ্টার ধর্ম। এতে ইহকালে *শান্তিময় জীবন* ও পরকালে *বেহেশত* পাওয়ার নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি আছে। এমন ধর্ম গ্রহণ করতে আপনাদের আপত্তি কিসের?

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া (আঃ) কেও খাৎনা করানো হয়েছিল ঃ

ইহুদীদের নিয়ম মত আট দিনের দিন তাহারা ছেলেটির খাৎনা করাইবার কাজে যোগ দিতে আসিল, তাহারা ছেলেটির নাম..... ইয়াহিয়া রাখিল।

(ইঞ্জিল শরীফ, লুক ১ ঃ ৫৯)।

ঈসা (আঃ) কেও খাৎনা করানো হয়েছিল ঃ

জন্মের আট দিনের দিন ইহুদীদের নিয়ম-মত যখন শিশুটির খাৎনা করাইবার সময় হইল, তখন তাঁহার নাম রাখা হইল ঈসা।.....

(ইঞ্জিল শরীফ, লুক ২ ঃ ২১)

আরও দেখুন, বার্ণবা লিখিত সু-সমাচারের ৫ম অধ্যায়।

আর নিজের সম্বন্ধে সেন্ট পৌল বলছেন ঃ

আট দিনের দিন আমাকে খাৎনা করান হইয়াছিল .....

(ইঞ্জিল শরীফ, ফিলিপীয় ৩ ঃ ৫)

পৌল ফিলিপীয়দের নিকট লিখিত পত্রে বলেছেন ঃ *ঐ কুকুরগুলি হইতে, অর্থাৎ যাহারা খারাপ কাজ করে এবং খাৎনা করাইবার উপর জোর দেয়, তাহাদের নিকট হইতে সাবধান।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ফিলিপীয় ৩ ঃ ২)

পৌল গালাতীয়দের নিকট তার লিখিত পত্রে আরও বলেছেন, *যাহারা বাহিরে নিজেদের ভাল দেখাইতে চায়, তাহারাই খাৎনা করাইবার জন্য তোমাদের বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেছে..... ।*

যাহাদের খাৎনা করান হইয়াছে তাহারাও ত মূসার শরীয়ত পালন করে না। তবুও তাহারা তোমাদের খাৎনা করাইতে চায়, যেন এই বলিয়া গর্ব করিতে পারে যে, তোমরাও তাহাদের দলে আসিয়াছ।

খাৎনা করাইবার বা না করাইবার কোন দামই নাই, মসীহের মধ্য দিয়া নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠাই বড় কথা।

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৬ ঃ ১২, ১৩, ১৫)

বলাই বাহুল্য, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আঃ)-এর, এই নিয়ম (সুন্নত) গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন এবং দেড় হাজার বছর পূর্বে মুসলমান ছেলে সন্তানদেরকে বাধ্যতামূলক খাৎনা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এমন কি, তিনি নও মুসলমানদেরকেও খাৎনা করানোর আদেশ দিয়েছেন। আর তাই খাৎনা করা ইসলামে একটি ধর্মীয় বিধানে পরিণত হয়েছে।

(খ) আধুনিক বিজ্ঞানে খাৎনার গুরুত্ব

অমুসলমান বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ডাক্তার ও যৌন বিশেষজ্ঞরাও (নিম্নে ফটোকপি দেখুন) আজ মুক্ত কণ্ঠেই এ কথা স্বীকার করছেন যে, বিভিন্ন রকম যৌন রোগ হতে মুক্ত থেকে উন্নত যৌন-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার একমাত্র উপায় হল ছেলে বেলায়ই লিঙ্গের অগ্রাচ্ছদা কেটে ফেলা। শৈশবকালেই ছেলে সন্তানদের অগ্রাচ্ছদা কেটে ফেললে ভবিষ্যতে তারা উন্নত যৌন স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে।

It became known recently that *circumcision of boys decreases the incidence of :* [1] Phimosis : narrowing of the urethral meatus due to adhesion of the prepuce to the glans penis; [2] cancer of the penis; [3] cancer of the cervix in the female partner.

www.pathagar.com

Arya and others in "Tropical Venereology" says: Circumcision, in the case of men, although not affecting the incidence of gono or syphilis, may help prevent some cases of balanitis, genital herpes, genital warts and chancroid.

Circumcision seems, therefore, to play a role in protection against serious diseases. (ডঃ মুহাম্মদ আলী আল বার, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, জেদ্দা, ১৯৮৬; পৃষ্ঠা নং ২৭)

(1) লিঙ্গের অগ্রভাগে যে চামড়াটুকু লিঙ্গমণি (glans penis) ঢেকে রাখে উহাকে লিঙ্গাগ্রের ত্বক বা অগ্রাচ্ছদা (Prepuce) বলে। এই অগ্রাচ্ছদা বড় হয়েই ফাইমোসিস Phimosis বা মুদা রোগ হয়ে থাকে। মুদা হলে মূত্রত্যাগে বিঘ্ন হয়ে ক্লেশদায়ক হয়। এমনকি স্ত্রী-সহবাসও কষ্টকর হয়ে পড়ে। আর অগ্রাচ্ছদার তলায় জমে প্রচুর ময়লা। সেই ময়লা মূত্রনালী পর্যন্ত প্রদাহিত করে তোলে। এতে কষ্টের আর সীমা থাকে না। তাই কষ্টকর মুদা রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হল অগ্রাচ্ছদা কেটে ফেলা। সারকথা হল খাৎনা করালে এ রোগ হতে চিরকালের মত অব্যাহতি পাওয়া যায়। অতএব দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে প্রত্যেকেরই ইব্রাহীম (আঃ)-এর *চিরকালের নিয়ম* খাৎনা করানো দরকার। অগ্রাচ্ছদা দ্বারা সদাসর্বদা লিঙ্গমণি আবৃত থাকলে লিঙ্গমণির সংবেদনশীলতা Sensitivity কমতে পারে না, সুতরাং যৌন সংসর্গের সময় বীর্য ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। সোজা কথায়, অচ্ছিন্নত্বকদের স্ত্রীসহবাসের সময়কাল বা স্থিতিকাল (duration)ও অনেক কমে যায়।

পক্ষান্তরে খাৎনা করালে, কাপড়ের ঘষায় ঘষায় লিঙ্গের সংবেদনশীলতা কমে যায়, ফলে স্ত্রী সহবাসের স্থিতিকালও বেড়ে যায়।

ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম। মানুষের প্রকৃতির জন্য যা প্রয়োজন, যাতে সে ইহ-পারলৌকিক শান্তি পেতে পারে ইসলাম তা-ই মানুষকে মার্জিত বিধানরূপে দান করেছে। আর তাই তা যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ হয়। খাৎনা করানো ইসলামে ধর্মীয় বিধান। এতে ইহকালেও শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, পরকালের জন্যও পূণ্য সঞ্চয় হয়। কিন্তু মানুষের মনগড়া (হিন্দু, বৌদ্ধ, বর্তমান ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি) ধর্মে, মানুষ মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায়, খাৎনা করাকে নিষেধ ঘোষণা করে দিয়েছে।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন কোন্ নিয়ম তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলজনক। তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামে খাৎনা করার প্রথা তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্য সর্বদিক দিয়ে মঙ্গলজনকই প্রমাণিত হয়েছে।

মানবজাতির জন্য সর্বদিক দিয়ে মঙ্গলজনক খাৎনা করার এ নিয়মকে বাতিল করার জন্য আল্লাহ বুঝি পশ্চাৎ দরজা দিয়ে পৌলের উপর অহী নাযিল করলেন ?

www.pathagar.com

অমুসলমান ডাক্তার ও যৌনবিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত মুসলমান প্রথায়ই অগ্রাচ্ছদা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে ইসলামের বিধানকেই গ্রহণ করছেন, অথচ ইসলামের বিধানকে স্বীকার করে নেয়ার মত মনোবল তাদের নেই। ইব্রাহীম (আঃ) হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক নবী-রসূলই, ইব্রাহীম (আঃ) ও *তাঁহার ভাবী বংশের সহিত কৃত* খাৎনা করার এ *নিয়ম* পালন করে আসছিলেন। কারণ, এ হল সদাপ্রভুর *চিরকালের নিয়ম*। ঈসা (আঃ) না এ নিয়ম কখনও ভঙ্গ করেছেন, আর না পৌলকে তা রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ঈসা (আঃ)-এর কোনই উক্তি বা বাণী নেই যে, ত্বক ছেদের *চিরকালের নিয়মকে* বাতিল করা হয়েছে।

সাধু ইয়াহুদী পৌল, খ্রীষ্টানরূপী ছদ্মবেশ ধারণ করে, মানুষকে *তাহাদের ছেলেদের খাৎনা করাইতে নিষেধ করিয়া এবং মুসার শরীয়ত বাদ দিয়া চলিতে শিক্ষা দিয়া* সদাপ্রভুর সঙ্গে কৃত নিয়ম রহিত করেছেন এবং সকল ইস্রাঈলী নবী-রসূলের প্রথা (সুন্নাত)কে লংঘন করেছেন।

তাই, ঈসা (আঃ)-এর প্রাচীন ও বিশ্বস্ত শিষ্য বার্ণবা, তাঁর লিখিত ইঞ্জিল শরীফের ভূমিকায় (৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) জনসাধারণকে পৌল কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যা, বিকৃত ও অধার্মিক (impious) ধর্মমতের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

২। পৌল কিরূপে যীশুর শিষ্য হলেন?

পৌল (ওরফে শৌল) সিলিসিয়া (বর্তমানে তুর্কী) দেশের টারসাস নগরে এক ইয়াহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনকালে তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের মনোনীত বারজন প্রধান শিষ্যের বা প্রেরিতের নামের তালিকায় (মথি ১০ ঃ ১-৪, লুক ৬ ঃ ১৩-১৬, প্রেরিত ১ ঃ ১৩ এবং বার্ণবালিখিত ইঞ্জিলের ১৪ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পৌলের নাম গন্ধও নেই। সেন্ট পৌল হলেন কেবল একজন স্বঘোষিত প্রেরিত। তিনি নিজেকে অ-ইয়াহুদীদের নিকট প্রেরিত বলে দাবী করতেন।

পৌল বললেন ঃ *যাহা হোক, তাঁহারা দেখিলেন, ইহুদীদের নিকট সুখবর* [ইঞ্জিল] *প্রচার করিবার ভার যেমন পিতরের উপর দেওয়া হইয়াছিল, তেমনই অ-ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করিবার ভার খোদা আমার উপর দিয়াছেন। তাঁহারা ইহা দেখিতে পাইলেন, কারণ ইহুদীদের নিকট পিতরের প্রেরিত-কাজের পিছনে যিনি ছিলেন, সেই খোদা অ-ইয়াহুদীদের নিকট আমার প্রেরিত-কাজের পিছনেও ছিলেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ৭-৮)

পৌল করিন্থীয়দের নিকট লিখিত পত্রে আরও দাবী করলেন ঃ

.... তবে আমার কথা তোমরা মানিয়া লও না কেন ? আমার ত মনে হয় না যে, আমি কোন দিক দিয়া ঐ সমস্ত "বিশেষ" প্রেরিতের চেয়ে পিছনে পড়িয়া আছি।

www.pathagar.com

যদিও আমি খুব ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না, তবুও আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে ..... । (ঐ, ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ৪-৬)

পৌলের ইয়াহুদী নাম ছিল শৌল (Saul) । তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া ইয়াহুদী এবং ধর্মান্ধ (bigoted) ফরীশী। তাঁর নিজের ভাষায়ই শুনুন ঃ

..... জাতিতে আমি একজন খাঁটি ইব্রাণী; মূসার শরীয়ত পালনের ব্যাপারে আমি একজন ফরীশী; ধর্মের ব্যাপারে আমি এমন গোঁড়া ছিলাম যে, মসীহের মন্ডলীর উপর আমি অত্যাচার করিতাম; আর খোদার গ্রহণযোগ্য হইবার আশায় মূসার শরীয়ত পালনের ব্যাপারে কেহ আমার নিন্দা করিতে পারিত না।

(ঐ, ফিলিপীয় ৩ ঃ ৫-৬)

..... আমাদের ধর্মের ফরীশী নামে যে গোঁড়া দল আছে আমি সেই ফরীশীর জীবনই কাটাইয়াছি। (ঐ, প্রেরিত ২৬ ঃ ৫)

শৌল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের শত্রু, আর তাঁর ধর্মমতের ঘোর বিরোধী। শৌলের নিজের কথায় ঃ

ঈসার পথে যাহারা চলিত, আমি তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া মারিয়া ফেলিতাম। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ধরিয়া জেলে দিতাম।

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২২ ঃ ৪)

আমি নিজেই বিশ্বাস করিতাম, নাসরতের ঈসার বিরুদ্ধে যাহা করা যায় তাহার সমস্তই আমার করা উচিৎ; আর ঠিক তাহাই আমি জেরুজালেমে করিতেছিলাম। .... । (ঐ, প্রেরিত ২৬ ঃ ৯-১০)

..... কি ভীষণভাবে আমি খোদার মন্ডলীর উপর অত্যাচার করিতাম ও তাহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতাম।

(ঐ, গালতীয় ১ ঃ ১৩, আরও দেখুন প্রেরিত ৯ ঃ ১-২, ১৩-১৪; ২২ ঃ ১৯-২০)

ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রেরিত, সহচর ও অনুসারীরা তাঁর সত্যধর্মকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা শত্রুতাবশতঃ তাঁর প্রচারিত ধর্মকে সমূলে বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে তাঁর উর্ধে আরোহণের পর একে বিকৃত করার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং তাঁর অনুসারীদের উপর ভীষণ নির্যাতন চালায়। শৌল (Saul) নামে এই সুচতুর ও ধূর্ত ইয়াহুদী ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর শত্রুদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তৎকালীন প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শৌল ভালভাবেই বুঝতে পারলেন যে, যীশুর অনুসারীদের উপর এরূপে উৎপীড়ন করে তাঁদের অন্তরে বদ্ধমূল ধর্মমতকে বিকৃত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রকাশ্যে বল প্রয়োগ করে যীশুর দ্বীনকে বিকৃত করতে না পেরে মিত্রবেশে একে মিথ্যারূপে রূপান্তরিত করার জন্য মোনাফেকীর রাস্তা ধরেন। শৌল ইয়াহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ নিজেকে মিথ্যামিথ্যি খ্রীষ্টধর্মে[১৬] দীক্ষিত বলে প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ এ সময়ে যীশুর বারজন প্রধান

www.pathagar.com

শিষ্যের মধ্যে জুদাসের শূন্য পদটি পূর্ণ করার অজুহাত পাওয়া গেল ঃ কারণ বণী-ইস্রাইলের ১২টি গোত্রের বিচার বিবেচনা করার জন্য স্বর্গে নাকি ১২ জন শিষ্যের জন্য ১২টি সিংহাসন রয়েছে (লূক ২২ ঃ ৩০ দ্রষ্টব্য)। শৌল এ শূন্য পদটি পূর্ণ করার সুযোগ পেয়ে, যীশুর ত্রয়োদশতম প্রেরিত বলে দাবী করে বসলেন (কলসীয় ১ ঃ ১, গালাতীয় ১ ঃ ১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি যীশুর খাঁটি ধর্মকে বিকৃত করার প্রয়াস পেলেন। শৌল তার প্রেরিত পদ লাভ ও ধর্ম প্রচারের দাবীর বৈধতা প্রমাণ করে সমাজের নিকট বিশ্বাসভাজন হবার জন্য এক অভিনব ফন্দি আঁটলেন। তিনি রাজা অগ্রিপের কাছে বললেন ঃ

এইভাবে একবার প্রধান ইমামদের নিকট হইতে অধিকার ও হুকুম লইয়া আমি দামেস্কে যাইতেছিলাম। মহারাজ, তখন বেলা প্রায় দুপুর। পথের মধ্যে সূর্য্য হইতেও উজ্জল একটা আলো বেহেস্ত হইতে আমার ও আমার সংগীদের চারিদিকে জ্বলিতে লাগিল। আমরা সকলে মাটিতে পড়িয়া গেলাম এবং আমি শুনিলাম, ইব্রাণী ভাষায় কে যেন আমাকে বলিতেছেন, 'শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ? কাঁটা-বসান লাঠির মুখে লাথি মারিতে কি তোমার খুব কষ্ট হইতেছে না?'[১৭]

তখন আমি বলিলাম; 'প্রভু, আপনি কে?' প্রভু বলিলেন, 'আমি ঈসা, যাঁহাকে তুমি কষ্ট দিতেছ। এখন উঠ, তোমার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও। সেবাকারী ও সাক্ষী হিসাবে তোমাকে নিযুক্ত করিবার জন্য আমি তোমাকে দেখা দিলাম।..... ।

তাহাদের চোখ খুলিয়া দিবার জন্য ও অন্ধকার হইতে আলোতে এবং শয়তানের শক্তির হাত হইতে খোদার নিকট ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি তোমাকে তাহাদের নিকটে পাঠাইতেছি, যেন আমার উপর ঈমান আনিবার ফলে তাহারা পাপের ক্ষমা পায়।' (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২৬ ঃ ১২-১৬, ১৮)

পৌলের শিষ্য লূক লিখেছেন ঃ 'যীশু অননিয়কে বলিলেন,

'তুমি যাও, কারণ অ-ইহুদীদের ও তাহাদের রাজাদের এবং ইস্রায়েলীদের নিকট আমার সম্বন্ধে প্রচার করিবার জন্য আমি এই লোক [শৌল] *কেই বাছিয়া লইয়াছি।* (ঐ, প্রেরিত ৯ ঃ ১৫)

১৬। যীশুর প্রেরিতগণ শৌলের ধর্মান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তাঁরা শৌলের দাবী অনুসারে তার প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশকে অবিশ্বাস্য বিবেচনা করতেন। অনেকেই খুব সম্ভবতঃ সন্দেহ করত যে, সে যীশুর অনুসরণ করার ভংগীকারী একজন গোয়েন্দা ব্যতীত আর বেশী কিছু ছিলেন না।) Johannes Lehman, The Jesus Report, P. 123)

১৭। Griesbach এবং Sholtz স্বীকার করেছেন যে ১৪ নং পুংতির নীচে রেখা টানা বাক্যটি পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। (ইজ্হারুল হক, ভলিউম-৩, পৃঃ ১১১ দ্রষ্টব্য) এ হল পৌলের নিকট তার খোদা যীশুখ্রীষ্ট কর্তৃক অবতারিত, তথাকথিত ইঞ্জিলের প্রথম অহির ভাষা (গালাতীয় ১ ঃ ১১-১২ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

অথচ যীশুর জীবদ্দশায় পৌল তাকে কোন দিন চিনতেনও না, তাঁর সাথে পৌলের কখনো সাক্ষাৎও হয়নি বা পরিচয়ও ঘটেনি। এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনি ছিলেন যীশুর ধর্মমতের প্রবল বিরোধী। যীশুর হাতে গড়া প্রেরিত, তাঁর প্রিয় সংগী-সাথী এবং আপন আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর বিরহ বেদনায় ছিলেন মর্মাহত ও জর্জরিত। কি আশ্চর্য! যীশু তাদের সাথে দেখা দিলেন না, বরং দেখা দিলেন এমন একজন লোকের সাথে যিনি হলেন যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের নির্মম শত্রু আর তাঁর ধর্মমতের চরম বিরোধী ও বিকৃতকারী।

কিছু দিন পূর্বেই যীশু আপন অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিলেন ঃ

ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ [ইহুদীদের] ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।

অতএব *তোমরা অ-ইহুদীদের নিকটে ..... যাইও না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারান মেষদের নিকটে যাইও।*

দ্বিতীয়তঃ কিছুদিন পূর্বেই তিনি শিষ্যদের কাছে নিশ্চয় করে বললেন ঃ

আমি মূসার শরীয়ত বাতিল করিতে আসি নাই, বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি

কিন্তু কি আশ্চর্য। কিছুদিন পরেই ঈসা (আঃ) এসে পৌলের কানে কানে বলে গেলেন ঃ *আমি তোমাকে অ-ইহুদীদের নিকটে পাঠাইব, তুমি মুসার শরীয়ত বাতিল করে ফেল ?*

মাত্র কয়েক বছর পরেই কি যীশু নিজের হাতে গড়া শিষ্যদের বিরুদ্ধে পৌলের পক্ষ নিলেন ? তাঁর অনুগত প্রেরিত এবং অনুরক্ত অনুসারী বন্ধুদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তাঁর প্রচারিত ধর্মকে নষ্ট করার জন্য পৌলকেই বেছে নিলেন ? এমন পৌলের ধর্মের বাণী কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে ? সুধী পাঠক-পাঠিকারা! আপনারাই বিচার করুন।

পৌল সম্পর্কে সদাপ্রভুর নিম্নের বাণীটি প্রযোজ্য ঃ

সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা অলীক বাক্য বলিয়াছ, ও মিথ্যাকথারূপ দর্শন পাইয়াছ; এই নিমিত্ত দেখ, আমি তোমাদের বিপক্ষ, ... বস্তুতঃ আমার হস্ত সেই ভাববাদীদের বিপক্ষ হইবে, যাহারা অলীক দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; .....

(বাইবেল, যিহিস্কেল ১৩ ঃ ৮-৯)

www.pathagar.com

লূক বললেন ঃ *তাঁহার* [পৌলের] *সহ যাত্রীরা নির্বাক হইয়া দাড়াইয়া রহিল, তাহারা সেই বাণী শুনিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।*
(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টর নূতন নিয়ম, প্রেরিত ৯ ঃ ৭)।

পৌল বললেন ঃ
আমরা সকলে মাটিতে পড়িয়া গেলাম এবং আমি শুনিলাম.....
(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২৬ ঃ ১৪)

পৌল বললেন ঃ যাহারা আমার সংগে ছিল, তাহারা সেই আলোক দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল না। (ঐ, প্রেরিত ২২ ঃ ৯)।

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,

১। প্রথম উদ্ধৃতি (প্রেরিত ৯ঃ ৭) তে পৌলের সহযাত্রীরা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অথচ দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (প্রেরিত ২৬ ঃ ১৪) তে পৌল সহ তাহারা সকলে মাটিতে পড়িয়া গেল।

২। প্রথম উদ্ধৃতিতে তাহারা সেই বাণী শুনিল অথচ (প্রেরিত ২২ ঃ ৯) তে তাহারা বাণী শুনিতে পাইল না।

৩। প্রেরিত (২২ ঃ৯) তে তাহারা সেই আলো দেখিল কিন্তু প্রেরিত (৯ ঃ ৭) তে কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে স্ববিরোধী ও অসংগত বিবরণ হতে ইহাই মনে হয় যে, বাইবেলে পৌলের বর্ণিত এই ঘটনা পরিকল্পিত উপায়ে মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ কারণেই এ ঘটনা সত্য ও বাস্তবতা হতে এতদূরে।

অনেক আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞ পৌলের প্রেরিত পদ লাভ সম্বন্ধে এবং যে বাণী তিনি যীশুর মুখে তুলে দিয়েছেন উহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৮৮ পৃষ্ঠায় ডঃ মিয়ারের মন্তব্য দেখুন)।

উপরোল্লেখিত ঘটনার পরে শৌল দাবী করলেন যে, তিনি যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। *এবং বিলম্ব না করিয়া বিভিন্ন সমাজ-গৃহে যীশুর বিষয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।*

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, প্রেরিত ৯ ঃ ২০)

শৌল, পৌল নাম ধারণ করে যীশুর প্রেরিত সাজলেন; আর *যেরূশালেমে উপস্থিত হইয়া তিনি [যীশুর বিখ্যাত মনোনীত বারজন] শিষ্যদের সহযোগী হইতে চেষ্টা করিলেন..... ।* (ঐ, প্রেরিত ৯ ঃ ২৬)

www.pathagar.com

কিন্তু যীশুর শিষ্যরা পৌলের ধর্মান্তরে ভয় ও সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন।

(ঐ, প্রেরিত ৯ ঃ ২৬-২৮ দ্রষ্টব্য)

তখন যীশুর শীর্ষস্থানীয় প্রেরিত[১৮] *বার্ণবা তাঁহার হাত ধরিয়া প্রেরিতদের নিকটে লইয়া গেলেন, ...* (ঐ, প্রেরিত ৯ ঃ ২৭)

প্রেরিত বার্ণবা পৌলকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য অন্যান্য প্রেরিতদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলেন। বার্ণবার প্রচেষ্টায় প্রেরিতরা পৌলকে গ্রহণ করে নিলেন। উল্লেখ্য যে, প্রেরিতদের উপর বার্ণবার কিরূপ প্রভাব ছিল এ ঘটনা হতে তার কিছুটা প্রমাণ মিলে। বলাই বাহুল্য, বার্ণবা যদি পৌলের এই সংকটকালে সাহায্য ও সমর্থন না করতেন, তবে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে সম্ভবতঃ পৌলের নাম গন্ধও থাকত না। পৌল গালাতীয়দের নিকট লিখিত এক পত্রে প্রেরিতদের এ অনুগ্রহকে নিম্নরূপে ঘোষণা করেছেন ঃ

তখন আমাকেও যে অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে তাহা জানিতে পাইয়া, যাকোব, কৈফা (পিতর) *ও যোহন, যাহারা স্তম্ভরূপে গণ্যমান্য, তাঁহারা আমাকে ও বার্ণবাকে সহযোগিতার চিহ্ন স্বরূপ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন ..... ।*

(ঐ, গালাতীয় ২ ঃ৯)

পৌল ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। প্রেরিতদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তার অভিনব মতবাদ (সুখবর)-এর কথা তিনি তাদেরকে জানাননি। জানিয়েছিলেন ভয়ে ভয়ে চৌদ্দ বছর পর দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময়।

তিনি বলেছিলেন ঃ

চৌদ্দ বৎসর পর আমি বার্ণবার সংগে আবার জেরুজালেমে গেলাম ..... যে সুখবর আমি অ-ইহুদীদের নিকট প্রচার করিয়া থাকি তাহা বলিলাম। মন্ডলীর গণ্যমান্য লোক [প্রেরিত] *দের নিকট সেই সমস্ত গোপনেই বলিলাম, কারণ আমার ভয় হইতেছিল যে, হয়ত আমি অনর্থক পরিশ্রম করিতেছি।*

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ১-২)

তিনি প্রেরিতদের নিকট প্রথমে খাঁটি ও প্রকৃত অনুসারী বেশেই এসেছিলেন। আর তাই বার্ণবা এবং অন্যান্য প্রেরিত সরলভাবেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, পৌল প্রকৃতই ঈসা (আঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

যা হোক, জেরুজালেমে অবস্থিত প্রেরিতদের দৃষ্টিতে আন্তাকিয়ায় (Antakya) খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য বার্ণবা ছিলেন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। আর তাই

১৮। আলেগজ্যানডাই-র ক্লিমেন্ট তার পুস্তকে বার্ণবাকে সর্বদা একজন প্রেরিত (Apostle) বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

.....তাঁহারা বার্ণবাকে[১৯] আন্তিয়খিয়ায় প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে আসিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং সকলকে আশ্বাস দিলেন, যেন তাহারা অন্তরে স্থিরসংকল্প হইয়া প্রভুতে অবস্থান করে; কারণ তিনি একজন সৎলোক ছিলেন।.....আর অনেক লোক [তাহার চেষ্টায়] *প্রভুর সহিত সংযুক্ত হইলেন।.....।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নুতন নিয়ম, প্রেরিত ১১ ঃ ২২)

বার্ণবা তাঁর ধর্ম প্রচারের তৎপরতা আন্তাকিয়ার বাইরেও প্রসারিত করতে চাইলেন। আর তাই তিনি তাঁর সহকারী হিসাবে (বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা Ready reference, Vot. 1, পৃঃ ৮২২ দ্রষ্টব্য) কাজ করার জন্য পৌলকে ডেকে পাঠালেন।

পরে বার্ণবা শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্য নগরে গেলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া আন্তিয়খিয়ায় আনিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর মন্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া অনেক লোককে শিক্ষা দিলেন; আর আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যগণ খ্রীষ্টিয়ান[২০] নামে অভিহিত হইল। (ঐ, প্রেরিত ১১ ঃ ২৫-২৬)

প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, পৌল বেশ কিছু দিন বার্ণবার সহিত সহযোগিতা করেছিলেন।

খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা মন্তব্য করেছেন ঃ

তাহারা [বার্ণবা এবং পৌল] *উভয়ে যৌথ মিশনারী তৎপরতা চালাইয়াছিলেন (প্রেরিত ১৩ এবং ১৪ নম্বর অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতঃপর ৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেমে চলিয়া যান। অল্পদিন পরেই এক প্রবল মতবিরোধ তাহাদিগকে একজন অন্যজনের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিল।* (বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, বার্ণবা প্রসংগ দ্রষ্টব্য)

(ক) পৌল ও বার্ণবার মতের অমিল

এই প্রবল মতবিরোধ কি ছিল, যা পৌলকে বার্ণবা ও অন্যান্য প্রেরিতদের হতে পৃথক করে দিল ? পৌলের শিষ্য লুক বর্ণনা করেছেন যে, পৌল ও বার্ণবার মধ্যে (মার্ক নামে আখ্যাত) যোহন সম্পর্কে মতের অমিলই হল তাদের পরস্পর পৃথক হওয়ার কারণ।

ইহাতে মতবিরোধ এমন প্রবল হইল যে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন; বার্ণবা মার্ককে সংগে লইয়া জলপথে কুপ্রদ্বীপে গেলেন; কিন্তু পৌল সীলকে মনোনীত করিলেন.....। (ঐ, প্রেরিত ১৫ ঃ ৩৯-৪০)

১৯। এইরূপে বার্ণবা খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে, সর্ব প্রথম মিশনারী নিযুক্ত হলেন।

২০। বলাবাহুল্য পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন। ঈসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরাও মুসলমান ছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের প্রায় ১৫ বছর পরে তাঁর শিষ্যদের অনেকেই নিজেদেরে এই প্রথম খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করল। (কুরআন ৫ ঃ ১৪, ৮২ দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

পৌল ও বার্ণবার মধ্যে, এরূপ একটা সামান্য বিষয় কখনো *প্রবল মতবিরোধের* কারণ হতে পারে না। যদি তাদের পরস্পর আলাদা হওয়ার কারণ কেবল মার্কই হত তবে পৌল মার্ককে গ্রহণ করে নেয়ার পরেও (কলসীয় ৪ ঃ ১০, ২ তীমথিয় ৪ ঃ ১১ দ্রষ্টব্য) কেন তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হলো না ?

রেভারেন্ড পিটারসেন স্মীথও এ কথা সত্য বলে স্বীকার করেছেন যে, পৌলকে বার্ণবা হতে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দেয়ার মূলসূত্র কেবল মার্ক ছিল না, বরং আসল কারণ ছিল তাদের মধ্যে গুরুতর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতভেদ। তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

বার্ণবা ও পৌল উভয়ই ছিলেন মহান ব্যক্তি। মতভেদের কারণ শুধু মার্ক হলে তারা অবশ্যই নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিতেন। আর ঐ সমস্যাটির তখনই একটি মিমাংসা হয়ে যেত। সে যা-ই হোক এ সমস্যার মিমাংসা না হওয়ার কারণ এই ছিল যে, তাদের মধ্যে এমন একটা মতভেদ ছিল, যা পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট রুপে প্রকাশ হল। ২১

ঐ সময়কার যে সমস্ত নথি পত্র (বা দলিল-দস্তাবেজ) আজ পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলোর অধিকাংশই হয় সেন্ট পৌল ও তার অনুসারীদের কর্তৃক লিখিত, আর না হয় তার মতবাদের ধারায় লিখিত এবং পরবর্তীকালে পৌলীয় খ্রীষ্টানদের কর্তৃক পরিবর্তিত ও সংশোধিত। তারা সকলেই ছিলেন যীশুর প্রকৃত প্রেরিত ও শিষ্যদের বিপক্ষ।

অতএব প্রকৃত বিষয় হয়তো গোপন অথবা বিকৃত করা হয়েছে অথবা পরবর্তীকালে ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বার্ণবা এবং অন্যান্য প্রেরিতরা পৌলের সহিত ধর্মীয় মতবিরোধের ভিত্তিতেই চিরদিনের জন্য নিজেদেরকে পৌল হতে আলাদা করে নিলেন। আসলে অন্যধর্মের লোকদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে পৌলের সংগে জুডিও-খ্রীষ্টানদের মতবিরোধ শুরু হয় (দেখুন ৯৩-৯৯ পৃঃ)। তাদের মতবিরোধের কিছু কিছু কারণ ও নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

এহুদিয়া প্রদেশ হতে কয়েকজন [জুডিও-খ্রীষ্টান] লোক আন্তাকিয়ায় মসীহী মন্ডলীর মধ্যে প্রচার করতে লাগল যে, উদ্ধার পাবার জন্য কেবল মাত্র ঈসার উপর ঈমান আনলেই চলবে না, মূসার শরীয়তের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনও মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে খাৎনা করান না হলে কোন মতেই পাপ হতে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।

(প্রেরিত ১৫ ঃ ১,৫ দ্রষ্টব্য)

এতে লোকদের মধ্যে ভীষণ কথা কাটাকাটি হল। বিষয়টা পৌল ও বার্ণবার মাধ্যমে জেরুজালেম কাউন্সিলে পাঠিয়ে দেয়া হল। রায় দানের জন্য একে প্রেরিতদের

---

(২১) মাওলানা তাকী ওছমানী, What is Christianity পৃ ঃ ৫৮।

www.pathagar.com

সম্মুখে উপস্থিত করা হল। কাউন্সিল এই রায় প্রদান করলেনঃ 'অ-ইয়াহুদী হতে ইয়াহুদী ধর্মে নব-দীক্ষিত ব্যক্তিদের উপর প্রথমেই খাৎনা করানোর দায়িত্ব চাপান যাবে না। তাদের উপর প্রথমেই মূসার শরীয়তের বিস্তারিত বোঝা চাপিয়ে দিলে হয়তো তারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবে'। তাই কাউন্সিল তাদের ব্যাপারে উদার নীতি গ্রহণ করলেন এবং প্রথম ধাপে মূসার শরীয়তের নিয়ম খাৎনা করতে না চাইলেও খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। প্রেরিতদের এ রায়ের অর্থ এই নহে যে, তাঁরা অ-ইয়াহুদীদের জন্য খাৎনা করা বা মূসার শরীয়ত মেনে চলা চিরদিনের জন্য বাতিল করে দিলেন।

তাঁরা এ-ও বললেন যে, মূসার শরীয়ত তো পালন ও প্রচার করাই হচ্ছে।

(প্রেরিত ১৫ ঃ ১০-১১, ১৯-২১ এবং ২১ ঃ ২৫ দ্রষ্টব্য)।

কাউন্সিল অ-ইয়াহুদী হতে ইয়াহুদীধর্মে নবদীক্ষিতদের নিকট মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে নিম্নের পত্রটি লিখলেন ঃ-

..... আমরা ইহাই ভাল মনে করিলাম যে, এই দরকারী বিষয়গুলি ছাড়া আর কোনকিছু দ্বারা আপনাদের উপর যেন বোঝা চাপান না হয়। সেই দরকারী বিষয়গুলি এই– আপনারা প্রতিমার নিকট উৎসর্গ করা খাবার খাইবেন না, রক্ত খাইবেন না, গলা-টিপিয়া-মারা পশুর মাংস খাইবেন না এবং কোন রকম ব্যভিচার করিবেন না।..... (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১৫ ঃ ২৮-২৯)

এ উদ্ধৃতি হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জেরুজালেম কাউন্সিল মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত (Law) কে বাতিল করেন নি।

অতঃপর বার্ণবা ও পৌল বিদায় নিয়ে আন্তাকিয়ায় ফিরে গেলেন এবং লোক সমাজকে একত্র করে পত্রখানা অর্পণ করলেন অথচ পৌল তার অলীক ও অমূলক (Fallacious) মতবাদ[২২] প্রচার করার জন্য জেরুজালেম কাউন্সিলের রায়কে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। পৌলের অমূলক মতবাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

(১) ***মূসার শরীয়ত কোন কিছুকেই পূর্নতা দান করিতে পারে নাই।*** তাই তাকে বাতিল করা হয়েছে (ইব্রাণী ৭ ঃ ১৮-১৯ এবং ৮ঃ ৭, ১৩ দ্রষ্টব্য)

(২) খাৎনা করার নিয়ম বাতিল (Abrogation of circumcision);

(৩) পাপ হতে উদ্ধার (Redemption or remission);

(৪) আদম হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আদী পাপের প্রায়শ্চিত্ত ;

২২। সেন্ট পৌলের অভিনব ও অমূলক মতবাদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেখুন ঃ রোমীয় ৯ ঃ ৫ এবং ফিলিপীয় ২ ঃ ১১ পৃঃ ৪৫, গালাতীয় ৫ ঃ ২-৪ পৃঃ ৫৯, রোমীয় ৫ ঃ ৮, ১১, ১৮-১৯ এবং ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ১,৩, পৃঃ ১২৭, ইব্রাণী ৯ ঃ ২২ পৃঃ ১২৫, গালাতীয় ১ ঃ ৪ পৃঃ ১৩০, ২ ঃ ১৬, গালাতীয় ৩ঃ ১২ পৃঃ ৭১।

www.pathagar.com

(The Original Sin and The Blood Atonement);
(৫) যীশুর ঈশ্বরত্ব (The Divinity of Jesus);
(৬) স্বর্গীয় পুত্রত্ব (The Divine Sonship)

ঈসা (আঃ) {তাওরাতের যাত্রা পুস্তক (২০ ঃ ৬, ১২-১৭) এবং দ্বিতীয় বিবরণ (৫ ঃ ১৬-২১)}-এর অনুসরণে বললেন ঃ *অনন্ত জীবন তথা উদ্ধার পাইতে হইলে মূসার শরীয়তের সমস্ত হুকুম পালন করুন।*

(মথি ১৯ ঃ ১৭, ১৯ এবং লুক ১৮ ঃ ২০ দ্রষ্টব্য)

আর মূসার গোটা শরীয়ত এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষা এই দুইটি হুকুমের উপরেই নির্ভর করিয়া আছে। (মথি ২২ ঃ ৩৬-৪০ এবং মার্ক ১২ ঃ ২৯-৩১ দ্রষ্টব্য)

অথচ পৌল যীশুর দেয়া এ শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন যে, মূসার শরীয়ত (ধর্ম)কে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। তিনি আরো দাবী করতে লাগলেন যে, *পাপ হতে উদ্ধার পাওয়ার* জন্য মূসার শরীয়তের হুকুমগুলো পালন করার কোনই দরকার নেই, কেবল যীশুর ক্রুশকাষ্ঠে রক্ত দেয়া এবং তার পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে তার উপর ঈমান আনলেই উদ্ধার পাওয়া যাবে। (রোমীয় ৫ ঃ ২১ দ্রষ্টব্য)

পৌল আরও বলেছেন ঃ

------- *মূসার শরীয়ত (Law) পালন করিবার জন্য খোদা মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন না বরং ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনিবার জন্যই তাহা করেন।.....*

ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ১৬, আরও দেখুন রোমীয় ৩ ঃ ২০, ২৮)

ঈমানের সঙ্গে শরীয়তের কোন সম্বন্ধ নাই .....

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৩ঃ১২)

পৌল বলেছেন ঃ-

..... কোন কিছুই আমার পক্ষে হারাম নয় বটে, কিন্তু আমি কোন কিছুরই গোলাম হইব না। (ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১২)

পৌল আরও বলেছেন ঃ-

আমার মিথ্যা কথা বলিবার দরুন আরও ভালভাবে প্রকাশ পায় যে, খোদা সত্যবাদী। ইহাতে যখন খোদা গৌরব লাভ করেন তখন পাপী বলিয়া আমাকে দোষী করা হয় কেন? (ঐ, রোমীয় ৩ ঃ ৭)

পৌলের যে পুনরুত্থান মতবাদের উপর অসংখ্য খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের মুক্তি ঝুলে আছে, যীশুর দেয়া শিক্ষার সাথে তার কিন্তু আদৌ কোন মিল নেই।

আসলে পৌলের মতবাদ ঈসা (আঃ)-এর ধর্মমতের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মাইকেল এইচ হার্ট লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

However, it does not seem reasonable to consider Jesus responsible for all the things which Christian churches or individual Christians later did in his name (পৃঃ ৪৮, The 100")

সুতরাং পৌলের প্রচারিত অভিনব মতবাদগুলো যীশু খ্রীষ্টের প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা প্রচন্ড বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মরিস বুকাইলি মন্তব্য করেন ঃ

এই পরিস্থিতিতে যে সব জুডিও- ক্রিশ্চিয়ান তখন 'ইহুদী অনুগত' ছিলেন, তাদের নিকট পৌল হয়ে পড়লেন বিশ্বাসঘাতক। জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মীয়-দলিলে পৌলকে 'কৌশলগত দ্বৈত ভূমিকা পালনকারী' হিসাবে অভিযুক্ত করে তাঁকে 'শত্রু' হিসাবে আখ্যায়িত করা হল। (পৃঃ ৮৫, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান)

পৌল কেবল মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তকেই প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং নিজেকেই একজন শরীয়তপ্রনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। পৌল ছিলেন বিত্তশালী রোম্যান পিতার সন্তান, তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। রোমীয়, গ্রীক প্রভৃতি পৌত্তলিকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পৌল রোম্যান, গ্রীক প্রভৃতি অবিশ্বাসী অংশীবাদীদের এবং দার্শনিক প্লেটোর মতবাদকে যীশুর মূল শিক্ষার মধ্যে আমদানি করছিলেন। এভাবে তাঁর হাতে খ্রীষ্টধর্ম গ্রীক-পুরাণ, রোমীয় উপকথা, মিশরীয় প্লেটোর দর্শন, সন্ন্যাসধর্ম প্রভৃতি মতবাদের পাঁচ মিশালীতে পরিণত হল। তাই বার্ণবা ও পিতর পৌলের এ সব কাজে আপত্তি জানালেন। যেমন মিষ্টার হার্ট মন্তব্য করেছেন ঃ *Several of the other early Christian leaders disagreed strongly with Paul on these points,* (পৃঃ ৬৪, The 100"

পৌল ***স্তম্ভস্বরূপ*** প্রধান প্রেরিতদেরকে শুধু অমান্যই করেননি, বরং তিনি চেয়েছিলেন- তার বিপ্লবী মতবাদও তাঁদের ধর্মের উপর বিজয়ী হোক। তিনি যীশুর প্রেরিতদেরকে দোষারোপ করতেন, তাঁদের প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করে ঝগড়া-বিবাদ করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নের বর্ণনাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুণ, পৌল বললেন ঃ

পিতর যখন আন্তিয়খিয়া শহরে আসিলেন তখন তাঁহার সামনেই আমি আপত্তি জানাইলাম, কারণ তিনি অন্যায় করিয়াছিলেন। বিশ্বাসী ইহুদীদের যে দলটি অ-ইহুদীদের খাৎনা করাইবার উপর জোর দেয়, তাহাদের কয়েকজন ইয়াকুবের নিকট হইতে আসিবার আগে পিতর অ-ইহুদীদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করিতেন। কিন্তু যখন সেই দলের লোকেরা আসিল, তখন তিনি তাহাদের ভয়ে অ-ইহুদীদের সংগ ছাড়িয়া দিয়া নিজেকে আলাদা করিয়া লইলেন। আন্তিয়খিয়ার অন্যান্য বিশ্বাসী ইহুদীরাও পিতরের সঙ্গে এই ভন্ডামিতে যোগ দিয়াছিল। এমন কি, বার্ণবাও তাহাদের ভন্ডামির দরুন ভুল পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন দেখিলাম যে,

www.pathagar.com

সুখবরের সত্যের সংগে তাহাদের কাজের কোন মিল নাই, তখন আমি সকলের সামনে পিতরকে বলিলাম, 'আপনি ইহুদী হইয়াও যখন ইহুদীদের মত না চলিয়া অ-ইহুদীদের মত চলিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া অ-ইহুদীদের ইহুদীদের মত চলিতে বাধ্য করিতেছেন ? (ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ১১-১৪)

এই উদ্ধৃতাংশ পৌল, পিতর ও বার্ণবার মধ্যে ধর্মীয় মতভেদের উপর কিছু আলোকপাত করছে। আন্তাকিয়ায় পৌলের সাথে প্রেরিতের (সম্পর্কের অবনতি হলে) অপ্রীতিকর এ ঘটনার পর বার্ণবা[২৩] পৌলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পৌল হতে চিরদিনের জন্য নিজেকে আলাদা করে নিলেন। (প্রেরিত ১৫ ঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য)

পৌল যখন জেরুজালেমে আসলেন, ইয়াকুব (জেমস) এবং প্রাচীন বর্গের সকলেই তাকে খাঁটি ধর্মে ফিরে আসার জন্য এবং মূসার শরীয়ত পালন করার জন্য রাজি করাতে চেষ্টা করলেন। তাঁরা তাকে বললেন ঃ-

কিন্তু যে অ-ইহুদীরা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের জন্য আমরা [জেরুজালেম কাউন্সিলের সদস্যরা] *যাহা ঠিক করিয়াছি সেই সম্বন্ধে তাহাদের নিকট এই কথা লিখিয়া জানাইয়াছি যে, প্রতিমার নিকট উৎসর্গ-করা খাবার তাহারা খাইবে না, রক্ত খাইবে না, গলা-টিপিয়া-মারা কোন পশুর মাংস খাইবে না, আর তাহারা কোন রকম ব্যভিচার করিবে না।* (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২১ ঃ ২৫)।

অর্থাৎ তারা পৌলকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, তারা মূসার শরীয়ত (ধর্ম) মেনে চলা এবং তদানুযায়ী খাৎনা করানো রহিত করেননি। অথচ পৌলের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ঈসা-মূসার শরীয়ত হতে কৌশলে প্রথমে অ-ইয়াহুদের বিশ্বাস হঠানো। অতঃপর নিজের মতবাদকে ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্মে প্রবেশ করানো। আর তাই তিনি এরূপেই প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নীচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন, এতে প্রেরিতগণ পৌলকে মূসার শরীয়ত (ধর্ম) মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন, পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং জুডিও-খ্রীষ্টানদের আক্রমণ হতে তাকে বাচাতে চেষ্টা করছিলেন। কারণ, মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত (ধর্ম) কে পালন করতে নিষেধ করে তিনি ধর্ম ত্যাগী-অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন। প্রেরিতগণ পৌলকে বললেন ঃ

..... ভাই, তুমি ত দেখিতেছ, কত হাজার হাজার ইহুদী ঈসার উপর ঈমান আনিয়াছে। আর তাহারা সকলে মূসার শরীয়ত পালন করিবার জন্য খুবই আগ্রহী। তাহারা খবর পাইয়াছে, অ-ইহুদীদের মধ্যে যে সমস্ত ইহুদী থাকে তাহাদের তুমি মূসার শরীয়ত [ধর্ম] বাদ দিয়া চলিতে শিক্ষা দিয়া থাক; অর্থাৎ তুমি তাহাদের ছেলেদের খাৎনা করাইতে এবং ইহুদীদের নিয়ম-কানুন পালন করিতে নিষেধ করিয়া

২৩। আলাদা হওয়ার এ মুহূর্ত হতে পৌল এবং তার শিষ্য লূক তাদের ইঞ্জিলে বার্ণবাকে কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

থাক। এখন আমরা কি করি? তাহারা ত নিশ্চয়ই শুনিবে যে, তুমি আসিয়াছ। ..... তুমি নিজেও পাক-পবিত্র হও....., তখন সকলে জানিবে যে, ... তুমি মূসার শরীয়ত পালন করিতেছে। *(ঐ, প্রেরিত ২১ ঃ ২০-২২, ২৪)।*

পৌল না যীশুর প্রেরিতদেরকে পরওয়া করতেন, আর না তাঁদের আদেশ-উপদেশ গ্রাহ্য করতেন। বরং তিনি দাবী করছিলেন যে, প্রেরিতদের নিকট হতে কিছু জানার, তাঁদের পরামর্শ নেয়ার বা তাঁদের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করার- কোনটারই তার প্রয়োজন ছিল না।

পৌল বলেছিলেন ঃ

..... তখন আমি কোন লোকের সংগে পরামর্শ করি নাই। যাঁহারা আমার আগে প্রেরিত হইয়াছিলেন, আমি জেরুজালেমে তাঁহাদের নিকটেও যাই নাই..... ।

(ঐ, গালাতীয় ১ ঃ ১৬, ১৭)

পৌল ঈসা (আঃ) কতৃক প্রেরিত হওয়া তো দুরের কথা, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে পৌলের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, পরিচয়ও ঘটেনি। ঈসা (আঃ)-এর উর্ধারোহণের অনেক পরে তিনি খ্রীষ্টধর্মে (?) দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার মত এমন একজন নবদীক্ষিত ও কনিষ্ট খ্রীষ্টান (?) যখন যীশুর প্রাচীন ও গণ্যমান্য প্রেরিতদের প্রতি নিম্ন রূপে কটাক্ষ করেছিলেন, তখন এতে তার স্পর্ধাই প্রকাশ পেয়েছিল।

তিনি প্রেরিতদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

মন্ডলীর গণ্যমান্য লোকদের নিকট হইতে নূতন কোন কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। আসলে, তাঁহারা যাহাই হন না কেন তাহাতে আমার কিছুই যায় আসে না।..... (ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ৬)

অতএব, পৌল তার নতুন মতবাদ প্রচারের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রেরিতরা (প্রকৃতপক্ষে) পৌলকে প্রথম প্রথম একজন খাঁটি বিশ্বাসী বলেই মনে করছিলেন। আর তাই যতদিন পর্যন্ত তিনি ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে বিকৃত করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, ততদিন তাঁরা তাকে খাঁটি বিশ্বাসী রূপেই সমর্থন করছিলেন। যেই মুহূর্তে পৌল খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের উপর আক্রমন চালাতে লাগলেন, পৌত্তলিক-দর্শন প্রবেশ করাতে শুরু করে দিলেন, এবং এরূপে যীশুর ধর্মীয় মতবাদ বিকৃত করতে আরম্ভ করলেন, তখন হতেই সকল প্রেরিতরা পৌলের সাথে ক্রমশঃ নিজেদের যাবতীয় সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে নিতে শুরু করলেন। পৌল যীশুর সহচরবৃন্দ ও প্রেরিতদেরকে বর্জন করে যীশুর শত্রুদের অর্থাৎ রোমীয়, গ্রীক প্রভৃতি অ-ইহুদীদের মধ্যে এমন এক আলাদা ধর্মমত প্রচার করা শুরু করে দিলেন যা ছিল যীশুর প্রচারিত ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরকম প্রবল মতবিরোধের অবস্থায়

www.pathagar.com

যীশুর প্রকৃত প্রেরিতদের পক্ষে না সম্ভব ছিল পৌলের সাথে আপস করা, আর না সম্ভব ছিল তাকে সমর্থন করা।

খ্যাতনামা ফরাসী বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ডঃ মরিস বুকাইলি পৌল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

বস্তুতঃ পৌল হচ্ছেন খ্রীষ্টধর্মের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। যীশুখ্রীষ্টের পরিবারের সদস্যদের নিকট তো বটেই, যীশুর যে সব সংগী-সাথী ও প্রেরিত জেরুজালেমে জেমসের সংগে ছিলেন, তাঁদের নিকটেও পৌল বিবেচিত হয়েছেন যীশুর ধর্মীয় মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবেই। আসলে, যীশুখ্রীষ্ট যে সব লোককে তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য নিজের নিকট জড়ো করেছিলেন, তাঁদের বর্জন করেই পৌল এক আলাদা খ্রীষ্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। যীশুর জীবদ্দশায় যীশুর সাথে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটে নাই। কিন্তু পৌল তাঁর ধর্মপ্রচারের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই বলে যে, মৃত্যুর থেকে পুনরুত্থানের পরে দামেস্কে যাওয়ার পথে যীশু তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান পৃষ্ঠা নং ৮৮)

(খ) খ্রীষ্টধর্মে বার্ণবার কোন স্থান নাই কেন?

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে যারা ছিলেন, তাঁর নবী জীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বার্ণবা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন তাঁর বিখ্যাত বারজন সাহাবার একজন (বার্ণবা লিখিত সুসমাচারের ১৪নং অধ্যয় দ্রষ্টব্য)। তিনি ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর সাথে খুবই ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। ঈসা (আঃ) তাকে হাতে কলমে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মনিবেদিত সাহাবা পরবর্তীকালে হয়েছিলেন একজন সফল ও সার্থক ধর্ম প্রচারক। তাঁর মনোহর ব্যক্তিত্ব সহজেই শ্রোতামন্ডলীকে আকৃষ্ট করত। ঈসা (আঃ)-এর উর্ধারোহণের পর ইয়াকুবকে ঘিরে তাঁর সাহাবাদের যে ক্ষুদ্রদলটি শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য জেরুজালেমে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন, -সৎ, সরল ও উৎসাহী হিসাবে বার্ণবার যে সুখ্যাতি ছিল তার কারণে তিনি এই দলের প্রসিদ্ধ সদস্য হতে পেরেছিলেন। লূকের ভাষায় ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিতরা তাকে *উৎসাহদাতা* (Son of consolation) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন (দেখুন প্রেরিত ৪ ঃ ৩৬)।

এমন কি, প্রেরিতরা আন্তাকিয়ার মত জায়গায় ধর্মপ্রচারের জন্য বার্ণবাকেই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি সাব্যস্ত করেছিলেন (প্রেরিত ১১ ঃ ২২ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে বার্ণবাই সর্বপ্রথম মিশনারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। আর বার্ণবা সম্পর্কেই বাইবেলের আদেশ- *(If he comes to you receive him) তিনি যদি তোমাদের নিকটে যান, তবে তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবে।*

(কলসীয় ৪ ঃ ১০, R.S. Version of the Bible.)

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে তিনি প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টধর্মের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং ঈসা (আঃ)-এর ধর্মমত প্রচার করার জন্য সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে বিকৃত করার সুদূরপ্রসারী যে দুরভিসন্ধি পৌল মনের গুপ্তকোণে লুকিয়ে রেখেছিলেন, বার্ণবা তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি তার লিখিত ইঞ্জিল শরীফের ভূমিকায় ও উপসংহারে পৌলের মিথ্যা উদ্ভাবন ও বিকৃত ধর্মমতের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করে গিয়েছেন। (৭৮ পৃষ্ঠায় ভূমিকা ও উপসংহারের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

তিনি তাদেরকে এই মর্মে সর্তক করেছেন যে, তারা যেন পৌল কর্তৃক প্রবঞ্চিত না হয়। এ কারণেই সম্ভবতঃ পৌলের শিষ্যরা তাদের গুরুর প্রতিপক্ষ বার্ণবার নাম স্পষ্টতঃই তাদের ধর্মীয় রচনাবলীতে উল্লেখ করেননি। পৌলও বার্ণবার পরবর্তী কর্মতৎপরতার আর কোন সমসাময়িক উল্লেখ করেননি। কেবল কয়েক বছর পরে ১ করিন্থীয়তে তার কথা শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলেন। পৌলের সহিত ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে বার্ণবা যে মূহুর্তে পৌল হতে নিজেকে আলাদা করে নিলেন, সেই মুহূর্ত হতেই তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তক ও ইতিহাসের পাতা হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর অন্যান্য খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকরাও বার্ণবার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব ও নির্বাক থাকে। পূর্বেও আমি যেমন বলেছি ঃ সেই যুগের যে সমস্ত ধর্মীয় উপাদান আজ আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি তার অধিকাংশই হয় পৌল কর্তৃক লিখিত বা পরবর্তীকালে তারই অনুসরণকারীদের কর্তৃক তাঁরই মতবাদের ধারায় লিখিত, আর না হয় নিয়ন্ত্রিত। এই লেখকরা ছিলেন বার্ণবার বিপক্ষ দলের লোক অর্থাৎ পৌলীয়-খ্রীষ্টান। অতএব, পৌলীয় গির্জা-সংস্থা এর অন্যান্য সংশোধন ও পরিবর্তনের সাথে সাথে ঈসা (আঃ)-এর বিখ্যাত দ্বাদশ সাহাবার নামের তালিকা (মথি ১০ ঃ ১-৪, লুক ৬ ঃ ১৩-১৬ এবং প্রেরীত ১ ঃ ১৩) হতে বার্ণবার নামও খুব সম্ভব সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলেছেন। বার্ণবার জীবনচরিত, তার কার্যাবলী এবং তাঁর বাণী নিভিয়ে ফেলার পৌলীয় গির্জা-সংস্থার শত চেষ্টা সত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

বার্ণবালিখিত সুসমাচার

খ্রীষ্টধর্মের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্য হতে এটাই একমাত্র সুসমাচার যা এখনও বর্তমানে টিকে আছে এবং যা ঈসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর একজন প্রকৃত সাহাবা (বার্ণবা) কতৃক লিখিত। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নেছীয়া সম্মেলনের ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ইহা আলেকজান্দ্রিয়ায় গির্জা কর্তৃক প্রমাণিত সুসমাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর একে অপ্রমাণিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে পুড়ানো পুস্তকের তালিকাভুক্ত করা হয়। পৌলীয়-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় অন্যান্য অনানুমোদিত গ্রন্থগুলোর সাথে বার্ণবালিখিত সুসমাচারকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ

www.pathagar.com

উহাদের আগ্রাসী হস্ত হতে একে রক্ষা করেছেন। নেছীয়া কাউন্সিল কর্তৃক অবৈধ ঘোষণা করা ধর্মীয় পুস্তকসমূহ হতে যেহেতু জনসাধারণ উপকার পেত, সেহেতু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে তারা কিছু কিছু পুস্তক সংরক্ষণ করেছিল। বার্ণবালিখিত সুসমাচারকেও এরূপে গোপনে বাঁচানো হয়েছিল।

-৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ডেমাসাস (Damascus) বার্ণবা লিখিত সুসমাচার পাঠ করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়;

-৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (হযরত মুহাম্মদ সাঃ-এর জন্মের প্রায় ৭৪ বছর পূর্বে) পোপ জিলাসিয়াস (Gelasius) প্রামাণ্য পুস্তকগুলোকে পরিপূর্ণ ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে অপ্রামাণ্য পুস্তকগুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করে। বার্ণবালিখিত সুসমাচারও ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

-পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেটিন ভাষায় লিখিত একখানি পান্ডুলিপি পোপ সিক্সটাস (Sixtus) লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় কিন্তু কাউকে তা পড়ার সুযোগ দেয়া হয় নি।

-অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ঐ কপিটি যোহন টোল্যান্ড (John Toland) নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। তিনি তার বিবিধ রচনা (Miscellaneous work)-এর ১৫ নং অধ্যায়ে ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের *জিলাসীয় অধ্যাদেশের* উল্লেখ করেছেন। উহাতে নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলোর তালিকার মধ্যে বার্ণবালিখিত সুসমাচারও (the Evangelium Barnabe) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ সকল অধ্যাদেশ (decree) chancellor Sequeir লাইব্রেরীতে B. de Montfaucon (১৬৫৫-১৭৪১) কর্তৃক প্রস্তুত গ্রীক পান্ডুলিপিগুলোর তালিকার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন হাত অতিক্রম করে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এ পান্ডুলিপিটি ১৭২৮ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থিত ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীতে এসে পৌছে। সেই সময় হতে এ অমূল্য রত্নটি ওখানেই সংরক্ষিত রয়েছে। জর্জ সেল (George Sale) সাহেব তার কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বার্ণবালিখিত সুসমাচারের প্রসংগ উল্লেখ করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান এর কোন সন্ধান জানত না। আর তাই বিখ্যাত মুসলিম মনীষী বা ঐতিহাসিকরাও এ ইঞ্জিল খানা সম্বন্ধে অনবহিত থাকায় তাদের কোন পুস্তকে উহার উল্লেখ করেননি।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লোনসডেল (Lonsdale) ও লর‍্যার‍্যাগ (Laura Ragg) নামক অক্সফোর্ডের এক খ্রীষ্টান দম্পতি উপরোল্লিখিত পান্ডুলিপি হতে সুসমাচার খানাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং অক্সফোর্ডের ক্লীয়ার‍্যানডণ (Clearandon) প্রেস গ্রন্থটি সম্পাদন করেন। পর পৃষ্ঠায় বার্ণবা লিখিত এই ইঞ্জিল শরীফের ভূমিকা ও উপসংহারের বঙ্গানুবাদ দেখুন। আমি ল্যাটিন হতে অনূদিত ইংরেজী হতে বঙ্গানুবাদ করে লিখে দিলাম।

www.pathagar.com

বার্ণবালিখিত সুসমাচারের ভূমিকা

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত একজন নূতন নবী, যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়, সেই ঈসার প্রকৃত সুসমাচার [ইঞ্জিল শরীফ]। *তাঁর প্রেরিত বার্ণবা এ সুসমাচার লিপিবদ্ধ করেছেন।*

খ্রীষ্ট বলে পরিচিত নাসরত গ্রামবাসী ঈসার ধর্ম প্রচারক বার্ণবা ধরার উপর বসবাসকারী সকল মানুষের শান্তি, সান্ত্বনা ও মঙ্গল কামনা করে।

প্রিয় বন্ধুরা! অতি মহান, সূক্ষ্মদর্শী, নিরংকুশশক্তি ও ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ এই কিছু দিন ধরে, তাঁর প্রেরিত পুরুষ ঈসার দ্বারা আশীর্বাদ স্বরূপ মহান শিক্ষা ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের মাধ্যমে আমাদের প্রতি করুনা বর্ষণ করেছেন। এ মহান শিক্ষা ও অলৌকিক ঘটনাসমুহের সুযোগ গ্রহণ করে অনেকে, শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়ে, ঈশ্বর ভক্তি দেখানোর ছল করে, সর্বাপেক্ষা অধিক অধার্মিক ধর্মমত প্রচার করছে অর্থাৎ ঈসাকে খোদার পুত্র বলে অভিহিত করছে, চিরকালের জন্য খোদার আদেশ লিঙ্গাগ্রের চর্মছেদন অস্বীকার করছে, প্রত্যেক প্রকার অপবিত্র মাংস খাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। ঐ প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে পৌল অন্যতম, যার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত দুঃখ ও মনস্তাপের সহিত বলছি। এ পরিবর্তন ও পরিবৃদ্ধির কারণে আমি ঐ সত্যকে লিপিবদ্ধ করছি, যা আমি ঈসার সংস্রবে থেকে স্বচক্ষে দেখেছি এবং স্বকানে শুনেছি -এ অভিপ্রায়ে যে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন এবং শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ও স্রষ্টার বিচারে ধ্বংস না হন। অতএব যা আমি লিখে গেলাম তার বিপরীত প্রত্যেক নতুন ধর্মমত প্রচারকারী হতে আপনারা সতর্ক থাকবেন, যাতে আপনারা চিরস্থায়ী মুক্তি পেতে পারেন।

মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন এবং আপনাদেরকে শয়তান হতে এবং প্রত্যেক প্রকার বিপদ, অনিষ্টকর কাজ ও বস্তু হতে রক্ষা করুন। আমীন।

(ভূমিকা ও উপসংহারের মধ্যে ১নং অধ্যায় হতে ২২১ নং অধ্যায়ের মূল পাঠ দেখুন।)

বার্ণবালিখিত সুসমাচারের উপসংহার

২২২ নং অধ্যায় ঃ *ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁর সাহাবারা ইস্রাঈল দেশ এবং ইয়াহুদী দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পরলেন। কিন্তু চিরন্তন সত্য, শয়তান যাকে ঘৃণা করে, মিথ্যার দ্বারা দুষিত ও বিকৃত হল, যা সর্বদা হয়েই থাকে। কোন কোন অসৎলোক, যীশুর প্রেরিত হওয়ার ভান করে, প্রচার করল যে, যীশু মরে গিয়েছেন এবং পুনরায় আর উত্থিত হন নি। তাদের অনেকে প্রচার করল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু পুনরায় কবর হতে উত্থিত হয়েছেন। অপর ব্যক্তিরা, যাদের মধ্যে প্রতারিত পৌল অন্যতম, প্রচার করেছিল এবং এখনও করে যে, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু আমরা, যা আমি লিপিবদ্ধ করেছি, তারই প্রচার করি, ঐ সমস্ত লোকদের নিকট, যারা স্রষ্টাকে ভয় করে, যাতে তারা আল্লাহর শেষ বিচারের দিন উদ্ধার পেতে পারে। আমীন।*

www.pathagar.com

৩। পৌলের ইঞ্জিল ছিল ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিল হতে ভিন্ন

ঈসা (আঃ)-এর বিখ্যাত সাহাবাদের মধ্যে পিতর, ইয়াকুব (জেমস্) ও ইউহোন্না (যোহন) ছিলেন স্তম্ভরূপে গণ্যমান্য (গালাতীয় ২ ঃ ৯ দ্রষ্টব্য), তাছাড়া আন্দ্রিয়, বার্ণবা, ফিলিফ, করগ্রাহী মথি, টমাস প্রমুখ পবিত্রাত্মা- মহাত্মারাও ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর বিখ্যাত বারজন সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এঁরাই ছিলেন তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সঙ্গী-সাথী ও প্রিয় সহচর আর তাঁর ধর্মমতের প্রতি ছিলেন একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত এবং সত্যের সমর্থক। এ মুষ্টিমেয় ভক্তবৃন্দ ঈসা (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত নবী জীবনের ঘনদুর্যোগ ও সংকটময় মুহূর্তে কী অনুপম আত্মত্যাগই না দেখিয়েছিলেন, ঈসা (আঃ)-এর জীবন বিপন্ন দেখলে এ বিশ্বস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে দাড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করতেন। শুধু তাই নয়, এঁরা ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। ঈসা (আঃ) তাঁদেরকে হাতে কলমে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে যীশুর শিক্ষা ও ধর্মমতে ছিল তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গভীর জ্ঞান। অথচ পৌল যীশুর বিখ্যাত বারজন শিষ্যের কেউই নন। অতএব ঈসা (আঃ)-এর বিখ্যাত ১২জন সাহাবা ছিলেন নিঃসন্দেহে সর্বদিক দিয়ে পৌল হতে শ্রেষ্ঠ।

পৌল যদি ***যীশুর ধর্মীয় মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক*** এবং যীশুর উপর ঈমান আনার মিথ্যা দাবীদার না হতেন, তবে ঐ সাহাবাদের ইঞ্জিল, মত ও পথই পৌলের ইঞ্জিল, মত ও পথ হল না কেন ? পৌল যদি প্রকৃতই যীশুর খাঁটি শিষ্য এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হতেন, তবে ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল তাঁর প্রকৃত ও প্রাচীন সাহাবাদের নিকট হতে শিক্ষা করার চেষ্টা করতেন। কারণ, তাঁরাই ছিলেন সেই সময় ঈসা (আঃ)-এর ধর্মের প্রধানতম বিদ্যান ব্যক্তি।

পৌল তাঁর তথাকথিত ধর্মীয় পরিবর্তনের পর জেরুজালেমে যীশুর সাহাবাদের সংস্পর্শে যাওয়ার পরিবর্তে আরবদেশে চলে গেলেন (গালাতীয় ১ ঃ ১৭-১৮ দ্রষ্টব্য) ।

পৌল ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিল, তাঁর সাহাবাদের নিকট হতে শিক্ষা করার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, বরং তাদেরকেই উল্টা নিজের ইঞ্জিল (?) অমান্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করছিলেন।

পৌল বললেন ঃ ***কিন্তু আমি যখন দেখিলাম যে,*** [আমার ইঞ্জিল] ***সুখবরের সত্যের সংগে তাহাদের কাজের কোন মিল নাই, তখন আমি সকলের সামনে পিতরকে বলিলাম, 'আপনি ইহুদী হইয়াও যখন ইহুদীদের মত না চলিয়া অ-ইহুদীদের মত চলিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া অ-ইহুদীদের ইহুদীদের মত চলিতে বাধ্য করিতেছেন' ?*** (ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ১৪)

www.pathagar.com

(ক) পৌলের হাস্যকর দাবী

গালাতীয়দের নিকট লিখিত এক পত্রে পৌল দাবী করলেন যে, তাঁর সুসমাচারের উৎস কোন মানুষ নয়, তিনি কোন লোকের নিকট হতে উহা পাননি, বরং তাঁর ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ দ্বারা পেয়েছেন ঃ

পৌল বললেন ঃ-

..... আমি যে সুখবর প্রচার করিয়াছি তাহা কোন মানুষের বানান কথা নয়। আমি কোন লোকের নিকট হইতে তাহা পাই নাই বা কেহ আমাকে তাহা শিখায় নাই, বরং ঈসা মসীহ নিজেই আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(ঐ, গালাতীয় ১ ঃ ১১-১২)

পৌল আরও দাবী করলেন ঃ

.....the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the Gospel of the circumcision was unto Peter; (গালাতীয় ২ ঃ ৭)

পৌল এবং যীশুর প্রকৃত সাহাবাদের মধ্যে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে খাঁটি (জুডিও) খ্রীষ্টানদের এক বিরাট দল (দৃষ্টান্তস্বরূপ গালাতীয়রা) পৌল হতে নিজেদেরকে আলাদা করে নিচ্ছিলেন। গালাতীয়রা পৌলের সুসমাচার হতে পশ্চাৎপদ হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করে তাদের নিকট এক পত্র লিখলেন। ঐ পত্রে তিনি গালাতীয়দের নিকট প্রকৃত সুসমাচার প্রচারকারীদের উপর অভিশাপ দিচ্ছিলেন। এ প্রচারকারীরা ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত শিষ্য ও পৌলের বিপক্ষ। ঐ পত্রে পৌল গালাতীয়দেরকে তার নিজের সুসমাচার মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

পৌল লিখলেন ঃ

..... তোমরা এত তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য রকম সুখবর (Another gospel)* এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইতেছি। আসলে, উহা ত কোন সুখবরই নয়। তবুও কিছু লোক আছে যাহারা তোমাদের স্থির থাকিতে দিতেছে না, আর মসীহের বিষয়ে সুখবর বদলাইতে চাহিতেছে। কিন্তু যে সুখবর আমরা তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি তাহা হইতে আলাদা কোন সুখবর যদি তোমাদের নিকট প্রচার করা হয়, তাহা আমরা নিজেরাই করি বা কোন ফেরেস্তাই করেন, তবে তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক।

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ১ ঃ ৬-৮)

পৌল তীমথিয়ের নিকট লিখিত অন্য এক পত্রে বলেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ কর; আমার সুসমাচার অনুসারে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত, দায়ূদের বংশজাত;

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, ২ তীমথিয় ২ ঃ ৮)

যে সুখবর আমরা তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, আমার সুসমাচার ইত্যাদির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পৌলের বিপক্ষের সুসমাচার ছাড়াও তার নিজস্ব যে একটা সুসমাচার ছিল, পৌলের উপরোক্ত বক্তব্য হতে উহা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর পৌলের বিপক্ষরা যে যীশুর, *প্রেরিত চূড়ামনি* নিম্নের উদ্ধৃতি হতে উহাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যীশুর আত্মনিবেদিত, একান্ত অনুগত, সত্যের সমর্থক ও বিশ্বস্ত সাহাবারা-যে সুসমাচার (সুখবর) বা ইঞ্জিল প্রচার করতেন তা যে ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত ইঞ্জিল ছিল, অকপট মানুষ মাত্র সকলেই তা এক বাক্যে স্বীকার করবেন। অতএব প্রমাণ হচ্ছে যে, পৌলের ইঞ্জিল ছিল ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিল হতে ভিন্ন।

পৌল ও প্রেরিতদের মধ্যে মতবিরোধের পর প্রেরিতদের একটা দল গ্রীসের করিন্থীয়দের নিকট যীশুর ইঞ্জিল প্রচার করছিলেন। করিন্থীয়দের একটা দল প্রকৃত ইঞ্জিল ও প্রেরিতদের সনাক্ত করা যীশুর প্রতি সম্ভবতঃ ঝুঁকে পড়ছিলেন। পৌল ইহা বুঝতে পেরে করিন্থীয়দের সমর্থন পাওয়ার আশায় তাদের নিকট এক পত্র লিখলেনঃ *..... কেহ হয়তো তোমাদেরও ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩)

কোন আগন্তুক যদি এমন আর এক যীশু **(another Jesus)**কে *প্রচার করে, যাহাকে আমরা প্রচার করি নাই, ...বা এমন অন্যবিধ সুসমাচার* (another gospel) **পাও, যাহা গ্রহণ কর নাই, তবে বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা করিতেছ! কারণ আমার বিচার এই যে, সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের হইতে আমি একটুও পিছনে নহি।*

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ....২ করিন্থীয় ১১ ঃ ৪-৫)

পৌল প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন যে, যীশুর *প্রেরিত চূড়ামণিদের* প্রচারিত সুসমাচার নয় বরং তাঁর প্রচারিত সুসমাচারই যীশুর সুসমাচার অর্থাৎ খাঁটি ইঞ্জিল।

* উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে পৌলের বক্তব্যসমূহ এই সত্যকেই পরিস্কারভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে যে,

- পৌলের উল্লিখিত সুসমাচারের পাশাপাশি *অন্য রকম, আলাদা কোন* বা *অন্যবিধ* আরও একটি *সুসমাচার বা সুখবর* প্রচারিত হত।

- *কিছু লোক বা কোন ফেরেস্তা* বা *কোন আগন্তুক* প্রতিপক্ষের *সুখবর বদলাইতে চাহিতেছিল* অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করছিল;

www.pathagar.com

সুখবর ছিল অন্য দলের সুখবর হতে ভিন্ন এবং বিপরীত গুণ বিশিষ্ট,
ীশুর পাশাপাশি আর একজন কাল্পনিক যীশুকে প্রচার করা হত।
রিস্কারভাবে বলতে গেলে, পৌলের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে বুঝা যায়

(i) একটা ছিল প্রকৃত ইঞ্জিল, আর একটা ছিল মিথ্যা উদ্ভাবন;

(ii) একদল ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসরণকারী (খাঁটি) জুডিও-খ্রীষ্টান, আর অন্যদল ছিল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের বিপক্ষ;

(iii) ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর একজন কাল্পনিক ঈসারও প্রচার করা হত।

পাঠক-পাঠিকারা, কৌতূহলী হয়ে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন-

- *অন্য রকম সুখবর, আলাদা কোন সুখবর, অন্যবিধ সুসমাচার-* কোন্ ইঞ্জিল ?
- *কিছু লোক, কোন ফেরেস্তা, কোন আগন্তুক, প্রেরিত চূড়ামনিরা* কোন দলের ?
- *আর এক যীশু* -কোন্ যীশু ?

ডঃ মরিস বুকাইলি, কার্ডিনাল ডানিয়েলু, ফাদার কানেনগিয়েসার, ওঁ ক্যালম্যান প্রমুখ খ্রীষ্টান ভাষ্যকার ও ধর্মতত্ত্ববিদদের বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়ে, এ প্রশ্নগুলোর ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন। আমরা ব্রিট্যানিকা বিশ্বকোষ ও ডঃ বুকাইলির অমর গ্রন্থ, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান হতে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নিয়ে, এক এক করে, সংক্ষেপে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিঃ

(খ) আসল ইঞ্জিল ও নকল ইঞ্জিল

ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর খ্রীষ্টধর্মের অনুসরণকারীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের একটি হল জুডিও-খ্রীষ্টান (Judeo Christian) আর অপরটি হল পৌলীয়ান (Pauline Christian)।

হযরত ঈসা (আঃ) যে দু'টি মহান দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন- উহাদের একটি ছিল-মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের সত্যতা প্রতিপাদন করা। কাজে কাজেই সেন্ট পৌল কর্তৃক বিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম ছিল মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অর্থাৎ ইয়াহুদী ধর্ম (Judaism)-এর সম্প্রসারিত রূপ, তাই তখন খ্রীষ্টধর্ম ছিল জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি (Judeo-Christianity) নামে পরিচিত।

আর এ জুডিও-খ্রীষ্টধর্মের অনুসরণকারীদেরকে বলা হত *জুডিও-খ্রীষ্টান* (Judeo-christian)। এ দলটিই ছিল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসরণকারী, খাঁটি উম্মৎ। ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিতদের কেন্দ্র করে এই জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। পৌলের উপরোক্ত বক্তব্যে *কিছু লোক, কোন ফেরেস্তা* বা *কোন আগন্তুক* ইত্যাদি বলে যাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন এ জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মমতের লোক।

আর সেন্ট পৌলকে কেন্দ্র করে পৌলপন্থী খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। জুডিও-খ্রীষ্টান ও পৌলীয়ান খ্রীষ্টান- দু'টি দল সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী শিরোনামে আলোচনা করব। এখানে আসল ইঞ্জিল ও নকল ইঞ্জিলের বিবরণ দিচ্ছি।

www.pathagar.com

(i) জুডিও-খ্রীষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থের বিবরণ

ডঃ মরিস বুকাইলি, কার্ডিনাল ডানিয়েলুর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

তাঁরা [জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়] *ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন হিব্রু ভাষায় রচিত সুসমাচার সমূহ; ক্লেমেন্টের রচনাবলী, যেমন* Homilies and Recognitions, 'Hypotyposeis; *জেমস্-এর দ্বিতীয় এ্যাপোক্যালিপস্* (Apocalypse) *এবং টমাস রচিত সুসমাচার। খ্রীষ্টধর্মের সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যে এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়েরই অবদান, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।*

(পৃঃ ৮৬,বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য)

বার্ণবালিখিত সুসমাচারও ছিল জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থ। খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগে এ সকল ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আর এগুলো রচিত হয়েছিল ঈসা (আঃ)-এর কার্যাবলী ও আদেশপ্রাপ্ত বাণীর উপরে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈসা (আঃ) বার্ণবাকে বললেন ঃ

দেখ বার্ণবা! এ পৃথিবীতে আমার বাস করার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, যে কোন প্রকারেই হোক সব কিছু বর্ণনা করে তুমি আমার ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ করবে এবং একই প্রকারে ইস্কারিয়োতীয় জুদাস (Judas Iscariot)-*এর ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে, তাও লেখবে, যাতে বিশ্বাসীদের ভ্রান্তি দূর হয় এবং প্রত্যেকেই সত্যকে বিশ্বাস করতে পারে।* (২২১ নং অধ্যায়, বার্ণবালিখিত সুসমাচার দ্রষ্টব্য)

এ সমস্ত *ধর্মগ্রন্থসমূহে* ঈসা (আঃ)-এর ধর্মমত ও তাঁর দেয়া শিক্ষা বিদ্যমান ছিল। পৌলের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে *অন্য রকম সুখবর, আলাদা কোন সুখবর, অন্যবিধ সুসমাচার* বলতে যে ধর্মগ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল- উহা ছিল জুডিও-খ্রীষ্টানদের গৃহীত ধর্মগ্রন্থ। পৌল ও তার দল জুডিও-খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থকে *উহা ত কোন সুখবরই নয়* (৮০ পৃঃ গালাতীয় ১ ঃ ৬-৮ দেখুন) ইত্যাদি বলে বিকৃত, অবাস্তব ও সন্দেহযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করে বিশ্বাসী খ্রীষ্টানদের দৃষ্টির অগোচরে রাখার চেষ্টা করত।

পরবর্তীকালে পৌলীয়-খ্রীষ্টান মতবাদ বিজয়ী হলে এ সকল জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মমতের সুসমাচারগুলোকে অসঠিক, অপ্রামাণিক, সন্দেহযুক্ত (Apocryphal and heretical) *সাব্যস্ত করে গির্জা কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলো প্রথমে প্রকাশ্যে এবং পরে গোপনে পড়ার উপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং এগুলো গোপন করে ফেলা হয়।*

(বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম ২, পৃঃ ৯৭৩ দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকেও, আলেক্জান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট, একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, হিব্রু ভাষায় রচিত সুসমাচারসমূহ (The Gospel of the Hebrews), মিসরের জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত সুসমাচার (the Gospel of the Egyptians), বার্ণবালিখিত সুসমাচার, the Didache (Teaching of the Twelve Apostles) এবং পৌলীয় গির্জা-সংস্থা কর্তৃক অপ্রামাণ্য হিসাবে

www.pathagar.com

বর্জিত অন্যান্য সুসমাচার সমূহের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ক্লেমেন্টের শিষ্য অরিজেন (Origen) ডাইডেক (Didache), বার্ণবা লিখিত সুসমাচার এবং হার্মাসের শেফার্ড সম্পর্কে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (Scripture) শব্দ ব্যবহার করতেন।

(বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম ২, পৃঃ ৯৪০ দ্রষ্টব্য)।

(ii) পৌলীয় খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বিবরণ

বাইবেলের নূতন নিয়ম (The New Testament)-এর ২৭ খানা পুস্তিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ১৪ খানাই পৌলের হস্তশিল্প ঃ মাইকেল এইচ হার্টের মতে ***Which constitute an important part of the New Testament.***

(পৃ ঃ ৬২ 'The 100')

(১) রোমীয়দের	প্রতি	প্রেরিত	পৌলের	পত্র
(২) করিন্থীয়দের	,,	,,	,,	প্রথম পত্র
(৩) করিন্থীয়দের	,,	,,	,,	দ্বিতীয় ,,
(৪) গালাতীয়দের	,,	,,	,,	,,
(৫) ইফিষীয়দের	,,	,,	,,	,,
(৬) ফিলিপীয়দের	,,	,,	,,	,,
(৭) কলসীয়দের	,,	,,	,,	,,
(৮) থিষলনীকীয়দের	,,	,,	,,	প্রথম ,,
(৯) থিষলনীকীয়দের	,,	,,	,,	দ্বিতীয় ,,
(১০) তীমথিয়ের	,,	,,	,,	প্রথম ,,
(১১) তীমথিয়ের	,,	,,	,,	দ্বিতীয় ,,
(১২) তীতের	,,	,,	,,	,,
(১৩) ফিলীমনের	,,	,,	,,	,,
(১৪) ইব্রীয়দের	,,	,,	,,	পত্র *

* ইংরেজী বাইবেল "Authorised (King James) Version" এ দেখা যায় এ খন্ডের লেখক হলেন প্রেরিত পৌল অথচ বাংলা ইঞ্জিল শরীফে ইব্রাণী (ইব্রীয়)-এর ভূমিকায় লেখা হয়েছে, *এ খন্ডের লেখক কে তাহা জানা যায় নাই।*

সেন্ট পৌল তাঁর উপরোক্ত পত্রগুলোকে খোদার বাণী বলে প্রচার চালায়। তিনি যেমন বলেছেন ঃ *খোদার আদেশ পাইয়া আমি সেখানে গেলাম।* (গালাতীয় ২ঃ২)

অথচ পৌলের তথাকথিত খোদারবাণী লিখতে তাকে, খোদার বাণী পাওয়ার শর্ত অনুসারে, নবী হওয়ারও দরকার হয়নি, আর খোদার নিকট হতে অহী (প্রত্যাদেশ)

www.pathagar.com

নাজিল হওয়ারও প্রয়োজন হয়নি। তাই তো এ পুস্তিকাগুলোর অধিকাংশই অবাস্তব, অযৌক্তিক, অত্যুক্তিতে এবং নবীদের দেয়া শিক্ষার বিরোধীতায় ভরপুর।

পৌলের লিখিত ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে ঃ

মল্কীষেদক ..... তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, বংশতালিকাও নাই; আয়ুষ্কালের আরম্ভ কি জীবনের শেষ নাই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত হইলেন বলিয়া, চিরকাল পুরোহিতই থাকেন। (ত্রাণকর্তা.....নূতন নিয়ম, ইব্রীয় ৭ ঃ৩)

নবীদের শিক্ষার বিরোধিতায় পৌল বলেছেন ঃ

.....শরীয়ত খোদার গজব ডাকিয়া আনে। আর সত্য কথা বলিতে কি, যেখানে শরীয়ত নাই, সেখানে শরীয়ত অমান্য করিবার প্রশ্নও নাই।

(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৪ ঃ ১৫)

সেন্ট পৌল অবশ্য সাধুতা বজায় রাখার জন্য স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর সব লিখাই যে ঈশ্বরের *আদেশ* বা অহী তা নয়, উহার মধ্যে তার *নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।* (১ করিন্থীয় ৭ ঃ ১২, ২৫ দ্রষ্টব্য)।

তাহলে *তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত ধর্ম সংস্কারক বা ঈশ্বরের আদেশে ইঞ্জিল লেখক* বলে যে দাবী করা হয়, আসলে কি তা সত্য ?

বাইবেলেই এর উত্তর রয়েছে। ঈশ্বর তাদের এ দাবী অস্বীকার করে বলেছেনঃ

কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে..... সে ভাববাদীকে মরিতে হইবে।

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ২০)

তাঁর সব লিখা ঈশ্বরের বাণী নয়– পৌলের এ সরল স্বীকৃতির জন্য তিনি প্রশংসা পাবার যোগ্য। আমাদের উচিত এ কৃতিত্বের জন্য তাকে তার প্রাপ্য সুনাম দেয়া। কারণ, সত্য অন্বেষণকারীদের জন্য তিনি সত্যের সন্ধান পাওয়ার সুযোগ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু হায়! সত্য অন্বেষণকারীদের ঘুম ভাঙ্গবে কবে ? ***পাপ হইতে উদ্ধার, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর রক্ত দান, পুনরুত্থান*** ইত্যাদি পৌলের যে সকল অভিনব মতবাদের উপর অসংখ্য খ্রীষ্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের বিশ্বাস ও মুক্তি ঝুলে আছে তা যে যীশুর ধর্মমত নয় বরং পৌলের অবদান (?) তা কি কোন সরল-অকপট খ্রীষ্টান তলিয়ে দেখেন ?

পৌল বলেছেন ঃ

আমি বীজ লাগাইয়াছিলাম, আপল্লো তাহাতে পানি দিয়াছিলেন, কিন্তু খোদাই তাহা বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ৩ ঃ ৬)

www.pathagar.com

অর্থাৎ পৌল পরোক্ষভাবে স্বীকার করছেন যে তার প্রচারিত সুসমাচার ও বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম যীশুর নয় বরং তার নিজের সৃষ্টি। নতুন নিয়মের ২৭ খানা পুস্তিকার ১৪ খানাই তিনি লিখেছেন। বাকী ১৩ খানা হয় পৌলের মতবাদের ধারায় সংশোধিত, আর না হয় পরবর্তীকালে পৌলীয়-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবর্তিত।

পৌল ঈসা (আঃ)-এর দেয়া ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে নিজের রচনাবলীকে এমনভাবে বিজড়িত করেছেন যে ***The 100-***এর গ্রন্থকার মাইকেল এইচ হার্টের মতে, খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্মান অবশ্যই উভয়ের মধ্যে বন্টন করতে হয়েছে। মিষ্টার হার্ট লিখেছেন ঃ

.....the Principal credit for its [Christianity's] *development must therefore be apportioned between those two fiqures.* (The 100, পৃঃ নং ৪৭)

কারণ অন্য যে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থকার অপেক্ষা জনাব পৌল বাইবেলের অধিক পুস্তিকা রচনা করেছেন। মিষ্টার হার্ট তার বইতে আরও মন্তব্য করেছেন যেঃ

..... it is clear that Paul is the most important single author of the New Testament (ঐ, পৃঃ ৬২)

হেইনজ জাহার্ন্ট (Heinz Zahrnt) পৌলকে ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিলের বিকৃতকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(Jesus Report, Johannes lehman, পৃঃ ১২৬ দ্রষ্টব্য)

ইঞ্জিল শরীফের (১৯ শ হইতে ২৬ শ খন্ডের) ভূমিকায় লিখা হয়েছে ***নাম না জানা লেখকের*** লেখা। মাইকেল হার্টও লিখেছেন ঃ

আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন যে, পৌলের লিখিত সুসমাচারগুলোর মধ্যে হতে ৪ বা ৫ খানা পুস্তিকা আসলে অন্য লেখকের লেখা।

(*The 100*, পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য)

সেন্ট পৌলকে, তার প্রবঞ্চনাময় মিথ্যা উক্তিগুলোকে এবং ***নাম না জানা লেখকের*** পুস্তিকাগুলোকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা নিজেদের ধর্মমত গড়েছেন। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও আমাদের খ্রীষ্টান বন্ধুরা পৌলের রচনাবলীকে এবং ***নাম না জানা*** লেখকের পুস্তিকাগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করেন এবং আজো উহারই প্রচার করে থাকেন। কী অদ্ভুৎ!

এ কথা সর্বজনবিদিত এবং ঐতিহাসিক সত্য যে, অহী বা ঐশীবাণী কেবল নবী-রসূলদের উপরই অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পৌল ? তিনি কে ? ইহা তো সকলেই জানেন যে তিনি কোন নবী নন, এমন কি ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত কোন প্রেরিতও নন, বরং দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঈসা (আঃ)-এর শত্রু ছিলেন। পরবর্তীতে এ ইয়াহুদী হলেন স্বকথিত ও

www.pathagar.com

স্বঘোষিত প্রেরিত। তিনি কিরূপে *প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ দ্বারা* ইঞ্জিল শরীফ পেলেন ? কি হাস্যকর, অযৌক্তিক ও উদ্ভট দাবী ?

দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ্ যাকেই নবীরূপে প্রেরণ করতেন, তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ যথেষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়ে প্রেরণ করতেন, যাতে নবীরা নিজেদের পরিচয়পত্র রূপে উহাকে মানুষের সামনে পেশ করতে পারতেন। কেউ নবুয়তের বৈধ্যতা চ্যালেঞ্জ করলে আল্লাহ্-প্রদত্ত প্রমাণ দ্বারাই সেই চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করতে পারতেন। প্রধানতঃ নবুয়তের দলিল প্রমাণ দেখে ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নবীর মর্যাদা সহজেই উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই বিনা দ্বিধায় নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনতেন।

আর একটা কথা হল, আল্লাহর দেয়া নবুয়তের প্রমাণ হয় এমন সব কর্মকাণ্ড দিয়ে, যা অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেই যুগে যেই বিষয়ে লোকদের উন্নতি অধিক ছিল, আল্লাহ্ পাক সেই যুগের নবীকে সেই বিষয়ে প্রধান মোজেযা দান করতেন। যেমন-

মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদু বিদ্যার অত্যধিক প্রসার ছিল। আল্লাহ্ পাক মূসা (আঃ) কে এমন মোজেযা দিয়ে প্রেরণ করলেন, যা সমস্ত যাদুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উহা এক বাস্তব অজগর হয়ে সমস্ত যাদুকরের সকল যাদুকে গিলে ফেলে দিল। নবুয়তের এ বাস্তব প্রমাণ দেখে আশি হাজার যাদুকর তখনই ঈমান এনে সেজদায় পড়ে গেলেন। ঈসা (আঃ)-এর যুগে চিকিৎসা বিদ্যার খুব উন্নতি হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ তাঁকে এমন মোজেযা দিয়েছিলেন যে,তিনি এমন সব ব্যাধি আরোগ্য করতে পারতেন যা সকল চিকিৎসকের নিকট ছিল দূরারোগ্য। তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন, মাটি দিয়ে পাখী বানিয়ে জান দিতে পারতেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতেন, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতেন। এ সব কিছু করতেন আল্লাহ্র নির্দেশে।

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর যামানায় আরবী সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। আল্লাহ্ হযরতকে মানব শক্তির উর্ধের গ্রন্থ কুরআন শরীফ মুজিযা হিসেবে দান করলেন। মানব রচিত সর্বোচ্চ কাব্য সাহিত্যের উপর কালীমা লেপনকারী উক্ত কুরআনের চ্যালেঞ্জের মুকাবেলায় দাঁড়াবার সাহস দুনিয়ার কারো নেই। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন বিরোধী বিশ্ববাসীর সম্মুখে এ অলৌকিক গ্রন্থ আল-কুরআন এক চিরন্তন উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। কুরআন বিরোধীদের কারো যদি সাহস থাকে এগিয়ে আসুন।

সেন্ট পৌল দাবী করেন ঃ

অ-ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করিবার ভার খোদা আমার উপর দিয়াছেন ..... । (ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ৭)

তার প্রেরিত হওয়ার খোদাপ্রদত্ত অলৌকিক দলিল প্রমাণ কোথায় ?

www.pathagar.com

৪। আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ? যীশু, না পৌল ?

নিরপেক্ষভাবে বাইবেল নিয়ে গবেষণা করেছেন, আধুনিক যুগের এমন অনেক খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা মন্তব্য করেছেন যে, সেন্ট পৌলই হলেন আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আর পৌল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ মতবাদ হল ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মমত হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন ঃ

মাইকেল এইচ হার্ট ছিলেন ***The 100,*** A ranking of the most influential persons in history. পুস্তকের গ্রন্থকার। তিনি পৌলকে আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁর পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন ঃ

Indeed, the influence of Paul's ideas has been so great that.....he, rather than Jesus, should be regarded as the Principal founder of the Christian religion.

যদিও মিষ্টার হার্টের এ পুস্তকে-ইতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী, সর্বোচ্চ ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে পৌল ষষ্ঠ বৃহৎ পদ এবং ঈসা (আঃ) তৃতীয় বৃহৎ পদমর্যাদা অধিকার করেছেন, তথাপিও ধর্মতত্ত্ববিদ ও গবেষকদের যুক্তি সঙ্গত মন্তব্য এই যে,

..... it is Paul, rather than Jesus, who should really be considered the founder of Christianity. Carried to its logical conclusion, that argument would lead one to place Paul higher on this list than Jesus! (The 100 পৃঃ ৪৮)

তাদের মতে, আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, পৌল এমন কি ঈসা (আঃ) কেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিখ্যাত জার্মান পন্ডিত ডঃ আরনোল্ড মিয়ার (Arnold Meyer)-এর মন্তব্য আরও পরিস্কার। ডঃ মিয়ার ছিলেন জার্মানীর জুরিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। আমি তার মন্তব্য ইংরেজী হতে বঙ্গানুবাদ করে লিখে দিলাম।

তিনি বলেছেন ঃ

খ্রীষ্টধর্ম বলতে যদি আমরা যীশুকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করাকেই বুঝি,

-যিনি পার্থিব মনুষ্য জাতির অংশভুক্ত ছিলেন না, বরং গৌরবে ঈশ্বরের সমান হয়ে স্বর্গীয় প্রতিকৃতি সহ বাস করতেন;

-যিনি স্বর্গহতে অবতার হয়ে ধরায় নেমে এসেছিলেন;

-যিনি নিজেই মানব আকৃতিতে পুত্রের রূপ ধারণ করে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাতে ক্রুশকাষ্ঠে নিজ রক্ত দিয়ে মানব জাতির সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন;

- অতঃপর যাকে কবর হতে পুনরুত্থান করা হল এবং তাঁর নিজের লোকদের প্রভু হিসাবে তিনি খোদার ডান দিকে বসলেন, যাতে তাঁকে খোদা বলে বিশ্বাস করে;

www.pathagar.com

-যিনি তাদের প্রার্থনা শুনেন, পাপ হতে উদ্ধার করেন, এবং বিপদ হতে রক্ষা করেন;

-যিনি সমস্ত জাতির বিচার করবার জন্য আকাশে মেঘযোগে পুনরায় আগমন করবেন;

-যিনি ঈশ্বরের সকল শত্রুদেরকে নিক্ষেপ করবেন এবং নিজের লোকদেরকে সঙ্গে করে স্বর্গীয় আলোর দিকে নিয়ে যাবেন, যাতে তারা তার গৌরবান্বিত শরীরের প্রধান অংশ হতে পারে।

এ-ই যদি খ্রীষ্টধর্ম হয়ে থাকে, তবে এমন খ্রীষ্টধর্ম আমাদের প্রভু যীশু কর্তৃক নয়,বরং সেন্ট পৌল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (যীশু, না পৌল, পৃঃ নং ১২২)

(ক) পৌলের দল ছিল ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাহাবাদের দল হতে ভিন্ন

পিতর ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর মনোনীত বারজন প্রেরিতের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন খ্রীষ্টান গির্জা পিতরকে ঈসা (আঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলে স্বীকার করতেন। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

..... You are Peter, and on this rock, I will build my church তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মন্ডলী তৈরী করিব।

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৬ ঃ ১৮)

তিনি ঈসা (আঃ)-এর এতই বিশ্বস্ত, অনুগত ও প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, এই পাথর (পিতর)-এর উপরেই তিনি তাঁর গির্জা (Church) নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, (ভেলিউম ১৪, পৃঃ ১৫৪) তে Church শব্দের অর্থ করা হয়েছে। *'The community of the faithful'* বিশ্বাসী সম্প্রদায় অর্থাৎ এই সাহাবা (পিতর)কে ভিত্তি করে যে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাঁরাই ছিলেন যীশুর বাঞ্ছিত দল, তাঁর খাঁটি উম্মৎ, এরাই জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। আর এদের হাতেই ঈসা (আঃ) *বেহেস্তী রাজ্যের চাবি দিবেন* বলে ওয়াদা করেছিলেন।

পিতর ছিলেন জেরুজালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। জেমসের পরে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন তিনি। আর জেরুজালেম হতে প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদেই বহাল ছিলেন। তিনিই ছিলেন আন্তাকিয়ার সর্বপ্রথম বিশপ। আন্তাকিয়ায় পৌলের সহিত মতবিরোধের পর বার্ণবার মত তিনিও পৌল হতে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। কাজে কাজেই তখন হতে পিতর পৌলীয়-খ্রীষ্টানদের নিকট এত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লেন যে, পৌলের ঘনিষ্ট শিষ্য সেন্ট লূক (প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ের পর) হঠাৎ করে তাঁর নামও উল্লেখ করা বন্ধ করে দিলেন। ম্যাকিনোন মন্তব্য করেছেন।

www.pathagar.com

জেরুজালেম সম্মেলনের পরে পিতর প্রেরিত (পুস্তক)-এর বিবরণ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। (ম্যাকিনোন, পৃঃ ১১৬)

এরূপে ইউহোন্না, ইয়াকুব এবং আন্দ্রিয়ও পৌল হতে আলাদা হয়ে সরে পড়লেন। প্রেরিত (পুস্তক)-এর বর্ণনায়, পৌলের সহিত মতবিরোধের পর হতে, আর কখনো তাঁদের উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী দু' দলের মধ্যে সংগ্রাম

ইতিপূর্বে ৮৩ পৃষ্ঠায় আমি জুডিও-খ্রীষ্টান ও পৌলীয়-খ্রীষ্টান দলদ্বয়ের আভাস দিয়েছিলাম। এখন দল দু'টি সম্বন্ধে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

পৌলের সহিত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিতদের মতবিরোধ হওয়ার পর পৌলের আক্রমণ ও তাঁর মিথ্যা মতবাদ হতে ঈসা (আঃ)-এর সত্যধর্মকে রক্ষা করার এবং তার প্রচার করার প্রয়োজন দেখা দিল। কাজে কাজেই ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত প্রেরিতরা তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের নিয়ে আলাদা একটা সম্প্রদায় গঠন করলেন। এরাই হলেন জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ডঃ মরিচ বুকাইলি কার্ডিনাল ডানিয়েলুর উদ্ধৃতি টেনে নিম্নরূপে প্রেরিতদের ভিন্ন দল গঠনের যথার্থতার সমর্থন করেছেন ঃ

যীশুখ্রীষ্টের অন্তর্ধানের পর তাঁর 'প্রেরিতদের একটি ক্ষুদ্র দল' এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করলেন- যারা ইহুদী-মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতির প্রতি ছিলেন একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত------ এই পরিস্থিতিতে যেসব জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান তখন 'ইহুদী অনুগত' ছিলেন, তাদের নিকট পৌল হয়ে পড়লেন বিশ্বাসঘাতক। জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মীয় দলিলে পৌলকে 'কৌশলগত দ্বৈত ভূমিকা পালনকারী' হিসাবে অভিযুক্ত করে তাঁকে 'শত্রু' হিসাবে আখ্যায়িত করা হল।..... '৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মই বেশির ভাগ গির্জায় অনুসৃত হয়ে আসছিল'----- এবং পৌলের মতবাদ ছিল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। সে সময়ে [জুডিও] *খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু বা নেতা ছিলেন যীশুখ্রীষ্টের জনৈক আত্মীয়, জেমস্। (শুরুতে) পিতর ছিলেন যোহন এবং জেমসের সঙ্গেই ----পৌলীয় খ্রীষ্টান মতবাদের বিরোধিতার কারণেই জেমসের ওই গোষ্ঠী তখন স্বেচ্ছায় আরও বেশী করে ইহুদী ধর্মমতের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। জেমসের পর এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব লাভ করেন শিমন।* (দেখুন পৃঃ ৮৪-৮৫, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান)

সেন্ট পৌল তার অভিনব ধর্মমত প্রচার করার জন্য রোম, করিন্থ, গালাতিয়া, ইফিষ, ফিলিপী, কলোসাই প্রভৃতি শহরে যে বিপক্ষ দলের সাথে বিরোধিতা করছিলেন

www.pathagar.com

এবং ৮০ পৃষ্ঠায় *'কিছুলোক' কোন ফেরেস্তা* বা *কোন আগন্তুক* বলে যাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছিল এই জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ই ছিল সেই বিপক্ষদল। গ্রীস দেশের করিন্থীয় শহরের গির্জার একটি দল বিশেষভাবে পিতরের অনুগত ছিল। পৌল এই দলের সর্মথন লাভ করার জন্য তাদের নিকট অনুযোগ করে এক পত্র লিখলেন-

ভাইয়েরা, ----আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা সকলে এক হও। তোমাদের মধ্যে কোন দলাদলি না থাকুক।..... তোমাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ রহিয়াছে। ----- তোমাদের মধ্যে কেহ বলে, 'আমি পৌলের দলের', কেহ বলে, 'আমি আপল্লোর দলের', কেহ বলে', 'আমি পিতরের[২৪] *দলের'। আবার কেহ বলে, 'আমি মসীহের দলের'। কিন্তু মসীহ কি বিভক্ত?*

(ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ১ ঃ ১১- ১৩)

পৌলের এই উক্তি তাঁর দল ও পিতরের দলের মধ্যে দলাদলির উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করছে। পৌল করিন্থীয়দের নিকট লিখিত তাঁর আর একটি পত্রে পিতর জেমস, যোহন এবং অন্যান্য প্রকৃত প্রেরিতদের প্রেরিত পদের ন্যায় নিজের প্রেরিত পদের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন। পৌল লিখলেন ঃ

আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিত নই ? আমাদের খোদাবন্দ ঈসাকে কি আমি দেখি নাই ? প্রভুর জন্য আমি যে কাজ করিয়াছি, তোমরা কি তাহারই ফল নও? অন্যেরা [জুডিও-খ্রীষ্টানগণ] *যদি আমাকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার না-ও করে, তবু তোমরা অন্ততঃ তাহা স্বীকার করিবে। তোমরা যে প্রভুর লোক হইয়াছ উহাই আমার প্রেরিত পদের প্রমাণ। .....*

অন্য সমস্ত প্রেরিত, প্রভুর ভাইয়েরা [জেমস] *আর পিতর, যেমন নিজ নিজ স্ত্রীকে লইয়া প্রচারে বাহির হন, সেইভাবে মসীহের উপর বিশ্বাসী স্ত্রীকে লইয়া প্রচারে বাহির হইবার অধিকার কি আমাদের নাই ? বার্ণবা আর আমাকেই কি কেবল কাজ করিয়া যাইতে হইবে ?* (ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ৯ঃ ১- ২ , ৪- ৬)

২৪। ঈসা (আঃ)-এর সাহাবা পিতর শহীদ হওয়ায় পরে পিতর নামধারী কেউ অথবা অন্যকোন লেখক দু'টি চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তী যুগের অনুসারীরা এই চিঠিদ্বয়কে পিতরের প্রতি আরোপ করে ১ পিতর ও ২ পিতর নামে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন অথচ অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। তারা মনে করেন, এ চিঠিগুলো প্রেরিত পিতরের লেখা হতে পারে না। (বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম ১৪, পৃঃ ১৫৭, পিতর অনুচ্ছেদ এবং ইজহারুল হক, ভলিউম ৩, পৃঃ ৩, ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করে লিখেছেনঃ Until A.C.150, Christians could produce writings either anonymously or pseudonymously -i.e. using the name of some acknowledged important

www.pathagar.com

(গ) পৌল জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক বন্দিদশায় ভীত হলেন

পৌল ১৪/১৫ বছর চতুর্দিকে পরিবেশ সৃষ্টি করার পর উপযুক্ত জায়গায় তার আসল মতবাদ পেশ করার প্রস্তুতি নিলেন। ১৪ বছর পর দ্বিতীয়বার তিনি জেরুজালেমে আসলেন। তবে এবারে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি শিষ্যরূপে নয় বরং আসল রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

তিনি প্রেরিতদের নিকট তার অভিনব মতবাদ গোপনে পেশ করলেন,এবং তার নিজস্ব ইঞ্জিল (সুখবর)-এর কথাও বললেন ঃ

----- যে সুখবর আমি অ-ইহুদীদের নিকট প্রচার করিয়া থাকি তাহা বলিলাম। মন্ডলীর গন্যমান্য লোক [প্রেরিত]***দের নিকট সেই সমস্ত গোপনেই বলিলাম, কারণ আমার ভয় হইতেছিল যে, হয়ত আমি অনর্থক পরিশ্রম করিতেছি বা করিয়াছি। ----- কয়েকজন ভন্ড ভাই গোপনে ঢুকিয়া পড়িবার দরুন কথাটা উঠিয়াছিল। মসীহ ঈসার উপর বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতার দোষ ধরিবার জন্যই ইহারা গোপনে ঢুকিয়াছিল, যেন আমাদের গোলাম বানাইতে পারে।***

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ২ ঃ ২, ৪)

পৌলের হয়তো ভয় হচ্ছিল, কি জানি, জনসাধারণ ঈসা-মূসার 'শরীয়তের বিপরীত মতবাদ, প্রচারককে ধর্মত্যাগী মনে করে বন্দী করে কিনা, প্রেরিতরা প্রত্যাখ্যান করে কিনা, পাছে তার পরিকল্পনা মাঠে মারা যায় কিনা ইত্যাদি। জুডিও-খ্রীষ্টানরা পৌলকে বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করে বন্দি করলেন এবং হত্যা করতে চাইলেন।

---

biblical or apostolic fiqure. The practice was not believed to be either a trick or fraud..... the author was considered to be only an instrument or witness to the Holy Spirit or the Lord. When the message was committed to writing, the instrument was considered irrelevant, because the true author was blieved to be the Spirit. (বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম - ২ পৃঃ ৯৩৯ দ্রষ্টব্য]

ঐতিহাসিক মোসেইম (Mosheim) '*দ্বিতীয় শতাব্দীর পণ্ডিত* শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেনঃ প্লেটো (Plato) এবং পাইথাগোরাসের শিষ্যদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের নামে, অন্যকে প্রতারণা করা এবং মিথ্যা বলা শুধু ন্যায্য বলে স্বীকার্যই ছিল না বরং সম্মানজনক বলেও মনে করা হত।

ঈসা (আঃ)-এর যুগের পূর্বে মিসরের ইয়াহুদীরাই যে সর্বপ্রথম এ কার্য অবাধে চরিতার্থ করত, প্রাচীন পুস্তক হতে ইহা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। পরবর্তীকালের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এই প্রতারণামুলক কাজের অনুসরণ করে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি মিথ্যামিথ্যি আরোপ করা হয়েছে এরূপ অনেক পুস্তকে, এমন রীতির সুস্পস্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (ভলিউম ১, পৃঃ ৬৫, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো হতে স্পষ্টই বোঝা যায়-কি কারণে এবং কিভাবে অনেক মিথ্যা পুস্তক লিখা হত এবং ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিতদের প্রতি, তাঁদের মৃত্যুর পরে, ধর্ম ও সত্য প্রচারের নামে, মিথ্যামিথ্যি আরোপ করা হত।

www.pathagar.com

সেন্ট লূক লিখেছেনঃ

..... তখন সারা শহর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। লোকেরা এক সংগে দৌড়িয়া আসিয়া পৌলকে ধরিয়া এবাদতখানা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল এবং সংগে সগেই এবাদতখানার দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। লোকেরা পৌলকে খুন করিবার চেষ্টা করিতেছিল--- । (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২১ ঃ ৩০ - ৩১)

পৌল নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন বোধে যীশুর মুখে বাণী তুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করলেন না।

পৌল বললেন ঃ

---- আমি দেখিলাম, প্রভূ আমার সংগে কথা বলিতেছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি কর, এখনই জেরুজালেম ছাড়িয়া চলিয়া যাও, কারণ, আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য লোকে গ্রহণ করিবে না।

তখন প্রভূ আমাকে বলিলেন, 'তুমি যাও, আমি তোমাকে দূরে অ-ইহুদীদের নিকট পাঠাইব'। (ঐ, প্রেরিত ২২ ঃ ১৮, ২১)

জুডিও-খ্রীষ্টানরা পৌলকে হত্যা করার জন্য দৃঢ় সংকল্প স্থির করলেন।

পরের দিন সকাল বেলায় ইহুদীরা একটা ষড়যন্ত্র করিল এবং পৌলকে খুন না করা পর্যন্ত কিছুই খাইবে না বলিয়া কসম খাইল। (ঐ, প্রেরিত ২৩ ঃ ১২)

(ঘ) পৌলীয় খ্রীষ্টানরা কিরূপে জুডিও-খ্রীষ্টানদের উপর বিজয়ী হল ?

জুডিও-খ্রীষ্টানদের উপর পৌলীয় খ্রীষ্টানদের বিজয় লাভ করার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল পৌলের সুবিধাবাদ নীতি। বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা পৌল স্বম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:

St. Paul was an unprincipled trimmer অর্থাৎ *সেন্ট পৌল ছিলেন একজন নীতিজ্ঞানহীন সুবিধাবাদী* (পৃঃ ৫৩৫, ভলিউম ৪, দ্রষ্টব্য)

নিজের দল বাড়ানোর জন্য পৌল যেখানে যা প্রয়োজন তাই করতেন। পৌল করিন্থীয়দের নিকট লিখিত এক পত্রে বললেন ঃ

..... ইহুদীদের জয় করিবার জন্য আমি ইহুদীদের নিকট ইহুদীদের মত হইয়াছি। যদিও আমি মূসার শরীয়তের অধীন নই, তবুও যাহারা শরীয়তের অধীনে আছে তাহাদের জয় করিবার জন্য আমি তাহাদের মত হইয়াছি। আবার শরীয়তের বাহিরে যাহারা আছে তাহাদের জয় করিবার জন্য আমি শরীয়তের বাহিরে থাকা লোকের মত হইয়াছি। ------ বিশ্বাসে যাহারা দুর্বল তাহাদের নিকট আমি সেইরকম

www.pathagar.com

লোকের মতই হইয়াছি, যেন মসীহের জন্য তাহাদের সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে পারি। মোট কথা, আমি সকলের নিকট সকল কিছুই হইয়াছি, যেন যে কোন উপায়ে কিছু লোককে উদ্ধার করিতে পারি। (ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ৯ঃ ২০-২২)

জুডিও-খ্রীষ্টানরা পৌলকে নীতিহীন বলে নিন্দা করতেন। কারণ, তিনি নিজে ইয়াহুদীদের উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। অথচ তাঁর নবদীক্ষিতদেরকে উহা পালন করতে নিষেধ করতেন। (What is Christianity, P. 61 দ্রষ্টব্য)।

ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিতরা ছিলেন গরীব ও সরল-সহজ অথচ পৌল ছিলেন বিত্তশালী রোম্যান পিতার সন্তান, উচ্চ শিক্ষিত ও ধূর্ত, ইয়াহুদীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। তিনি রোম্যান নাগরিক ছিলেন এবং বহুদিন রোমেই কাটিয়েছিলেন। রোমের বড় বড় লোকের সাথে তার খাতির ছিল। তাদের প্রভাবে পড়ে এবং তাদেরকে দলে ভিড়ানোর আশায় পৌল তাদের পৌত্তলিক মতবাদকে যীশুর ধর্মে আমদানি করেন।

পৌল ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশুর অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে (তাঁদের) অন্তরে বদ্ধমূল ধর্মমতকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, আর প্রকাশ্যে বল প্রয়োগ করেও যীশুর ধর্মকে বিকৃত করা সহজ নয়। তাই তিনি তাকে মিথ্যারূপে রূপান্তরিত করার জন্য মিত্রবেশে মোনাফেকীর রাস্তা ধরেন। পৌল ইয়াহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ নিজেকে মিথ্যামিথ্যি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত বলে প্রকাশ করেন।

পৌল, তার তথাকথিত ধর্মীয় পরিবর্তনের পর জেরুজালেমে যীশুর প্রেরিতদের সংস্পর্শে যাওয়ার পরিবর্তে *আরব দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন-----* (গোলাতীয় ১ঃ ১৭); যাতে আরবের কোন নিরিবিলি স্থানে অবস্থান করে নিজের মতবাদকে যীশুর ধর্মমতের সাথে কৌশলে বিজড়িত করণের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং এইরূপে যীশুর ধর্ম ও অনুসারীদের উপর বিজয় লাভ করতে পারেন।

পৌল পূর্ব হতে আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিজীবি গ্রীক ও রোমীয়দের উপর যেমন প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের প্রভাব ছিল, পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমীয় জনসাধারণের উপরও তেমনি গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল। তাই প্লেটোর মতবাদ বা গ্রীক দর্শনের সাথে খ্রীষ্টধর্মের সমন্বয় সাধন ব্যতীত প্রভাবশালী এবং সাধারণ অ-ইহুদী জনগণকে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। আর উহা করতে না পারলে নিজের দলও বড় হবে না। তাই তিনি হয়তো আরব দেশের নিরিবিলি ও গোপন স্থানে বসে যীশুর ধর্ম ও ইঞ্জিলকে অ-ইহুদী মতবাদ বা গ্রীক দর্শনের অনুকূলে রূপ দেয়ার জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা করলেন এবং নীল নক্শা তৈরী করে ফেললেন। এরূপে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পৌল প্রভাবশালী বিপুল সংখ্যক অ-ইহুদী এবং সুবিধাবাদী খ্রীষ্টানদেরকে নিজের দলে এনে যীশুর মুষ্টিমের অনুসারীদের উপর সহজেই বিজয়ী হওয়ার মতলব আটলেন।

www.pathagar.com

অতএব পৌলের মতবাদ ছিল সমসাময়িক গ্রীক (পৌত্তলিক) মতবাদের ধারায় ব্যাখ্যা করা, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়া।

এর *তিন বছর পরে* পৌল জেরুজালেমে প্রেরিতদের নিকট গিয়েছিলেন ঠিকই, তবে যীশুর ধর্ম শিক্ষার জন্য নয় বরং নিজের পরিকল্পনাকে পাকাপাকি করবার জন্য। প্রেরিতদের সংস্পর্শে, নামে মাত্র, আসার কারণ হয়তো এও হতে পারে যে, তাঁদের সংস্পর্শে অন্ততঃ কিছুদিন না থাকলে ইয়াহুদীরা তার ধর্মান্তরে বিশ্বাস করত না এবং তাঁর মতবাদের প্রতিও সন্দেহ পোষণ করত। পৌল নিজের মতবাদকে কার্যকরী করার জন্য প্রথমে ঈসা-মূসার শরীয়ত হতে কৌশলে অ-ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসকে হঠালেন। অতঃপর ধীরে ধীরে নিজের মতবাদকে তাদের মন-মগজে প্রবেশ করাতে লাগলেন। কি চমৎকার পরিকল্পনা!

অন্য ধর্মের লোকদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে পৌলের সঙ্গে জুডিও-খ্রীষ্টানদের বিরোধ শুরু হয়। পৌলের মতে *মূসার শরীয়তের বিভিন্ন নিয়ম কানুন মানিয়া চলার* প্রয়োজন নেই। তার মতে খৎনা করান, আজ্ঞা সকল পালন করা, ইয়াহুদীদের উপাসনা পদ্ধতি মেনে চলা প্রভৃতি ছিল পুরানো সংস্কার। মাইকেল এইচ হার্ট লিখেছেন-

Poul insisted that there is no need for Converts to Christianity to accept Jewish dietary restrictions, or to conform to the rituals of the Mosaic Code, or even to be circumcised. (The 100, ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পৌল চাচ্ছিলেন যে, এই সমস্ত সংস্কার হতে খ্রীষ্টানদের মুক্তি ঘটুক, মূসার শরীয়তের গণ্ডী হতে তারা বাইরে আসুক, আর অ-ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের জন্য খ্রীষ্ট ধর্মের দরজা হোক উন্মুক্ত।

অ-ইয়াহুদী গ্রীক ও রোমীয়রা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে ভয় পেত। কারন *খাৎনা করানো এবং মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের খুঁটিনাঁটি নিয়ম পালন করা* কে তারা এক বিরাট বোঝা মনে করত। আর তাই তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে দাবী করত যে *'খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য খাৎনা করানো বা মূসার শরীয়ত পালন করার কোন প্রয়োজন নেই।* অথচ জুডিও-খ্রীষ্টানদের মতে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হলে, অ-ইয়াহুদীদের জন্যও *খাৎনা করান* এবং *মূসার শরীয়ত মানিয়া* চলা ছিল পূর্বশর্ত ও বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য যে অ-ইয়াহুদী ও পৌত্তলিকরা ছিল 'অছিন্ন ত্বক।' এই জন্যই ইয়াহুদীরা 'অছিন্ন ত্বক' বলে তাদেরকে অপবিত্র জ্ঞানে ঘৃণা করত। ফলে ইয়াহুদী-ঘেঁষা জুডিও-খ্রীষ্টানরা অ-ইয়াহুদীদের সাথে পানাহার ও মিলামিশা করা পছন্দ করত না।

www.pathagar.com

কারণ, মূসায়ী শরীয়তে ইয়াহুদীদের জন্য অ-ইয়াহুদীদের সাথে পানাহার করা ছিল নিষিদ্ধ। যেমন পিতর বললেন ঃ

একজন ইহুদীর পক্ষে একজন অ-ইহুদীর সংগে মিলামিশা করা ---আমাদের শরীয়তের বিরুদ্ধে ---- (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১০ ঃ ২৮)

পৌল মূসা (আঃ)-এর শরীয়তকে বাতিল ঘোষণা করলেন, খাৎনা করার প্রথাকে রহিত করে দিলেন, আর ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তকে কাঁটছাঁট ও বিকৃত করলেন। এমন কি, বর্তমান পাপ হতে উদ্ধার পেতে এবং আদমের আদী (?) পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ করে বধ করাতেও ইতস্ততঃ করলেন না।

তিনি বলেছেন ঃ

..... *খোদা আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়াছেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে দলিল* [মুসায়ী শরীয়ত] *ছিল তাহার সমস্ত দাবী দাওয়া সহ তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। সেই দলিল তিনি ক্রুশে পেরেক দিয়া গাঁথিয়া নাকচ করিয় ফেলিয়াছেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ২ঃ ১৩ - ১৪)

পৌল পানাহারের মধ্য হতে হালাল হারামের বিধি-বিধানকে বিদায় দিয়ে দিলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ৬ঃ১২ , রোমীয় ১৪ ঃ ১৪, এবং তীত ১ঃ ১৫ দ্রষ্টব্য)। পৌলের মতে যিনা করা , নর হত্যা করা, পরনারী হরণ করা ইত্যাদি বর্তমান জীবনে যে যত পাপই করুক না কেন, তার ভয়ের কোনই কারণ নেই। যীশুকে খোদার পুত্র ও ত্রাণকর্তা স্বীকার করে নিলেই সকল পাপ দূর হয়ে যাবে, নির্ঘাৎ সে স্বর্গে যাবেই।

এই রূপে পৌল যীশুর ধর্মকে মানুষের কাম প্রবৃত্তির অনুকূলে রূপ দিলেন; তিনি যীশুর দেয়া শিক্ষার বিরুদ্ধে নিজের অনুসারীদেরকে সস্তায় স্বর্গে যাওয়ার সনদ দিয়ে দিলেন। কিন্তু জুডিও-খ্রীষ্টানরা এইরূপ ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হলেন না (The 100', পৃঃ ৬৪ দৃষ্টব্য)। মানুষের মজ্জায় যে সব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে যে, সে সব কিছুকেই সহজে ও সস্তায় পেতে চায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পৌল মানবীয় দুর্বলতার এই দিকটা কাজে লাগালেন, স্বভাব-সুলভ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করলেন। অ-ইহুদী ও পৌত্তলিকরা সহজে মুক্তির প্রত্যাশী ছিল। আর তাদের মতবাদ ছিল সহজ, বস্তুবাদ জড়বাদ। এই বিষয় নিশ্চিত করার জন্য অ-ইয়াহুদীদের মতবাদের সাথে পৌল সন্ধি করলেন এবং উহাকে এইরূপে তুলে ধরলেন যে, তাদের মতবাদ এবং পৌলের মতবাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

পৌল সস্তায় স্বর্গে ঢুকার যে ধর্মবিশ্বাস চালু করেছিলেন, প্রত্যেক নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে তা বদ্ধমূল হয়ে গেল। গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সহজে মুক্তির প্রত্যাশী অ-ইয়াহুদী ও প্রতিমাপুজকরা এক যোগে, দলে দলে পৌলের ধর্মে ঢুকে পড়তে লাগল। গ্রীক-ধর্ম-বিশ্বাস ও পৌরাণিক কাহিনীর সাথে পৌল সন্ধি করার কারণে পৌলীয় খ্রীষ্টানরা সংখ্যায় ও শক্তিতে উত্তর উত্তর বেড়েই চলল। এইরূপে নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে পৌলের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও ক্রমাগত বেড়ে চলল। যীশু খ্রীষ্টের

www.pathagar.com

অনুসারীরা তথা জুডিও-খ্রীষ্টানরা যীশুর ধর্মে পৌল কর্তৃক নতুন নতুন প্রথা সন্নিবেশ করতে দেখে মর্মাহত হলেন। তাঁরা পৌলের বিকৃত ধর্ম পালন পদ্ধতির আপত্তি করলেন এবং প্রাণপনে বাধা দিতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, জুডিও-খ্রীষ্টানদের কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (বা সংগঠন) ছিল না। তারা খুব বেশী সংঘবদ্ধও ছিল না। তথাপিও তাদের নেতাদের সত্য ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য, এখলাছের সহিত জীবন উৎসর্গের কারণে, তাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। অধিকাংশ গির্জাই ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মমত পালন করে আসছিল। এ সময় পর্যন্ত পৌলের মতবাদ ছিল যীশুর ধর্মমতের সাথে সম্পর্কশূন্য একটি স্বতন্ত্র মতবাদ।

৭০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে ইয়াহুদীদের পরাজয় ঘটে, জেরুজালেমের পতন হয়। এই পরাজয় পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন ঘটায়।

ডঃ মরিস বুকাইলি কার্ডিনাল ডানিয়েলুর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেনঃ

'ইহুদীদের হাত থেকে সাম্রাজ্য যখন চলে গেল, তখন খ্রীষ্টানগণ তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াস চালাতে শুরু করে দিল। এই প্রয়াসে সফলতা অর্জন করে প্রাধান্য বিস্তার করল (পৌলপন্থী) গ্রীক খ্রীষ্টানগণ। এটা ছিল পৌলের মরনোত্তর বিজয় সাফল্য। পৌলীয় খ্রীষ্টানরা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ইহুদীদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে সক্ষম হলঃ তারা হয়ে পড়ল [ইহুদী ও জুডিও-খ্রীষ্টান ব্যতীত] *তৃতীয় একটি গোষ্ঠী। ১০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মমত জেরুজালেম, ফিলিস্তিন, গালাতিয়া, করিন্থ, কলোসাই, রোম প্রভৃতি এলাকার প্রধানতম ধর্মমত ছিল।.....১৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বিদ্রোহ ঘোষণার আগে পর্যন্ত জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান মতবাদই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।'* (পৃঃ ৮৭, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান)

কিন্তু পৌল সহজলভ্য মুক্তির (?) যে দরজা উম্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তা দিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনস্রোতের এমন এক বিরাট বন্যা পৌলীয় খ্রীষ্টধর্মে ঢুকে পড়ল, যাদের সামনে সত্যের বাহক (যীশুর মুষ্টিমেয়) প্রকৃত শিষ্যরা টিকতে পারলেন না। অবশেষে জুডিও-খ্রীষ্টানরা নিজদেরকে পৌলীয়-খ্রীষ্টানদের হতে পৃথক করে নিলেন এবং পৌলের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেন, ফলে তারা পৌলীয়-খ্রীষ্টানদের এবং গির্জা সংস্থার বিরাগ-ভাজন হলেন। তারা জুডিও-খ্রীষ্টানদেরকে নির্মূল করার জন্য সুপরিকল্পিত চেষ্টা চালাতে লাগল। তাদের গির্জা-সংস্থা জুডিও-খ্রীষ্টানদের গির্জা ও ধর্মীয় পুস্তকসমূহকে পৃথিবী হতে মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল।

ঈসা (আঃ)-এর উর্ধারোহণের পর হতে দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত জুডিও-খ্রীষ্টান ও পৌলিয়-খ্রীষ্টানদের মধ্যে উগ্র লড়াই চলে আসছিল। এর পর হতে আস্তে আস্তে পৌলপন্থী খ্রীষ্টধর্ম জুডি-খ্রীষ্টধর্মের স্থান দখল করে নেয়। পৌলীয় খ্রীষ্টানরাও জুডিও-খ্রীষ্টানদের উপর বিজয় লাভ করে।

www.pathagar.com

অবশেষে এমন এক সময় আসল, যখন শাসনকর্তারা নিজেদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌলের দলকে সরকারীভাবে সমর্থন করল, তাঁর ধর্মমতকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা দিয়ে দিল।

তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকেও অনেক জুডিও-খ্রীষ্টান ঈসা (আঃ)-এর দেবত্বকে অস্বীকার করছিলেন। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে নেছীয়া (Nicaea) কাউন্সিল পৌলীয় খ্রীষ্টানদেরকে পরিপূর্ণ সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করে দিল, অতঃপর রোম সাম্রাজ্য পুরাপুরিই পৌলীয় খ্রীষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

চতুর্থ শতাব্দীতে নেছীয়া কাউন্সিল কর্তৃক এ ঘটনা খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের কর্মধারায় একটি আমূল পরিবর্তন আনয়ন করল। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ ছিল সম্রাট কন্‌ষ্টান্টাইনের শাসন আমল, খ্রীষ্টান ইতিহাসের সন্ধিকাল (Turning point)। এই সময় হতেই উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থার চরম পরিবর্তনের সূচনা হল। সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন বুঝতে পারলেন যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে তার রাজ্যকে মুক্ত রাখতে হলে, আর তাতে শান্তি বজায় রাখতে হলে, এক গির্জার অধীনে দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অতএব তিনি ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নেছীয়াতে খ্রীষ্টধর্মের সকল সম্প্রদায়ের এক সম্মেলন আহবান করলেন। উক্ত সম্মেলনে আরিয়াস (Arius, ২৫০-৩৩৬ A.C) জুডিও-খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করলেন, আর এ্যাথানেসিয়াস প্রতিনিধিত্ব করলেন পৌলীয় খ্রীষ্টধর্মের। সম্মেলনে সুদীর্ঘ অধিবেশন চলতে লাগল। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বাক্ যুদ্ধ। যেহেতু সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন ছিলেন একজন অ-খ্রীষ্টান; তাই খ্রীষ্টধর্মের জন্য কি মঙ্গলজনক ছিল, সে দিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিলেন শাসক হিসাবে তার নিজের জন্য কি সুবিধাজনক সেই দিকে। অতএব তিনি উভয় ধর্মীয় নেতার সম্মুখ তর্কযুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার পরিবর্তে অধিকতর শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। কারণ, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তার রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে প্রধান দুই দলের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী পৌলীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন, (অন্যথায় তাদের ভোট পাওয়া যেত না)। কাজে কাজেই কনষ্ট্যান্টাইন, পৌলীয় খ্রীষ্টধর্মের প্রতিনিধি, এ্যাথানেসিয়াসের পক্ষে রায় দিলেন। এ্যাথানেসিয়াস ছিলেন একজন সাধারণ ধর্ম যাজক, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী।

ঈসা (আঃ)-এর উর্ধে আরোহনের ৩২৫ বছর পরে, এই সম্মেলনেই, ঈশ্বরনিন্দায় পূর্ণ, নতুন ধর্মমত *ত্রিত্ববাদকে* সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসরূপে গৃহীত হল। আর এ্যাথানেসিয়াসই ছিলেন এ মিথ্যা ও মনগড়া কুফরী মতবাদের (উদ্ভাবক) স্রষ্টা বা ব্যাখ্যাকার। এ ঘটনা হতে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ত্রিত্ববাদের ধারণা যীশুর নিকট হতে আসার পরিবর্তে এই সম্মেলন কর্তৃক জন্ম দেওয়া একটি নতুন প্রথা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এর মূল সূত্র এসেছে সেন্ট পৌলের আবিষ্কার- স্বর্গীয় পুত্রত্ব মতবাদ হতে। আরিয়াস এবং আরিয়াসের মতাবলম্বী (জুডিও- খ্রীষ্টান) যারা এ

www.pathagar.com

অভিনব আবিষ্কার (ত্রিত্ববাদ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন এবং একে ধর্মমতরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন, কনষ্ট্যান্টাইন তাদেরকে কিছুদিন পরেই সমাজচ্যুত করলেন এবং গির্জার সংস্থার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

পৌলের মতবাদের ধারায় এ অধিবেশনে গৃহীত, এ মতবাদকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হল এবং পরবর্তীকালে এ্যাথানেসিয়াস ধর্মমত (Athanacian Creed) নামে একে আখ্যা দেওয়া হল। এইরূপে, পৌলের মতবাদ রোমীয় সম্রাজ্যের সরকারী ধর্মে পরিণত হল। কায়ছার হিওডোসিয়াস (Theodosius)-এর যুগেই পৌলীয় সম্প্রদায় সরকারী দলে পরিণত হয়ে গেল।

Theodosius (born in 347) greatly strengthened Christianity as the official religion of the state. (E. Britanica, vol. ১৮, পৃঃ ২৭২)

যে সকল খ্রীষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করত না, তাদের উপর বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল, পৌলীয়-খ্রীষ্টানরা জুডিও-খ্রীষ্টানদের জীবন সংহার করতে লাগল। এমন কি পৌলীয় গির্জা সংস্থা কর্তৃক অনানুমোদিত কোন সুসমাচার কারো অধিকারে পাওয়া গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে গির্জা ও ধর্মীয় পুস্তক সহ জুডিও-খ্রীষ্টানদের অস্তিত্বের চিহ্ন পৃথিবী হতে মুছে গেল।

পৌলের দল তথা বিকৃত ধর্মের অনুসারীরা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুষ্টিমেয় খাঁটি ধর্মের অনুসারীদের উপর প্রবল হল। অবশেষে একদিন খাঁটি ধর্মের অনুসারীরা কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেলেন।

জুডিও-খ্রীষ্টানদেরর চরম পরাজয়ের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে ডঃ মরিস বুকাইলি মন্তব্য করেছেন ঃ

আজ আর জুডিও- ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম সম্প্রদায়ের কোথাও কোন অস্তিত্ব কিংবা প্রভাব বিদ্যমান নাই। কিন্তু ইতস্ততঃ আলাপ আলোচনায় জুডিয়াষ্টিক মতবাদের কথা শোনা যায়। (পৃঃ ৮৯, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান)

এই জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মমত বিলুপ্ত হওয়ার প্রকৃত রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ বুকাইলি নিম্নরূপে কার্ডিনাল ডানিয়েলুর উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন ঃ

মহান গির্জা সংস্থার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মমত ইহুদী ধর্মমতের সাথেও ক্রমশঃ নিজেদের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে নিতে সক্ষম হয় এবং পাশ্চাত্যে তারা পৌলীয় খ্রীষ্টধর্মের সাথে সহজেই এক দেহে লীন হয়ে যায়। কিন্তু প্রাচ্যে বিশেষতঃ ফিলিস্তিন, আরব, সিরিয়া ও ইরাকে-তৃতীয় এমন কি চতুর্থ শতাব্দীতেও তাদের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। অন্য যারা মহান গির্জাসংস্থার সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে, তাঁরাও কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্র সেমিটিক সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত রাখে। তাদের এই আলাদা কালচারের স্বতন্ত্র ধারা এখনো ইথিওপিয়া ও কালডিয়ার বিভিন্ন গির্জায় চালু রয়ে গেছে। (ঐ, পৃঃ ৮৯)।

www.pathagar.com

অধ্যায়-৪

নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ -ঈসা (আঃ) সম্পর্কে

১। পৌলের উল্লিখিত *আর এক যীশু* কে?

ঈসা (আঃ) সত্যধর্ম প্রচার করছিলেন। ঈসা (আঃ) ও ইয়াহুদীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল ইয়াহুদীদের কারণে। ঈসা (আঃ)-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে এবং তাঁর ধর্মের দ্রুত প্রসার হতে লাগল। এতে ইয়াহুদী ধূর্ত স্বার্থবাজ পাদ্রীদের ব্যক্তিগত হীন স্বার্থে নিদারুন আঘাত লাগে। তারা আশঙ্কা করছিল যে, ঈসা (আঃ) তাদের আধিপত্যের গোড়া ক্ষয় করবে। তাই তারা নানাভাবে তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। ইয়াহিয়া (আঃ) (John the Baptist)কে খুন করেও তাদের হিংসানল নির্বাপিত হল না। তারা ঈসা (আঃ)কেও খুন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে রোমান সরকারের দ্বারা তাঁকে শুলিতে চড়িয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করল।

সেন্ট লুক লিখেছেন ঃ [ইয়াহুদী] *প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা ঈসাকে গোপনে মারিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিতেছিলেন, কারণ তাঁহারা লোকদের ভয় করিতেন। এই সময় এহুদা* [জুদাস], *যাহাকে ইষ্কারিয়োৎ বলা হইত, তাহার ভিতরে শয়তান ঢুকিল। এই এহুদা ছিল ঈসার বারজন সাহাবীর মধ্যে একজন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, লুক ২২ : ২-৩)

ইয়াহুদীরা এই জুদাসের সহায়তায় যীশুকে বন্দী করতে চেষ্টা করে। তার মধ্যে ছিল ন্যায় নিষ্ঠার অভাব। বিশ্বাসঘাতক জুদাস ব্যক্তিগত হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মাত্র ত্রিশটা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ঈসা (আঃ) কে শত্রু হস্তে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

(মথি ২৬ : ১৪-১৬ এবং মার্ক ১৪ : ৪৩ - ৫২ দ্রষ্টব্য)

ঈসা (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর শত্রুরা তাঁর প্রাণ নাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে, তখন তিনি শিষ্যদেরকে নিয়ে নিম্নরূপে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করলেন ঃ তিনি সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে, গেৎশিমানী বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, উহার প্রবেশ পথে, সুবিধামত স্থানে তাঁর ১১ জন শিষ্যের ৮ জনকে মোতায়েন করে নির্দেশ দিলেনঃ

আমি ঐখানে গিয়া যতক্ষণ মুনাজাত করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক।

অতঃপর *তিনি পিতর আর সিবদিয়ের দুই ছেলে* ইয়াকুব ও ইউহোন্না-এই তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আরও ভিতরে গেলেন এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করলেন।

তাঁহার মন দুঃখে ও কষ্টে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

www.pathagar.com

যীশু তাঁর দেয়া মহান শিক্ষা ও নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে যে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করলেন, সেই রক্তপিপাসু ইয়াহুদী ঘাতকরাই আজ তাঁকে বধ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল, তাঁকেই গোপনে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল!

তিনি তাঁহাদের [৩ জনকে] *বলিলেন, 'দুঃখে যেন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। তোমরা এখানেই ..... আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।*

শত্রুদের হাত হতে তাঁকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নজর (Watch) রাখার নির্দেশ দিয়ে *তিনি* [আরও] *কিছু দূরে গিয়া মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িলেন এবং মুনাজাত করিলেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৬ : ৩৬-৩৯ দ্রষ্টব্য)

ঈসা (আঃ) এই বিপদ হতে তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপন প্রভুর নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অনুনয় বিনয় করে তাঁর নিকট সাহায্য চাইলেন। সেন্ট মার্কের ভাষায় যীশু প্রার্থনা করলেন ঃ

আব্বা, পিতা [ঈশ্বর], *তোমার নিকট ত সমস্তই সম্ভব। এই দুঃখের* [গুপ্ত হত্যার] *পেয়ালা আমার নিকট হইতে তুমি লইয়া যাও। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হোক।*

(ইঞ্জিল, মার্ক ১৪ : ৩৫-৩৬, আরও দেখুন মথি ২৬ : ৩৯ এবং লুক ২২ : ৪১, ৪২)

একজন আদর্শ মুসলমান কোন বিপদে পড়লে উহা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ভাবে আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যীশু হুবহু তাই করলেন। লূক (২২:৪৪) লিখেছেনঃ

মনের কষ্টে ঈসা আরও আকুল ভাবে মুনাজাত করিলেন। তাঁহার গায়ের ঘাম রক্তের ফোঁটার মত হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যীশুর প্রার্থনা কি মঞ্জুর করা হয়েছিল ? যদি মঞ্জুর করা হয়ে থাকে, তবে ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু মিথ্যা এবং এটাই কুরআনের সিদ্ধান্ত।

ঈসা (আঃ)-এর প্রভু তাঁর দাসের আবেগআপ্লুত মুনাজাত কবুল করেছিলেন। কারণ, *সদাপ্রভু---- ধার্মিকদের প্রার্থনা শুনেন।* (হিতোপদেশ ১৫:২৯)

(যাহার নিকট সমস্তই সম্ভব) যিনি তাঁহাকে [যীশুকে] *মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন সেই খোদাকে ঈসা------ জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং* [প্রাণ] *ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তির সহিত আনুগত্য ছিল বলিয়া খোদা তাঁহার মুনাজাত কবুল করিয়াছিলেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রাণী ৫ : ৭)

আল্লাহ্ তাঁর দাসের এই বিপদ দেখে তাঁর *দুঃখের পেয়ালা ------লইয়া যাওয়ার* জন্য ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লূক (২২:৪৩) লিখেছেন ঃ

তখন বেহেস্ত হইতে একজন ফেরেস্তা আসিয়া ঈসাকে শক্তি দান করিলেন এবং ইয়াহুদীদের অপবিত্র হাতের স্পর্শ হতে রক্ষা করে ফেরেশ্‌তা তাঁকে স্বর্গে তুলে নিলেন।

www.pathagar.com

যীশুর প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবা বার্ণবা লিখেছেন ঃ

জুদাস, ইহুদী শত্রু ও রোমীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে, ঈসা (আঃ)-এর অবস্থানের নিকটে আস্‌ছিল। তিনি বহুলোকের আগমনের শব্দ শুনে ভয়ে ঘরের দিকে প্রস্থান করলেন। তাঁর অবশিষ্ট এগার জন সাহাবা নিদ্রা যাচ্ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রধান ৪ জন [লূকের মতে উপরে উল্লিখিত একজন নয়] *ফেরেশ্‌তা, জীব্রাঈল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজ্রাঈল (আঃ)কে আদেশ করলেন-ঈসা (আঃ)কে পৃথিবী হতে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পবিত্র ফেরেশ্‌তারা, দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে ঈসা (আঃ)কে সশরীরে বের করে নিয়ে গেলেন, তাঁরা তাঁকে তৃতীয় আসমানে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেখানে সততঃ প্রার্থণারত ফেরেশতাদের সাথে তিনি অবস্থান করছেন।*

(বার্ণবালিখিত সুসমাচার, ২১৫নং অধ্যয় দ্রষ্টব্য)

কুরআনও এই সত্যকে সমর্থন করছে-আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে ইয়াহুদীদের অপবিত্র হস্ত ঈসা (আঃ)কে স্পর্শও করতে পারেনি। (নিচে ফুট নোট ২৫ দেখুন)।

আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ *(ইহুদীরা বলে) আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (কুরআনুল করীম ৪ : ১৫৮-১৫৯)

আল্লাহ্‌ সত্যই *মহাপরাক্রমশালী*, ঈসা (আঃ)কে নিজের কাছে জীবন্ত উঠিয়ে নেয়া এবং শেষ যামানায় উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁকে স্বাভাবিক মৃত্যুদান করা আল্লাহ্‌র কাছে মোটেই কঠিন কিছু নয়। এই ঈসা (আঃ)কেই জুডিও-খ্রীষ্টানরা প্রচার করতেন আর তাঁকেই সম্ভবতঃ পৌল *আর এক যীশু* (৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(ক) মেকী যীশুর সমীক্ষা

বার্ণবা লিখেছেন ঃ ইয়াহুদী শত্রু ও রোমীয় সৈন্যরা যখন ঘরের নিকট আসল, *জুদাস আবেগপ্রবণ হয়ে দ্রুতগতিতে সর্বাগ্রে কক্ষের সেই স্থানে পৌঁছল যেখান হতে যীশুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।*

বার্ণবা আরও লিখেছেন ঃ

.....the wonderful God acted wonderfully[২৫], insomuch

২৫। কুরআনেও বার্ণবার এ উক্তিটির সমর্থন মিলে। *আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহ্‌ গোপন কৌশল করলেন। আর আল্লাহ্‌ শ্রেষ্টতম কৌশলী।* কুরআন (৩ ঃ ৫৪)

অর্থ্যাৎ ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ)কে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করলেন ও বিশ্বাসঘাতক জুদাসকে শাস্তি দেওয়ার কৌশল করলেন। এরূপে পরমকৌশলী আল্লাহ্‌ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তাদের কুকীর্তির জন্য গোলক-ধাঁধাঁয় ফেলে দিলেন।

www.pathagar.com

that Judas was so changed in speech and in face to be like Jesus that we believed him to be Jesus.

সূক্ষ্মদর্শী ও সুকৌশলী আল্লাহ্ পাক বিস্ময়কর ভাবেই তাঁর কার্য সম্পাদন করেছিলেন, যার ফলে জুদাস আকার-আকৃতি ও ভাষায় হুবহু যীশুর মত এরূপ পরিবর্তিত হয়েছিল যে, আমরা নিঃসন্দেহে তাকে ঈসা বলেই বিশ্বাস করছিলাম।

সে আমাদেরকে নিদ্রা হতে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল, 'গুরু কোথায়?

আমরা আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলাম,-

'আপনিই, প্রভু! আপনিই তো আমাদের প্রভু; আপনি কি এখন আমাদেরকে ভুলে গেলেন' ?

মুচকি হেসে জুদাস উত্তর দিল- 'এখন তোমরা এমন বোকা হয়েছ যে আমাকে জুদাস ইস্কারিয়োৎ বলেও চিনতে পারছনা'? জুদাস যখন এভাবে কথা বলছিল, সৈন্যদল সেখানে ঢুকে পরল এবং জুদাসকে পাকড়াও করল, কারণ সর্বদিক দিয়ে সে তখন অবিকল যীশুর মত হয়েছিল।

জুদাসের কথা শুনতে শুনতে এবং বহু সংখ্যক সৈন্য দেখে আমরা আত্মহারা হয়ে পলায়ন করলাম। যোহন নাইলনের কাপড় পরিহিত ছিল। সে নিদ্রা হতে উঠে পলায়ন করছিল। এমন সময় হঠাৎ একজন সৈন্য তাঁর নাইলনের কাপড় ধরে ফেলল। সে নাইলনের কাপড় ছেড়ে দিয়েই বিবস্ত্র হয়ে পলায়ন করল। আল্লাহ্ যীশুর প্রার্থণা মঞ্জুর করেছিলেন, ফলে আমরা এগার জন শিষ্যই বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছিলাম। (বার্ণবালিখিত ইঞ্জিলের ২১৬ নং অধ্যায়, দেখুন)

পরমকৌশলী আল্লাহ্ জুদাসের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর অবিকল ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি ও কণ্ঠস্বরের অনুরূপ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে ইয়াহুদীরা তাকেই বন্দি করে নিয়ে যায় এবং শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করে বলে দাবী করে।

এইরূপে দাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যৎ বাণী (প্রেরিত ১:১৬) বাস্তবে পরিণত হল ঃ

সে নিজে ঐ গর্তে পতিত হবে, অন্যকে ফেলানোর জন্য যা সে প্রস্তুত করেছিল। (বার্ণবালিখিত ইঞ্জিলের ২১৩ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য (১৭৮ পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক বর্ণনা দেখুন)

অতঃপর ইয়াহুদীরা প্রচার করে দেয় যে, তারা যীশুকে শুলিবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছে। অথচ নতুন নিয়মের ২৭ খানা পুস্তিকার কোথাও কোন গ্রন্থকারই নিশ্চয় করে বলতে পারেন না যে রোমীয় সৈন্যরা প্রকৃত যীশুকেই বন্দী করেছিল, না কি জুদাসকে বন্দী করেছিল। সুসমাচারের লেখকদের কেউ-ই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না (দেখুন মার্ক ১৪ : ৫০)। তারা শুধু অনুমান করে যীশুকে বন্দী করার কথা বলেছেন। সুতরাং অনুমানের উপর ভিত্তি করে পৌলের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত।

যীশুরূপ জুদাসকে বন্দি করার ব্যাপারেও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেখা যায়। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো তুলনা করুন। বাম কলামে মথি, মার্ক ও লূকের

www.pathagar.com

মতেঃ জুদাস ঘরের ভিতরে ঢুকেই ঈসা (আঃ) কে সৈন্যদের নিকট সনাক্ত করার জন্য, চুমু দিল। এখানে জুদাস প্রত্যক্ষ (মুখ্য), এই বিবরণের নায়ক। পক্ষান্তরে ডান কলামে (ইউহোন্নার মতে)ঃ ঈসা (আঃ) নিজেই বাইরে এসে সৈন্যদের নিকট বার বার নিজেকে সনাক্ত করছিলেন, আর সৈন্যরা পিছনে হঠছিল এবং জুদাস সৈন্যদের সাথে নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। তারা পিছনে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এখানে জুদাস পরোক্ষ, ঈসা (আঃ) নিজেই বিবরণের নায়ক। সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার কত যে চেষ্টা!

জুদাস ছাড়া ঈসা (আঃ)কে অন্য কোন সৈন্য চিনত না। তাই সে সৈন্যদেরকে বলেছিল ঃ *'যাহাকে আমি চুমু দিব, সে-ই সেই লোক* [ঈসা]। *তোমরা তাহাকেই ধরিও ও পাহারা দিয়া লইয়া যাইও' তাই এহুদা সোজা ঈসার নিকটে গিয়া বলিল, 'হুজুর !' এই কথা বলিয়াই সে তাঁহাকে চুমু দিল। তখন সেই লোকেরা ঈসাকে ধরিল।*

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪ : ৪৪ - ৪৬, মথি ২৬ : ৪৮-৫০)

লুক বলছেন চুমু দিতে আসিলে ঈসা জুদাস (এহুদা)কে বলিলেনঃ এহুদা, চুমু দিয়া কি মনুষ্যপুত্রকে ধরাইয়া দিতেছ ?

(ঐ, লূক ২২ : ৪৮]

তিনি [যীশু] বাহির হইয়া আসিয়া সেই লোকদের বলিলেন, 'আপনারা কাহাকে খুঁজিতেছেন' ? তাহারা বলিল, 'নাসরতের ঈসাকে'। ঈসা তাহাদের বলিলেন, 'আমিই তিনি।' ---এহুদাও তাহদের সংগে দাঁড়াইয়া ছিল। ঈসা যখন তাহাদের বলিলেন, 'আমিই তিনি 'তখন তাহারা পিছাইয়া গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ঈসা আবার তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাহাকে খুঁজিতেছেন'? তাহারা বলিল, 'নাসরতের ঈসাকে'। তখন ঈসা বলিলেন, 'আমি ত আপনাদের বলিয়াছি যে, আমিই তিনি'। ..... তখন সেই সৈন্যেরা আর প্রধান সেনাপতি ও ইহুদী নেতাদের কর্মচারীরা ঈসাকে ধরিয়া বাধিল।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮ : ৪-৮,১২)

আসলে প্রকৃত ঘটনা ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম হতাশা ও বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাহিনী জুড়ে দিয়েছিল। স্ববিরোধী বক্তব্যগুলোই প্রমাণ করে যে উপরোক্ত বিবরণগুলো মিথ্যা উদ্ভাবন ও কল্পিত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, ইয়াহুদীরা যীশুকে বন্দী করতে পারেনি, শূলেও চড়ায়নি বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে সশরীরে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন আর বিশ্বাসঘাতক জুদাসকে শত্রু হস্তে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাকেই তারা শুলে চড়িয়েছিল, তবে শূলীতে চড়ানোর পরেও তার ক্ষত দেহে প্রাণ ছিল, যীশুর শিষ্যরা তাকে চুরি করে নিয়ে সেবা শুশ্রূসা করে সুস্থ করে।

(খ) মেকী যীশুর কাফন-দাফন ও কবর হতে লাশ উধাও

যীশুরূপ জুদাসকে শুক্রবার বেলা তৃতীয় ঘটিকায় * (মার্ক ১৫ : ২৫) শূলে চড়ানো হয়েছিল। ঘন্টা তিনেক তাকে ক্রুশে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ডীন ফেরার

www.pathagar.com

(Dean Farrar) নামক লেখক তার লিখিত Life of Christ" পুস্তকের ৪২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ ***Jesus was on the cross for only 3 hours***

* যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করার সময় সম্বন্ধেও নতুন নিয়ম পরস্পর বিরোধী বিবরণ দিচ্ছে। যোহনের মতে *বেলা প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকায়* পীলাত যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করার জন্য ইয়াহুদীদের হস্তে সমর্পন করলেন। (ত্রাণকর্তা প্রভু..... নূতন নিয়ম, যোহন ১৯ ঃ ১৪-১৬ দ্রষ্টব্য)।

তথাকথিত যীশুকে ক্রুশে চাপানোর পরে কি হয়েছিল ? মথি লিখেছেন ঃ

সেইদিন দুপুর বারটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার হইয়া রহিল.....আর এবাদতখানার পর্দাখানা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল, আর ভূমিকম্প হইল ও বড় বড় পাথর ফাটিয়া গেল, কবর সকল খুলিয়া গেল এবং খোদার যে লোকেরা মরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের দেহ জীবিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন.....

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৭ঃ ৪৫, ৫১-৫৩)

তাছাড়া শক্রবার বেলা ডুবার পর হতে ইয়াহুদীদের বিশ্রামবার (Sabath day) শুরু হয় (৩৪ নং পৃঃ ফুট নোট দেখুন)। বিশ্রামবারে হত্যা করা বা কাকেও ক্রুশে রাখা ইয়াহুদী শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল। তাই বিশ্রামবারের কারণে এবং অজানা এক ভয়ে সূর্যাস্তের পূর্বেই যীশুকে (?) ক্রুশকাষ্ঠ হতে নামিয়ে আনার জন্য ইয়াহুদীরা তড়িঘড়ি করল। ফলে সুযোগ পেয়ে যীশুর গুপ্ত শিষ্য *আরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ ঈসার লাশটি লইয়া যাইবার জন্য পীলাতের নিকট অনুমতি চাহিলেন।* পীলাত সহজেই অনুমতি দিয়ে দিলেন, কারণ যীশুর প্রতি তিনি ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীল। ইয়াহুদীদের পীড়াপীড়িতে যীশুকে শুলীতে চড়ানোর অনুমতি দিলেও ভিতরে ভিতরে তিনি যীশুকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন (দেখুন মথি ২৭ ঃ ১৯, লুক ২৩ ঃ ৪, ২২, যোহন ১৮ ঃ ৩৮)।

ইউসুফ কখনও নিজেকে ঈসার শিষ্য বলে পরিচয় দিতেন না, ইয়াহুদীদের ভয়ে তিনি গুপ্তভাবেই ছিলেন।

পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি আসিয়া ঈসার লাশ লইয়া গেলেন। আগে যিনি রাত্রিবেলায় ঈসার নিকটে আসিয়াছিলেন, সেই নীকদীমও প্রায় একমণ দশ সের গন্ধরস ও অগুরু মিশাইয়া লইয়া আসিলেন। (ঐ, যোহন ১৯ ঃ ৩৮-৪০ দ্রষ্টব্য)

যাহোক সাবাতের সন্ধ্যা আসবার পূর্বেই শূলে দিবার মাত্র তিন ঘন্টা পরে ইউসুফ যীশু (?) কে অজ্ঞান অবস্থায় শূল হতে নামিয়ে আনলেন। যীশুর সহিত আরো দুইজন ডাকাতকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল।

প্রকাশ থাকে যে, ছোট-বড় দু'টি কাঠের টুকরা দ্বারা ক্রুশ তৈরী করা হত। ক্রুশ দেখতে ছিল এ (+) রকম। এতে অপরাধী ব্যক্তির হাতে পায়ে পেরেক মেরে ক্রুশের উপর গেঁথে দেওয়া হত। তার পরে ক্রুশটিকে মাটিতে খাড়া করে পুঁতে দেয়া হত। এ

www.pathagar.com

অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে ক্রুশে ঘন্টা তিনেক রাখলে কখনও মরার কথা নয়। কোন মানুষ এত অল্প সময়ে মরতে পারে না, ইয়াহুদী নেতারা ইহা ভালভাবেই বুঝত। অনেকে এ অবস্থায় ৭ দিন পর্যন্তও জীবিত থাকত। অতএব বেলা ডুবার পূর্বেই ক্রুশ আরোহীদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য-

.....তাঁহারা পীলাতের নিকট অনুরোধে করিলেন, যেন ক্রুশে যাহারা আছে তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া ক্রুশ হইতে সরাইয়া ফেলা হয়। তখন সৈন্যেরা আসিয়া ঈসার সঙ্গে যাহাদের ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের দুইজনের পা ভাঙ্গিয়া দিল। কারণ, যীশুর (?) ক্রুশ সঙ্গী দু'জন নিজ নিজ ক্রুশে জীবিত ছিল। সুতরাং যীশুর (?)ও একই সময়-সীমার মধ্যে নিসন্দেহে জীবিত থাকার কথা ছিল কিন্তু যীশুর (?) প্রতি কোন অজানা কারণে সহানুভূতিশীল ও দয়াপরবশ হয়ে *তিনি মারা গিয়াছেন*-অজুহাত দেখিয়ে *তাহার পা ভাঙ্গিল না।* (ঐ, যোহন ১৯ ঃ ৩১-৩৩)

যা হউক যীশু (?) কে ক্রুশ হতে নামানোর পর

একজন সৈন্য তাঁহার পাজরে বল্লম দিয়া খোঁচা মারিল, আর তখনই সেই জায়গা হইতে রক্ত আর পানি বাহির হইয়া আসিল। (ঐ, ইউহোন্না ১৯ ঃ ৩৪)

মৃত ব্যক্তির শরীরে রক্ত জমাট বেঁধে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। কোন দেহ হতে *রক্ত আর পানি বাহির হইয়া আসাই* ঐ দেহের মধ্যে জীবনের অভ্রান্ত লক্ষণ। যীশু (?) যে জীবিত ছিলেন-এ চিহ্ন ছিল তার নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

নীক্‌দীম্, ইউসুফ এবং যীশুর নারী শিষ্য মরিয়ম মগ্দলীনী-এই তিন জন যীশুর অন্তিম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। যীশুর এই অনুগত, ভক্ত ও আত্ম উৎসর্গকৃত শিষ্যদের মধ্য হতে নীক্‌দীম্‌কে কেন যে অন্য তিন সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়নি, অথবা কেন যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুছে ফেলা হয়েছে-বলা কঠিন।

পরে তাঁহারা [নীক্‌দীম ও ইউসুফ] *ঈসার লাশটি লইয়া ইহুদীদের দাফন করিবার নিয়ম-মত সেই সমস্ত সুগন্ধি জিনিষের সংগে তাঁহার লাশটি কাফন দিয়া জড়াইলেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, যোহন ১৯ ঃ৪০)

যে স্থানে তাকে ক্রুশে দেয়া হয়, সেই স্থানে ইউসুফের একটা বাগান ছিল, সেখানে ইউসুফ নিজের জন্য একটা কবর কেঁটে রেখেছিলেন। সেই দিনটি ছিল ইয়াহুদীদের আয়োজনের দিন, আর কবরটাও ছিল নিকটে। তাই তারা সেই কবরের মধ্যেই যীশু(?)কে রাখলেন।

পরে সেই কবরের মুখে বড় একটা পাথর গড়াইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

(ঐ, মথি ২৭ ঃ ৬০)

আমাদের মনে রাখা দরকার-এই কবরটা ছিল যীশুর গুপ্ত শিষ্য ইউসুফের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি। ইনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনবান ও প্রভাবশালী ইয়াহুদী।

www.pathagar.com

জিম-বিশোপ নামে খ্রীষ্টান বিশেষজ্ঞের মতে পাথরের মধ্যে খুদিত এই কবরটা ছিল ৫ ফুট পাশে, ১৫ ফুট লম্বা এবং ৭ ফুট গভীর। এই কবরের মধ্যে ধাপ ধাপ ছিল।

যীশুর গুপ্ত অথচ অনুগত ও জীবন উৎসর্গকারী এই শিষ্যরা যীশু (?) কে ক্রুশ হতে নামিয়ে আনার সময় তার আহত দেহে জীবনের চিহ্ন ও লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। ইয়াহুদী নেতাদের ধর্মীয় সন্দেহ দূর করার জন্য এবং তাদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য গুপ্ত ও অনুগত শিষ্যরা তার লাশের গোর দেয়ার সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। অতঃপর কাঁফন দ্বারা আবৃত সেই দেহ রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বেই সরিয়ে ফেলার সুবিধার্থে ইউসুফের প্রদত্ত নিকটবর্তী কবরে রেখে দিলেন এবং ক্ষণকালের জন্য *কবরের মুখে একটা পাথর গড়াইয়া দিয়া.....চলিয়া গেলেন।*

না, না, একেবারে চলে যাননি। প্রভুর সব চেয়ে প্রয়োজনের সময় তাকে নিঃসহায় ফেলে রেখে অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত শিষ্যরা চলে যেতে পারেননি।

ইউসুফ ও নীক্‌দীম্‌-ই সেই দুই প্রকৃত বন্ধু যারা ঐ শুক্রবার দিনগত রাত্রেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর পরই পাথরখানা সরিয়ে ফেললেন, যীশুর মাথায় জড়ান রুমাল খানি স্বতন্ত্র একস্থানে গুটিয়ে রাখলেন (যোহন ২০ ঃ৭)। তাঁদের আহত প্রভুকে রাত্রির অন্ধকারে চিকিৎসার জন্য পার্শ্ববর্তী কোন এলাকায় উপযুক্ত স্থানে চুরি করে নিয়ে গেলেন।

ঈসা (আঃ)-এর প্রাচীন ও বিশ্বস্ত শিষ্য বার্ণবা তাঁর লিখিত ইঞ্জিলের মধ্যে প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর তুলে ধরেছেন ঃ

Those disciples [Joseph and Nicodemus] ***Who did not fear God went by night [and] stole the body of Judas and hid it, spreading a report that Jesus was risen again; whence great confusion arose.***

অনুবাদঃ *যীশুর ঐ শিষ্যরা* [ইউসুফ এবং নীক্‌দীম], *যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করল না, রাত্রিতে গিয়ে জুদাসের দেহকে চুরি করে নিয়ে গেলেন এবং গোপন করে ফেললেন। অতঃপর এই গুজব প্রচার করে দিলেন যে, যীশু মৃত্যু হতে পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছেন। যার ফলে বিরাট বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হল।*

মগ্দলীনী মরিয়ম, যীশু (?)কে কবর হতে উদ্ধারের পরিকল্পনা ও আয়োজন জানতেন। তাই তিনি একজনকে কবরের নিকটে দেখে বলেছিলেনঃ

জনাব, আপনি যদি তাঁহাকে [পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী] *লইয়া গিয়া থাকেন, তবে বলুন কোথায় রাখিয়াছেন। আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব।*

(ইঞ্জিল শরীফ, যোহন ২০ ঃ ১৫)

যীশু (?) ছিলেন জীবিত। অল্পের জন্য তিনি শূলী মৃত্যু হতে উদ্ধার পেয়েছিলেন। আর মগ্দলীনী মরিয়ম এই জীবিত যীশু(?)কেই *লইয়া যাইতে* এসেছিলেন, যাতে অন্যত্র

www.pathagar.com

সরিয়ে নিয়ে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করতে পারেন। যীশু (?) যদি মরে গিয়ে থাকতেন এবং মরিয়ম তা বিশ্বাসই করতেন, তবে যীশুর (?) পঁচা-গলা দেহ *লইয়া যাইয়া* তিনি কি করতেন ? অন্যত্র কবর দিতই বা কে ? কবর খনন করত কে ? *এক মণ দশ সের গন্ধরস ও অগুরু* সহ তিন মন সাড়ে তিন মন ওজনের যীশুর লাশটি-ই বা তিনি কিরূপে বহন করে নিতেন ? যীশু(?) যদি জীবিত না থাকতেন, তবে *আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব* - মরিয়মের এ কথা বলার কোন অর্থই হয় না।

যীশুরূপ জুদাসের জড়দেহকে যে গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, তার প্রমাণ ঃ মগ্দলীনী মরিয়ম যীশুর (?) কবরের নিকট গিয়ে দেখলেন ঃ

কবরের মুখ হইতে পাথরখানা সরানো হইয়াছে। (যোহন ২০ ঃ ১)

তিনি হয়তো মনে করেছিলেন ঃ শিষ্যদের পরিকল্পনা ও আয়োজন টের পেয়ে ইয়াহুদী নেতারা আহত অথচ জীবিত যীশুর (?) লাশ আগেই কবর হতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই হতাশার আতিশয্যে তিনি পিতর ও যোহনের নিকট বলে ফেলেছিলেন ঃ

লোকেরা প্রভুকে কবর হইতে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে আমরা তাহা জানি না। (ইউহোন্না ২০ ঃ ২, ১৩)

(গ) সেন্ট পৌলের কল্পিত যীশু

ইনি-ই, এই ক্রুশ বিদ্ধ জুদাসই হলেন সেন্ট পৌলের কল্পীত যীশুখ্রীষ্ট। ইনি-ই পৌলের সুসমাচার অনুসারে, মৃতগণের মধ্য হতে উত্থাপিত।

(১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৪ এবং ২ তীমথিয় ২ ঃ ৮ দ্রষ্টব্য)

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদ ও সুসমাচার লেখকরা-হতভাগা এই জুদাসকে ক্রুশকাষ্ঠে বধ করার এবং মৃত্যু হতে জীবিত করানোর জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। কারণ, তাদের গুরু সেন্ট পৌল ধর্মবিধান দিয়ে গিয়েছেন যে, *মুক্তি কেবল যীশুর ক্রুশ-কাষ্ঠে মৃত্যু ও তার পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়েই লাভ হবে।* তিনি বলেছেন ঃ

আর মসীহ্‌কে যদি [মৃত্যু হতে] *জীবিত করা না হইয়া থাকে, তবে আমাদের প্রচারও মিথ্যা আর তোমাদের ঈমান আনাও মিথ্যা।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ১৪)

পৌলের মতানুসারে, খ্রীষ্টধর্ম মানব জাতিকে যীশুর রক্ত ব্যতীত দিতে পারে-এমন আর কিছুই নেই। যীশু যদি না মরেন, অতঃপর মৃত্যু হতে পুনর্জীবিত না হন, তবে খ্রীষ্টধর্মে মুক্তির তো আর কোন সুযোগই থাকে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ক্রুশ কাষ্ঠে যীশুর মৃত্যুও নেই, খ্রীষ্টান ধর্মও নেই। যীশু জীবিত প্রমাণ হলে খ্রীষ্টানদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে কে ? (কলসীয় ১ ঃ ১৪ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

বাইবেলে যীশুর জীবিত থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মগজ ধোলাই করা তার্কিকেরা মানবে না। পক্ষান্তরে যীশুর পুনরুত্থানের কোনই প্রমাণ নেই, কেউ-ই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, নতুন নিয়মের ২৭ খানা পুস্তিকার কোথাও যীশুর পুনরুত্থানের কথা নেই। তবে নীক্‌দীম ও ইউসুফ প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর আমাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য রূপে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নীরব। কিরূপে তাঁরা তাঁদের প্রভুকে ঐ শুক্রবার রাত্রেই রাতের অন্ধকারে অতি সত্ত্বর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুবিধামত স্থানে আরোগ্য লাভের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, এই দুই বলিষ্ঠ ব্যক্তি সরলভাবে ও সঠিকরূপে আমাদেরকে বলতে পারতেন। বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি ? একমাত্র অকপট ও প্রকৃত দু'জন সাক্ষী চিরদিনের জন্য নির্বাক ?

সপ্তাহের প্রথম (রবিবার) দিন ভোরবেলায় মগ্দলীনী মরিয়ম যীশুর (?) কবর দেখ্‌তে গিয়ে উহা খালি দেখলেন। এর পূর্বে ১ দিন ২ রাত মৃত দেহের কি হয়েছিল কেউ-ই কিছু জানত না। সুতরাং পৌলের সুসমাচার অনুসারে

তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন। (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৪)

তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত। (২ তীমথিয় ২ ঃ ৮)

পৌলের এ সমস্ত দাবী ভিত্তিহীন

যীশু বলেছেন-*মৃতগণের মধ্য হইতে পুরুত্থান লাভ করিলে,*-তারা ফেরেশ্‌তা (বা ভূতের) মত অশরীরী আত্মা হয়ে যায়। তাদের হাড় মাংস থাকে না (লুক ২০ ঃ ৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য)। তাই যীশু, উর্ধে আরোহনের পরে, ফিরে এসে নিজের পুনরুত্থানের সত্যতা অস্বীকার করে শিষ্যদের বললেন ঃ

আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি। .... কারণ ভূতের ত আমার মত হাড়-মাংস নাই" (ইঞ্জিল শরীফ, লুক ২৪ ঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ *আমি মরিওনি, আমার পুনরুত্থানও হয়নি; আমি অশরীরী আত্মা-ভূত বা ফেরেশতার রূপও ধারণ করিনি। আমি তোমাদের সেই প্রভু-যীশু। তোমরা যে গুজব শুনেছ-উহা মিথ্যা।* যীশুর যদি মৃত্যুই হয়ে থাকত, তবে তাঁর অশরীরী আত্মার কবর হতে বের হওয়ার জন্য পাথর সরানোরই বা কি দরকার ছিল ? আর রুমাল গুটানোরই বা কি প্রয়োজন ? যাহোক সত্য ঘটনাকে ধামা-চাপা দিয়ে, জুদাসের পুনরুত্থান প্রমাণ করে, পৌলের মিথ্যা ধর্মমত টিকিয়ে রাখার জন্য তারা কত রকম বাহানা যে জুড়ে দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ঘুষ-টুষ বা জোড়াতালি দিয়ে কোন রকম ভাবে যীশুর ফাঁসিকাষ্ঠে হত্যা ও কবর হতে পুনরুত্থান প্রমাণ করতে পারলেই মুক্তি আর যায় কোথায় ? এক লাফেই বেহেশতে পৌঁছা যাবে।

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৬ নং অধ্যায়ের শেষোক্ত ১২টি বাক্য পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে নেই (১৭৪ খৃষ্ঠায় দেখুন)। পৌলের কল্পিত যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করার জন্য এ ১২টি বাক্য পরে আমদানি করা হয়েছে। যীশু কবর হতে উধাও হয়েছেন- খবর পেয়ে ইয়াহুদী নেতারা *পরামর্শ করিলেন এবং সেই সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়া বলিলেন, 'তোমরা বলিও', 'আমরা রাত্রে যখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন তাঁহার*

www.pathagar.com

সাহাবীরা আসিয়া তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

-------তখন পাহারাদারেরা সেই টাকা লইল এবং তাহাদের যেমন বলা হইয়াছিল তেমনই বলিল। আজও পর্যন্ত সেই কথা ইহুদীদের মধ্যে ছড়াইয়া আছে।

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৮ : ১২-১৫)

প্যারিসের ক্যাথলিক স্কুলের অধ্যাপক প্রখ্যাত খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিধ ফাদার ক্যানেনগিয়েসার সামরিক পাহারাদারদের এ গল্পকে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে ঘটনাটা ছিল হয়তো উল্টা অর্থাৎ লাশ চুরি হয়েছিল ঠিকই, পুনরুত্থানের দাবী ছিল মিথ্যা ও গুজব। পাহারাদারদের দেয়া লাশ চুরির বিবরণ ছিল ঠিকই, ঘুষের কথা ছিল মিথ্যা উদ্ভাবন।

ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অন্ধকার ও বিশ্রামবারের কারণে যীশুর (?) লাশকে তড়িঘড়ি করে তার শিষ্যদের হাতে ছেড়ে দেয়ার পরে ইয়াহুদী নেতারা তার মৃত্যু সর্ম্পকে ও লাশ চুরি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছিল। তারা মনে করছিল– তাদের ধোকা দেয়া হয়েছে। তাই তারা অস্বস্থি বোধ করছিল। একই রকম সন্দেহ পীলাতেরও হয়েছিল। যীশুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি অবাক হয়েছিলেন। অতীত অভিজ্ঞতা হতে তিনি বুঝতেন যে, ক্রুশ আরোহণে কোন ব্যক্তিই এত তাড়াতাড়ি মরতে পারে না।

পীলাত আশ্চর্য হইলেন যে, ঈসা এত তাড়াতাড়ি মরিয়া গিয়াছেন। সত্য সত্য ঈসার মৃত্যু হইয়াছে কিনা, তাহা শত-সেনাপতিকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৫ : ৪৪)

(এর পরের অংশ ১৮৯ পৃঃ দেখুন)

উপসংহারে আমরা এটাই বলতে পারি যে, সত্যের দীপ্তি চাপা দেয়া যায় না, আঁধারের সমস্ত আবরণ ভেদ করে সত্যের প্রভা কিরণ দিতে থাকে। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নেতাদের অনুমিত দাবী সত্য নয়। শূলে আরোহী যীশু ছিল কল্পিত, আসল যীশু নয়।

মহান আল্লাহর ভাষায় ঃ

তাহারা ঈসাকে হত্যাও করিতে পারে নাই, শূলেও চড়ায় নাই, বরং তাহারা সন্দেহে পতিত হইয়াছে। আর নিশ্চিত সত্য এই যে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, বরং আল্লাহ্ তাঁহাকে জীবন্ত উঠাইয়া নিয়াছেন। (কুরআন ৪ : ১৫৭)

www.pathagar.com

২। যীশুর বংশ তালিকা

মথি তার সুসমাচারের শুরুতেই যীশুর বংশ তালিকা প্রণয়ন করেছেন। যীশু হতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত মথির লেখা এই বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ
যীশু (১) ইউসুফের পুত্র (২) ইউসুফ ইয়াকুবের পুত্র (৩) ইয়াকুব মত্তনের পুত্র,---(২৬) সোলায়মান দাউদের পুত্র ----- (৪০) ইয়াকুব ইস্হাকের পুত্র, ইস্হাক ইব্রাহীমের পুত্র ছিলেন
(মথি ১ ঃ ২-১৬ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু লূক যীশুর বংশ তালিকা যীশু হতে শুরু করে একদম আদম (আঃ) পর্যন্ত নিয়ে ঠেকিয়েছেন। তার লিখিত বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ ঈসা, *যেমন লোকের ধারণা, লোকে মনে করিত,* (১) ইউসুফের ছেলের, (২) ইউসুফ এলির পুত্র, (৩) এলি মত্ততের পুত্র,--- (৪১) নাথন দাউদের পুত্র,-- (৫৩) ইয়াকুব ইস্হাকের পুত্র, (৫৪) ইস্হাক ইব্রাহীমের পুত্র, (৭৫) আদম খোদার পুত্র ছিলেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ৩ ঃ ২৩-৩৮ দ্রষ্টব্য)

যীশুর বংশ তালিকায়, ইউসুফ হতে দাউদ (আঃ) পর্যন্ত, তাঁর পূর্ব পুরুষের সংখ্যা মথিলিখিত ইঞ্জিলে দেখা যায় ২৬ জন অথচ লূক লিখিত ইঞ্জিলে ৪১ জন।

তাহলে আল্লাহ্ (?) কি মথির নিকট ওহী প্রেরণ করার সময় তাঁর পুত্র যীশুর মাত্র ২৬ জন পূর্ব পুরুষ এবং লূকের নিকট ওহী প্রেরণ করার সময় ৪১ জন পূর্ব পুরুষ খুঁজে পেয়েছিলেন ? (১১২ পৃষ্ঠায় যীশুর বংশ তালিকা দেখুন)

অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কেবল যীশুর (?) তথাকথিত পিতা ইউসুফের নাম ব্যতীত (দাউদ আঃ পর্যন্ত) মথি লিখিত বংশ তালিকার নামগুলোর সাথে লূক লিখিত বংশ তালিকার নামগুলোর আদৌ কোন মিল নেই।

- ইউসুফ কি ইয়াকুবের পুত্র, না এলির পুত্র ?

- দাউদ (আঃ)-এর পুত্র কি সোলায়মান (আঃ), না নাথন ?

মোটের উপর উভয় তালিকা-ই পুরাপুরিভাবে স্ববিরোধী, অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার ও দুঃখজনক এই যে, লূক আল্লাহ্র (?) বাণীতে লিখেছেন– লোকের ধারণা বা লোকে মনে করত যে, ঈসা (আঃ) ইউসুফের ছেলে। অথচ খ্রীষ্টানরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ঈসা (আঃ) চিরাচরিত প্রথার বিপরীত, পিতার মাধ্যম ছাড়াই শুধু আল্লাহর নির্দেশে অলৌকিকভাবে মাতৃগর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও যীশুর পিতা প্রমাণ করার জন্য এই বেচারা ইউসুফকে নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদদের টানা-হেঁচড়া ও চেষ্টার অন্ত নেই।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, বাইবেল যদি আল্লাহ্র বাণী হয়ে থাকে, তবে

- আল্লাহ্ কি নিশ্চিতরূপে জানেন না-যীশু কার পুত্র ?

- তিনি কি *লোকের ধারণার* উপরেই তাঁর বাণী লিখার দায়িত্ব লূকের উপর ছেড়ে দিতে পারেন ?

www.pathagar.com

-সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশ্রোতা আল্লাহর বাণী কি এরূপ *ধারণা করা* বা *মনে করার* উপর ভিত্তি করে অনিশ্চিত ও সন্দেহজনক হতে পারে ?

এ বিচারের ভার বিবেকসম্পন্ন সুধী পাঠক-পাঠিকার উপরই ন্যস্ত করা হল।

দাউদ (আঃ) হতে ইউসুফ (আঃ) পর্যন্ত যীশুর বংশ তালিকা

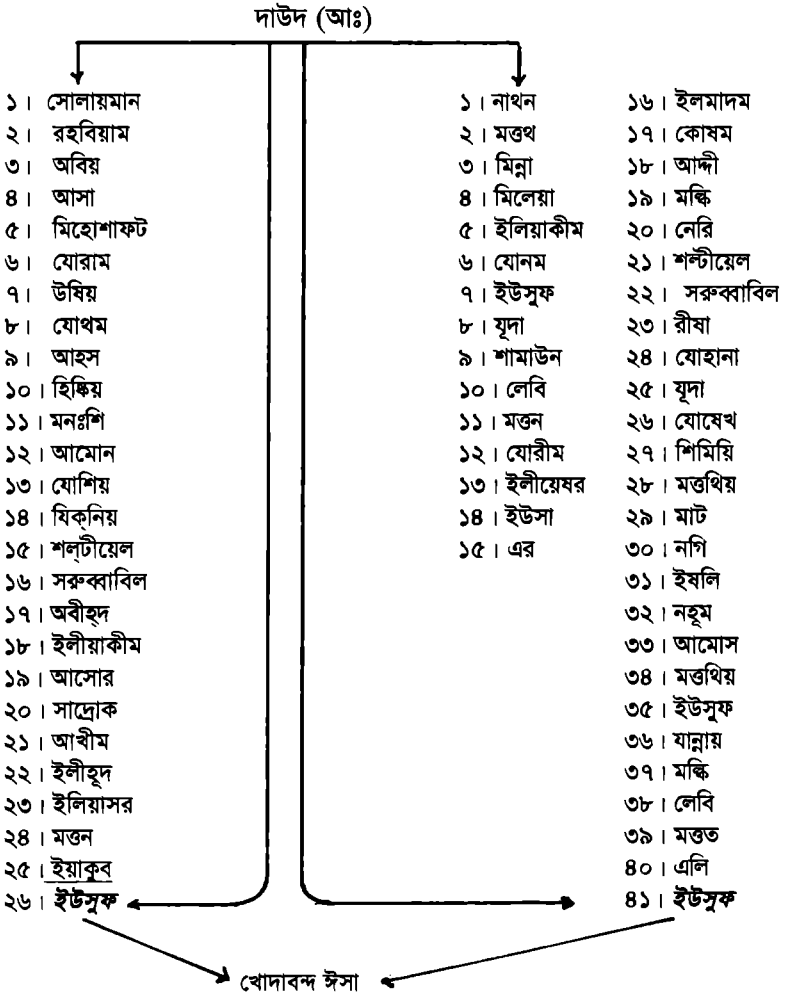

www.pathagar.com

(ক) আল্লাহর বাণী উদ্ভাবন (তৈরী) করার অভিনব পদ্ধতি

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র আত্মা (The Holy spirit) কর্তৃক অনুপ্রাণিত অর্থাৎ খোদার নিকট হতে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে ইঞ্জিল লেখকরা ইঞ্জিল শরীফ লিখে গিয়েছেন। সুতরাং উহা খোদার বাণী। কিন্তু এতে খ্রীষ্টান জগৎ একমত যে, বাইবেলে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত উক্তি খোদার নয় বরং লেখকের নিজের। যেমন যীশুর বংশ তালিকায় ইঞ্জিল লেখক লূক তাঁর নিজের অভিমত ***As was supposed*** *(Luke 3 : 23)* ***লোকে মনে করিত,*** প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লিখেছেন, কারণ বাইবেলের পান্ডুলিপিতে ***As was supposed*** অনুপস্থিত। লূকের নাম দিয়ে উহা পরে জুড়ে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন-এই বইয়ের মধ্যে কত কত উদ্ধৃতির অর্থ স্পষ্ট ভাবে বুঝানোর জন্য আমি কিছু কিছু শব্দ তৃতীয় বন্ধনী [ ]-এর মধ্যে লিখেছি এবং ২ নং পৃষ্ঠায় ফুটনোটে উহা বলেও দিয়েছি। যেহেতু এই শব্দগুলো মূল উদ্ধৃতির অংশ নয়, তাই অবশ্যই বন্ধনীর মধ্যে থাকতে হবে। সেইরূপ বন্ধনীর মধ্যে লূকের উক্তি ***As was supposed*** ঈশ্বরের বাণী নয় বরং লূকের, তাই বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়েছিল, অন্যথায় বন্ধনী দেয়ার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু কোনভাবে যদি এই বন্ধনী উঠিয়ে দেয়া যায়, তবে ত নতুন পাঠক নিশ্চয়ই উহাকে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করবে।

অন্যান্য ভাষায় বাইবেলের অনুবাদগুলোতে অনুবাদকরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রিয় পাঠক! একটু কষ্ট স্বীকার করে বাইবেলের অনুবাদগুলোকে ইংরেজী বাইবেল (বিশেষ করে A. K.. J. Version)-এর সাথে মিলিয়ে দেখুন, আপনি স্বচক্ষেই দেখতে পারবেন, ***'As was supposed'*** এর অনুবাদ ***যেমন লোকের ধারণা, লোকে মনে করিত*** ইত্যাদি এখন আর আপনি বন্ধনীর মধ্যে পাবেন না, উহা এখন লূকের নয় বরং ঈশ্বরের বাণীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

বন্ধনীর মধ্যে ইঞ্জিল লেখক (বা অনুবাদক)-এর মন্তব্য বাংলা সংস্করণগুলোতে, বন্ধনী তুলে দেয়ায় পরিণত হল আল্লাহ্‌র (?) বাণীতে! খ্রীষ্টান বাইবেল বিশেষজ্ঞ (প্রকাশক)-এর জন্য আল্লাহর (?) বাণী তৈরী করা কত সহজ ? স্রষ্টার বাণীর সাথে কি চমৎকার অভিনয়!

(খ) যীশুর নবীজীবন (Prophethood)

শিষ্যদের অনুরোধে যীশু বললেন ঃ

Every prophet when he is come has borne to one nation only the mark of the mercy of God and so their words were not extended save to that people to which they were sent. But the messenger of God [Muhammad], ***When he shall come,--------he shall carry salvation and mercy to all the nations of the world that shall receive his doctrine.*** (দেখুন, বার্ণবালিখিত ইঞ্জিল, ৪৩ নং অধ্যায়)

www.pathagar.com

প্রাচীনকালে মানব জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি ও উপজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে বসবাস করত। সে যুগে তাদের মধ্যে সত্বর যোগাযোগের জন্য না ছিল কোন সংবাদপত্র, না ছিল রেডিও-টেলিভিশন, আর না ছিল ডাক বিভাগের মত কোন ব্যবস্থা। তাই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তখনকার নবীরা প্রেরিত হতেন প্রধানতঃ নিজেদের নির্দিষ্ট গোত্র ও সমাজগুলোর হেদায়েতের জন্য এবং তাঁদের ধর্মগ্রন্থ এবং শরীয়তগুলোও নাজিল হত সাময়িক ও আঞ্চলিক ভাবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর এবং শয়তান হতে বেঁচে চল-------।

(কুরআন ১৬ ঃ ৩৬)

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ) প্রভৃতি নবীদেরকে তাঁদের নিজ নিজ জাতির কাছে প্রেরণ করে বলেছেন ঃ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই---। (কুরআনুল করিম ৭ ঃ ৫৯)

সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্কে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।------ (কুরআন ৭ ঃ ৭৩)

একইভাবে ইস্রাঈল বংশের নিকট আল্লাহ্ মূসা (আঃ)কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মূসা (আঃ) সম্বন্ধে বলছেন ঃ

আর আমি মূসাকে আমার নির্দশন সমূহ দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম- তুমি স্বজাতি [ইস্রাঈল]*কে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন কর----* (কুরআন ১৪ ঃ ৫)

অতঃপর মূসা (আঃ) এসে তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ

------ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রসূল--- (কুরআন ৬১ ঃ ৫)

ঈসা (আঃ)ও ছিলেন এ ধরনেরই একজন জাতীয় ও আঞ্চলিক নবী। মূসা (আঃ)-এর মত তাঁকেও আল্লাহ্ ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের নিকট নবী করে পাঠিয়েছিলেন। ফেরেশতা জিব্রাঈল ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে তাঁর মার নিকট এসে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ঃ

আর আল্লাহ্ তাঁকে বনী-ইস্রাঈল জাতির নিকট রসূলরূপে প্রেরণ করবেন। তিনি [ঈসা এসে] *বলবেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নির্দশনসমূহ নিয়ে। .....* [কুরআন ৩ ঃ ৪৯)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরও বলছেন ঃ

স্মরণ কর, যখন মরিয়ম- তনয় ঈসা (আঃ) বলল ঃ হে বনী ইস্রাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল ------- (কুরআান ৬১ ঃ ৬)

বাইবেলও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ঈসা (আঃ) কেবল *ইস্রায়েল জাতির হারান মেষ* [ইহুদী]*দের নিকটে* নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। ঈসা (আঃ) নিজেকে কখনও বিশ্বনবী *বলে* দাবী করেন নি, বরং তিনি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন যে, *ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ* [ইহুদী জাতি] *ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।* বাম কলামের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ্য করুন।

রপ্তানি করা যন্ত্রের সাথে যেমন বিশেষজ্ঞ (Expert) এবং বিধানগ্রন্থ (Catalogue) পাঠান হয়, তেমনই এই নবীরাও ছিলেন খোদার কারখানায় তৈরী মানবরূপ যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ আর ধর্ম গ্রন্থগুলো ছিল এ মানব গোত্রের জীবন বিধান। যেমন আল্লাহ্ বলছেন ঃ

----- আল্লাহ্ নবীদের প্রেরণ করলেন সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ দাতা এবং বিভ্রান্তদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে, আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বির্তকমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।..... (কুরআন ২ ঃ ২১৩ দ্রষ্টব্য)

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই সকল নবীদের শরীয়ত ছিল তাঁদের নিজ নিজ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন বিশ্বনবী। তাই তাঁর দেয়া শিক্ষার প্রত্যেকটি ধারা সারা বিশ্বের গোটা মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নাতি ইয়াকুব (আঃ)-এর অপর নাম রাখা হয়েছিল *ইস্রায়েল* (২ রাজাবলি ১৭ ঃ ৩৪)। তাঁর এই দ্বিতীয় নাম হতেই তাঁর বংশধরের নাম হয়েছে বনী ইস্রাঈল। ইস্রাঈলের ১২ জন পুত্র ছিল। এই বারজন পুত্র হতেই বনী ইস্রাঈলের বারটি গোত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। বনী ইস্রাঈলের বারটি গোত্রের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য ঈসা (আঃ) তাঁর বিখ্যাত বারজন প্রেরিত (disciple) কে মনোনীত করেছিলেন। (দেখুন C.J. Cadoux. The life of Jesus, পৃঃ ৮১,৮২)

১। ঈসা (আঃ) তাঁর বার জন প্রেরিতকে ধর্ম প্রচারের জন্য নিম্নের নির্দেশ দিয়ে পাঠাতেন ঃ

তোমরা অ-ইহুদীদের নিকটে বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যাইও না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারান মেষদের নিকটে যাইও। (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১০ঃ ৫-৬)

ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু(?) হওয়ার পরে পৌল নাকি তাঁর দর্শন পেলেন। তিনি পৌলকে বললেন ঃ

তাড়তাড়ি কর, এখনই জেরুজালেম ছাড়িয়া চলিয়া যাও, কারণ আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য লোকে গ্রহণ করিবে না।
তুমি যাও, আমি তোমাকে দূরে

www.pathagar.com

২। একজন কেনানীয় (অ-ইহুদী) স্ত্রীলোক এসে যীশুর নিকট তার কন্যাকে আরোগ্য করার আবেদন করল। *উত্তরে যীশু বললেন, ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ* [ইহুদীদের] *ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। --সন্তানদের* [ইস্রায়েল বংশের] *খাদ্য লইয়া কুকুরের* [অ-ইহুদীদের] *কাছে, ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।*

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মথি ১৫ ঃ ২৪, ২৬)

৩। একজন ফেরেশতা স্বপ্নে ইউসুফকে বললেন ঃ

তিনি [যীশু] *আপন জাতি* [ইস্রাঈল]*কে তাহাদের পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন।*

(ঐ, মথি ১ ঃ ২১)

৪। যীশু তাঁর বিখ্যাত বারজন সাহাবাকে বললেন ঃ

ইহাতে আমার [ইস্রাঈল বংশের] *রাজ্যে তোমার আমার সংগে খাওয়া- দাওয়া করিবে এবং* [১২টি] *সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের বারটি বংশের বিচার করিবে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২২ ঃ ৩০)

অ-ইহুদীদের নিকটে পাঠাইব।

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২২ ঃ ১৮, ২১ আরও দেখুন প্রেরিত ১৩ ঃ ৪৭)

যীশু (?) মৃতু হতে জীবিত হওয়ার পরে তাঁর বিখ্যাত এগারজন সাহাবাদের নিকট এসে বললেন, ...

তোমরা গিয়া সমস্ত জাতির লোকদের (All the nations)* *আমার উম্মত কর। পিতা, পুত্র ও পাকরূহের নামে তাহাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সমস্ত হুকুম দিয়াছি তাহা পালন করিতে তাহাদের শিক্ষা দাও---*

(ঐ, মথি ২৮ ঃ ১৯ - ২০)

যীশু (?) মৃত্যু হতে জীবিত হওয়ার পরে তাঁর এগারজন সাহাবাকে দেখা দিয়ে বললেন ঃ

তোমরা দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় যাও এবং সমস্ত *লোকের নিকট খোদার দেওয়া সুখবর প্রচার কর।*

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৬ ঃ ১৫)

* The New American standard Bible এ All the nations বলা হয়েছে অর্থাৎ ***সমস্ত জাতি*** বলতে ইস্রায়েল জাতির ১২টি গোষ্টির সকলকেই নির্দিষ্ট করে বোঝান হয়েছে (আরো দেখুন মার্ক ১৩ ঃ ১০ ঃ ১১), অন্যথায় মথি ২৮ ঃ ১৯, মথি ১৫ ঃ ২৪-এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি The codex Vaticanus এবং The codex Sinaiticas দু'টিতে মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৬ নং অধ্যায় মাত্র ৮টি বাক্যে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমান সুসমাচারগুলোতে ১২টি বাক্য পরে যুক্ত করা হয়েছে। তাই অনেক বাইবেল হতে এই শেষোক্ত ১২টি বাক্য মুছে ফেলা হয়েছে, অথবা বন্ধনীর ভিতরে রেখে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ The New American standarud Bible, The Revised Standard Version-এর মার্ক ১৬ ঃ ৯-১২-এর পাদটীকা দেখুন। বিশেষজ্ঞদের মতে (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানের মথি লিখিত সুসমাচার শিরোনাম দ্রষ্টব্য) প্রভু যীশুর মর্যাদা বাড়ানোর মহৎ উদ্দেশ্যে মথি ও পৌল নিজ হতেই যীশুর মুখে ডান কলামের বাণীসমূহ তুলে দিয়েছেন। বাইবেলের বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) নিজে অন্যান্য জাতির (তাদের নবী না হওয়ার কারণে) লোকদেরকে এড়িয়ে চলতেন। তাই তিনি জনসাধারণের সম্মুখে কথা বলতেন হেঁয়ালীর ভাষায়, রূপক উপমা উদাহরণের মধ্য দিয়ে, যাতে অন্যান্য জাতির

www.pathagar.com

লোকেরা বুঝতে না পারে। পরে তিনি নিরিবিলিতে বসে নিজের লোকদেরকে উহা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। (মার্ক ৪ ঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য)

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নের উপমাটি লক্ষ্য করুন ঃ

একবার ঈসা (আঃ) গালীল সাগরের পারে উপমার মধ্য দিয়ে অনেক বিষয়ে লোকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর চারিদিকে অনেক লোকের ভীড় হয়েছিল। পরে ভীড় কমে গেলে, যীশু যখন একাকী ছিলেন, তাঁর লোকেরা তাঁকে পূর্বের বর্ণিত উপমা কয়টির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের বললেন ঃ

৫। খোদার রাজ্যের গোপন সত্য তোমাদেরই জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অন্য [জাতি]*দের নিকট গল্পের মধ্য দিয়ে সমস্ত কথা বলা হয়, যেন ---- 'তাহারা তাকাইয়াও দেখিতে না পায় এবং শুনিয়াও বুঝিতে না পারে। তাহা না হইলে তাহারা হয়ত খোদার দিকে ফিরিবে এবং ক্ষমা পাইবে।* (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৪ ঃ ১১- ১২)

উপরোক্ত বাম কলামের ৫টি উদ্ধৃতির মধ্যে ৪টি-ই ঈসা (আঃ)-এর নিজের মুখের বাণী। তিনি দুনিয়াতে থাকতে তাঁর নবুয়তের সীমা নিজের অনুসারীদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই ৫টি উদ্ধৃতি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নিশ্চয় করে বলছে যে, যীশুর নবুয়ত বা মিশন ছিল ইস্রাঈল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথচ তাঁর ঊর্ধ্বে আরোহণের পরে তাঁর শিক্ষার বিরোধী তাঁর মুখে তুলে দেয়া বাণীসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে, মিশনারীরা যীশুর মিশনকে দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য বৈধ দাবী করছে আর এই বাণী তাদের মধ্যে প্রচার করছে। সত্য কথা এই যে, মুসলমান ও অন্যান্য জাতিকে খ্রীষ্টধর্মের দিকে দাওয়াত দিয়ে খ্রীষ্টান প্রচারকরা প্রকারান্তরে বাইবেল ও যীশুর বিরুদ্ধাচরণই করছে।

(গ) যীশুই কি একমাত্র পথ বা দরজা ?

খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বীরা দাবী করেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে উদ্ধারকর্তা না মানলে কেউ কখনই মুক্তি পাবে না, বরং তাঁর উপর ঈমান আনা ব্যতীত *দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ অনন্ত আযাব পাইবার উপযুক্ত*।

যেমন যীশু বললেন,

আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়া না গেলে কেহই পিতার নিকটে যাইতে পারে না।

(ইউহোন্না ১৪ ঃ ৬)

তিনি আরও বললেন ঃ

আমিই দরজা। যদি কেহ আমার মধ্য দিয়া ভিতরে ঢুকে, তবে সে পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে। (ইউহোন্না ১০ ঃ ৯)

খোদা একজন অ-ইয়াহুদী কর্ণীলিয়র মুনাজাত কবুল করেছেন শুনে পিতর বললেন ঃ

আমি এখন সত্যই বুঝিতে পারিলাম, খোদার চোখে সকলে সমান। প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে যাহারা তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁদের চোখে যাহা ঠিক তাহাই করে, তিনি তাহাদের গ্রহণ করেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১০ ঃ ৩৪-৩৫)

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত নবীরা প্রেরিত হতেন প্রধানতঃ নিজেদের নির্দিষ্ট গোত্র ও সমাজগুলোর পথ প্রদর্শনের জন্য। অতএব যে কোন যুগে যে কোন জাতির নিকটে কোন নবী আসতেন- তিনিই হতেন তাঁর অনুসারীদের *পথ বা দরজা স্বরূপ।* কারণ, তাঁর উপরে ঈমান না আনলে এবং তাঁরই শরীয়ত অনুযায়ী কাজ না করলে, না কেউই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারত আর না *পাপ হইতে উদ্ধার পাইত।* সুতরাং মুহাম্মাদ (সাঃ) পূর্ববর্তী নবীদের প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁদের আপন আপন জাতির জন্য *পথ* বা *দরজা* স্বরূপ। নিজেদের নবীর শিক্ষা অনুযায়ী *কর্ণীলিয়র* মত যে কেউই আল্লাহকে ভয় করত এবং ধর্মকাজ করত, *তিনি তাহাদের গ্রহণ করতেন।*

তাই যীশু ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর যুগে তিনিই ছিলেন ইয়াহুদীদের জন্য *পথ* বা *দরজা।* যীশুর শরীয়ত অনুযায়ী চলা ছাড়া কেউই তাঁর (পিতার) খোদার নিকটে যেতে পারত না। কিন্তু যীশুর এই পথ (শরীয়ত) বলবৎ ছিল তাঁর উত্তরাধিকারী বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। বিশ্বনবীর আবির্ভাবের পরে ঈসা (আঃ)-এর এই শরীয়ত আর একমাত্র *পথ* বা *দরজা* থাকল না, অচল বা বাতিল ঘোষিত হয়ে গেল। শুরু হল মুহাম্মাদী শরীয়ত, যেমন- উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে পূর্বসূরীর আইন আর বলবৎ থাকে না। শেষ নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

সেই মহান খোদার শপথ যাঁর মুষ্টির মধ্যে মুহাম্মাদের প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারবে-সে ইয়াহুদী হোক কি নাসারা, আর আমি যে দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে, সে নিশ্চয়ই দোযখের অধিবাসী হবে। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

উপরে লিখিত ডান কলামে উদ্ধৃতিতে ঈসা (আঃ)-এর বিখ্যাত প্রেরিত পিতরের বাণীতেই খ্রীষ্টানদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমীর উত্তর দেয়া হয়েছে। মুক্তি শুধু যীশুর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টানদের জন্যই একচেটে বা সংরক্ষিত নয়, ***খোদার চোখে সকলেই সমান।*** *ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, ছাবেয়ী, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি* ***প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে যাহারাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে*** এবং প্রচলিত শরীয়ত অনুযায়ী সৎকর্ম করবে *তিনি, তাহাদের গ্রহণ করেন।* (আরও দেখুন কুরআন ২ ঃ ৬২ এবং ৫ ঃ ৬৯)

www.pathagar.com

৩। ঈসা (আঃ) কি তাওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন, না উহাকে বাতিল করে গেছেন?

পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, ঈসা (আঃ) কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে দুনিয়াতে আসেন নি, বরং মূসা (আঃ)-এর শরীয়তকেই *পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন*। তাঁর নবুয়তের প্রধান দু'টি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল মূসা (আঃ)-এর শিক্ষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা (নিম্নে বাম কলামের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ্য করুন) কিন্তু ডান কলামের উদ্ধৃতিগুলো অতি স্পষ্ট করে বলছে যে, মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত ও তাওরাতকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। পৌলের মতে তাওরাত হল পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এবং *অচল, দুর্বল, অকেজো,* অসম্পূর্ণ ও খুঁতপূর্ণ। অতএব, *যাহা পুরাতন ও জীর্ণ, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্ধত*।

(ক) ঈসা (আঃ) তাওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন

যীশু বলেছেন ঃ

এই কথা মনে করিও না, আমি মূসার শরীয়ত [তাওরাত] *আর নবীদের লেখা বাতিল করিতে আসিয়াছি। আমি সেইগুলি বাতিল করিতে আসি নাই বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, আসমান ও জমীন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না শরীয়তের সমস্ত কথা সফল হয়, ততদিন সেই শরীয়তের এক বিন্দু কি একমাত্রা মুছিয়া যাইবে না। তাই* [শরীয়তের] *হুকুমগুলির মধ্যে ছোট একটি হুকুমও যে কেহ অমান্য করে এবং লোককে তাহা অমান্য করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাকে বেহেস্তী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হইবে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, মাথি ৫ ঃ ১৭- ১৯)

পৌল বলেছেন ঃ

যখন ইমাম [নবী]*-এর পদ বদলান হয় তখন শরীয়তও বদলান দরকার হয়।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রাণী ৭ ঃ ১২)

[যেহেতু] *মূসার শরীয়ত কোন কিছুকেই পূর্ণতা দান করিতে পারে নাই, তাই আগে ইমামের কাজের যে* [পুরাতন] *নিয়ম ছিল তাহা দুর্বল ও অকেজো বলিয়া*[৩৫] *বাতিল করা হইয়াছে।.....*

(ইব্রাণী ৭ ঃ ১৮-১৯)

পুরাতন ও নূতন নিয়ম (The Old and the New Testament)

প্রথম ব্যবস্থাটি যদি নিখুঁত হইত, তবে ত দ্বিতীয় ব্যবস্থার কোন দরকার হইত না। খোদা এই ব্যবস্থাকে 'নূতন' ঘোষণা করিয়া আগের ব্যবস্থাকে 'পুরাতন' বলিয়া

৩৫। পৌলের এই বক্তব্য হচ্ছে ক, খ, গ এবং ঘ এর বাম কলামে বর্ণিত যীশু ও তাওরাতের বর্ণনার সম্পূর্ণ ও সরাসরি বিপরীত।

www.pathagar.com

যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে বললেন ঃ
মূসার শরীয়ত শিক্ষা দিবার ব্যাপারে আলেমেরা ও ফরীশীরা মূসার জায়গায় আছেন। এইজন্য তাঁহারা যাহা কিছু করিতে বলেন, তাহা করিও এবং যাহা পালন করিবার আদেশ দেন, তাহা পালন করিও। -----
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৩ ঃ ১- ৩)

এবং অনেক দিনের বলিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া অচল[৩৬] *করিয়া দিলেন। যাহা পুরাতন যাইবে।*
(ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রাণী ৮ ঃ ৭, ১৩)
..... *দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি বহাল রাখিবার জন্য তিনি আগের ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দিলেন।*
(ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রাণী ১০ ঃ ৯]

(খ) কেসাস (খুনের বদলে খুন)-এর আদেশ

সদাপ্রভু মূসা (আঃ)কে বললেন ঃ
তবে সে তাহার ভ্রাতার প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে। তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকেরা ভয় পাইয়া তোমার মধ্যে সেরূপ দুষ্কর্ম আর করিবে না। তোমার চক্ষু দয়া না করুক; প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধ চক্ষু, দন্তের পরিশোধ দন্ত, হস্তের পরিশোধ হস্ত, পদের পরিশোধ পদ।
(দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ ঃ ১৯-২১, আরও দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ ঃ ১২-১৩, যাত্রাপুস্তক ২১ ঃ ২৪ এবং কুরআন ৫ ঃ ৪৫ এবং ২ ঃ ১৭৮)

যীশু (?) তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ
(১) *তোমরা শুনিয়াছ* [তাওরাতে] *উক্ত হইয়াছিল, 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত'।*
কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার জামা লইতে চায়, তাহাকে চাদরও লইতে দাও।
(পবিত্র বাইবেল, মথি ৫ ঃ ৩৮-৪০)

একে তো ষন্ডা-গুন্ডার নিকট আত্মসমর্পণ করা কাপুরুষতা, তদুপরি তাওরাত যেখানে *দুষ্টাচার লোপ করিতে* নির্দেশ দিয়েছে সেখানে *দুষ্টের প্রতিরোধ* না করা একেবারেই অবাস্তব। *দুষ্টের প্রতিরোধ* না করলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তো দিন দিন বাড়তেই থাকে। দলপতি, সমাজপতি ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের শোষণ-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। বরং যুলুম নির্যাতন সহ্য করার ফলে অত্যাচারী যালেমরা আরো উৎসাহিত হয় এবং সকলকে বশীভূত করে অত্যাচার, শোষণ

৩৬। পুরাতন হলেই যদি খোদা উহা *অচল করিয়া দেন* তবে ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শরীয়ত হতে পুরাতন হওয়ায় *অচল* হবে না কেন ?

www.pathagar.com

ও উৎপীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজ ও দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

গরু যবাহ করে জনৈক মুসলমান নবজাত একমাত্র ছেলে সন্তানের আকিকা করল। সিলেটের হিন্দুরাজা গৌরগোবিন্দ ঐ ঘটনা জানতে পেরে ছেলেটিকে এনে তাকেও যবাহ করে দিল। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা (মথি ৫ ঃ ৩৯) অনুযায়ী লোকটির দ্বিতীয় কোন ছেলে থাকলে তাকেও যবাহ করার জন্য পেশ করা উচিত ছিল, যা একেবারেই অবাস্তব, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। ***ডান গালে চড় মারলে, অন্য গাল তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া*** এবং ***মন্দের প্রতিরোধ না করা*** কখনই ঈসা (আঃ)-এর মত একজন সত্য নবীর দেয়া শিক্ষা হতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া শিক্ষা কতই না সুন্দর! প্রথমতঃ বাম কলামে উল্লিখিত তওরাতের বিচারের মত, ইসলাম বিচার করে অপরাধীকে শাস্তির পরিশোধ সমপরিমাণ শাস্তি দেয়ার বিধান রেখেছে। তবে ক্ষেত্রভেদে বদলা গ্রহণকারীর ক্ষমা করারো অধিকার রয়েছে (কুরআন ২ ঃ ১৭৮) অর্থাৎ যদি কোন অপরাধী অনুতপ্ত হয় এবং তাকে ক্ষমা করলে তার সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম। এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করলে উহা ক্ষমাকারীর গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে এবং স্রষ্টার নিকট হতে পরকালে সে উত্তম বিনিময় পাবে (কুরআন ৫ ঃ ৪৫, ৪১ ঃ ৩৪ এবং ৪২ ঃ ৪০ দ্রষ্টব্য)। আর যদি ক্ষমার কারণে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা ও দুঃসাহস আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে অবৈধ ও অন্যায়। এ ক্ষেত্রে বিচার অনুসারে সমপরিমাণ পরিশোধ নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বিচার করার ক্ষমতা না থাকলে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অন্যায় অধর্মের অবস্থায় ইসলামের ঘোষণা এই যে, অস্ত্র হাতে নিয়ে ***দুষ্টের ও মন্দের প্রতিরোধ কর***, অক্ষম হলে মুখে নিষেধ কর, তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা কর। অর্থাৎ যে ভাবেই হোক অন্যায়কারী ও অত্যাচারীকে বাঁধা দাও, অত্যাচারিতকে রক্ষা কর, দুনিয়াতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কর, সত্য ও আর্দশের জন্য তরবারি ধর, প্রয়োজন হলে মার, দরকার হলে মর, কিন্তু কাপুরুষের মত কোন ক্রমেই ডান গালে আঘাতকারীর দিকে বাম গাল এগিয়ে দিয়ে জালেম অত্যাচারীকে উৎসাহিত করো না।

(গ) ব্যভিচারের দন্ডবিধান

ঈশ্বর মূসা (আঃ) কে বললেন ঃ
তোমার----- কোন নগরের দ্বারের ভিতরে যদি এমন কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাঁহার

(২) একবার ইহুদী ধর্মগুরু ও ফরীশীরা .....
একজন স্ত্রীলোককে ঈসার নিকটে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে ধরা পড়িয়াছিল। আলেম ও ফরীশীরা সেই স্ত্রীলোকটাকে মাঝখানে দাঁড়

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে যাহা মন্দ [ব্যভিচার], *তাহাই করিয়াছে,----------*
তবে তুমি সেই দুষ্কর্মকারী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আপন নগর-দ্বারের সমীপে আনিবে; পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক হউক, তুমি প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদন্ড করিবে।

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ : ২, ৫,
আরও দেখুন লেবীয় পুস্তক ২০ : ১০)

করাইয়া ঈসাকে বলিলেন 'হুজুর, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে ধরা পড়িয়াছে। মূসার শরীয়ত এই রকম স্ত্রীলোকদের পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিতে আমাদের হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু আপনি কি বলেন ?' ----- তখন তিনি উঠিয়া তাঁহাদের বলিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি কোন পাপ করেন নাই, তিনিই প্রথমে উহাকে পাথর মারুন'---- এই কথা শুনিয়া সেই ধর্মনেতাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন। ঈসা কেবল একা রহিলেন আর সেই স্ত্রীলোকটা মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ঈসা উঠিয়া সেই স্ত্রীলোকটাকে বলিলেন, 'বোন [নারী], *তাহারা কোথায়? কেহ কি তোমাকে শাস্তির উপযুক্ত মনে করেন নাই? স্ত্রীলোকটা উত্তর দিল, 'না হুজুর, কেহই করেন নাই।' তখন ঈসা বলিলেন, 'আমিও করি না। আচ্ছা, যাও ঃ পাপে জীবন আর কাটাইও না'।*
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮ ঃ ৩-৫, ৭-১১।

(ঘ) স্ত্রী পরিত্যাগ (তালাক)-এর অনুমতি

ঈশ্বর মূসাকে বললেন ঃ
কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোন প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। আর সে স্ত্রী তাহার বাটী হইতে বাহির হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের

(৩) যীশু বললেন ঃ
আর [তাওরাতে] *উক্ত হইয়াছিল, 'যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিক।' কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে, এবং কেহ যদি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচার করে।*

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম,
মথি ৫ ঃ ৩১-৩২)

www.pathagar.com

ভার্যা হইতে পারে।

(দ্বিতীয় বিবরণ ২৪ ঃ ১ -২)

ঈশ্বর মূসা (আঃ)কে বললেন ঃ

যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্য পুত্র প্রসব করে,---।

(দ্বিতীয় বিবরণ ২১ ঃ ১৫)

বাইবেলেও বহু বিবাহ প্রথার অনুমতি রহিয়াছে (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ ঃ ১৫) এই সত্যেরই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে।

(৪) যীশু আরও বলেছেন ঃ ----- *ঈশ্বর যাহাদের যুক্ত করিয়াছেন মানুষ তাহাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।---- ----- যে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অপর নারীকে বিবাহ করে, সে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; স্ত্রীও যদি আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।*

(ঐ, মার্ক ১০ ঃ ৯-১২)।

উপরোল্লিখিত ডান কলামের উদ্ধৃতি ৪টিতে যীশু (?) মূসা (আঃ) কর্তৃক কেসাসের আদেশ, ব্যভিচারের দন্ডবিধান ও স্ত্রী তালাকের অনুমতি, প্রকৃত পক্ষে ***অমান্যই করলেন***। তবে কি তাঁকে (আল্লাহ্ না করুন) ১১৯ পৃঃ উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে *বেহেস্তী রাজ্যে সবচেয়ে ছোট* বলা হবে ?

ঈসা (আঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে সর্তক করে বলেছিলেন ঃ

-----ধর্মগুরুদের বিষয় সাবধান হও, তাহারা লম্বা লম্বা জামা পরিয়া বেড়াইতে চায়, হাট-বাজারে অভিবাদন, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন ও ভোজের সময় প্রধান স্থান পাইতে চায়; বিধবাদের সম্পত্তি যাহারা গ্রাস করে এবং ধর্মের ভান করিয়া লম্বা প্রার্থনা করে।----- (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মার্ক ১২ ঃ ৩৮-৪০)

যীশু বললেন ঃ ***ইহুদী ধর্মগুরু, অধ্যাপক ও ফরীশীরা আমার ইঞ্জিলকে কলুষিত ও বিকৃত করেছে।*** (দেখুন বার্ণবালিখিত ইঞ্জিলের ১২৪, ৪৪, ৯৬ এবং ২১২ নং অধ্যায়)

সাক্ষীর সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে যদি অমিল, গরমিল বা মতবিরোধ দেখা যায়, তবে তার সাক্ষ্য সর্ব আদালতে অযৌক্তিক ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ একজন সাক্ষীর দশটা কথার মধ্যে যদি একটা মিথ্যা পাওয়া যায় তবে ঐ একটা মিথ্যাই তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট, যদিও সে অন্য নয়টা কথা সত্য বলেছিল। আর মিথ্যাবাদী প্রমাণ হওয়ার পরে, তার যে কোন সাক্ষ্যই সর্বআদালতে অগ্রাহ্য হয়। কারণ অমিল, গরমিল, মতবিরোধ ও মিথ্যা বিবরণসমূহ সাক্ষ্য প্রমাণকে নাকচ করে দেয়। না এইরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা যায়, আর না যায় তা বিশ্বাস করা।

ইহা দুনিয়ার যে কোন দেশের যে কোন কোর্টের আইন। তা হলে যে বাইবেলের মধ্যে এত ভুলত্রুটি পাওয়া গেল (২০০ পৃষ্ঠা ৫০,০০০ ভুলের ফটোকপি দেখুন) তার

www.pathagar.com

সাক্ষ্যের উপর কিরূপে নির্ভর করা যায় ? বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে অসংখ্য ভুল ও উপরে উল্লিখিত সাক্ষ্যসমূহ পরস্পর বিরোধী, অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হওয়ায় নিজেদেরকে অবিশ্বাস্য ও অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করে। এরূপ অবিশ্বাস্য ও অনির্ভরযোগ্য দলিল কস্মিনকালেও মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা যায় না, করলে তা হবে তাঁর মহান মহিমার প্রতি অপমানজনক। কারণ, আল্লাহর বাণী তাঁর মহান মহিমার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ যেমন মহান, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যাবতীয় ভুলত্রুটির বহু উর্ধ্বে তাঁর বাণী আসমানী গ্রন্থও তেমনি পবিত্র, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক; তাঁর বাণী যাবতীয় মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা, স্ববিরোধিতা, অযৌক্তিকতা, গরমিল ও অশালীন যৌনকাহিনী প্রভৃতি হতে মুক্ত হওয়া উচিত। যেমন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) আল্লাহ্‌র বাণী স্বর্গীয় গ্রন্থ-আল-কুরআন নিজেই নিজের প্রামাণিকতার সাক্ষ্য বহন করে। উহা স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত; যাবতীয় গরমিল, অবাস্তবতা ও স্ববিরোধিতা হতে পবিত্র এবং ভুল-ত্রুটির বহু-উর্ধ্বে।

কুরআনে কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ ও গরমিল নেই। তা ছাড়া এর কোথাও না আছে ভাষা অলঙ্কারের কোন ত্রুটি, আর না আছে প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে বা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা। অদৃশ্য বিষয় সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অধিকন্তু বিশ্বসৃষ্টি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পশুপ্রজাতি, উদ্ভিদ জগৎ, মানবপ্রজনন প্রভৃতি সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কিভাবে যে এত বেশী সামঞ্জস্যপুর্ণ হতে পারল তা ভেবে অনেক বিজ্ঞানী-ই বিস্মিত না হয়ে পারেন না। এগুলো হল মহান আল্লাহর মহান বাণী হওয়ারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে বর্ণিত উপরে উল্লিখিত ভুল, স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক বক্তব্যসমূহ বাইবেলের খোদায়ী বাণী হওয়ার দাবীকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করে না কি ?

www.pathagar.com

অধ্যায়-৫

নতুন নিয়মে স্ববিরোধী বিবরণ - পাপ, মুক্তি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে

(১) পাপ কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, না স্বকর্মের দ্বারা অর্জিত?

আদি পিতা আদম (আঃ) কোন্ যুগে ভুলক্রমে একটা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে অপরাধী হয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপ নাকি খ্রীষ্টধর্ম মতে রক্তের মধ্য দিয়ে আদমের সমস্ত সন্তানের মধ্যে অদ্যাবধিও সংক্রমিত হয়ে চলেছে। ফলে সমস্ত মানুষই খোদার নিকট জন্মগত ও বংশগত ভাবেই পাপী হয়ে আছে অর্থাৎ পৌলের মতে, প্রত্যেক শিশুই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত পালনের মধ্য দিয়ে বা অন্য কোন ভাল কাজের দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না, মানুষ নির্দোষ হয় না। (রোমীয় ৩ : ১৯, ২৩ দ্রষ্টব্য)

পৌলের মতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন। তিনি বলেছেন ঃ

----রক্তপাত না হইলে পাপের ক্ষমা হয় না। (ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রাণী ৯ : ২২)

তবে *---বলদ বা ছাগলের রক্ত কখনই পাপ দূর করিতে পারে না।*

(ঐ, ইব্রাণী ১০ ঃ ৪, আরও দেখুন ইব্রাণী ৯ ঃ ১২)।

তাঁর মতে এই রক্ত হতে হবে পূত-পবিত্র, নির্দোষ ও নিখুঁত। তাই সদাপ্রভু প্রেমবশতঃ নিজের একমাত্র নির্দোষ ও নিখুঁত পুত্র (only begotten son) যীশুখ্রীষ্টকে বলি দিয়ে সেই আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দিয়েছেন।

নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ-শিশু ঈসা মসীহের অমূল্য রক্ত দিয়া মানুষকে *পাপ হইতে উদ্ধার* করে দিলেন *------দুনিয়া সৃষ্টির আগেই খোদা ইহার জন্য তাঁহাকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্যই তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন।* (ঐ, ১ পিতর ১ : ১৯ - ২০)

------ তিনি সেই ধর্মময় যীশুখ্রীষ্ট। তিনিই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এবং কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, ১ যোহন ২ ঃ ২)

ঈসা (আঃ)-এর ধর্মমতের সাথে পৌলের তথাকথিত ধর্মমত *আদী পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পাপ হইতে উদ্ধার* ইত্যাদির আদৌ কোন মিল নেই। যীশুর কোন বাণীতেই এরূপ মতবাদের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং মার্কের বর্ণনামতে দেখা যায়, যীশু নিজেই শিশুদেরকে নিষ্পাপ, নির্দোষ ও নির্মল গণ্য করতেন; *তাহাদের কোলে লইতেন, তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া দোয়া করিতেন* (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১০ : ১৬ দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

অর্থাৎ যীশুর ধর্মমতে পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে শিশুরা জন্ম গ্রহণ করে না। সুধী পাঠক-পাঠিকারা, নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ করুন ঃ

(ক) আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রায়শ্চিত্ত

পৌল বললেন ঃ

সুতরাং যেমন একটি মানুষ [আদম]-*এর দ্বারা পাপ, ও পাপের দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল, - আর এইভাবে-সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে মৃত্যু বিস্তৃত হইল; কারণ সকলেই*[২৬] *পাপ করিয়াছে।*

(ত্রাণকর্তা----নিয়ম, রোমীর ৫ : ১২)

পাপ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়।

যীশু বললেন ---------

শিশুদের আমার নিকটে আসিতে দাও, বারণ করিও না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এই প্রকারের লোকদেরই। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যে কেহ শিশুর ন্যায় [নিষ্পাপ হয়ে][২৭] *ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কিছুতেই তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।* ---- (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মার্ক ১০ ঃ ১৪-১৫)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম মতে, আদমের আদি পাপ বলতে কিছুই নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে অহমিকার সহিত শাহী ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করাই প্রকৃত পাপ। ভুলবশতঃ আইন ভঙ্গ করা পাপ নহে। যেমন রোযা থাকা অবস্থায় ভুলবশতঃ পেট পুরে পানাহার করলেও রোযা ভঙ্গ হয় না। তেমনিই আদম (আঃ) স্রষ্টার নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন বটে, তবে তা শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে এবং ভুলে গিয়ে খেয়েছিলেন। সুতরাং মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এতে তাঁর পাপ হয় নি। যেমন আল্লাহ্ বলছেন ঃ

আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (কুরআনুল করীম, ২০ : ১১৫)

সংকল্পের দৃঢ়তা কম থাকার জন্য আদম (আঃ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে যদি স্রষ্টার দৃষ্টিতে সামান্য অপরাধ হয়েও থাকে, তবে আদম (আঃ)-এর অনুতপ্ত হওয়ায় ক্ষমাকারী আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

(দেখুন কুরআন ২০ : ১২১-১২২, ২ : ৩৭-৩৯ এবং ৭ : ২৩)

২৬। পৌলের এ মতবাদ অনুসারে আদম (আঃ)-এর সকল সন্তানই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আদমের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আরও দেখুন পৃঃ ১৪০ Catholic Teaching, by Rev. J. F. De Groot.

২৭। এ বাক্যে বুঝা যায় যীশুখ্রীষ্ট শিশুদেরকে নিষ্পাপ ও নির্দোষ মনে করতেন।

www.pathagar.com

কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না

পৌল আরও বলেছেন ঃ

তাহা হইলে [আদমের] *একটা পাপের মধ্য দিয়া যেমন সমস্ত মানুষকেই আজাব পাইবার যোগ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে, তেমনই* [যীশুর] *একটা ন্যায্য কাজের মধ্য দিয়া সমস্ত মানুষকেই নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে.....*

যেমন একজন মানুষ [আদম]*-এর অবাধ্যতার মধ্য দিয়া অনেকেই পাপী হইয়াছিল, তেমনই একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়া অনেককেই নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৫ : ১৮. ১৯)

পৌল বললেন ঃ

আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত [৩০] *প্রাণ দিলেন*

(পবিত্র বাইবেল, রোমীয়, ৫ ঃ ৮)

পৌল বলেছেন ঃ

------শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট *আমাদের পাপের জন্য* [৩০] *মরিলেন-*

(ত্রাণকর্তা ...নিয়ম, ১ করিন্থীয় ১৫ : ৩)

পৌল নিজেই বললেন ঃ

কারণ প্রত্যেককে নিজের ভার [২৮] *বহন করিতে হইবে।---ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরের সহিত উপহাস করা যায় না ; কারণ মানুষ যাহাকিছু বপন করে, তাহাই কাটিবে।*

(ত্রাণকর্তা...গালাতীয় ৬ ঃ ৫,৭)

সদাপ্রভু বললেন ঃ

সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের [২৯] *প্রাণদন্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ-প্রযুক্তই প্রাণদন্ড ভোগ করিবে।*

(দ্বিতীয় বিবরণ ২৪ : ১৬)

সদাপ্রভু বললেন ঃ

যে প্রাণী পাপ করে, সেই [৩০] *মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা* [২৯] *বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে।* (যিহিস্কেল ১৮ : ২০)

২৮। আমি যতদূর বুঝি, পৌলের এই উক্তির অর্থ ঃ মানুষ শুধু নিজের অর্জিত-ই প্রাপ্ত হবে; আর কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না- পৌলের এ উক্তি তাঁর খামখেয়ালী *আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত* এবং *পাপ হইতে উদ্ধার* মতবাদ সমূহের বিপরীত।

২৯। তাহলে *পিতা* আদমের জন্য *সন্তান* যীশুর প্রাণদন্ড কি বৈধ ?

৩০। *যে পাপ করে সেই মরিবে, প্রত্যেক জন আপন আপন পাপ বা অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে*, কেউ কারো *পাপের বোঝা বহন করিবে না*। এগুলো চিরন্তন সত্য কথা, স্রষ্টার বিধান, অধ্যাদেশ (Ordinance)। তাঁর ন্যায় বিচার। কুরআনও এ মত সমর্থন করে। শেষ বিচারের দিন খোদায়ী আদালতে একজনের পাপের জন্যে অন্য জনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। যে ব্যক্তি কোন পাপ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে; সে-ই নিজের পাপের জন্য দোযখ ভোগ করবে। কুরআন (৩৫:১৮, ৬ : ১৬৪ দ্রষ্টব্য)

কুরআন আরো বলছেঃ *অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।* (কুরআন ৯৯ : ৭-৮)

www.pathagar.com

তিনি ঈসা মসীহ, যিনি নির্দোষ। পাপের দরুন আমাদের উপর খোদার যে দাবী - দাওয়া ছিল, মসীহ্ তাঁহার নিজের মৃত্যু দ্বারা তাহা পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই দাবী-দাওয়া পূরণ কেবল আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত মানুষের জন্য।

(ইঞ্জিল শরীফ, ১ যোহন ২ : ২)

... অনেক লোকের পাপের বোঝা বহন করিবার জন্য মসীহ্কেও একবারই কোরবানী দেওয়া হইয়াছে-----

(ঐ, ইব্রাণী ৯ ঃ ২৮)

সদাপ্রভু বলেনঃ

তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানদের দাঁত টকিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে; যে ব্যক্তি অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইবে তাহারই দাঁত টকিয়া যাইবে।

(যিরমিয়, ৩১ ঃ ২৯-৩০)

যীশুকে বলি দিয়েও আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাজ সমাধা হয়নি

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করেন যে, যীশু একই সঙ্গে পরিপূর্ণ খোদা ও মানুষ ছিলেন। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে– ঈসা কোন্ রূপে ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন- ঈশ্বর রূপে, না মানবরূপে ?

খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা সহজেই উত্তর দিয়ে দেয় ঃ ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর মানবত্বেরই মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বরত্বের নয়, কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু হতে পারে না। যীশুর ঈশ্বরত্বকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর মানবত্বকে বধ করলেই যদি প্রায়শ্চিত্তের কাজ সমাধা হয়, তবে অন্য যে কোন একজন মানুষকে ফাঁসি দিলেই তো স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূর্ণ হত, তা না করে তিনি নিজের একমাত্র ঔরসজাত পুত্র (?) কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিজেকে নিষ্ঠুর ও নির্দয় প্রমাণ করলেন কেন ? পৌলীয় খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা এবারও জবাব দেন ঃ

পাপীর দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না, গোনাহ্গার কখনো পাপী-তাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারে না। জগতের সব মানুষই আদমের পাপে পাপী এবং অপরাধী। একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র যীশুই *মেষ-শিশুরূপ নির্দোষ, নিখুঁত ও নিষ্পাপ ছিলেন। ঈসা মসীহের মধ্যে কোন পাপ ছিল না।* (ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ৫ : ২১)

কাজেই পাপী মানুষের আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য একমাত্র যীশুই উপযুক্ত। তা হলে দেখা যাক যীশুর নিষ্পাপ হওয়া সম্বন্ধে বাইবেল কি বলে ঃ

অবলার সন্তান কেমন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে? (ইয়োব ২৫ : ৪)

----- *যে ব্যক্তিকে* [শূলীতে] *টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্থ--*

(দ্বিতীয় বিবরণ ২১ ঃ ২৩)

তা হলে যীশু কেন, *খ্রীষ্টানদের নিমিত্তে ও তাহাদের পাপের জন্য* মরবেন? *অনেক লোকের পাপের বোঝা বহন করিবার জন্য মসীহ্কে* কিরূপে *কোরবানী দেওয়া*' হল ? সুধী পাঠক-পাঠিকারা, পৌলের এ সব স্ববিরোধী মতবাদগুলোকে অন্যায়, অবৈধ ও নিষ্ঠুর মিথ্যা, উদ্ভট ও মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু বলবেন কি ?

www.pathagar.com

যে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলে সে অভিশপ্ত---- (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, গালাতীয় ৩ : ১৩)

কারণ পাপের প্রতিফল মৃত্যু--- (ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৬ : ২৩)

অর্থাৎ *অবলার সন্তান* নিষ্পাপ নয়, ক্রুশকাষ্ঠে যার মৃত্যু হয়েছে সে অবশ্যই পাপী।

উপরে উল্লিখিত বাইবেলের উদ্ধৃতি ৪টি হতে যীশু নিষ্পাপ, *নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক রূপ খ্রীষ্ট* ছিলেন– এ কথা প্রমাণ হয় না।

অতএব যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সমাধা হয়নি, তা হলে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয়ঃ

জগৎবাসীর মুক্তির জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া যদি অন্য কোন উপায় না-ই থাকত, তবে খোদা অন্য কোন মানুষকে ক্রুশে নিহত করে কেন প্রায়শ্চিত্তের কাজ সমাধা করলেন না ? নিষ্পাপ মানুষই যদি প্রায়শ্চিত্তের জন্য শর্ত হয়, তবে যীশুকে ছাড়া আরো তো কত নিষ্পাপ মানুষ ছিলেন যেমন মেল্কীষেদক, জাকারিয়া ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেত *ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষ* ও নিষ্পাপ ছিলেন। (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, লূক ১ : ৬ এবং ইব্রীয় ৭ : ১-৪ দ্রষ্টব্য)।

এদের একজনকে কেন ক্রুশকাষ্ঠে চড়িয়ে প্রায়শ্চিত্তের কাজ সমাধা করা হল না ? নিজের একমাত্র পুত্র (?) কে ফাঁসিকাষ্ঠে বলি দিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করার কি প্রয়োজন ছিল ? তা হলে যিনি নিষ্পাপ, নিরাপরাধ একমাত্র সর্বাধিক প্রিয় পুত্রকে পাপী মানুষের জন্য বধ করতে পারেন, তিনি কেমন নিষ্ঠুর পিতা ?

সত্য কথা বলতে গেলে, খ্রষ্টধর্মের গোঁমর যে ফাঁক হয়ে যায়, গুপ্তভেদ যে ফাঁস হয়ে যায়ঃ ইয়াহুদীরা অন্যায় বিচারে, রাজদ্রোহিতার অপরাধে যীশুরূপ জুদাসকে ভীষণ অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ক্রুশে বিদ্ধ করে। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অনুসারে *যে ব্যক্তিকে* [ক্রুশে] *টাঙ্গান হয় সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্থ।* ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় এরূপ খোদাদ্রোহী ও অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তি হল শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা (কুরআন ৫ : ৩৩ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নবীরা নিষ্পাপ, নির্দোষ ও নিরপরাধ। কোন নবীকে শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেয়ার বিধান পৌলের মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে নেই।

খ্রীষ্টান নেতৃবৃন্দরা যীশুর তথাকথিত বন্দি ও হত্যা করার মূল ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ইয়াহুদীদের মুকাবেলা করতে কমজোর হওয়ায় তারা দুর্বলচেতা রূপে ইয়াহুদীদের সমস্ত অপবাদ বাহ্যতঃ নতশিরে বরণ করে নিলেও প্রভুর প্রতি আরোপিত অপবাদ ঘুচানোর চেষ্টার ত্রুটি করেনি। *যে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলে সে অভিশপ্ত*------ যীশুর ভক্ত খ্রষ্টান নেতৃবৃন্দরা ঐ সময় প্রভুর প্রতি আরোপিত এই অপবাদের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না। এমন সময় পৌল যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়ে তার ক্রুশে হত্যাকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিম্নের রূপ দিয়ে তাদের সামনে তুলে ধরলেন ঃ *যে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে সে অভিশপ্ত* বটে তবে *খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অভিশপ্ত হইয়া* [পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতঃ] *মুক্তির মূল্য দিয়া বিধি-ব্যবস্থার* [শরীয়তের] *অভিশাপ হইতে আমাদের মুক্ত করিয়াছেন।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম, গালাতীয় ৩ :১৩ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

(খ) পাপ হতে উদ্ধার পাওয়া

পৌলের মতে ঈসা (আঃ) ক্রুশকাষ্ঠে তাঁর প্রাণ দিয়ে মানুষের (আদি ও অন্যান্য) পাপের শাস্তি নিজের উপর নিয়েছেন। এভাবে তিনি সমস্ত মানুষের জন্য পাপ হতে উদ্ধার পাওয়ার একটা পথ করে দিয়েছেন, যেন যে কেহ তাঁকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহণ করতঃ তাঁর উপর ঈমান আনে সে তখন পাপের ক্ষমা পায় এবং দোযখের হাত হতে রক্ষা পায়, আর অনন্ত জীবন তথা বেহেশতে প্রবেশের নিশ্চয়তা লাভ করে (গালাতীয় ৩ : ১৩, যোহন ৩ : ১৬, কলসীয় ১ : ১৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

পৌল দাবী করলেন ঃ

------মসীহ আমাদের পাপের জন্য নিজের জীবন দিয়াছিলেন, যেন তিনি এখনকার এই খারাপ দুনিয়ার হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিতে পারেন। .....

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ১ : ৪)

তিনি আরো দাবী করলেন ঃ *তিনি নিজের রক্তের মধ্য দিয়া.....চিরকালের জন্য পাপ হইতে মুক্তির উপায় করিয়াছেন।* (ঐ, ইব্রাণী ৯ ঃ ১২)

পৌল তাই বলেন ঃ *যাহারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে,* তাকে উদ্ধারকর্তা (Redeemer) বিশ্বাস করে তারা যত পাপই করুক না কেন, *খোদা তাহাদের নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩ : ২২ দ্রষ্টব্য)

মুক্তি তাদের জন্য নিশ্চিত, স্বর্গ তাদের জন্য সংরক্ষিত, আর যীশুকে যে উদ্ধারকর্তা বিশ্বাস করবে না, মূসার শরীয়ত পালন করে বা অন্য কোন শরীয়ত অনুসরণ করে সে যত পুণ্য কর্মই করুক না কেন, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদরা এ সকল বিবরণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মন্তব্য করেন- যীশু নিজের রক্ত দিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাসী মানুষের সকল পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজের উপরে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এখন তাঁর উপর বিশ্বাসীদের অতীতের কোন পাপ নাই আর বর্তমানেও কোন পাপ হবে না।

কি অযৌক্তিক ধর্ম বিশ্বাস! কি আশ্চর্য! মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন, হাইজ্যাক করে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করবে, মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করবে, অনাথ, শিশু ও অসহায় মানুষের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাবে, হাজার হাজার মানুষকে লোভ দেখিয়ে পথভ্রষ্ট করে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে-এতে তাদের কোন দোষ হবে না, ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর ফাঁসি বিশ্বাস করে তাকে উদ্ধারকর্তা মানলেই আল্লাহ্ তাদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করে নিবেন! বেহেশত তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যার বিবেকের অপমৃত্যু হয়নি, নিশ্চয়ই সে এরূপ মতবাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করবে।

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজের কন্যা ফাতেমাকে দোযখ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সৎকর্ম করার নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ *হে ফাতেমা! নিজেকে নিজে দোযখ হতে রক্ষা কর, যেহেতু আমি আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য কোন বিষয়েই যথেষ্ট নই।*

www.pathagar.com

খ্রীষ্টান জগতের কর্তৃপক্ষের মতে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেও *পাপ হতে উদ্ধারের* কাজ সমাধা হয়নি। যদি তাই হত, তবে খ্রীষ্টান দুনিয়ার বিচার বিভাগ ও পুলিশ বাহিনী *পাপ হতে উদ্ধার* মতবাদকে কার্যতঃ অস্বীকার করে চোর-গুন্ডা, খুনি, হাইজ্যাকার প্রভৃতি দুষ্কৃতিকারীদেরকে পাপী সাব্যস্ত করত না, আর দন্ডবিধি আইনের আওতায় আদালতে বিচার করে শাস্তিও দিত না। তারা পাপ হতে উদ্ধার পেয়েছে-মুখে এ বুলি আওড়ায় অথচ চোর, ডাকাত, খুনী হাইজ্যাকার প্রভৃতিকে পাপী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়। কি স্ববিরোধিতা!

খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বীরা আরও দাবী করেন- যীশু তাঁর উপর বিশ্বাসী মানুষকে আদি ও বর্তমান পাপ হতে উদ্ধার করার জন্য স্বেচ্ছায় ও উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাদের এ দাবী মিথ্যা। ঈসা (আঃ) তথাকথিত পাপ হতে উদ্ধারের জন্য নিজের জীবন দেননি, তাঁর কোন বাণীতেই এরূপ ধর্মমতের সত্যতার কোন প্রমাণ নেই বরং তাঁর অনেক বাণী এই অসঙ্গত মতবাদ খন্ডন করে।

(গ) একটি অনিচ্ছুক বলি

বাইবেলে দেখা যায়, যীশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন (১০০ পৃষ্ঠা হতে ১০২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন), যীশু তার জাতিকে পাপ হতে উদ্ধার করার জন্য তাদেরকে ধর্ম ও নিজের মহান জীবনাদর্শ শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে নিজেই ফাঁসিকাষ্ঠে রক্ত দেয়ার দৃষ্টান্ত অনেকটা ঐ ডাক্তারের মত যিনি ? রুগীর মাথা ব্যাথা আরোগ্য করার জন্য ঔষধ না দিয়ে নিজেই নিজের মাথাটিকে দেয়ালের উপর আঁছড়িয়ে ভাঙ্গলেন।

কি অদ্ভুত! পাপ করেছিলেন বাবা আদম (?), আর পাপী সাব্যস্ত হল দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, অধিকন্ত শাস্তিও প্রাপ্ত হবে সকল মানুষ।

কি অযৌক্তিক! অপরাধ করবে সকল মানুষ, আর তাদের সকলের অপরাধ চাপান হল একজন নিরপরাধ মানুষ যীশুর ঘাড়ে ? তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য শূলে প্রাণও দিলেন তিনি ?

আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পাপ হইতে উদ্ধার ইত্যাদি মতবাদ অর্থাৎ একজনের পাপের জন্য অন্যকে রক্ত দিতে হবে, আবার সকল মানুষের পাপ মোচনের জন্য সকলের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে ইত্যাদি মতবাদ সমূহ অযৌক্তিক, অন্যায়, অবৈধ ও নিষ্ঠুরতা। অন্যায় করা হতে মুখ ফিরিয়ে, অনুতপ্ত হয়ে, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন।

কিন্তু *প্রায়শ্চিত্তবাদ* বিশ্বাস করার অর্থই হল আল্লাহ পাকের ক্ষমা করার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা, তাঁর বিচার ও দয়া করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। সত্য কথা বলতে কি, ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাহাবারা এ সকল অবাস্তব ও অযৌক্তিক মতবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। এগুলো সেন্ট পৌল ও তার দল পৌলীয় খ্রীষ্টানদের অভিনব আবিষ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

(২) পৌলীয় খ্রীষ্টধর্মে সস্তায় (?) মুক্তি

ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে বিকৃত করার জন্য সেন্ট পৌল যে সকল অভিনব মতবাদ আবিষ্কার করেছিলেন, ঈসা[৩১] মূসা (আঃ)-এর শরীয়তকে পরিহার করে ***'অনন্ত জীবন[৩২] লাভ'*** করার মতবাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। পৌলের ধর্মমতে অনন্ত জীবন বা মুক্তি পাওয়ার জন্য অথবা আল্লাহর নিকট নির্দোষ বলে গৃহীত হওয়ার জন্য ঈসা-মূসার শরীয়ত অনুযায়ী কোন সৎকাজ করার প্রয়োজন নেই, শুধু যীশুর আত্মবলিদানে এবং পুনরুত্থানে বিশ্বাস করলেই মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি মিলে যাবে। সে ***অনন্ত জীবন পাইবে***।

(রোমীয় ৩ ঃ ২০, ২৮; ৬ ঃ ২৩ দ্রষ্টব্য)

তাছাড়া যীশুর উপর ঈমান আনয়নকারী চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার ইত্যাদি যত রকম দোষই করুক না কেন, তাতে পাপাচারের কোন ফলই তাকে ভোগ করতে হবে না। এ সম্বন্ধে পৌল রোমীয়, গালাতীয়, কলসীয়, ইব্রাণী প্রভৃতি পুস্তিকার মধ্যে লিখেছেন, যার সমষ্টিগত মর্ম হল ঃ ***অনন্ত জীবন*** পাবার জন্য কোন সৎকর্ম করার প্রয়োজন নেই, অপকর্ম যত করা যায় কোন পাপ নেই, শুধু যীশুর রক্তে বিশ্বাস করলেই নির্ঘাৎ মুক্তি মিলে যাবে, ***'অনন্ত জীবন'*** শুরু হবে। ***উদ্ধারকর্তা আর প্রভু হিসাবে খোদাবন্দ ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনিবার ফলে মানুষের এই অনন্ত জীবন শুরু হয়।*** (দেখুন পৃঃ ৭২৬, ইঞ্জিল শরীফ, আরও দেখুন রোমীয় ১০ ঃ ৯, গালাতীয় ২ ঃ ১৬, ২১)

৩১। ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত হতে ভিন্ন ছিল না বরং একই ছিল; কারণ, তিনি মূসা (আঃ)-এর শরীয়তকেই ***পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন*** (মথি ৫ ঃ ১৭, ১৮ দ্রষ্টব্য)। ইহা ছিল মানব জাতির বিশেষ করে বণী ইস্রাঈলের জন্য একটি সুষ্ঠ পার্থিব জীবন ব্যবস্থা। ঈমান আনার পরে বনী ইস্রাঈলদের মধ্য হতে যারা এ শরীয়ত অনুযায়ী সৎকর্ম করেছিল তারা মুক্তি পেয়েছে, আর যারা পৌলের বশবর্তী হয়ে তার আজ্ঞা অনুযায়ী উহাকে অভিশাপ মেনে উহার বিপরীত অপকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল তারা আল্লাহ্‌র কোপে পড়েছে।

৩২। ***অনন্ত জীবন লাভ করা*** বা ***মুক্তি পাওয়ার*** অর্থ (ইসলামের পরিভাষায়) সম্ভবতঃ দুনিয়াতে পবিত্র ও আনন্দময় জীবন এবং পরকালে স্বর্গীয় নন্দন কানন তথা পরম সুখের বাসর ঘর বেহেশ্‌তে সুমহান ও চীরস্থায়ী জীবন লাভ করা। আল্লাহর দেওয়া উপহার এই বেহেশ্‌ত হল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থল ও নিরাপদ বাসস্থান [যেখানে আকর্ষণীয় সুন্দরী ও পরিচ্ছন্ন জীবন সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। তা ছাড়া বেহেশ্‌তবাসীরা যখন যাই চাবে, তৎক্ষণাৎ তাই তাদেরকে সরবরাহ করা হবে। যারা স্রষ্টা ও তাঁর নবীর উপর ঈমান আনবে, তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং জীবনের সর্বস্তরে সৎকর্ম করে উহা প্রমাণ করবে (দেখুন কুরআন ৪ ঃ ৫৭, ১২২; ২ ঃ ২৫, ৮২), তারাই অনন্ত জীবন লাভ করবে বা মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর নিকট নির্দোষ সাব্যস্ত হবে (দেখুন কোরআন ৩ ঃ ১৫; ৩৬ ঃ ৫৫-৫৮; ৪১ ঃ ৩০-৩২, ৪৪ঃ ৫৬-৫৭, ৫২ ঃ ১৭-২৮ ইত্যাদি।]

www.pathagar.com

'আর যীশুকে তোমার উদ্ধারকর্তা আর প্রভু হিসাবে না মানলে *সেই অনন্ত জীবন* তুমি কখনও *পাইবে না, বরং খোদার গজব তোমার উপর থাকিবে।* (যোহন ৩ ঃ ৩৬), নবীদের শরীয়ত অনুযায়ী তুমি রোযা কর, নামায পড়, লক্ষ কোটি টাকা দান-খয়রাত কর, আর যত রকম সৎকর্মই কর না কেন সবই আস্তাকুঁড়ের ময়লা-আবর্জনা ও ছিন্ন-বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়'-বলেন মগজ-ধোলাই করা তার্কিকেরা। তারা আরও বলেন ঃ যীশুর উপর ঈমান আনা ব্যতীত দুনিয়ার *প্রত্যেকটি মানুষ অনন্ত আজাব পাইবার উপযুক্ত।* (দেখুন পৃঃ ৩৯৪, ইঞ্জিল শরীফ)

পৌলের মতে ঈসা-মূসার *শরীয়ত একটি অভিশাপ। ঈমানের সংগে শরীয়তের কোন সম্বন্ধ নাই* (গালাতীয় ৩ ঃ ১০-১৩ দ্রষ্টব্য)। *কারণ, শরীয়ত খোদার গজব ডাকিয়া আনে* (রোমীয় ৪ ঃ ১৫ দ্রষ্টব্য)। তাই পৌল শরীয়তকে বাতিল ঘোষণা করলেন (ইব্রানী ৭ ঃ ১৮, ১৯, এবং ৮ ঃ ১৩)। তিনি ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে কাঁট্‌ছাঁট্ করে এবং উহাতে নতুন নতুন মতবাদ আমদানী করতঃ মুক্তি (?) পাওয়ার রাস্তাকে অত্যন্ত সহজ করে দিলেন, আর যীশুর দেয়া শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদেরকে সস্তায় মুক্তির সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

(ক) মুক্তি (অনন্ত জীবন) পাবার উপায়

ঈসা-মূসার শরীয়তে	পৌলের ধর্মমতে
মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত বলে ঃ কেবল আজ্ঞাগুলো পালনের মধ্য দিয়েই মুক্তি তথা অনন্ত জীবন পাওয়া যাবে। ঈশ্বর মূসাকে এ সকল কথা বললেন, বিখ্যাত দশ আজ্ঞা, [Ten commandments] প্রদান করলেন ঃ *আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু..... যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র* [পুরুষ] *পর্যন্ত দয়া করি। তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও। ..... নর হত্যা করিও না। ব্যাভিচার করিও না। চুরি করিও না। তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।* (যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ১, ৬, ১২-১৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ১৬-২১)।	কিন্তু পৌল শরীয়তের আজ্ঞাগুলোকে ক্রুশ কাষ্ঠের সাথে পেরেক এঁটে সকলকে মুক্তির সনদ দিয়ে দিয়েছেন। পৌল বলছেন, *"তিনি* [ঈশ্বর] *আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়াছেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে দলিল* [শরীয়তের আজ্ঞা সকল] *ছিল তাহার সমস্ত দাবী-দাওয়া সহ তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। সেই দলিল তিনি ক্রুশে পেরেক দিয়ে গাঁথিয়া নাকচ করিয়া ফেলিয়াছেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ২ ঃ ১৪) 'আপনারা ঈসা-মূসার শরীয়ত মানেন না, খাৎনা করান না কেন' ? জিজ্ঞাসা করলে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বী অনেকেই উত্তর দেয় *ঈশ্বর ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে উহা নাচক করে দিয়েছেন;-তাই আমাদের এখন আর শরীয়ত মানার প্রয়োজন নেই।* পৌলীয় খ্রীষ্টানদের এ্যাথানেসিয়ান ধর্মমতে বলা হয়; *অধিকন্তু অনন্ত জীবন পাবার জন্য ইহাই আবশ্যক যে সে* [একজন খ্রীষ্টান]-

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি আসিয়া ঈসাকে বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? ঈসা [মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের পুনরুক্তি করে যাত্রা পুস্তক (২০ ঃ ৬, ১২-১৭) এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ১৬-২১)-এর অনুসরণে] *তাহাকে কহিলেন..... তুমি যদি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে* (মূসার শরীয়তের) *আজ্ঞা সকল পালন কর ঃ..... নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও।*

(পবিত্র বাইবেল, মথি ১৯ ঃ ১৬-১৯, লূক ১৮ ঃ২০)।

ফরীশীদের একজন যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"হুজুর, মূসার শরীয়তের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কোনটা?' ঈসা তাঁহাকে বলিলেন, 'সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী হুকুম এই, 'তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকে মহব্বত করিবে।' 'আর তাহার পরের দরকারী হুকুমটা.... তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করিবে।' মূসার গোটা শরীয়ত এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষা এই দুইটি হুকুমের উপরই নির্ভর করিয়া আছে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২২ ঃ ৩৬-৪০)

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মানবদেহ ধারনেও ন্যায়তঃ বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

কিন্তু পৌল নিম্নরূপে যীশুর ধর্মমতের প্রতিবাদ করলেন। *.....মূসার শরীয়ত পালন করিবার জন্য খোদা মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন না বরং ঈসা মসীহের * উপর ঈমান আনিবার জন্যই তাহা করেন। কারণ শরীয়ত পালন করিবার ফলে কাহাকেও নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না।..... মানুষ যদি শরীয়ত পালনের মধ্য দিয়াই খোদার গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, তবে মসীহ, মিথ্যাই মরিয়াছিলেন।*

(ঐ, গালাতীয় ২ ঃ ২৬, ২১)

মূসার গোটা শরীয়ত এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষার বিরোধিতা করে পৌল বলেছেন ঃ *আমি পৌল, তোমাদের বলিতেছি,* [শরীয়ত পালনার্থে] *যদি তোমাদের খাৎনা করানই হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না* (Christ shall profit you nothing) *তোমরা যাহারা শরীয়ত পালন করিয়া খোদার গ্রহণযোগ্য হইতে চাহিতেছ, তোমরা মসীহের নিকট হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছ, খোদার রহমত হইতে সরিয়া গিয়াছ।*

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৫ঃ ২, ৪)

* প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! উপরের (ডান কলামের) উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেন কি ? আল্লাহর দেয়া বিখ্যাত দশ আজ্ঞার সাথে পৌল ও তার দলের মতবাদের কোন মিল নেই, মিল নেই মূসার শরীয়তের সাথে আর যীশুর ধর্মের সাথে, বরং এগুলো হল উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। পৌলের মতে শরীয়ত পালন করা, সৎকর্ম করা অনন্ত জীবন পাবার উপায় নয়, শুধু শূলবিদ্ধ যীশুর উপর ঈমান আনলেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

খোদা মূসা (আঃ)-এর উপর দশ আজ্ঞাসহ শরীয়ত অবতীর্ণ করলেন। যারা খোদাকে প্রেম করে এবং এই আজ্ঞা সকল পালন করে, তিনি তাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া করেন। যীশু মূসা (আঃ)-এর শরীয়তেরই পুনরুক্তি করলেন, উহাকে সত্যায়িত করে নিজের ভক্তসহচরদের জন্য প্রচার করে গেলেন। তিনি আরো জোর দিয়ে

www.pathagar.com

বললেন, *অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিতে* হলে মূসার শরীয়তের আজ্ঞাগুলো পালন করা ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া যে দুটি হুকুম (স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন করা)-এর উপর *মূসার গোটা শরীয়ত* এবং পূর্ববর্তী *নবীদের সমস্ত শিক্ষা* নির্ভর করে আছে- উহাও মূসার শরীয়তেরই অন্তর্ভুক্ত। উহাও যীশু নিজের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে প্রচার করে গেলেন। যীশু তাঁর দরদী(?) পৌলের নিকট কস্মিনকালেও বলেননি যে, 'তোমাদের সৎকর্ম করার কোন প্রয়োজন নেই, বরং নিজের জীবন দিয়ে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো আমিই করব'। অতঃপর যীশুর প্রকৃত শিষ্য হযরত ইয়াকুবও পরবর্তী উদ্ধৃতিতে প্রচার করেছেন *প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত, ঠিক তেমনই সৎকর্ম* [শরীয়ত] *ছাড়া ঈমানও তেমনই মৃত, নিষ্ফল।*

মহান খোদার বাণী, নিজেদের প্রভু যীশুর ও তাঁর শিষ্য এমনকি ভাই (?) ইয়াকুবের এত স্পষ্ট ধর্মশিক্ষাকেও খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা চোখে দেখেন না। কারণ কি? হযরত ঈসা (আঃ) ঠিকই বলেছেন; *কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না আর শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝেও না।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মথি ১৩ ঃ ১৩)

যারা শরীয়তের নির্দেশিত-সৎকর্ম না করে পৌলের খামখেয়ালী মতবাদ... শূলীবিদ্ধ যীশুকে *হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়াই* স্বর্গে যেতে চায়- হযরত ইয়াকুব তাদেরকে *মূর্খ* বলে সম্বোধন করেছেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! যারা আপনার দরদী সেজে মুক্তির সার্টিফিকেট দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, বাইবেল বগল তলায় করে আপনার দরজায় এসে খট্‌খট্ করে, তাদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করুন ঃ "কয়েকটি মাত্র বাছাই করা পংক্তি মুখস্থ করে আপনারা স্বর্গের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন--অথচ বাইবেলে উল্লিখিত আপনাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর উক্তি এবং তাঁরই প্রিয় শিষ্য-ইয়াকুবের উক্তিগুলো আপনারা দেখেন না? পৌলের মিথ্যা জালিয়াতি প্রচার করে নিরীহ মানুষকে কেন পথ ভ্রষ্ট করছেন ? আসলে বাইবেল বগল তলায় নিয়ে যে সকল পাদ্রীরা মানুষকে চক্ষু (?) দান করতে আসেন তারা নিজেরাই চক্ষু থাকতে অন্ধ, কান থাকতেও বধির, আর অন্তর থাকতেও অজ্ঞান।

কারণ কি জানেন ? তারা ঐ উক্তিগুলো নিজেদের মাতৃভাষায়ই পাঠ করে, তবুও উহাদেরকে উহাদের বিপরীত অর্থে বুঝার জন্য তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় এবং উহাদেরকে উহাদের বিপরীত অর্থে মেনে নিতে এবং প্রচার করতে বাধ্য করা হয়। কি মগজ ধুলাই! Brain-washed!

(খ) *হায় মূর্খ! কাজ ছাড়া ঈমান যে নিষ্ফল তাহার প্রমাণ কি তুমি চাও?*

ঈমান এবং সৎকাজ-এই দুইয়ের জন্যই খোদা মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন । (ইয়াকুব ২ ঃ ২৪)

www.pathagar.com

ইয়াকুব (ওরফে জেমস্) ছিলেন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু, অতঃপর জুডিও-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য এই ইয়াকুব বলছেন ঃ ---

কেবল মাত্র ঈমানের জন্যই যে খোদা মানুষকে নিদোর্ষ বলিয়া গ্রহন করেন তাহা নয়, কিন্তু ঈমান এবং কাজ এই দুইয়ের জন্যই খোদা মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ২ ঃ ২৪)

যীশুও কোন দিন বলেন নি যে শুধু বিশ্বাস করলেই তিনি উদ্ধার করবেন, বরং বলেছেন ঃ

তখন তিনি প্রত্যেক লোককে তাহার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দিবেন।

(ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, মথি ১৬ : ২৭]

পৌল দাবী করেছেন যে, শরীয়ত পালন বা সৎকাজ করার কোন দরকার নেই। কেবল মনে-মুখে যীশু খ্রীষ্টকে স্বীকার করে নিলেই খোদা নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

খোদা ঈমান আনিবার জন্য মানুষকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহন করেন, শরীয়ত পালন করিবার জন্য নয়।

(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩ ঃ ২৮)

পৌল আরও বলেছেনঃ

-----তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।

ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম, রোমীয় ১০ ঃ ৯)

ঈমান (বিশ্বাস) ও শরীয়ত (কর্মের)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক

ইয়াকুব আরও বললেন ঃ

আমার ভাইয়েরা! যদি কেহ বলে, আমার ঈমান আছে অথচ তাহার কর্ম না থাকে, তবে তাহাতে কি লাভ? সেই ঈমান কি তাহাকে পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে? ধর, তোমার কোন ভাই কিংবা বোনের ঘরে খাবার নাই, পরিবার কাপড়ও নাই। এই অবস্থায় যদি তোমাদের কেহ তাহাকে বলে, 'তোমার মংগল হোক, খাইয়া-পরিয়া ভাল থাক,' অথচ তাহার অভাব মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই না করে, তবে তাহাতে তাহার কি উপকার হইবে? ঠিক সেইভাবে, যে ঈমানের সংগে কাজ যুক্ত নাই সেই ঈমান মৃত।

কেহ হয়ত বলিতে পারে, 'তোমার ঈমান আছে আর আমার আছে সৎকাজ'। বেশ, ভাল কথা। কাজ ছাড়া তোমার ঈমান আমাকে দেখাও আর আমি কাজের মধ্য দিয়া আমার ঈমান তোমাকে দেখাইব তুমি এক খোদায় বিশ্বাস কর, তাই না? খুব ভাল! কিন্তু ভূতেরাও ত তাহা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে।

পৌল বলেছেন ঃ

"----মসীহের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য এই শরীয়তই আমাদের পরিচালনাকারী, যেন ঈমান আনিবার মধ্য দিয়া আমাদের নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখন ঈমান আসিয়াছে বলিয়া আমরা আর শরীয়তের পরিচালনার অধীন নই।

(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৩ ঃ ২৪-২৫)।

পৌল আরও বলেছেন --------

যাহারা শরীয়ত পালন করিবার উপর নির্ভর করে, তাহাদের সকলের উপর এই অভিশাপ রহিয়াছে,..... শরীয়ত পালন করিবার জন্য খোদা কাহাকেও নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন না। যেমন [তাওরাতে] লেখা আছে, 'যে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলে সে অভিশপ্ত, তেমনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অভিশপ্ত হইয়া, মুক্তির মূল্য দিয়া শরীয়তের অভিশাপ হইতে আমাদের মুক্ত করিয়াছেন।

(গালাতীয় ৩ ঃ ১০, ১১, ১৩)

www.pathagar.com

হায় মূর্খ! কাজ ছাড়া ঈমান যে নিষ্ফল, তাহার প্রমাণ কি তুমি চাও? ----ইব্রাহিম যখন তাঁহার ছেলেকে--কোরবানী দিয়াছিলেন, তখন কি সেই কাজের জন্য তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই? ---তাঁহার ঈমান ও কাজ সেই সময় একসংগে কাজ করিতেছিল এবং তাঁহার কাজই তাঁহার ঈমানকে পূর্ণতা দান করিয়াছিল।..... প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত, ঠিক তেমনই কাজ ছাড়া ঈমানও মৃত ।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ২ ঃ ১৪-২২,২৬)

*** ব্যাখ্যা ঃ ঈমান ও শরীয়ত**

আল্লাহর নিকট হতে তাঁর নবীরা যা কিছু এনে নিজ নিজ জাতিকে দান করেছিলেন, ঐ সমস্তকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করা, মৌখিক স্বীকার করা, আর কার্যে তা পরিণত করার জন্য প্রস্তুত থাকাকে ঈমান বলে। ঈমান আরবী শব্দ, বাংলায় উহার অনুবাদ করা হয় 'বিশ্বাস' শব্দ দ্বারা, তবে ইসলামের পরিভাষায় যাকে ঈমান বলা হয়, শুধু 'বিশ্বাস' শব্দ দ্বারা উহা বুঝানো যায় না।

ঈমান হল মনের অবস্থা (Theoretical) অব্যবহারিক, অথচ শরীয়ত হল ধর্ম পালনের পদ্ধতি (Practical) ব্যবহারিক, যা কার্যে পরিণত করে দেখানো যায়।

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, ধর্ম পালনের পদ্ধতি, সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, বৈধ-অবৈধের সীমা ইত্যাদি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের অর্থ হচ্ছে জানা এবং মেনে নেয়া, আর অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে মুখে স্বীকার করে নবীদের দ্বারা আনীত খোদার সমুদয় আদেশ-নিষেধগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে পরিণত করার নাম শরীয়ত পালন করা। বীজের সাথে গাছের যে-রকম সম্পর্ক ঈমানের সাথে শরীয়তেরও সেই রকম সম্পর্ক। বীজ ছাড়া যেমন গাছ হয় না, কর্ম (শরীয়ত) ছাড়া তেমনি ঈমানের পূর্ণতা আসে না। *প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত ঠিক তেমনই কাজ ছাড়া ঈমানও মৃত।* কাজ দ্বারাই ঈমানকে প্রমাণ করতে হয়।

ইবলীশ শয়তান আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করত কিন্তু সে আল্লাহর হুকুম মত কাজ করল না, অর্থাৎ তার অসৎ কর্মই প্রমাণ করল যে, সে হল অবিশ্বাসী-কাফের। জুদাস ইস্কারিয়োৎ যীশুর উপর ঈমান এনেছিল বলে দাবী করত, কিন্তু সে আনুগত্য অবলম্বন করে আত্মসমর্পন করল না, সুতরাং তার অসৎ কর্মই প্রমাণ করল যে, সে ছিল বিশ্বাসঘাতক। রোম-সম্রাট হেরাক্লিয়াস মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট পত্র লিখে তাতে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তার কর্ম প্রমাণ করল যে, সে ছিল মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ। মুহাম্মাদ (সাঃ) যে আখেরী নবী ও প্রতিশ্রুত পয়গম্বর এ জ্ঞান

www.pathagar.com

তার ছিল, কিন্তু জ্ঞানের সাথে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য ছিল না বলে সৎকর্ম করতে পারল না। অতএব ঈমান এনে খোদা ও তাঁর নবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা এবং কর্মের দ্বারা জীবনের সর্বস্তরে উহা প্রমাণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত প্রকৃত ঈমানও হাসিল হয় না, মুক্তিও পাওয়া যায় না বা অনন্ত জীবনও লাভ হয় না।

ইব্রাহীম (আঃ) খোদার উপর ঈমান আনলেন, অতঃপর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর নির্দেশে পুত্র কোরবানী করে সেই আনুগত্য প্রমাণ করেছিলেন ***তাঁহার কাজই তাঁহার ঈমানকে পূর্ণতা দান করিয়াছিল।***

পৌলের মতবাদ ও রচনাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্টিন লুথার, ক্যালভীন প্রভৃতি ধর্মতত্ত্ববিদরা মনে করত যে, ঈসা-মূসার শরীয়ত মোতাবেক সৎকর্ম করা ছাড়াই শুধু যীশুর রক্তে বিশ্বাস করলেই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া যাবে। মাইকেল এইচ হার্ট মার্টিন লুথার সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

One of his [Luther's] ***Key ideas was the doctrine of justification by faith alone, an idea derived from the writing of st. Paul.*** (দি হান্ড্রেড পৃঃ, ১৪৯)

মার্টিন লুথার (Martin Luther) ছিলেন প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেছেন ঃ ***তুমি শুধু বিশ্বাস কর তা হলেই মুক্তি পাবে। রোজা রাখা, পাপকাজ হতে আত্মরক্ষা করা, পুরোহিত- সমীপে পাপ-স্বীকারোক্তির গ্লানি স্বীকার করা প্রভৃতি ভাল কাজের জন্য কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই। নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, এই সকল*** [ভালকাজ] ***ছাড়াই এবং কেবল যীশুখ্রীষ্টের উপর তোমার খাঁটি ঈমান আনবার জন্যই তুমি নিঃসন্দেহে যীশুর সমতুল্য মুক্তি পাবে। যদি তুমি দিনে হাজার বার ব্যভিচার[৩৩] ও খুন কর কোন দোষ নেই, শুধু তোমার খাঁটি বিশ্বাসের কারণে মুক্তি পাওয়া তোমার জন্য অবধারিত।***

আমি পুনরায় বলছি- শুধু তোমার বিশ্বাসই তোমার জন্য নির্বাণ আনয়ন করবে।
(ক্যাথলিক হেরাল্ড, ভলিউম ৯, পৃঃ ২৭৭)

যীশু নাকি বলেছিলেন ঃ

আমার আগে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সকলে চোর আর ডাকাত, কিন্তু ভেড়াগুলি তাহাদের কথা শুনে নাই। আমিই দরজা। যদি কেহ আমার মধ্য দিয়া ভিতরে ঢুকে, তবে সে পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে।----------চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আসে। আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়। আমিই ভাল রাখাল। ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের প্রাণ দেয়। (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০ ঃ ৮-১১)

৩৩। যারা দিনে হাজারবার যিনা ও খুন করাকে ধর্মবিরোধী ও দোষের কাজ মনে করে না, তাদের সম্বন্ধে সতর্ক করে আল্লাহ্ বলেন ঃ *আপনি* [হে মুহাম্মদ] *তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।*

www.pathagar.com

প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত খ্রীষ্টানরা উপরোক্ত উদ্ধৃতির মত উক্তি সমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশ্বাস করে যে, মূসা (আঃ) সহ পূর্ববর্তী সকল নবীরাই ছিলেন চোর এবং ডাকাত।

মার্টিন লুথার তার পুস্তকে লিখেছেন ঃ *আমরা মূসাকেও বিশ্বাস করি না এবং তাঁহার উপর অবতীর্ণ তাওরাতেও বিশ্বাস করি না। কারণ, তিনি ছিলেন যীশুর শত্রু। দশ আজ্ঞা* (The Ten Commandments)-*এর সাথে খ্রীষ্টানদের কোনই সম্বন্ধ নাই। -----এইগুলি হইল প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী সকল মতবাদের মূল।*

প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের ধর্মানুযায়ী ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ ইত্যাদি যাবতীয় অপকর্ম করে যাওয়াই ত কর্তব্য। আর যদি এগুলো হতে তারা বিরত থাকে তবে তো তারাও মূসার শরীয়তের উপর চলছে, যা মার্টিন লুথারের মতে, *প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী সকল মতবাদের মূল*।

পৌলের ধর্মমতের মত খোদার ধর্ম যদি এতই সহজ হত এবং কোন সৎকর্ম ও পরীক্ষা ছাড়াই স্বর্গে স্থান পাওয়া যেত, তবে নরকে দেয়ার মত কোন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়া যেত না, সকলেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করত। দিনে-রাত্রে মানুষের মুখ হতে হাজারো শব্দ বের হয়, ঐগুলো হতে একটা শব্দ ব্যবহার করে *যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া* নিলেই যদি বেহেশতে যাওয়া যায় তবে এমন সুযোগ কোন দিন কেউ ছাড়ে ? পৌলের ধর্ম যদি সত্য ধর্মই হত তবে আল্লাহ বুঝি দোযখ সৃষ্টি করতেন না।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ *দোযখকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে চিত্তাকর্ষক কার্যাবলীর দ্বারা এবং বেহেশ্‌তকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে রুচিবিহীন কার্যাবলীর দ্বারা।* (হাদীস নং ৪৯৪, অধ্যায় ২৮, কিতাবুর রিকাক, বোখারী শরীফ)

অর্থাৎ ধর্ম ও শরীয়তের পরিপন্থী যে সকল কাজ করলে দোযখে যেতে হবে, এগুলোকে শয়তান মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক, সুশোভিত ও লোভনীয় করে দেখায়, যাতে অসতর্ক মানুষ সহজেই তাতে আকৃষ্ট হয়। প্রবৃত্তিও এগুলো করতে প্ররোচনা দেয়, ফলে এরূপ কার্যাবলী করতে তাদের মনেও ভাল লাগে, যেমন আল্লাহর সাথে শরীক করা, যিনা করা, চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, অবৈধ কামনা-বাসনা পূর্ণ করা ইত্যাদি-অর্থাৎ ধর্ম ও শরীয়তের গন্ডীকে এড়িয়ে প্রবৃত্তি (তথাকথিত পবিত্র আত্মা)-এর প্ররোচনায় স্বাধীনভাবে খেয়াল খুশীমত চলা। হাদীসের ভাষায়-দুনিয়ার জীবন অবিশ্বাসীদের জন্য বেহেশতের জীবনের মত-আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা না করে খেয়াল খুশী মত চলা যায়।

আর ধর্ম ও শরীয়ত অনুসারে যে সকল কাজ করলে বেহেশ্‌তে যাওয়া যায় এগুলো করতে শয়তান ও প্রবৃত্তি নিরুৎসাহ করে এগুলো সাধারণ মানুষের নিকটে রুচিবিহীন, করতেও কঠিন এবং মনেও ভাল লাগে না। যেমন না দেখেও আল্লাহর একত্ববাদে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করা, পানাহার ত্যাগ করে সারাদিন রোযা রাখা, ৫ বার নামায আদায় করা, দুস্থের সেবা করা, নিজের কষ্টে অর্জিত মালের অংশ (যাকাত) গরীবকে দেয়া, লোভনীয় অন্যায়-অপকর্ম হতে বিরত থাকা, নবীদের মত ত্যাগ স্বীকার করে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা ইত্যাদি। হাদীসের ভাষায় দুনিয়ার জীবন বিশ্বাসীদের জন্য কয়েদ খানায় বাস করার মত-জীবনের সর্বস্তরে সদা-সর্বদায় স্রষ্টা ও তাঁর নবীর আদেশ-নিষেধ তথা শরীয়তের গন্ডীর মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়।

প্রিয় খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বী বন্ধুরা! খোদা আমাদের সকলকেই কমবেশী বিবেক বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আপনার মুক্তির জন্য, আপনার বিবেকের নিকট প্রশ্ন করুন, দেখুন সে কি বলে ? জেলখানায় প্রবেশ করা অতি সহজ। ইহা আপনাদের বিবেক-বুদ্ধিও সাক্ষ্য দিবে। এর জন্য রাত্রি জাগরণ করে বহুকষ্টে লেখা-পড়া করার দরকার হয় না। রাত ১২টার পরে চুপে চুপে গিয়ে এক টুকরা পাথর নিক্ষেপ করে কেউ ষ্টেট ব্যাঙ্কের একটা জানালা ভাঙ্গলেই পুলিশ অতি সতর্কতার সহিত তাকে জেলখানায় নিয়ে যাবে। সে যত সাধুই হোক, আর চুরি করবে না- এ বিশ্বাস তার মনে যত গাঢ়ই থাকুক না কেন, জেলখানায় তাকে যেতেই হবে। কেউ হয়তো মদ পান করে বে-খেয়ালে বন্ধুর বুকে ছুড়ি বসিয়ে দিলেও অতি সহজে সে কয়েদ খানার একজন বাসিন্দা হতে পারে; হয়তো উহাতে যাবজ্জীবন বাস করার ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কেহ যদি সুরম্য অট্টালিকার মালিক হতে চায় অথবা গভর্ণর হাউজে বা রাজপ্রসাদে বাস করতে চায়, তবে অত সহজে পারা যাবে না। আপনি যদি মুখে নিয়োগকর্তাকে বস্ ***বলিয়া স্বীকার করেন এবং*** (ডিউটি না করে) ***হৃদয়ে বিশ্বাস করেন যে,*** মাসের শেষে আপনার বেতন জমা হয়ে হয়ে সুরম্য অট্টালিকা আপনার জন্য তৈরী হয়ে থাকবে, তবে ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অবাস্তব।

আপনি যদি অট্টালিকার মালিক হতে চান তবে আপনাকে কঠিন পরিশ্রম করে, অনেক বছর লেখাপড়া করে, চাকুরী করে অর্থ উপার্জন করতঃ উহা নির্মাণ করতে হবে, তবেই উহার মালিক হতে পারবেন। গভর্ণর হাউজে বাস করার ইচ্ছা হলে ***শুধু মুখে স্বীকার করা এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করলেই*** হবে না, কঠিন পরিশ্রম করে গভর্ণর হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, তবেই কোন দিন গভর্ণর হয়ে উহাতে বাস করার অনুমতি পেতে পারেন।

তেমনি যুক্তিসঙ্গত কথা এই যে, শয়তানের প্রলোভনে পড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অসৎকর্ম ও অবৈধ সুখভোগ করে সহজে যেখানে ঢুকা যায় আর আকাশ কুসুম বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে, সস্তায় যা পাওয়া যায় উহা-মুক্তির জায়গা স্বর্গ নয় বরং শাস্তি পাওয়ার জায়গা নরক।

মুক্তি বা উদ্ধার পেয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে হলে ***হৃদয়ে বিশ্বাস করার সাথে*** আনুগত্য স্বীকার করে, নবীর দ্বারা আনীত খোদার সমুদয় আদেশ-নিষেধকে ব্যবহারিক

www.pathagar.com

জীবনে কাজে পরিণত করতে হবে। যীশুতে আপনার বিশ্বাস আছে অথচ তাঁর শরীয়ত আপনি মানেন না, তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করেন না। তিনি বলছেন, *চুরি করিও না, নর হত্যা করিও না, তোমার প্রতিবাসীর স্ত্রীতে লোভ করিও না।* কেহ পৌলের ধর্মমত অনুসারে *শরীয়ত একটি অভিশাপ* মেনে উহার বিপরীত কাজকে আশীর্বাদের কাজ ভেবে চুরি করা শুরু করে দিল, বাধা দানকারীকে হত্যা করে আসল, প্রবৃত্তির প্ররোচনায় *প্রতিবাসীর স্ত্রীতে লোভ করে* সমাজকে অপবিত্র ও কলুষিত করল আর মনে-মুখে যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে খুব বিশ্বাস করতে থাকল, তা হলে যীশু কি খুব খুশী হবেন ? আর *পিতার নিকটে তার পক্ষ হইয়া কথা বলিয়া* স্বর্গ তার জন্য প্রস্তুত করে রাখবেন ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত-অযৌক্তিক।

না, না, এরা স্বর্গ পাবে না। যীশু বরং তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে বলবেন ঃ

'....আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হও।' (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৭ ঃ ২১-২৩)

ফ্রেন্ড! অনন্ত জীবন আপনি পেতে পারেন, বেহেশত আপনার জন্য প্রস্তুত থাকবে, যদি আপনি যীশুর সমস্ত হুকুম পালন করেন। তিনি বলেছেন ঃ

তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর, তবে আমার সমস্ত হুকুম পালন করিবে। আমি পিতা [ঈশ্বর]-*এর নিকট চাহিব, আর তিনি তোমাদের নিকটে চিরকাল থাকিবার জন্য* [আমারই মত] *আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠাইয়া দিবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ* [মুহাম্মাদ] । (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ১৪ ঃ ১৫-১৬)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

তোমাদের নিকট আরও অনেক কথা আমার বলিবার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেইগুলি সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই সত্যের রূহ [মুহাম্মাদ] *যখন আসিবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখাইয়া পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইবেন। তিনি নিজ হইতে কথা বলিবেন না, কিন্তু যাহা কিছু* [খোদার নিকট হতে] *শুনেন তাহাই বলিবেন, আর যাহা কিছু* [ভবিষ্যতে] *ঘটিবে তাহাও তিনি তোমাদের জানাইবেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ১৬ ঃ ১২-১৩)

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারিত ধর্ম ইসলাম এবং সকল নবীদের শরীয়তের সার সংক্ষেপ, শরীয়তে মুহাম্মদী নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন। একমাত্র তাঁর দেয়া শিক্ষা-ই মানুষকে *পথ দেখাইয়া পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইতে* পারে। ঈমান এনে আপনি যদি তাঁর শরীয়তের গন্ডীর মধ্যে চলতে পারেন, তবে আপনার জন্য মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে (২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন), *অনন্ত জীবনে* আপনি প্রবেশ করতে পারবেন, বেহেশত আপনার জন্য প্রস্তত থাকবে।

আল্লাহ্ আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী [মুহাম্মাদ], *যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা*

www.pathagar.com

দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে---- । সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, ------- তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা [কুরআন] *তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু মাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা* [মুক্তি] *অর্জন করতে পেরেছে।*

(পবিত্র কুরআনুল করীম ৭ ঃ ১৫৭)

(গ) পৌলের ধর্মে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার উপায়

পৌলের ধর্মমতে মূসার *শরীয়ত একটা অভিশাপ*। আর এই *অভিশাপ* তথা শরীয়ত পালনের দাসত্ব-যোয়াল হতে পৌল নিম্নরূপে আপন অনুসারীদেরকে মুক্তির সনদ দিয়ে দিলেন ঃ

যীশু *'ফাঁসি কাষ্টে'* নিজের রক্ত দিয়ে *'শরীয়তের অভিশাপ হইতে'*, খ্রীষ্টানদের মুক্ত করেছেন। তাই *যাহারা শরীয়ত পালন করে খ্রীষ্ট তাহাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না।* এমন কি *তাহারা মসীহের নিকট হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছে, খোদার রহমত হইতে সরিয়া গিয়াছে।* (ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৫ ঃ ২, ৪)

মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের হুকুম হল-*নর হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, প্রতিবেসীকে দুঃখ দিওনা, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করিও না*----- ইত্যাদি। এই সকল নির্দেশই তো শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত আর এই শরীয়তই পৌলের ধর্মমতে অভিশাপ। *যাহারা* (এই) *শরীয়ত পালন করিবার উপর নির্ভর করে, তাহাদের সকলের উপর এই অভিশাপ রহিয়াছে।* তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়াল এই যে, *নর হত্যা না করা, যিনা না করা, চুরি না করাও অভিশাপ*। আর যে সকল খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বীরা নর হত্যা করে না, যিনা করে না, চুরি করে না, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করে না, ওরা সকলেই অভিশপ্ত *খ্রীষ্ট হইতে বিছিন্ন* এবং *খোদার অনুগ্রহ হইতে বিচ্যুত,* কারণ তারা শরীয়তের উপর চলছে।

পৌলের ধর্মমত যদি সত্য হয়, তা হলে পৌলের ধর্মে কি *নর হত্যা করা' যিনা করা' 'চুরি করা', পিতামাতার অবাধ্যচরণ করা*; ইত্যাদি যাবতীয় অপকর্ম করে যাওয়াই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া বা সৌভাগ্যশালী হওয়ার একমাত্র উপায় ?

আমি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী অনেকের নিকট-ই এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তারা কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বলে, অতঃপর হয় অপ্রাসঙ্গিকতা শুরু করে দেয়, আর না হয় সরে পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। যারা সরল ও নিরপেক্ষ তারা পৌলের এ বিকৃত মতবাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। আর যার ভাগ্যে মুক্তি লেখা রয়েছে, সে ইস্‌লামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রিয় বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকারা! সাবধান হোন, আপনাদেরকে যেন ফাঁদে ফেলতে না পারে। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি পৌলের এহেন নোংরা ময়লা আর্বজনা (ব্যভিচার, খোশগল্পের কাহিনী ইত্যাদি)কেও মাকাল ফলের মনোহর আবরণ পরিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করছে। দেখুন না, কি সুন্দর আবরণে ঢেকেছে– *সারা দুনিয়ার*

www.pathagar.com

অসংখ্য লোকের অন্তরে খোদাতাআলার এই কালাম পাপ হইতে উদ্ধার, আশা এবং উৎসাহ আনিয়াছে। অতঃপর নামে মাত্র মূল্যে রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামে, গঞ্জে, বাসে, বাস-স্ট্যান্ডে বিক্রয় করছে। বাইবেল সোসাইটি কামনা করছে ঃ

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে এই অনুবাদটি যেন এই একই রকমের রহমত বহিয়া আনে।

(ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ! বি.বি.এস - ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ৭)

কি কল্যাণকর, অদ্ভূত রহমত!

উপরোক্ত শরীয়ত বিরোধী ময়লা আবর্জনাকে মাকাল ফলের আবরণ পরিয়ে বাংলাদেশের কোটি কোটি নিরীহ সরল মানুষকে নরকের পথে নেওয়ার এই ফাঁদ ও নখর বড়ই দুঃখজনক।

সুধী মহলের নিকট আমার জিজ্ঞাসা-পৌলের ধর্মে সৎকর্ম করার তেমন কোন কথা নেই, বরং পৌল অসৎ কর্ম করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন। উপরে (১৩৬) পৃষ্ঠায় (গোলাতীয় ৩ ঃ ১০, ১১, ১৩) উদ্ধৃতিতে পৌল সম্ভবতঃ ইহাই বলতে চান যে শরীয়তের অভিশাপ হতে দূরে থাক অর্থাৎ *নর হত্যা কর, যিনা কর, চুরি কর, প্রতিবাসীকে কষ্ট দাও, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ কর* ইত্যাদি। এইগুলো কি ধর্ম ? আসলে অনেক ধর্মতত্ত্ববিদরা মন্তব্য করে বলেন ঃ *পৌল হলেন যীশুর ধর্মের বিকৃতকারী।* তাদের মন্তব্য কি ঠিক ?

পৌলের মনে যদি যীশুর ধর্মকে বিকৃত করায় দুরভিসন্ধি না থাকত তবে কি বিখ্যাত দশ আজ্ঞা আর নবীদের সমস্ত শিক্ষাসহ মূসার শরীয়তকে এক কথায় অভিশাপ বলতে পারতেন ? পারতেন কি যিনা করা, নর হত্যা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, চুরি করা প্রভৃতি অপকর্মে উৎসাহ দিতে ?

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে পৌলের মত যারা মানুষকে বিপথে চালিত করে ঐ সকল লোকদের জন্য রায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; অসৎকর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎকর্ম হতে বারণ করে----। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের-তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (কুরআন ৯ ঃ ৬৭-৬৮)

(৩) মাত্র একটা চিহ্ন, না আদৌ কোন চিহ্ন নয়?

ইয়াহুদীরা মরুভূমিতে হযরত মূসা (আঃ)কে বিভিন্নভাবে বিরক্ত করত, অপরিসীম কষ্ট ও পীড়া দিত। সেই জাতি-মূসা (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী, ঈসা (আঃ)কেও ছাড়েনি। তারা তাঁর সাথেও একই রকম ব্যবহার করেছিল। বিভিন্ন সময়ে ইয়াহুদী ধর্মগুরু ও নেতারা বিভিন্ন রকম হেঁয়ালী, প্রহেলিকা ও কঠিন প্রশ্ন নিয়ে ঈসা (আঃ)-এর

www.pathagar.com

নিকট আসত, এভাবে তারা তাঁকেও হয়রান, পেরেশান ও নাজেহাল করত। তাঁর মৃতকে জীবিত করা, জন্ম অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করা প্রভৃতি অলৌকিক কার্যাবলী ইয়াহুদীদের নিকট ঈসা (আঃ)-এর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ যথেষ্ট ছিল না। তারা ঈসা (আঃ)কে আরো পরীক্ষা করতে চাইত। তারা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ, তাঁর নিকট, স্বর্গ হতে একটা চিহ্ন (অলৌকিক ঘটনা) দেখতে চাইল। ইয়াহুদী নেতাদের প্রশ্নের উত্তরে ঈসা (আঃ) যে উত্তর দিয়েছিলেন, উহা সম্বন্ধে মার্কের বর্ণনা মথির বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো তুলনা করুন।

মাত্র একটি চিহ্ন দেখান হবে	কোন চিহ্নই দেখান হবে না।
ঈসা তাহাদের বলিলেন,.....	*ইহাতে ঈসা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস*
নবী ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন	*ফেলিয়া বলিলেন,.'.. .....*
চিহ্নই তাহাদের দেখান হইবে না।	*আমি আপনাদের সত্যই বলিতেছি,*
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১২ ঃ ৩৯)	*কোন চিহ্নই ইহাদের দেখান হইবে না।'*
	(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৮ ঃ ১২)

মার্কের বর্ণনা সত্যের বিরোধী বলে মনে হয়। কারণ, যীশুর অন্যান্য অলৌকিক কার্যকলাপ তো চিহ্ন বা নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যীশুর মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করা ইত্যাদি অন্যান্য কার্যকলাপ সবই তো নিদর্শন ছিল।

(৪) তিন দিন তিন রাত, না একদিন দুই রাত?

খ্রীষ্টান জগতে যীশুর পুনরুত্থান পর্ব (Easterday)-এ শুক্রবার দিনকে সাধারণ ছুটির দিন পালন করা হয়। এই শুক্রবারকে শুভ শ্রক্রবার (Good Friday)ও বলা হয়। এ, টি, দেবের অভিধানে লেখা আছে-Good-Friday-তে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হন বলে ইহা খ্রীষ্টানদের উৎসব দিনরূপে পালিত হয়। কি কারণে এই শুক্রবারকে শুভ শুক্রবার বলা হয় ? *এ দিনেই যীশুখ্রীষ্ট আমাদের পাপসমূহ ধুঁয়ে-মুছে ফেলার জন্য ক্রুশ-কাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন*– এক বাক্যে সান-ডে স্কুলের খ্রীষ্টান বালক-বালিকারা উত্তর দেয়। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে যীশুকে দাফন করা হয়।

আমাদের অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সুসমাচারগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে ঃ

-রবিবার দিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে মগ্দলীনী মরিয়ম যীশুর কবরের নিকটে গেলেন এবং কবরটি শূন্য পেলেন। (যোহন ২০ ঃ ১ দ্রষ্টব্য)

অতএব রবিবার ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যীশু (?) কবরেই ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কারণ, কখন যীশু কবর হতে উধাও হয়েছিলেন, বাইবেলের কোথাও তা লেখা নেই। তাই আমরাও মনে করি যীশু (?)

www.pathagar.com

- শুক্রবার দিবাগত রাত্র পুরাই কবরে ছিলেন = ১ (এক) রাত্র[৩৪]
-শনিবার দিন পুরাই কবরে ছিলেন = ১ (এক) দিন
- শনিবার দিবাগত রাতও পুরাই কবরে ছিলেন = ১ (এক) রাত
- রবিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে যীশুকে কবরে পাওয়া গেল না = কবর শূন্য।

যোগফল মোট = ১ (এক) দিন ২ (দুই) রাত মাত্র।

যীশু বললেন ঃ

ইউনুস যেমন সেই [তিমি] *মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত্রি ছিলেন, মনুষ্যপুত্র* [যীশু] *ও তেমনই তিন দিন ও তিন রাত্রি মাটির নীচে থাকিবেন।*
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১২ ঃ ৪০)

অতএব, উপরের হিসাব লক্ষ্য করলে দেখা যায় যীশু (?) ছিলেন কবরে মাত্র (এক) দিন ও ২ (দুই) রাত্র।

প্রিয় পাঠক,

উপরের হিসাব মতে আপনি যোগফল একদিন ও দুই রাতের বেশী পাবেন না। আপনি যত চেষ্টাই করেন না কেন, বাইবেলে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কখনই কস্মিনকালেও তিন দিন ও তিন রাত মিলাতে পারবেন না, শ্রেষ্ঠ গণিত শাস্ত্রবিশারদ আইনষ্টাইনও আপনাকে তিনদিন ও তিন রাত প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন না।

এখানে স্বভবতঃ একটা প্রশ্ন হতে পারে ঃ ইউনুস (আঃ) কি তিমি মাছের পেটে জীবিত ছিলেন, না মৃত ? বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত যোনা ভাববাদীর পুস্তকই আমাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ঐ পুস্তক হতে নিম্নের বর্ণনা দেয়া হল ঃ

ইউনুস (আঃ) ওরফে যোনা নিনওয়াবাসীদের নিকট নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। নিনওয়াবাসীদের অবাধ্যতার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ঐ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। যাফা হতে এক জাহাজযোগে তর্শীশে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে সমুদ্রের মধ্যে ঝড়-তুফান শুরু হয়ে গেল। ইউনুস (আঃ) নাবিকদেরকে বলেছিলেন যে, *তিনি সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে পালাইতেছেন*। কারণ তিনি চাননি যে, তাঁর কারণে নিরপরাধ লোকদের ক্ষতি হোক। ঐ দেশের লোকদের সাধারণ ধারণা ছিল যে, পলাতক গোলামের দোষে এরূপ অমঙ্গল ঘটে। নাবিকরা তাদের রেওয়াজ অনুযায়ী লটারি করল, লটারিতেও তাঁরই নাম উঠল।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দাও..... কেননা আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে এই ভারী ঝড় উপস্থিত হইয়াছে।

প্রথমে তাঁর মত এমন একজন ভাল লোককে তারা সাগরে ফেলতে চাইল না। কোন মতেই যখন ঝড় থামল না, অগত্যা *তাহারা যোনাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া*

৩৪। ইয়াহুদীরা সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এক রাত এবং সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একদিন গণনা করে। শনিবার দিনকে ইয়াহুদীরা বিশ্রামবার ও ইবাদতের দিন বলত। এই দিনে সমস্ত ইয়াহুদীরা খোদার ইবাদত করত। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা হতে আরম্ভ করে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময়টিকেই বিশ্রামবার বলে ধরা হত। (দেখুন ইঞ্জিল শরীফের ৭২৩ পৃষ্ঠায়)।

www.pathagar.com

দিল। ..... আর সদাপ্রভু যোনাকে গ্রাস করণার্থে একটা বৃহৎ[তিমি] *মৎস নিরূপণ করিয়াছিলেন*। মাছটি ইউনুস (আঃ)কে আস্ত গিলে ফেলল। *সেই মৎসের উদরে যোনা তিনদিন ও তিনরাত্রি যাপন করিলেন*। তখন যোনা ঐ মাছের পেটে থেকেই খোদার নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। *পরে সদাপ্রভু সেই মৎসকে বলিলেন, আর সে যোনাকে শুষ্ক ভূমির উপরে উদ্গীরণ করিয়া দিল*।

যোনা ঐ মাছের পেটে জীবিত ও অক্ষত ছিলেন। আরোগ্য হয়ে খোদার নির্দেশে তিনি নিনওয়া শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিনওয়াবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত থেকে তথায়ই ইহকাল ত্যাগ করলেন।

(যোনা, প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

এখানে আর একটা বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, আর তা হল অলৌকিক ঘটনা (চিহ্ন) কাকে বলে ? কোন ঘটনাকে অলৌকিক বা আশ্চর্য তখনই বলা হয় যদি উহা প্রাকৃতির নিয়মের বিপরীতরূপে ঘটে। যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে একটা লোক *তিন দিন ও তিন রাত্রি* মাছের পেটে থাকলে মরেই যাওয়ার কথা, যদি যোনা মরে যেতেন তবে উহা অলৌকিক ঘটনা বা নিদর্শন হত না, আর তা হলে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীও হত না অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু যদি তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের পরপন্থী, মাছের পেটে জীবিত থাকতেন তবেই উহা অলৌকিক ঘটনা বা আশ্চর্য নির্দশন বা চিহ্ন প্রমাণ হয় এবং যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীও অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়। উপরে উল্লিখিত বাইবেলের বর্ণনায় প্রমাণও হয়েছে যে যোনা ছিলেন জীবিত। খ্রীষ্টানরা বলেন- যোনা ছিলেন জীবিত, ইয়াহুদীরা বলেন জীবিত, মুসলমানরাও বলেন তাই।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইউনুস (আঃ) ছিলেন ৩ দিন ও ৩ রাত মাছের পেটে জীবিত। যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী ও চিহ্ন সত্য হলে, তাঁকে ৩ দিন ও ৩ রাত কবরে (মাটির নীচে) জীবিতই থাকার কথা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদরা সুসমাচারের বর্ণনা অনুযায়ী দাবী করছেন যে, যীশু ছিলেন ১ দিন ও ২ রাত মাটির নীচে মৃত। এ দাবী হতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তারা যীশুর প্রতি দু'টা মিথ্যা আরোপ করছেন ঃ

১। যীশু বলেছিলেন যে, তিনি ছিলেন কবরের ভিতরে *তিন দিন ও তিন রাত্রি* অথচ বাইবেলের মিথ্যা উদ্ভাবন প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন কবরের মধ্যে মাত্র একদিন ও দুই রাত।

২। যীশু বলেছিলেন যে, তিনি ছিলেন ইউনুস (আঃ)-এর মত, সদৃশ (alive) এবং কবরে ছিলেন জীবিত অথচ খ্রীষ্টান তার্কিকেরা নিশ্চয় করে বলছেন যে, যীশু ছিলেন ইউনুস (আঃ)-এর বিসদৃশ (unlike) এবং কবরে ছিলেন মৃত।

যীশু যদি যোনার সদৃশ এবং জীবিত প্রমাণিত না হন, তবে তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল হয় বিস্তর। এরূপ হলে কিরূপে তিনি ইয়াহুদীদের নিকট প্রকৃত মসীহ প্রমাণিত হতেন ? আর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে ইয়াহুদীদেরকে দোষও দেওয়া যায় না।

www.pathagar.com

কে মিথ্যা বলছেন- যীশু, না খ্রীষ্টান তার্কিকেরা ?

এখানে যীশুর তথাকথিত অনুসারীদের জন্য মাত্র দু'টি রাস্তা খোলা আছে ঃ

-হয় ক্রুশ-কাষ্ঠে যীশুর মৃত্যুর দাবীতে অটল থাকা এবং যীশুর ভষ্যিদ্বাণী (তথা বাইবেলের প্রামাণিকতা)কে প্রত্যাখ্যান করা;

-আর না হয় ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যুকে অস্বীকার করা এবং বিশ্বাস করা যে যীশুকে (যোনার মত) মৃত্যু হতে রক্ষা করা হয়েছিল। এই পথে যীশু কর্তৃক, নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ, একমাত্র নির্দশন দেখানোর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীদের জন্য যীশুকে জীবিত স্বীকার করে নেয়া খুবই কঠিন। কারণ যীশুর মৃত্যুর উপরই তাদের মুক্তি নির্ভর করে।

৫। যীশু কি কেবল একজনকে হারিয়েছিলেন, না কাউকে হারাননি ?

যীশু এক জায়গায় বলছেন- তিনি তাঁর বিখ্যাত বারজন শিষ্যের মাত্র একজনকে হারিয়েছিলেন, অন্য জায়গায় বলছেন একজনকেও হারাননি।

যীশু একজনকে হারিয়েছিলেন

স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করে যীশু বললেন ঃ

আমি যতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে ছিলাম, ... তাহাদের রক্ষা করিয়াছি, প্রহরী-রূপে সংরক্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বিনাশের সন্তান [জুদাস ইস্কারিয়োৎ] *হইয়াছে... ।*

(ত্রাণকর্তা...নূতন নিয়ম, যোহন ১৭ ঃ ১২)

যীশু একজনকেও হারাননি

যীশু বললেন ঃ

যাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ তাহাদের একজনকেও হারাই নাই,... ।

(ত্রাণকর্তা ..... নূতন নিয়ম, যোহন ১৮ঃ৯)

যীশু বললেন ঃ *যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা এই যে, যাহাদের তিনি আমাকে দিয়াছেন তাহাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই ... ।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬ ঃ ৩৯)

জুদাসের অন্তিম পরিণতি কি গলায় দড়ি দিয়ে, না পেট ফাটিয়ে?

ঈসাকে শত্রুদের হাতে যে ধরাইয়া দিয়াছিল, সেই এহুদা [জুদাস] *যখন দেখিল, ঈসাকে বিচারে দোষী বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে, তখন তাহার মনে খুব দুঃখ হইল। সে প্রধান ইমামদের ... নিকট সেই তিরিশটা রূপার টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিল ..... তখন এহুদা সেই রূপার টাকাগুলি লইয়া এবাদতখানার মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং গলায় দড়ি দিয়া মরিল।*

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৭ ঃ ৩;৫)

[ঈসাকে ধরিয়ে দেওয়ার] *খারাপ কাজ দ্বারা এহুদা যে টাকা পাইয়াছিল তাহা দিয়া সে এক খন্ড জমি কিনিল, আর সেখানে পড়িয়া তাহার পেট ফাটিয়া গেল এবং নাড়ী-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। .....*

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত, ১ ঃ ১৮)

www.pathagar.com

৬। মিথ্যা কসম (প্রতিজ্ঞা)

খোদা (?) জিব্‌রাঈল ফেরেস্তাকে পাঠিয়ে মরিয়মের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করলেন .... *প্রভু-খোদা তাঁহাকে তাঁহার* [যীশুর] *পূর্ব পুরুষ রাজা দাউদের সিংহাসন* দিবেন। তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপর চিরকাল রাজত্ব করিবেন। তাঁহার রাজত্ব করা কখনো শেষ হইবে না।*

(ইঞ্জিল শরীফ, লুক ১ ঃ ৩২, ৩৩)

লুক, পিতরের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ *তিনি* [দাউদ] *একজন নবী ছিলেন এবং তিনি জানিতেন, খোদা কসম খাইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহার সিংহাসনে * তাঁহারই একজন বংশধর* (Christ)*কে তিনি বসাইবেন।*

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২ ঃ ৩০)

পীলাতের প্রশ্নের উত্তরে যীশু বললেন ঃ *আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজ্য এই দুনিয়ার হইত, তবে যাহাতে আমি ইহুদী নেতাদের হাতে না পড়ি, সেইজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করিত; কিন্তু আমার রাজ্য এখানকার নয়।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮ ঃ ৩৬)

দাউদের রাজ্য তো *এই দুনিয়াতেই* ছিল। আর অন্য দুনিয়াতে থেকেই যদি যীশু *ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপর চিরকাল রাজত্ব করেন* তবে এ জগতের অনান্যা বংশের লোকদের পাপ মোচনের কি হবে ?

* অথচ মথি যীশুকে রাজা নয়, বরং একজন গরীব মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন।

যীশু বললেন ঃ *শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখীর বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্র* [যীশু]-*এর মাথা রাখিবার জায়গা কোথাও নাই।* (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৮ ঃ ২০)

সুসমাচারগুলো, লূক (১ ঃ ৩২, ৩৩) ও প্রেরিত (২ ঃ ৩০) এ উল্লিখিত-যীশুকে দাউদের 'সিংহাসনে' আরোহন করানোর এই প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কারণ, সুসমাচারগুলোই প্রমাণ করছে যে,-যীশু তাঁর প্রাপ্য সিংহাসনে আরোহন করেন নি। তাঁর পরিবর্তে তাঁরই একজন শত্রু, বিধর্মী রোম সরকারের নিযুক্ত শাসনকর্তা, পন্থীয় পীলাত উহাকে অধিকার করে নিয়েছিল, আর ঐ সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী যীশুকে অন্যায় বিচারে দোষী সাব্যস্থ করে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদন্ড দিল।

যীশু কৈসর (Caeser)কে কর দিবার জন্য তার লোকজনকে নির্দেশ দিতেন। লোকজন যখন জোর করে যীশুকে তাদের রাজা করতে চাইল, তিনি তখন পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন (যোহন ৬ ঃ ১৫ দ্রষ্টব্য)। এই প্রতিজ্ঞা যদি মিথ্যাই না হত, তবে কেন তিনি তাঁর পূর্ব-পুরুষ দাউদের সিংহাসনকে ঘৃণা করলেন ?

আজ এই মিথ্যা প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। বাইবেলের বাংলা অনুবাদকরা অনুবাদগুলোতে 'Christ' শব্দের অনুবাদ *খ্রীষ্টযীশু* করেননি বরং উহার অনুবাদ করেছেন যে কোন *একজন বংশধর*।

www.pathagar.com

বাইবেলের নতুন নিয়ম কোন্ নৈতিক শিক্ষার উৎস ?

(৭) মদ পানের বিষফল

কে হায় হায় বলে ?
কে হাহাকার করে? কে বিবাদ
করে? কে বিলাপ করে? কে অকারণ
আঘাত পায়? কাহার চক্ষু লাল হয়?
*যাহারা দ্রাক্ষারস * (wine) এর নিকটে*
বহুকাল থাকে, যাহারা সুরার সন্ধানে যায়।
দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টি করিওনা, ...
যদিও উহা পাত্রে চক্‌চক্ করে, যদিও
উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়, অবশেষে
উহা সর্পের ন্যায় কামড়ায়, বিষধরের ন্যায়
দংশন করে।

(হিতোপদেশ ২৩ ঃ ২৯-৩২)

লুক ফেরেশতার বাণী উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ ফেরেশতা জাকারিয়া নবীকে, পুত্র ইয়াহিয়ার জন্মের শুভ সংবাদ দিয়ে বললেন ঃ

কারণ সে [ইয়াহিয়া] *প্রভুর চোখে*
*মহান হইবে। সে কখনো আংগুর রস **
(wine) *বা কোন রকম মদ* (Strong drink) *খাইবে না.....*

(ইঞ্জিল শরীফ, লুক ১ ঃ ১৫)

ব্যভিচার, মদ্য ও নূতন দ্রাক্ষারস
(New wine), *এই সকল বুদ্ধি হরণ করে।* (হোশেয় ৪ ঃ ১১)

সদাপ্রভুর দূত, শিম্‌শোন নবীর জন্ম হওয়ার পূর্বে তাঁর মাকে, বললেন ঃ

.....দেখ, তুমি বন্ধ্যা, ...
কিন্তু গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে।
অতএব সাবধান, দ্রাক্ষারস (wine) *কি*
সুরা (Strong drink) *পান করিও*
না এবং কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না

(বিচার কর্তৃগণের বিবরণ ১৩ ঃ ৩, ৪)

পৌল নিজেও বাইবেলের একস্থানে বলেছেন ঃ *মদ্যপানে মত্ত হইও না; যাহাতে উচ্ছৃখলতা জন্মে; .....*

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরনূতন নিয়ম, ইফিষীয় ৫ ঃ ১৮)

যা *সর্পের ন্যায় কামড়ায়, বিষধরের ন্যায় দংশন করে*-এমন মারাত্মক জিনিসকেই পৌল তার রুগী ও শিষ্য তীমথিয়কে পান করার জন্য পথ্য দিলেন, এই বলে ঃ

*তোমার প্রায়ই অসুখ হয় বলিয়া হজমের জন্য অল্প অল্প করিয়া আংগুর-রস **
(Wine) *খাইও, কেবল পানি খাইও না।*

(ইঞ্জিল শরীফ, ১ তীমথিয় ৫ ঃ ২৩)

মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা (Strong drink) *দেও, তিক্ত প্রাণ* [শোকে দুঃখ ভারাক্রান্ত] *লোককে দ্রাক্ষারস * (Wine) দেও; সে পান করিয়া দৈন্যদশা ভুলিয়া যাউক, আপন দুর্দশা আর মনে না করুক।*

(হিতোপদেশ ৩১ ঃ ৬,৭)

কান্না গ্রামে বিবাহভোজে যীশুর প্রথম অলৌকিক কার্য (Miracle) :

এই বিবাহ অনুষ্ঠানে মদ ফুরিয়ে গেলে যীশুর মাতা তাঁকে বললেন ঃ

*ইহাদের আংগুর-রস** (Wine) *ফুরাইয়া গিয়াছে। ঈসা তাঁহার মাকে বলিলেন,* ***Woman, what have I to do with thee*** *'এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয় নাই।' তাঁহার মা তখন চাকরদের বলিলেন, 'ইনি তোমাদের যাহা করিতে বলেন তাহাই করিও।'*
*..... সেই জায়গায় পাথরের ছয়টা জালা বসান ছিল। সেইগুলির প্রত্যেকটিতে দুই-তিন মণ করিয়া পানি ধরিত। ঈসা সেই চাকরদের বলিলেন, 'এই জালাগুলিতে পানি ভরিয়া দাও।' চাকরেরা তখন জালা গুলির কানায় কানায় পানি ভরিয়া দিল। তারপর ঈসা তাহাদের বলিলেন, 'এইবার উহা হইতে অল্প তুলিয়া ভোজের কর্তার নিকটে লইয া যাও।' চাকরেরা তাহাই করিল। সেই আংগুর রস * (wine), যাহা পানি হইতে হইয়াছিল, ভোজের কর্তা তাহা খাইয়া দেখিলেন। ..... ভোজের*

www.pathagar.com

কর্তা বরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রথমে সকলে ভাল আংগুর রস খাইতে দেয়। তারপর যখন লোকের ইচ্ছামত খাওয়া শেষ হয়, তখন যে রস দেয় তাহা আগের চেয়ে কিছু খারাপ। কিন্তু তুমি ভাল আংগুর-রস (wine) এখন পর্যন্ত রাখিয়াছ। ঈসা .... চিহ্ন হিসাবে এই প্রথম আশ্চার্য কাজ করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করিলেন। ..."*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২ ঃ ৩-১

* বাইবেলের বঙ্গানুবাদগুলোতে, উপরে উল্লিখিত ইংরেজী পাঠের wine শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, দ্রাক্ষারস বা আংগুর -রস।

বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার প্রশ্ন ঃ মদ (wine) আর আংগুরের রস (Grape juice) কি এক জিনিস ? আগুরের রস, মধু, খেজুর এবং আরো অনেক দ্রব্য হতে মদ তৈরী করা যায়। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে লেখা সমস্ত মদ যদি কেবল আগুরের রস হতেই তৈরী হয়ে থাকত, তবুও মদ (wine)-এর অনুবাদে কি আংগুরের রস বলা যায় ? ইউরেনিয়াম (Uranium) হতেও পারমানবিক বোমা তৈরী হয়, তাই বলে ইউরেনিয়াম আর পারমানবিক বোমা কি এক জিনিস ? ধর্মের নামে এ সমস্ত কি প্রতারণা ? সম্ভবতঃ নিজেদের ধর্মগ্রন্থের দুর্বলতাকে আবরণ দেয়ার জন্য বাইবেলের অনুবাদকরা অপচেষ্টা করছে আর বাংলা ভাষাভাষী নিরীহ মানুষের চক্ষে ধূলা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে অধর্মের ফাঁদে ফেলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

শিম্‌শোন নবীর মা ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর গর্ভে আল্লাহর পবিত্র বান্দা শিম্‌শোন নবী জন্মগ্রহণ করবেন-তাই তার জন্মের পূর্বে ফেরেশতা এসে তাঁর মাকে 'সাবধান' করে দিলেন যে, যাঁর গর্ভে পবিত্র নবী জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর পেটে যেন মদের মত অপবিত্র পানীয় না যায়।

প্রভুর চোখে ইয়াহিয়া (আঃ)-এর মত যারা *মহান* তাঁরা কখনো মদ বা মাদক দ্রব্য পান করেন না। তা হলে ঈসা (আঃ)-এর মত মহান নবী কিরূপে ১৮ মণ কড়া ও উগ্র মদ তৈরী করে বরযাত্রীকে পান করতে সাহায্য করলেন এবং উৎসাহ দিলেন ?

সাধারণ মদ পানের পরে সর্বোৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাদ্যও মুখে অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে। এখানে সাধারণ মদ পানের পরে *ভোজের কর্তা* যীশুর (?)র তৈরী নতুন মদ পরখ করে উহাকে অধিক ভাল মদ বলল। অতএব, যীশু (?) পানিকে কত কড়া ও উগ্র মদে পরিণত করেছিলেন, তা ভাববার বিষয়। এইরূপে সুসমাচার লেখকরা ধর্মের নামে ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে মদ পানে উৎসাহিত করে গিয়েছেন। যীশু(?)র এই একটা মাত্র নিশ্চিত নিদর্শনের কারণে মদ খ্রীষ্টান জগতে পানির মত ব্যবহৃত হচ্ছে। আমেরিকায় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক (Tele evangelist) জিমি সয়াগার্ড (Jimmy swaggard) তার বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একমাত্র যুক্তরাজ্যেই সাড়ে পাঁচ কোটি মাতাল আছে।

www.pathagar.com

মদ হল সকল পাপের মূল। ইহা *বুদ্ধি হরণ* করে। নূহ (আঃ)-এর মত মহান নবীও (বাইবেলের মতে) মদ পান করে বুদ্ধিভ্রম হয়ে *'বিবস্ত্র হইয়া'* পড়তেন এবং লুৎ (আঃ)-এর মত একজন নবী মদ পান করে বুদ্ধিভ্রম হয়ে রাতের পর রাত আপন কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচার করতেন। (مَعَاذَ اللّٰه)

মদ বিষধরের ন্যায় দংশন করে, মাতাল *হাহাকার ও বিলাপ করে।*

প্যারীসের ডঃ চার্লস রিশে (Charles Richet) শরীরবৃত্ত (Physiology) বিষয়ের উপর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'অ্যাল্‌কোহল, বইতে মদের যে বিভীষিকাময় অপকারিতা বর্ণনা করেছেন, নিম্নে উহার বাংলা অনুবাদ লক্ষ্য করুন ঃ

মদ্যপান মদপায়ীর ইন্দ্রিয়সমূহকে অবশ করে দেয়, তাকে চলৎশক্তিহীন করে, তার বমির উদ্রেক করায়। আমাদের দুর্বল মনে বিচার বুদ্ধির যে ক্ষীণ আলোক মিট্‌মিট্ করে জ্বলে মদ উহাকে নিভিয়ে দেয়। মদ শীঘ্রই বলবান লোকটিকেও বশীভূত করে ফেলে, তাকে একটি ক্রোধান্বিত পশুতে পরিণত করে; এই পশু তখন বেগুণ রংগের মুখমন্ডল এবং রক্তবর্ণ চক্ষু নিয়ে [ক্রোধে চিৎকার করে] *অভিশাপ দিতে থাকে, তার চতুঃপার্শস্থ সকলকে ভয় প্রদর্শন করে এবং কল্পিত শত্রুদেরকে গালিগালাজ দিতে থাকে। কোন শ্রেণীর পশুর মধ্যেই এমন কি শুকর, শৃগাল বা গর্দভের মধ্যেও কখনও এই জাতীয় নীচ ব্যবহার করতে দেখা যায় না। সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ও ঘৃণ্যতম এই মাতাল, যার দর্শনে যে কোন লোকই লজ্জাবোধ করবে নিজেকে ঐ প্রাণী* [মাতাল] *টির শ্রেণীভুক্ত ভাবতে।*

মদ্যপায়ী মদপান করার পরে মা, মেয়ে ও স্ত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। এই সময়ে এই নরপশুর নিকট সবই সমান। সম্ভবতঃ মদের এত ছড়াছড়ির কারণেই পরিসংখ্যান তথ্যাবলীতে দেখা যায়, খ্রীষ্টানপ্রধান দেশ- আমেরিকাতে ১৩% লোক এবং আফ্রিকাতে ৮% লোক আপন মেয়ের সাথে যিনা করে (Is the Bible God's word, 1985, দ্রষ্টব্য)

যীশুর মত একজন মহান নবী কিরূপে নিজের অনুসারীদেরকে এমন একটি ধ্বংসশীল পানীয় (মদ) পানে উৎসাহ দিবেন ? অথচ তাঁরই মত আর একজন মহান নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এ অপবিত্র মদ পানে উৎসাহ দেয়া তো দূরের কথা, যে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করা এবং উহার ব্যবহার করার সাথে জড়িত সকলকেই অভিশাপ দিয়েছেন।

১৪০০ বছর আগে যখন সারা দুনিয়া মদ্যপানে লিপ্ত ছিল, তখন তিনি মদের বিভীষিকাময় অপকারিতার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, এর ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করলেন এবং উহা পানকারীকে দন্ডনীয় ও শাস্তির যোগ্য সাব্যস্থ করেছেন।

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবা ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, *'মুহাম্মদ (সাঃ) মদ সম্পর্কীয় ঐ ১০ ব্যক্তির উপর লা'নত করছিলেন।'*

www.pathagar.com

- যে মদ তৈয়ার করে, *- যার জন্য উহা তৈয়ার করা হয়,*
- যে উহা দান করে, *- যে উহা পান করে,*
- যে উহা পান করায়, *- যে উহা বিক্রয় করে,*
- যে উহা ক্রয় করে, *- যে উহা বহন করে,*
- যার জন্যে উহা বহন করে আনা হয়, *- যে উহার বিক্রয় মুল্য ভোগ করে*

(মেশকাত শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য)

মহানবী আরও বলেছেন ঃ *যে মাদক দ্রব্য বেশী পরিমাণে ব্যবহার করলে নেশা হয়, তার অল্প মাত্রাও ব্যবহার করা হারাম।*

মদ্যপায়ী তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে, সমাজে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মদ। পানের কারণে গোটা জীবনটাই তার অর্থহীন হয়ে পরে অবশেষে ইহ-পারলৌকিক সমস্ত-কল্যাণ হতে সে বঞ্চিত হয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলছেন ঃ

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া .... এই সমস্ত শয়তানের অপবিত্র কার্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব এইগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাক যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (কুরআন ৫ ঃ ১৯)

সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, ঈসা (আঃ)-এর মত এমন একজন মহান নবীর নবুয়তের কাজ শুরু হতে পারে *সূচনারূপে* এমন একটা অপবিত্র এবং ধ্বংসশীল পানীয় তৈরীর *এই কার্য সাধন করিয়া?*

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণিত উপরে উল্লিখিত স্ববিরোধী বর্ণনাগুলো আল্লাহর বাছাই করা বান্দা ঈসা (আঃ)-এর মত মহান নবীর মুখে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেছে, গ্লানি ও অপবাদ দিয়েছে, ঐগুলো কি সত্য, না মিথ্যা, বাস্তব, না অবাস্তব, যৌক্তিক, না অযৌক্তিক- ইহার বিচার করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব আপনাদের উপরই ন্যস্ত হল। আপনারা উকিল সাজবেন না, বিচারকের স্থান গ্রহণ করে, বিবেকের সাথে পরামর্শ করে রায় দিবেন। খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা কম মূল্যের ধাতুকে রংচং দিয়ে চক্‌চকে স্বর্ণের রূপে দেখাবার কৌশল জানে। বি, বি, এস, (ঢাকা), ১৯৮০, এহেন নোংরা, অশ্লীল রচনাকেও ধর্মের রং পরিয়ে আল্লাহ্‌র বাণী বলে চালানোর প্রয়াস পেয়েছে, আর গর্ব করছে ঃ *সারা দুনিয়ার অসংখ্য লোকের অন্তরে খোদাতাআলার এই কালাম পাপ হইতে উদ্ধার, আশা এবং উৎসাহ আনিয়াছে।* এই সোসাইটি এমন নোংরা ময়লা আবর্জনাকেও ধর্মের নামে গলধঃকরণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তারা কামনা করছে ঃ

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে এই অনুবাদটি যেন এই একই রকমের রহমত বহিয়া আনে। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ৭, ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ)

www.pathagar.com

অধ্যায়-৬

বাইবেলে অবাস্তব, অযৌক্তিক ও বানোয়াট বর্ণনাসমূহের মধ্য হতে কয়েকটি

(১) মহান আল্লাহ্‌র সাথে উপহাস করা ঃ

(ক) মহান আল্লাহ্ কি ইয়াকুব (আঃ)-এর সাথে কুস্তি করে পরাজিত হলেন ?

ইয়াকুব (আঃ) বিদেশে যাত্রাকালে একদা এক জায়গায় একাকী রাত্রি যাপন করলেন। এমন সময় আল্লাহ্ (?) তাঁর সহিত সারা রাতব্যাপী কুস্তি ও ধস্তাধস্তি করলেন। অবেশেষে ইয়াকুব (?) (আঃ) আল্লাহর উপরে জয়ী হলেন। বাইবেল হতে এ অদ্ভূত, অলীক, মিথ্যা ও পৌরাণিক গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

এক পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল (ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। তখন যকোব জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্বাদ করিলেন।

(আদিপুস্তক ৩২ ঃ ২৪-২৯)

খ্রীষ্টান মিশনারীরা এহেন অবাস্তব বর্ণনাকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে গোলার্ধের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার চালাচ্ছে!

(খ) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ (নাউজুবিল্লাহ) কি নাপিত? [৩৭]

সে দিন প্রভু [ঈশ্বর] (ফুরাৎ) নদীর পারস্থ ভাড়াটিয়া ক্ষুর দ্বারা ..... মস্তক ও পদের লোম ক্ষৌরি করিয়া দিবেন, এবং তৎদ্বারা দাড়িও ফেলিবেন। (যিশাইয় ৭ ঃ ২০)

(গ) মহান আল্লাহ্ (?) কি ধূমপানকারী?

৩৭। আমরা শুধু বাইবেল হতে উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। তবুও এমন সব কুফরী কালাম উল্লেখ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

www.pathagar.com

.....তিনি [ঈশ্বর] *জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ধূম উদগত হইল, তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল; তদ্দ্বারা অঙ্গার সকল প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি গগনকে নোয়াইয়া নামিলেন, অন্ধকার তাঁহার পদতলে ছিল; তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হইলেন, বায়ুর পক্ষযুগলের উপরে দর্শন দিলেন।* (২ শমূয়েল ২২ ঃ ৮-১১)

করূব (Cherub) অবিশ্বাসীদের মতে-অল্প বয়স্কা সুন্দরী মহিলা ফেরেস্তা।

মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্ কি রাজের ভাড়াটিয়া ক্ষুর দ্বারা মানুষের মাথার চুল ফেলবেন, দাড়ি কামাবেন এবং পায়ের লোম ক্ষৌরি করে দিবেন ? নাপিতও যে কাজ-*পদের লোম ক্ষৌরি* করতে রাজি হয় না, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা করবেন ? কি অদ্ভুত! দ্বিতীয়তঃ খোদার মুখ দিয়ে আগুন ও নাকের ছিদ্র দিয়ে ধুঁয়া বের হল, আর তিনি অল্পবয়স্কা সুন্দরী মহিলা ফেরেশ্তার উপরে চড়ে উড়ে গেলেন!

২। নবী ও অন্যান্যদের প্রতি আরোপিত অযৌক্তিক উক্তি

(ক) আল্লাহ্ (?) যিহিষ্কেল নবীকে *তিনশত নব্বই দিন* পর্যন্ত *মনুষ্যের বিষ্ঠা* [মল] *দিয়া খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়া ভোজন করিতে* আদেশ দিলেন। যিহিষ্কেল নবী আপত্তি করলেন। তখন সদাপ্রভু বললেন, *দেখ, 'আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে তোমাকে গোময়* [গোবর] *দিলাম। তুমি তাহা দিয়া আপন রুটী পাক করিবে।*

(যিহিষ্কেল, ৪ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

যিশাইয় নবী আল্লাহ্র আদেশে তিন বছর ন্যাংটা হয়ে খালি পায়ে ভ্রমণ করলেন। সদাপ্রভু তাঁকে বললেনঃ

তুমি গিয়া আপন কটিদেশ হইতে চট মুক্ত কর ও পদ হইতে পাদুকা খুল। তাহাতে তিনি তাহা করিলেন, বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন সদাপ্রভু কহিলেন, আমার দাস যিশাইয় ..... তিন বৎসরের চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের জন্য বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ করিয়াছে। (যিশাইয় ২০ ঃ ২-৩)

পৌল বলেছেন ঃ

তাঁহার [মল্কীষেধকের] *পিতা নাই, মাতা নাই, বংশতালিকাও নাই; আয়ুষ্কালের আরম্ভ কি জীবনের শেষ নাই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত হইলেন বলিয়া, চিরকাল পুরোহিতই থাকেন।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম, ইব্রীয় ৭ ঃ ৩)

স্বর্গে আদম (আঃ)-এর *'আয়ুষ্কালের আরম্ভ* হয়েছিল,' মর্তে উহা শেষ হয়েছিল। আস্তাবলে যীশুর *'আয়ুষ্কালেরও আরম্ভ'* ছিল, খ্রীষ্টানদের দাবী অনুসারে তিনিও প্রাণ ত্যাগ করেছেন, *পরে যীশু উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।*

(মার্ক ১৫ ঃ ৩৭)

www.pathagar.com

কিন্তু মক্কীষেধক কোথায় ? তার আদিও নেই, অন্তও নেই! তবে কি যীশুর চেয়ে ইনি-ই আল্লাহ্ হওয়ার বেশী দাবীদার নন ? কারণ, একমাত্র অনন্ত অসীম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই এই সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে না।

এই সকল অবাস্তব গালগল্পের রচয়িতা কে ? ঈশ্বর, না মানুষ ? স্রষ্টা, না পৌল ?

(খ) শিমশোন নামে একজন ইয়াহুদী একাই *গিয়া তিন শত শৃগাল ধরিল*। অতঃপর দু' দু'টি করে এক সঙ্গে *লেজে লেজে* বেঁধে ১৫০ জোড়া করল এবং *দুই দুই লেজে এক এক মশাল বাঁধিলেন। পরে সেই মশালে অগ্নি দিয়া পলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে বাঁধা আটি, ক্ষেত্রের শস্য ও জিতবৃক্ষের উদ্যান সকলই পুড়িয়া গেল।* (বিচার কর্তৃকগণের বিবরণ ১৫ ঃ ৪-৫)

তবে কি শৃগালগুলো তার সহিত সহযোগিতা করছিল ? তার নির্দেশেই ওরা পলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দিল! কি বিস্ময়কর ব্যাপার! প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একা একটা মাত্র শৃগাল ধরে দেখবেন তো ? পারেন কিনা, পারলেও দেখবেন আপনার কি অবস্থা হয়। এরূপ অবাস্তব ঘটনাসমূহই হল ঈশ্বরের বাণী!

পরে তিনি [শিম্‌শোন] *এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ* [চোয়ালের হাড়] *দেখিতে পাইয়া হস্ত বিস্তারপূর্বক তাহা লইয়া তদ্দ্বারা সহস্র লোককে আঘাত* (slew) *করিলেন। আর শিম্‌শোন কহিলেন, 'গদ্দভের হনূ দ্বারা রাশির উপরে রাশি হইল, গদ্দর্ভের হনূ দ্বারা সহস্র জনকে হানিলাম।* (বিচার কর্তৃকগণের বিবরণ ১৫ ঃ ১৫)

আর শিম্‌শোন ঘসা [Gaza] *তে গিয়া সেখানে একটা বেশ্যাকে দেখিয়া তাহার কাছে গমন করিলেন।* (ঐ, ১৬ ঃ ১)

শিম্‌শোন নাকি নবী ছিলেন। নবীরা কোন ভুল করতে পারেন না। তিনি যদি নবী হতেন, তবে কিরূপে বেশ্যার কাছে গমন করলেন। অধিকন্তু বেশ্যার কাছে যিনি গমন করেন, তিনি আল্লাহর বলে বলবান হন কিরূপে ? এহেন ঈশ্বরের (?) বাণী হতে কী নৈতিক শিক্ষাই না পাওয়া যায়- যেখানে যখনই কোন সুযোগ পাওয়া যায় যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করা হয়। আর এই বেশ্যাগামী. ব্যভিচারীরাও পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের ঘটনাবলীর নায়ক হিসাবে সম্মান পেয়েছে।

তাঁহার পরে অনাতের পুত্র শম্‌গর গোচারণের পাঁচনী [আলপিন বিশিষ্ট নরি] *দ্বারা পলেষ্টীয়দের ছয়শত লোককে আঘাত* [slew = বধ করিল] *করিলেন.....* ।

(ঐ, ৩ ঃ ৩১)

বাইলের অনুবাদকারীরা 'slew' ক্রিয়ায় বাংলা অনুবাদ করেছেন '*আঘাত করিলেন;* অথচ অভিধানে দেখা যায় slew অর্থ বধ করলেন, হত্যা করলেন। *আঘাত করার* অর্থ হত্যা করা নয়, যেমন 'ঈশ্বর যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন

www.pathagar.com

(আদিপুস্তক ৩২ ঃ ২৫)। যাকোব হয়তো ব্যথা পেয়েছিলেন কিন্তু প্রাণ হারাননি। অথচ যেখানে নিজেদের অনুকুলে, সেখানে ঠিকই slew-এর প্রকৃত অনুবাদ করা হয়েছে, যেমন ***They slew all the males*** 'সমস্ত পুরুষকে 'বধ' করিল'। (গণনা পুস্তক ৩১ ঃ ৭)। এরূপ মিথ্যা অনুবাদ করার হেতু কি ?

ব্যাখ্যা ঃ ইয়াহুদীদের কর্তৃক ফিলিস্তিনী (Philistines)দের হত্যা করা কত সহজ ? গাধার চোয়ালের হাড় দিয়ে একজন ইয়াহুদী একাই এক হাজার ফিলিস্তিনীকে এবং নরি (ছড়ি) দিয়ে আর একজন ইয়াহুদী একাই ছয়শত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করতে পারে। কি অদ্ভুত ঘটনা! হতভাগা ফিলিস্তিনীরা কি দৌড়তেও জানত না ? প্রাণ রক্ষা করার জন্য কি তারা দৌড় দিতেও পারল না ? এক হাজার কাকে বলে– এই ঘটনার লেখক কি জানত ? এক হাজার ফিলিস্তিনী ঘেরাও করে দাড়ালেও হয়তো লোকটি গাধার হাড় হাতে নিয়েই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেত!

খোদার বাণীর দাবীদার বলে কি আমাদেরকে এরূপ অতিরঞ্জন ও অত্যুক্তিকেও বিশ্বাস করতে হবে ! মানব-মস্তিষ্কে নাকি একটা মোচড় (Twist) বা পেঁচ আছে, যার কারণে মানুষের মগজ ধোলাই করে এমন অতিরঞ্জনকেও বিশ্বাস করানো যায়। আর তাই মস্তিষ্ক ধোলাই করে এই আধুনিক যুগেও অনেক নিরীহ ও সরল মানুষকে এমন অত্যুক্তিকেও আল্লাহ্‌র বাণী বলে বিশ্বাস করানো হচ্ছে।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাইবেল হতে বাছাই করা কিছু কিছু উদ্ধৃতি প্রচার করে সরল, অকপট ও নিরীহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে, আর তাদের প্রচারকদেরকে গড়ে তুলছে। অথচ এই (সত্যের সন্ধানে) বইতে উল্লিখিত পরস্পর বিরোধী অসঙ্গত বক্তব্যগুলোকে জনসমক্ষের আড়ালেই রাখা হচ্ছে।

(গ) মূসা (আঃ)-এর কারসাজি (?)

মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র দেয়া আদেশ অনুসারে ইস্রাঈল-সন্তানরা মিদিয়নের সহিত যুদ্ধ করল-*ও সমস্ত পুরুষকে বধ করিল। ..... আর মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে বন্ধি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের সমস্ত পশু, সমস্ত মেষপাল ও সমস্ত সম্পত্তি লুটিয়া লইল; আর তাহাদের সমস্ত নিবাস-নগর ও সমস্ত ছাউনী পোড়াইয়া দিল। আর তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য, এবং মনুষ্য কি পশু, সমস্ত ধৃত জীব সঙ্গে লইয়া চলিল।*

তাহারা------ মোশির, ইলিয়াসর যাজকের ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মন্ডলীর নিকটে বন্দিগণকে ও যুদ্ধে ধৃত জীবগণকে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল শিবিরে লইয়া গেল।

তখন যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সেনাপতিদের------- উপরে মোশি ক্রুদ্ধ হইলেন। মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোককে জীবিত রাখিয়াছ ?

www.pathagar.com

অতএব তোমরা এখন বালকবলিকাদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং শয়নে পুরুষের পরিচয়প্রাপ্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্য জীবিত রাখ।

(গণনাপুস্তক ৩১:৯-১১, ১২, ১৪-১৫,১৭-১৮)

আর [অক্ষতযোনি, কুমারীরা ছিল] *বত্রিশ সহস্র মনুষ্য, অর্থাৎ শয়নে পুরুষের পরিচয় অপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক ছিল।*

তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর কর হইল বত্রিশটী [কুমারী] *প্রাণী।*

(ঐ, ৩১ : ৩৬, ৪০)

কোন্ বালিকা পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে, আর কোন্টা অক্ষতযোনি তা-ই বা কিরূপে নির্ণয় করা হল ? ন্যাংটা করে ? বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করে ? তবে কি এই নর পশুরা প্রাপ্ত, অপ্রাপ্ত বয়স্কা সকলকে, বৃদ্ধা, পৌঢ়া, যুবতী, কুমারী, কিশোরী সকলকেই হত্যা করার পূর্বে ধর্ষণ করে নি ? এত করেও তাদের তৃপ্তি মিটল না, আরো বত্রিশ হাজার কুমারী ও কিশোরীকে ভবিষ্যতে ধর্ষণ করার জন্য পৃথক করে রেখে দিল। এমন কি সদাপ্রভুকেও নিজেদের এমন জঘন্য কাজে শরীক করতে চাইল। তাঁর জন্যও বত্রিশ জন কুমারীকে রেখে দিল। বত্রিশ জন অক্ষতযোনি কুমারী দিয়ে তিনি কি করবেন ?

কুমারী কিশোরীর সংখ্যা ছিল বত্রিশ হাজার। তবে বৃদ্ধা, পৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী ও বালক-বালিকার সংখ্যা কমকরে হলেও নিশ্চয়ই লক্ষাধিক ছিল।

সন্দেহ নেই, দেশের নেতা শর্ত সাপেক্ষে, যুদ্ধবন্দি সৈন্যদের হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু যুগে যুগে যে সকল মহা-মানব স্রষ্টার নিকট হতে সৃষ্টির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ধরার বুকে আগমন করেন, তাঁদেরই অন্যতম একজন ছিলেন মূসা (আঃ)। তিনি কি লক্ষাধিক নিরীহ প্রাণী, অবলা নারী ও শিশু সন্তানদের বিনা অপরাধে নৃশংসভাবে হত্যা ও সংহার করার নির্দেশ দিতে পারেন ? অধিকন্তু আরো বত্রিশ হাজার নিরপরাধ কুমারীকে অন্যায়ভাবে পৈশাচিক কাজ করার জন্য জীবিত রাখার নির্দেশ দিতে পারেন– ইহাও অত্যন্ত অবাস্তব ও অযৌক্তিক মনে হয়। তা ছাড়া পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহই কেন এমন নিষ্ঠুর কাজ করার জন্য মোশিকে আদেশ দিবেন ?

এমন নিকৃষ্ট ময়লা-আবর্জনা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত বান্দা মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেন নি। কারণ, বাস্তব সত্যের বিপরীত, যুক্তিবিরোধী ও অবিচার-অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এগুলো শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহর বাণী হতে পারে না। বলাবাহুল্য, বাইবেলে বর্ণিত ইয়াহুদীদের যুদ্ধনীতির তুলনায় ইসলামের যুদ্ধনীতি কতই না সুন্দর!

অবলানারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকবালিকা, অসুস্থ পুরুষ ও বৃদ্ধলোক এমন কি ঘরবাড়ী, পশু-পাখী ও গাছ-গাছড়ার ক্ষতি করারও কোন অধিকার কোন মুসলিম সৈনিকের নেই। কেবল আল্লাহর দুষমনকে বাধা দিতে গিয়ে প্রয়োজন হলে হত্যা করার নির্দেশ আছে। (বোখারী শরীফের, কিতাবুল জিহাদের ১২৭ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

(ঘ) দাউদ (আঃ)-এর বিবাহের পণ

রাজা শৌল দাসদেরকে বললেন ঃ

তোমরা দায়ূদকে এই কথা বল, রাজা কিছু পণ চাহেন না, কেবল রাজার শত্রুদের প্রতিশোধের জন্য পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক চাহেন----------।

পরে তাঁহার দাসগণ দায়ূদকে সেই কথা জানাইলে দায়ূদ রাজ-জামাতা হইতে তুষ্ট হইলেন। তখন কাল সম্পূর্ণ হয় নাই; দায়ূদ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া গিয়া পলেষ্টীয়দের দুই শত জনকে বধ করিলেন, এবং রাজায় জামাতা হইবার জন্য দায়ূদ পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক আনিয়া রাজাকে দিলেন; পরে শৌল তাঁহার সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিলেন। (১ শমূয়েল ১৮ : ২৫-২৭)

এ-ই বুঝি নবীদের কাজ ? নিজেদের কামরিপু চরিতার্থ করনার্থে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতির শত শত লোকজনকে বিনা অপরাধে বধ করে তাদের লিঙ্গের অগ্রের চামড়া কেঁটে এনে বিবাহের পণ দিবেন ? আর বনী-ইস্রাঈলের ঈশ্বরের বুঝি অন্য কোন কাজ ছিল না, তাই বসে বসে এ সকল আজগুবী কিচ্ছা-কাহিনী অবতীর্ণ করছিলেন ?

আসলে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা ***পলেষ্টীয়দের*** উপরে অন্যায়, নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি যাই করুক না কেন, অন্যায্য কিছুই হবে না, বরং ধর্মীয় কার্য বলেই গণ্য হবে-এরূপ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে বাইবেলের এইরূপ শিক্ষা হতেই।

৩। বাইবেলে কুসংস্কার

(ক) খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহ্কে পাপে ফেলার চেষ্টা

মরু-এলাকায় চল্লিশ দিন ধরিয়া শয়তান ঈসাকে লোভ দেখাইয়া পাপে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল---- (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১ : ১৩)

শয়তান ঈসা (আঃ) কে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেত।

একবার *শয়তান তাঁহাকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে লইয়া গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য ও জাঁকজমক দেখাইয়া বলিল, 'তুমি যদি আমাকে সেজ্দা কর, তবে এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব।'*

তখন ঈসা তাহাকে বলিলেন, 'দূর হও, শয়তান! পাক-কিতাবে লেখা আছে-

'প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকে তুমি সেজ্দা করিবে,

কেবল তাঁহারই সেবা করিবে।' (ঐ, মথি ৪ : ৮-১০)

খ্রীষ্টধর্মের দাবী অনুসারে ঈসা হলেন নিজেই খোদা। তা হলে প্রশ্ন উঠে-শয়তান কি করে খোদাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যেতে পারে ? অভিশপ্ত শয়তান কেমন করে মহাপ্রভু খোদাকে নিয়ন্ত্রন করে ? খোদা তো কারো নিয়ন্ত্রণের

www.pathagar.com

অধীন নন। অতঃপর শয়তান খোদাকে প্রবৃত্তি দিল-তাকে সেজ্‌দা করার জন্য, এমন কি পার্থিব সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে খোদাকে এমন কুকর্ম করতে প্রলুব্ধও করল!

-অভিশপ্ত শয়তান মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সাথে এমন স্পর্ধা দেখাতেই বা কি করে সাহস করল ? যে-সকল খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ঈসা (আঃ) কে শুধু নবী মানেন, তারাও তো ইহা বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানকে জানিয়ে দিয়েছেনঃ

আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলিবে না.....

(নূরানী কুরআন শরীফ, ১৭ ঃ ৬৫)

স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের উপর তার ক্ষমতা ও কলাকৌশল অচল।

সে আল্লাহ পাককে বলল ঃ

----আপনার ইয্‌যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।

(পবিত্র কুরআনুল করীম ৩৮ : ৮২-৮৩)

(খ) রূপকথা

ঈসা নৌকা হইতে নামিলে পর ভূতে-পাওয়া একজন লোক কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সামনে আসিল। লোকটা কবরস্থানেই থাকিত এবং শিকল দিয়াও কেহ আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। তাহার হাত-পা প্রায়ই শিকল দিয়া বাঁধা হইত, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং পায়ের বেড়ী ভাংগিয়া ফেলিত। কেহই তাহাকে সামলাইতে পারিত না। সে রাত্রিদিন কবরে কবরে ও পাহাড়ে পাহাড়ে চীৎকার করিয়া বেড়াইত এবং পাথর দিয়া নিজেই নিজের গা কাটিত।

ঈসাকে দূর হইতে দেখিয়া সে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উবুড় হইয়া পড়িল, আর সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'খোদাতা'লার পুত্র ঈসা! আমার সংগে আপনার কি দরকার ? আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না।' সে এই কথা বলিল, কারণ ঈসা তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'ভূত, এই লোকটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাও!'

ঈসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি ?'

সে বলিল, 'আমার নাম 'বাহিনী,' কারণ আমরা অনেকে আছি' সে ঈসাকে বারবার কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, যেন তিনি সেই এলাকা হইতে তাহাদের বাহির করিয়া না দেন।

www.pathagar.com

সেই সময় সেই জায়গার নিকট পাহাড়ের গায়ে খুব বড় এক পাল শূকর চরিতেছিল। ভূতেরা ঈসাকে মিনতি করিয়া বলিল, 'ঐ শূকরের পালের মধ্যে আমাদের পাঠাইয়া দিন; উহাদের মধ্যে আমাদের ঢুকিতে দিন।'

ঈসা অনুমতি দিলে পর সেই ভূতেরা বাহির হইয়া শূকরগুলির মধ্যে গেল। তাহাতে সমস্ত শূকর ঢালু পার দিয়া জোরে দৌড়িয়া গেল এবং সাগরের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। সেই পালের মধ্যে প্রায় দুই হাজার শূকর ছিল।

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৫ : ২-১৩)

আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার দাবীদার বাইবেলে এরূপ আজগুবী ও অলীক গল্প কিভাবে স্থান পেল ?

-লোকটিকে যখন ভূতে পেল তখন সে *দৌড়িয়া যাইয়া সাগরের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল* না, অথচ ভূত যখন *শূকরগুলির মধ্যে গেল,* তখন শূকরগুলো সাগরে ডুবে মরল কেন ?

-এই শূকরের পাল ছিল একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখানে প্রশ্ন উঠে-যীশুর কি অধিকার ছিল অন্য লোকের সম্পত্তি, দুই হাজার শূকরকে, ধ্বংস করার ? যদি বলা হয়-ঈশ্বরের পুত্রের সকল প্রকার সম্পত্তির উপরই অধিকার আছে, তা হলে পুনরায় প্রশ্ন উঠেঃ খ্রীষ্টধর্মের দাবী-*খোদা নিজেই মহব্বত*।

খোদা সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হয়ে যদি সাধারণ মানুষের অধিকৃত সম্পত্তি, পুত্রের হাতে (?) ধ্বংস করতে পারেন-তা হলে তাঁর *মহব্বতের* কি হল ? আর আল্লাহর দয়া-দানশীলতারই বা কি প্রমাণ রইল ? তাছাড়া আমাদের এ দুনিয়াতে আইন-শৃংখলারই কি থাকল ?

- যীশু কি তা হলে সত্যই বিশ্বাস করতেন যে, ভূতে ধরলে মানুষ পাগল হয়? এমন একটি ভূতের সাথে কি তিনি তর্ক করলেন ?

এমন একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অবাস্তব-অযৌক্তিক গল্পকে ঈসা (আঃ)-এর মত এমন একজন মহান নবীর সঙ্গে জড়িত করা কতই না জঘন্য। ঈসা (আঃ)-এর মহানুভবতা ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি যারা বিশ্বাসী, তারা কখনও এরূপ বিষয় তাঁর প্রতি আরোপ করতে পারে না, পারে না তাঁর সাহাবাদের প্রতিও আরোপ করতে। আসলে বাইবেলে উল্লিখিত এ সমস্ত কুসংস্কার ও পরস্পর বিরোধী কিচ্ছা-কাহিনীর সঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। পরবর্তী যুগের খ্রীষ্টান লেখকরা হয়তো খুব সম্ভব এগুলো বাইবেলের সাথে জুড়ে দিয়েছিল।

সুধী পাঠক-পাঠিকা, খোদা আপনাকে মুক্ত বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন। আপনি যুক্তিবাদী, জ্ঞানসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ একজন মানুষ হয়ে যদি

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত উদ্ভট, অবাস্তব ও অযৌক্তিক কিচ্ছা-কাহিনী সমূহকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিয়ে, বিশ্বাস করে, এবং অনুসরণ করে মুক্তি পাওয়ার আশা করেন ও বেহেশত পেতে চান, তবে আপনার বিবেকের কাছেই আপনি দোষী; এমতাবস্থায় আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে কি আশা করেন ?

আর কত! মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নবীদের সঙ্গে এরা আর কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করবে ? আল্লাহ্ কেন এরূপ ঈশ্বর নিন্দার প্রতিশোধ নিবেন না ? আল্লাহ্ বলছেন,

-------- এখন আমি তাদের কথা এবং যে সব নবীকে তারা অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর [নরকে নিক্ষেপ করে] *বলব, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব।'* (কুরআন ৩ : ১৮১)

(গ) অর্ধ-কথিত গল্প

ঈসা জোরে চীৎকার করিবার পর প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তখন এবাদত-খানার পর্দাখানা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল, আর ভূমিকম্প হইল ও বড় বড় পাথর ফাটিয়া গেল। কবর সকল (graves) খুলিয়া গেল এবং খোদার যে লোকেরা মরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের দেহ জীবিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঈসা মৃত্যু হইতে জীবিত হইয়া উঠিলে পর পবিত্র শহরের মধ্যে গেলেন। তাঁহারা সেখানে অনেককে দেখা দিলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৭ : ৫০,-৫৩)

মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয়ে *কবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন* এবং জেরুজালেম শহরের মধ্যে *অনেককে দেখা দিলেন।* তার পরে কি হল ? কোথায় গেল ? স্ত্রী-ছেলে মেয়েদের কাছে, না কবরে ? এ গল্পের শেষ কোথায় ? মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয়ে একবার কবর হতে বের হয়ে আসলে প্রিয় স্ত্রী ও স্নেহের ছেলেমেয়েদেরকে একটু সাক্ষাৎ না দিয়ে কি কবরে ফিরে যেতে চায় ?

যীশু শূলীবিদ্ধ হয়ে *প্রাণ ত্যাগ করার* সাথে সাথে কিরূপে *বড় বড় পাথর ফাটিয়া গেল? কবর সকল খুলিয়া গেল ?* মৃত ব্যক্তিরা কিরূপে *জীবিত হইয়া কবর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া* ৩ দিন ৩ রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল ? *ঈসা মৃত্যু হইতে জীবিত হইয়া উঠিলে পর* কিরূপে নরকঙ্কালগুলো জেরুজালেম *শহরের মধ্যে গেলেন* এবং *অনেককে দেখা দিলেন ?* একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরাই এরূপ উদ্ভট, অবাস্তব ও বানোয়াট গল্পের জবাব দিতে পারেন।

তাদের কাছে আমাদের আরো জিজ্ঞাসাঃ

www.pathagar.com

এমন একটি আজগুবী ঘটনা ঈশ্বর কেবল মথির নিকটই অবতীর্ণ করলেন ? অন্য কোন লেখক কি এরূপ ঐশীবাণী (?) পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না ? আর, এ, নক্স (R. A. Knox) তার লিখিত Commentary on the New Testament (ভলিউম ১, পৃঃ ৭০)-এ যে মন্তব্য করেছেনঃ উহার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

মথি অন্যা ইঞ্জিল লেখকদের চাইতে অনেক বেশী নিজ জনপদে প্রচলিত লোক কাহিনী ও পৌরাণিক কথার উপর নির্ভর করতেন।

কোন নিরপেক্ষ ভাষ্যকার ও গবেষকই এ অদ্ভুত গল্পকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে ইহা মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়, আক্ষরিক অর্থেই অবিশ্বাস্য। নর্টোন তার The Truth of the Bible, Boston ১৯৩৭, পৃঃ ৬৩তে বলেছেনঃ *"ইহা সম্পূর্ণ রূপে একটা মিথ্যা গল্প"।*

৪। একটি বাস্তব পরীক্ষা

বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, যীশুর উপর *যারা ঈমান আনে তাদের মধ্যে* নিম্নের চিহ্নগুলো থাকতে হবে; অন্যথায় তারা যীশুর উপরে বিশ্বাসী নয়। যীশু যেমন বললেন ঃ

যাহারা ঈমান আনে, তাহাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলি দেখা যাইবে-

- আমার নামে তাহারা ভূত ছাড়াইবে,

- তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা বলিবে,

- তাহারা হাতে করিয়া সাপ তুলিয়া ধরিবে,

- যদি তাহারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না,

- আর তাহারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হইবে।[৩৮]

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৬ ঃ ১৭-১৮)

অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা প্রধানত ঃ

(১) আরবী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি অপরিচিত *নূতন নূতন ভাষায় কথা বলিবে;*

(২) *যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু*, যেমন বিষ, এড্রিন, সোডিয়াম সায়ানাইড প্রভৃতি কিছু খায়, তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না;

(৩) আর *তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলেই রোগীরা* আরোগ্য হয়ে যাবে, এত ডাক্তার আর হাসপাতালের দরকার হবে না।

৩৮। এ উদ্ধৃতি সহ মার্ক (১৬ : ৯-২০) অনুচ্ছেদটি সুসমাচারের প্রাচীনতম দু'টি পাণ্ডুলিপি - কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস ও কোডেক্স সিনাইটিকাসে অনুপস্থিত (১১৬ পৃষ্ঠায় তারকা চিহ্নিত ব্যাখ্যা দেখুন)

www.pathagar.com

৫। একটি খোলা চ্যালেঞ্জ

যারা যীশুর উপর ঈমান আনাতে এবং যীশুকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করাতে মানুষের দ্বারে দ্বারে অভিযান চালান, তাদের নিজেদের ঈমান ঠিক আছে তো? যীশু (?) তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য যে সকল লক্ষণ বলেছিলেন ঐগুলোর দ্বারা আমরা তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে কেন আগে যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখি না ? তা হলে, একটু পরীক্ষা করে দেখা যাকঃ

মিষ্টার মাথিয়াস (Emilio S. Matias) ছিলেন একজন ফিলিপাইনী উকিল। তিনি ছিলেন বাঁকা তর্কে খুবই পটু ও একগুঁয়ে, সম্ভবতঃ তাদের দেশে, কোন প্রচার সমিতির সাথে জড়িত। খ্রীষ্টধর্মে তিনি গভীর বিশ্বাসী, বাইবেলের শিক্ষার বিপরীত কিছুই মানতে চান না। যদিও অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে এসেছেন, তবুও সময় পেলেই বাইবেল বগল তলায় নিয়ে গোপনে অনেকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার কার্য চালিয়ে যান। মাথিয়াসের রুমমেট, ভিতো জি লাগুনো (Vito G LLaguno) এক দিন এসে আমাকে বললেনঃ

'ইঞ্জিনিয়ার, আপনারা বলেন- ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। ঈসা (আঃ)ও ইসলাম ধর্মই প্রচার করে গিয়েছেন। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে, স্রষ্টা কস্মিনকালেও তার থেকে উহা গ্রহণ করবেন না, আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'

অথচ মাথিয়াস বলেন ঃ

'যীশুর উপর ঈমান না আনলে উপায় নেই, মুক্তি পাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাসীদের সমস্ত পাপ মাফ করিয়ে গিয়েছেন, তাঁকে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করুন, তিনিই আপনাকে উদ্ধার করবেন। মুক্তি একদম সস্তা।'

'আমরা কোন ধর্ম মেনে চলব ? কোনটা সঠিক-কিরূপে বুঝব ? আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা শুনে মাথিয়াস আমাকে ঘরেই ঢুকতে দিচ্ছে না।'

আমি বললাম ঃ *'কোন ধর্ম সঠিক, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তবে তাকে কি কোন ভাবে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার ?'*

সত্যই ভিতো একদিন মাথিয়াসকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে হাজির। আমি বাংলা ভাষায় তাকে বললামঃ

'আসুন, আসুন, বসুন। আমি শুনেছি,-আপনি নাকি উচ্চ শিক্ষিত, বাইবেল বিশেষজ্ঞ ও যীশুর উপর গাঢ় বিশ্বাসী। আমাদের বাসায় এসেছেন, আমি খুশী হয়েছি।'

মথিয়াস কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, অতঃপর বললেনঃ

'আই ক্যান্ট স্পীক্ অ্যারাবিক'।

আমি তখন ইংরেজীতে তাকে বললাম, যার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

'আমি তো আরবীতে আপনাকে কিছুই বলি নি, বরং বাংলায় আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছি। আমি ভাবছি, আপনি বাংলা, আরবী, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি নুতন নূতন ভাষায় কথা বলিতে পারেন, কারণ আপনি যীশুর উপর ঈমান এনেছেন। কার্যতঃ দেখা

www.pathagar.com

যায়, বাংলা তো দূরের কথা, আপনি বলছেন, আরবীও বলতে পারেন না ? শুধু তাই নয়, আপনার গুরু, গোড়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক, জরুফের লুইস ও আযীযীয়ার আরমাভো এত অধ্যবসায়যুক্ত চেষ্টার পরেও আরবী ভাষায় ভাল ভাবে কথাও বলতে পারে না।'

চা পর্বের পরে আমি তাদের ধর্মের কথা তুললাম, কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতে লাগলেন। ভিতো খানিকটা রসিকতা করে বলল, *'উনি গোয়েন্দার কেউ নন, আমাদের অতি পরিচিত। আপনার অন্য কোন রকম ভয় নেই, নিঃসংকোচে ধর্মালাপ করতে পারেন।'* এবার মাথিয়াস মুখ খুলে বললেন ঃ

'দেখুন, যীশুই একমাত্র পথ, সত্য আর জীবন, তিনিই দরজা' তিনি নিজের রক্ত দিয়ে মানুষের পাপ মোচন করে গিয়েছেন। সুতরাং যীশুর উপর ঈমান না আনলে কেউই উদ্ধার পাবে না।

আমি বললাম ঃ

'যীশুর উপর আপনি নিজেই তো ঈমান আনেন নি, অন্যকে কিরূপে ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দেন ?'

মাথিয়াস একটু বিরক্ত হয়ে বললেনঃ

'আপনি, মিষ্টার হাই, আমাকে অপমান করছেন, আমার মর্যাদাহানি করছেন। আমি যীশুর উপরে পূর্ণ ঈমান এনেছি, আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে আছি ।যীশুর জন্য আমি আমার সমস্ত কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।'

আমি বললাম ঃ*'যীশু (?) তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের চিহ্নিত করার জন্য কতকগুলো লক্ষণ বলে দিয়েছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত এ লক্ষণগুলো অনুসারে আপনার ঈমানকে একটু পরীক্ষা ও যাচাই করতে প্রস্তুত আছেন ?'*

মাথিয়াস বললেন ঃ *কেন থাকব না ? অবশ্যই, অবশ্যই আমি প্রস্তুত আছি ? কি প্রমাণ চান, বলুন। পরীক্ষা করেন আমার ঈমানকে। যীশু কখনো অকৃতকার্য হন না ।তিনি জীবিত। হাল্লিলূয়া।'*

আমি আর কিছু না বলে অন্দর মহল হতে কিট নাশক ও চুনের গাঢ় দু'গ্লাস মিশ্রন এনে তার সামনে রাখলাম, বললাম *'পান করুন; **আপনার কোনই ক্ষতি হইবে না**, যদি আপনি প্রকৃতই যীশুর উপর ঈমান এনে থাকেন।'* মাথিয়াস আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি, উপরোক্ত উদ্ধৃতি (মার্ক ১৬ : ১৭ - ১৮) টি দেখিয়ে তাকে বললামঃ

*'যীশু কি বলেন নি-**যাহারা ঈমান আনে, যদি তাহারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না ?*** আপনাদের ধর্মগ্রন্থেই তো লিখা আছে। যীশু কি বলেন নি ? আপনি কি বিশ্বাস করেন, না করেন না ? তিনি বললেন ঃ *"জি ---জি---- আচ্ছা ----আচ্ছা----ওকে।'*

আমি বললাম ঃ 'দেখুন, যারা যে কোন যুগেই নিজেদেরকে যীশুর উপর বিশ্বাসী বলে দাবী করে ***এই চিহ্নগুলি*** তাদেরই জন্য। আপনি কি তাদের মধ্যে একজন নন ? মাথিয়াস আবার বললেন ঃ *'জি----জি----আমি-----'*।

www.pathagar.com

আমি বললামঃ *'যদি আপনার দাবী সত্য হয়ে থাকে' তবে পান করছেন না কেন ?* মাথিয়াস ইতস্ততঃ করতে লাগল ঃ *'কিন্তু কিন্তু' --- তবে--* আমি বললাম ঃ *'কিন্তু কি? আপনি কি দাবী করেন নি যে, আপনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে আছেন ? আপনি কি বলেননি, খ্রীষ্টের জন্য আপনি আপনার সমস্ত কিছুই দিতে প্রস্তুত আছেন ?'*

তিনি বললেন ঃ *'ঠিকই, আমি স্বীকার করি, হয়তো যীশুর উপরে আমার বিশ্বাস এখনো পূর্ণ হয়নি।'*

আমি বললাম ঃ 'আপনি যীশুর উপরে আপনার নিজের বিশ্বাসকেই পূর্ণ করতে পারেন নি, তবে অন্যদেরে কেন বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আহ্বান করে হয়রান পেরেশান করছেন ? আপনি ঐ জিনিস অন্যকে কিরূপে দিতে পারেন যা আপনার নিকটেই নেই ?'

তিনি কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে বললেন ঃ

'ও-কে, স্যার! আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বাইবেল বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করে আর একদিন আসব।'

আমি বললাম ঃ *'আচ্ছা, অবশ্যই আসবেন, তবে আপনার ঈমানকে পূর্ণ করে আসবেন। আমি কিন্তু বিষাক্ত কাল-গোখুরা সাপ এবং কোন রোগী না পেলেও, বিষ এড্রিন বা সোডিয়াম সায়ানাইড তো সহজ লভ্য, উহার মিশ্রণ আপনার জন্য প্রস্তুত করে রাখব '*

মিষ্টার মাথিয়াস মাথা নেড়ে চলে গেলেন। তার সাথে আর একদিন আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম, কিন্তু সেই সুযোগটা আর আসল না।

যীশু (?) তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন ঃ

আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যদি কেহ আমার উপর ঈমান * আনে তবে আমি যে সমস্ত কাজ করি সেও তাহা করিবে। আর আমি পিতার নিকটে যাইতেছি বলিয়া সে এইগুলির চেয়েও আরও বড় বড় কাজ ** করিবে। (ইউহোন্না ১৪ : ১২)

যীশু (?) আরও বললেন ঃ

---- আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যদি কেহ অন্তরে কোন সন্দেহ না রাখিয়া এই পাহাড়টাকে বলে, 'উঠিয়া সাগরে গিয়া পড়', আর বিশ্বাস করে যে, সে যাহা বলিল তাহাই হইবে, তবে তাহার জন্য তাহাই করা হইবে।

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১১ : ২২-২৩)

ঈসা (আঃ) (?) তাঁর শিষ্যদিগকে বললেন ঃ

----- আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, যদি একটা সরিষা দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে, তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলিবে, 'এই জায়গা হইতে সরিয়া ঐখানে যাও', আর তাহাতে উহা সরিয়া যাইবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হইবে না। (ঐ, মথি ১৭ঃ২০)

* ঈসা (আঃ) মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি বানাতেন, অতঃপর উহার মুখে ফুৎকার দিতেন, তখনই আল্লাহ্‌র হুকুমে উহা পাখি হয়ে উড়ে যেত;

www.pathagar.com

- তিনি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জন্মান্ধ লোকের চোখে এবং কুষ্ঠরোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই তারা আরোগ্য লাভ করত;

- তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। ঈসা (আঃ) মৃত লাসারকে মৃত্যুর *চারি দিন পরে* কবর হতে জীবিত করে উঠিয়েছিলেন।

(কুরআন ৩ : ৪৯, ৫ : ১১০ এবং যোহন ১১ : ১-৪৪ দ্রষ্টব্য)

** উপরোক্ত উদ্ধৃতি *'যাহারা ঈমান আনে' 'যদি কেহ আমার উপর ঈমান আনে', যদি কেহ'* ইত্যাদি যে কোন যুগের যে কোন খ্রীষ্টানের বেলায়ই প্রযোজ্য।

ঈসা (আঃ) যে সমস্ত আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করতেন এবং যে সকল অদ্ভুত লক্ষণ ও নির্দশন দেখাতেন, *এই গুলির চেয়েও আরও বড় বড় কাজ* না হয় বাদই দিলাম, *যারা যীশুর উপর ঈমান আনিয়াছে* বলে দাবী করে বা করত, তাদের মধ্য হতে কোন সাধারণ খ্রীষ্টান বা পাদরী-পুরোহিত বা এমন কি স্বয়ং পোপই, যীশুর যুগ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত,

- কোন একটা রোগীর গায়ে হাত দিয়ে ভাল করতে পেরেছে ?

- কোন একটা পাহাড়কে সাগরে নিয়ে ফেলতে পেরেছে ?

- পেরেছে কেহ কোন একটা মৃত লোককে মৃত্যুর *চারি দিন পরে* জীবিত করতে ?

প্রটিস্ট্যান্ট ধর্মমতের বিখ্যাত নেতা ও ধর্মতত্ত্ববিদ যোহন ক্যালভীন ষোড়শ শতাব্দীতে (মৃতকে জীবিত করার) এক মিথ্যা উদ্ভাবনকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আর এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ মিথ্যাকে জয়ী হতে দেন নি, বরং ক্যালভীনের চক্রান্তকে সকলের সামনে ফাঁস করে দিলেন।

মাওলানা রহমতুল্লা কিরানবী (রঃ) টমাস ইংগ্লস (Thomas Inglus) নামক ক্যাথলিক পাদরী ও পন্ডিতের অনূদিত Mira'atus Sidq (১৮৫৭ সংস্করণ) নামক উর্দূ পুস্তকের ১০৫-১০৭ পৃষ্ঠা হতে এ ঘটনাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন– আমরা তাঁর পুস্তক ইজহারুল হক হতে উহা নিম্নে অনুবাদ করে দিলাম ঃ

'ক্যালভীন একদা ব্রোমিয়াস নামক জনৈক লোককে ভাড়া করলেন। তিনি তার সাথে এই গুপ্ত পরামর্শ করলেন ঃ

*'ব্রোমিয়াস যেন জনতার সামনে মৃতের ভান করে শুয়ে থাকে, অতঃপর **ব্রোমিয়াস মৃত হতে উঠ এবং জীবিত হও**-ক্যালভীনের এ কথা শুনার সাথে সাথে সে যেন শয্যা হতে উঠে দাড়ায় যেন সে মৃত ছিল, এই মাত্র জীবিত হয়ে উঠল এবং যেন অলৌকিকভাবে জীবন ফিরে পেল।'*

ব্রোমিয়াসের স্ত্রীকেও স্বামীর শায়িত দেহের উপর পরে বিলাপ করতে বলা হয়েছিল।

www.pathagar.com

ব্রোমিয়াস ও তার স্ত্রী ক্যালভীনের গুপ্ত নির্দেশে সব কিছুই করল। স্ত্রী স্বামীর মৃত দেহের উপর পড়ে বিলাপ করতে শুরু করে দিল, এতে অনেক লোক সেখানে জড়ো হল। তারা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ক্যালভীনকে খবর দেয়া হল। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভাড়াটে ক্রন্দনরতা ও শোককারিনী মহিলাটিকে বললেন ঃ ***কেঁদ না, চিন্তা করো না, আমি তাকে মৃত হতে জীবিত করব।*** *সে কিছু প্রার্থনা করল, অতঃপর ব্রোমিয়াসের হাত ধরে বলল ঃ* ***ঈশ্বরের নামে উঠ***

কিন্তু হায়! খোদার নামে মানুষের চক্ষে ধূলা দেয়ার ক্যালভীনের এ ষড়যন্ত্র যে মাঠে মারা গেল। ব্রোমিয়াস যে সত্য সত্যই মারা গেল। আল্লাহ্ ক্যালভীনকে তার পাপাচার ও প্রতারণার জন্য উপযুক্ত দন্ড দিলেন। ব্রোমিয়াসের স্ত্রী দেখল তার স্বামী প্রকৃতই মৃত্যুবরণ করেছে, তাই সে এবারে প্রকৃতই কান্না জুড়ে দিল, ক্যালভীনের সমস্ত গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে তাকে দোষারোপ করতে লাগল।

(ইজ্হারুল হক, ইংরেজী অনুবাদ, ২য় খন্ড, তা-হা পাবলিশার্স, ইংল্যান্ড ১৯৮৯)

ক্যালভীনের যুগে তিনিই প্রটিষ্ট্যান্ট জগতের বিখ্যাততম ধর্মীয় নেতারূপে বিবেচিত হতেন। তার মত নেতার ধর্মের অবস্থাই যদি এরূপ হয়, তবে সাধারণ খ্রীষ্টানদের ধর্ম কিরূপ হতে পারে ?

যীশুর (?) মতে খ্রীষ্টানরা নিজেরাই যেই ধর্মের ***একটা সরিষাদানার মত বিশ্বাস*** নিয়ে অদ্যাবধিও একটা পাহাড়কে সরাতে পারল না, তবে এত দরদী সেজে অন্যান্য ধর্ম অবলম্বীদেরকে সেই অবাস্তব ধর্ম বিশ্বাসের দিকে কেন টেনে হয়রান পেরেশান করা হচ্ছে ?

সুধী পাঠক-পাঠিকারা, যারা কুরআন বিরোধী বাইবেলকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে বিশ্বাস করতঃ উহাকে অনুসরণ করেই তাঁর বেহেশতে যেতে বা মুক্তি পেতে চান, তাদের কাছে এ গ্রন্থকারের সর্নিবন্ধ অনুরোধ, আপনারা অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য একটু নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ হোন, অতঃপর উপরে উল্লিখিত বাইবেলের সমস্ত উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করুন। তারপর নিজেদের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে নিরপেক্ষভাবে বাইবেলের প্রামাণিকতার বিচার করুন, মহান আল্লাহ্ তাঁর বাণীকে যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা করার জন্য (১) পৃষ্ঠায় কষ্টি পাথরের যে মানদন্ড দিয়েছেন উহার আলোকে আপনারা কি এ মন্তব্য করতে পারেন যে, বাইবেল সত্যই সর্বজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আল্লাহ্র বাণী ?

www.pathagar.com

অধ্যায়-৭

গোমর ফাঁক

বাইবেলে অসংখ্য সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, সংশোধন, ভুল-অনুবাদ, অপব্যাখ্যা ইত্যাদির মধ্য হতে কয়েকটি ঃ

বাইবেলের সর্বশেষ পুস্তক 'প্রকাশিত কালামে' বর্ণিত হয়েছে ঃ

---কেহ যদি ইহার [বাইবেলের] *সংগে কিছু যোগ করে, তবে খোদাও এই কিতাবে- লেখা সমস্ত আঘাত [Plagues] তাহার জীবনে যোগ করিবেন। আর----- যদি কেহ কিছু বাদ দেয়, তবে খোদাও এই-কিতাবে-লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তাহার জীবন হইতে বাদ দিবেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২২ : ১৮-১৯)

কিন্তু কে পরওয়া করে ? অনেক খ্রীষ্টানই তাদের ঈশ্বরের এ বাণী বিশ্বাস করে না। দেখুন না প্রটেষ্ট্যান্টরা Douay Version বাইবেলের ৭৩ খানা পুস্তিকা হতে নিম্নের ৭ খানা পুস্তিকা সাহসের সহিত বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাদের কিং জেমস্ ভার্শন বাইবেলের পুস্তিকার সংখ্যা এখন ৬৬ খানা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য); অথচ ক্যাথলিকদের বাইবেলের পুস্তিকার সংখ্যা ৭৩ খানা। কই, প্রটেষ্ট্যন্টদের তো কিছুই হয়নি ? বরং তাদের সমর্থক দিন দিন বাড়তেই আছে। উপরোক্ত পাঠকে যদি তারা ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাসই করতেন, তবে কিরূপে Tobit, Judith, Wisdom, Ecclesiasticus, Baruch, I Maccabees, II Maccabees-এই ৭ খানা পুস্তিকা বাদ দিতে মোটেও ভয় পেলেন না ? অদ্যাবধিও বাইবেলের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, কাঁটছাঁট, সংশোধন ইত্যাদি হতেই আছে। আর এ কাজের জন্য ইদানিং বাইবেল কমিটি (১৬৯ পৃঃ ফটোকপি দেখুন) প্রস্তুত হয়েই আছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতি যদি খোদার বাণী হয়েই থাকে, তবে তিনি কেন তাদের জীবনে *সমস্ত আঘাত* [Plaques] *যোগ* করেন না অথবা *তাদের জীবন হতে জীবন গাছ বাদও* দেন না ?

বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠে এবং আধুনিক বাইবেল বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও সুবিখ্যাত ভাষ্যকারদের মতে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টান ধর্মীয় নেতারা যে কোন সময়ে তাদের ধর্মগ্রন্থ-বাইবেলের সাথে যে কোন কথা *যোগ করিতে* পারেন, নিজেদের উদ্দেশ্যপূর্ণ না হলে উহা হতে যে কোন অংশ *বাদ দিতে* পারেন, মনঃপূত না হলে পরিবর্তন ও সংশোধনও করতে পারেন; আর ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা করা তো তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। তাদের তথাকথিত আল্লাহ্‌র বাণী বাইবেল যেন একটা মোমের ছাঁচ। যখন ও যেখানে কারো কোন সমালোচনার সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানেই তারা গির্জার কর্তাদের ইচ্ছামত একে যে কোন রূপে আকৃতি দিতে পারেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কতকগুলো সংযোজন, বিয়োজন, রদবদল, ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যার উদাহরণ দেয়া হল।

www.pathagar.com

বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কোডেকস্ ভাটিক্যানাস, ১৯৬৫ সালে ভাটিক্যান সিটি থেকে সম্পাদিত হয়ে পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। সেখানে সম্পাদক তাঁর মন্তব্যে বলেছেনঃ

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন হাতে এই পাণ্ডুলিপিটি যে কতভাবে সংশোধিত হয়েছে এবং এতে যে কত টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বুঝবার উপায় নাই। তা ছাড়া মূল রচনার উপর যখন অক্ষরে অক্ষরে কলম ঘুরানো হয়েছিল, তখন যে বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নাই। (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২২৭ দ্রষ্টব্য)

PREFACE

THE REVISED STANDARD VERSION of the Bible is an authorized revision of the American Standard Version, published in 1901, which was a revision of the King James Version, published in 1611.

The first English version of the Scriptures made by direct translation from the original Hebrew and Greek, and the first to be printed, was the work of William Tyndale. He met bitter opposition. He was accused of willfully perverting the meaning of the Scriptures, and his New Testaments were ordered to be burned as "untrue translation." He was finally betrayed into the hands of his enemies, and in October 1536, was publicly executed and burned at the stake.

. . . . . .

The King James Version had to compete with the Geneva Bible in popular use; but in the end it prevailed, and for more than two and a half centuries no other authorized translation of the Bible into English was made. The king James Version became the "Authorized Version." of the English-speaking peoples.

The King James Version has with good reason been termed "the noblest monument of English prose." Its revisers in 1881 expressed admiration for "its simplicity, its digniry, its power, its happy turns of expression. . . the music of its cadences, and the felicities of its rhythm." It entered, as no other book has, into the making of the personal character and the public institutions of the English-speaking peoples. We owe to it an incalcuable debt.

Yet the King James Version has grave defects. By the middle of the nineteenth century, the development of Biblical studies and the discovery of many manuscripts, more ancient the those upon which the King James Version was based, made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. The task was undertaken, by authority of the Church of England, in 1870. The English Revised Version of the Bible was published in 1881-1885; and the American Standard Version, its variant embodying the preferences of the American scholars associated in the work, was published in 1901.

Because of unhappy experience with unauthorized publications in the two decades between 1881 and 1901, which tempered with the text of the English Revised Version in the supposed interest of the American public, the American Standard Version was copyrighted, to protect the text from unauthorized changes. In 1928 this copyright was acquired by the International Council of Religious Education, and thus passed into the ownership of the churches of the United States and Canada which were associated in this Council through their boards of education and publication.

www.pathagar.com

The Council appointed a committee of scholars to have charge of the text of the American Standard Version and to undertake inquiry as to whether further revision was necessary. For more than two years the Committee worked upon the problem of whether or not revision should the undertaken; and if so, what should be its nature and extent. In the end the decision was reached that there is need for a thorough revision of the version of 1901, which will stay as close to the Tyndale-King James tradition as it can in the light of our present knowledge of the Hebrew and Grteek texts and their meaning on the one hand, and our present understanding of English on the other.

In 1937 ther revision was authorized by vote of the Council, which directed that the resulting version should "embody the best results of modern scholarship as to the meaning of the Scriptures, and express this meaning in English diction which is designed for use in public and private worship and preserves those qualities which have given to the King James Version a supreme place in English literature."

Thirty-two scholars have served as members of the Committee charged with making the revision, and they have secured the review and counsel of an Advisory Board fof fifty representatives of the co-operating denominations. The Committee has worked in two sections, one dealing with the Old Testament and one with the New Testament. Each section has submitted its work to the scrutiny of the members of the other section; and the charter of the Committee requires that all changes be agreed upon by a two-thirds vote of the total membership of the Committee. The Revised Standard Version of the New Testament was published in 1946. The publication of the Revised Standard Version of the Bible, containing the Old and new Testaments, was authorized by tote of the national Council of the Churches of Christ in the U. S. A. in 1951.

. . . . . .

If in the judgment of the Committee the meaning of a passage is quite uncertain or obscure, either because of corruption in the text or because of the inadequacy of our present knowledge of the language, that fact is indicated by a note. It should not be assumed, however, that the Committee was entirely sure or unanimous concerning every rendering not so indicated. To record all minority views was obviously out of the question.

A major departure from the practice of the American Standard Version is the rendering of the Divine Name, the "Tetragrammaton." The American Standard Version used the term "Jehovah"; the King James version and employed this in four places, but everywhere else, except in three cases where it was employed as part of a proper name, used the English word LORD (or in certain cases God) printed in capitals. The present revision returns to the procedure of the King James Version, which follows the precedent of the ancient Greek and Latin translators and the long established practice in the reading of the Hebrew scriptures in the synagogue. While it is almost if not quite certain that the name was originally pronounced "Yahweh," this pronunciation was not indicated when the Masoretes added vowel signs to the consonantal Hebrew text. To the four consonants YHWH of the Name, which had come to be regarded as too sacred to be pronounced, they arrached vowel signs indicating that in its place should be read the Hebrew word Adonai meaning "Lord" (or Elohim meaning "God"). The ancient Greek translators substituted the word Kyrios (Lord) for the Name. The Vulgate likewise used the Latin word Dominus. The form "Jehovah" is of late medieval origin; it is a combination of the consonants of the Divine Name and the vowels attached to it by the Masoretes but belonging to an entirely different word. The sound of Y is represented by J and the sound of W by V, as in Latin. For two reasons the Committee has returned to the more familiar usage of the King James Version : (1) the word "Jehovah" does not accurately represent any form of the Name ever used in Hebrew; and (2) the use of any proper name for the one and only God, as though there were other gods from whom He had to be

www.pathagar.com

distinguished, was discontinued in Judaism before the Christian era and is entirely inappropriate for the universal faith of the Christian Church.

The King James Version of the New Testament was based upon a Greek text that was marred by mistakes, containing the accumulated errors of fourteen centuries of manuscript copying. It was essentially the Greek text of the New Testament as edited by Beza, 1589, who closely followed that published by Erasmus, 1516-1535, which was based upon a few medieval manuscripts.

. . . . . .

The Revised Standard Version of the Bible, containing the Old and New Testaments, was published on September 30, 1952, and has met with wide acceptance. This preface does not undertake to set forth in detail the lines along which the revision proceeded. That is done in pamphlets entitled *An Introduction to the Revised Standard Versions of the Old Testament and An Introduction to the Revised Standard Version of the New Testament,* written by members of the Comittee and designed to help the general public to understand the main principles which have guided this comprehensive revision of the King James and American Standard versions.

These principles were reaffirmed by the Committee in 1959 in connection with a study of criticisms and suggestions from various readers. As a result, a few changes were authorized for subsequent editions, most of them corrections of punctuation, capitalization, or footnotes. Some of them are changes of words or phrases made in the interest of consistency, clarity, or accuracy of translation.
The Revised Standard Version Bible Committee is a continuing body, holding its meetings at regular intervals. It has become both ecumenical and international, with Protestant and Catholic active members, who come from Great Britain, Canada, and the United States.

The Second Edition of the translation of the New Testament (1971) profits from textual and linguistic studies published since the Revised Standard Version New Testament was first issued in 1946. Many proposals for modification were submitted to the Committee by individuals and by two denominational committees. All of these were given careful attention by the Committee.

Two Passages, the longer ending of Mark (16.9-20) and the account of the woman caught in adultery (In 7.53f-8.11), are restored to the text, separated from it by a blank space and accompanied by informative notes describing the various arrangements of the text in the ancient authorities. With new manuscript support two passages, Lk 22.19b-20 and 24.51b, are restored to the text, and one passage, Lk 22.43-44, is placed in the note, as in a phrase in Lk 12.39. Notes are added which indicate significant variations, additions, or omissions in the ancient authorities (Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51, etc.). Among the new notes are those giving the equivalence of ancient coinage with the contemporar day's or year's wages of the laborer (Mt 18.24, 28; 20.2; etc.). Some of the revisions clarify the meaning through rephrasing or reordering the text (see Mk 5.42; Lk 22.29-30; Jn 10.33; 1 Cor 3.9; 2 Cor 5.19; Heb 13.13). Even when the changes appear to be largely matters of English style, they have the purpose of presenting to the reader more adequately the meaning of the text (see Mt 10.3; 12.1; 15.29; 17.20; Lk 7.36; 11.17; 12.40, Jn 16.9; Rom 10.16; 1 Cor 12.24; 2 Cor 2.3; 3.5, 6; etc.).

The Revised Standard Version Bible seeks to preserve all that is best in the English Bible as it has been known and used through the years. It is intended for use in public and private worship, not merely for reading and instruction. We have resisted the temptation to use phrases that are merely current usage, and have sought to put the message of the Bible in simple, enduring words that are worthy to stand in the great Tyndale-King James tradition. We are glad to say, with the King James translators : "Truly (good Christian Reader) we never thought from the beginning, that we should need to make a new Translation, nor yet to make of a bad one a good one . . . but to make a good one better."

. . . . . .

www.pathagar.com

(ক) সংযোজন ঃ বাইবেলের সাথে যা *যোগ করা* হয়েছে

(১) ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক সংক্রান্ত (যোহন ৮ : ১-১১) বর্ণনাটি বাইবেলে সংযোজন

ডঃ মরিস বুকাইলির মত বিশেষজ্ঞ এ বর্ণনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেনঃ

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক সংক্রান্ত বর্ণনাটি সর্ম্পকে সবাই স্বীকার করেন যে, এটি অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা, পরে [বাইবেল] ***-এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।***

(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান ১১২-১১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

ব্যভিচারের এ বর্ণনাটি বাইবেলের সাথে নিঃসন্দেহে নতুন সংযোজন ছাড়া আর কিছুই নয়। অতি প্রাচীন পান্ডুলিপিতে এ অংশ পাওয়া যায় না। এ মতের সমর্থনে রিভাইজড্ স্ট্যান্ডার্ড ভার্শন (আর, এস, ভার্শন, ১৯৭১) এ যোহন (৮ : ১-১২) এর পাদটীকা দেখুন। ওখানে "r" চিহ্ন দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে ঃ ***'Most ancient authorities omit 'John 7 : 53-8:11***

অনুবাদ ঃ ***অতি প্রাচীন *পান্ডুলিপিতে যোহন ৭ : ৫৩ হতে ৮ : ১-১১ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।*** কোন লিপিকার হয়তো মনে করেছিলেন-খোদা (?) ভুল করে তাঁর বাণী (?) অসম্পূর্ণ রেখেছেন, ব্যভিচার করার জন্য কোন সুযোগ-সুবিধা নেই বরং ***প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদন্ড করার*** নির্দেশ আছে। তাই তিনি ব্যভিচারে ধৃত উক্ত মেয়ে লোকের কাহিনী রচনা করে বাইবেলের প্রাচীন পান্ডুলিপির সাথে জুড়ে দিলেন। অতি প্রাচীন পান্ডুলিপিতে অনুপস্থিত বলে পরে বাইবেল কমিটি তাদের আর, এস, ভার্শন (১৯৫২ সংস্করণ) হতে উহাকে ***বাদ দিয়া*** দিলেন। তাই এ সংস্করণের যোহন লিখিত সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায় শুরু হয়েছে ১২ নং পুংতি দিয়ে। কিন্তু বাইবেল অনুসরণকারীদের হয়তো ইহা মনঃপূত হলনা-ব্যভিচারের কাজে সমর্থনকারী এমন একটা দলিল হাত ছাড়া করলে কেমন হয়, তাই অনেকেই ১৯৫২ সংস্করণের এ বাইবেল পরিবর্তন ***(Modification)*** করার জন্য কমিটির নিকট অনেক প্রস্তাব ***(Proposals)*** পেশ করলেন। আর বাইবেল কমিটি লোকদের মনরক্ষা করার জন্য সকল প্রস্তাবগুলোর প্রতিই সযত্নে মনোযোগ দিলেন।

All of these Proposals were given careful attention by the committee. সুতরাং যেনাকারী মেয়েলোকটির বর্ণনাকে তাদের আর, এস, ভার্শন, ১৯৭১ সংস্করণে পুনঃস্থাপন করলেন ***The account of the woman caught in adultery (Jn. 7:53-8:11), are restored to the text.*** (১৭১ পৃষ্ঠায় ফটোকপির ৪র্থ প্যারা দ্রষ্টব্য)।

বাইবেল প্রকাশ করা বড় চালাক। তারা বুঝে, মাছ ধরতে হলে তার পছন্দনীয় টোপ ফেলতে হয়। ক্রেতা সংগ্রহের জন্য আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে উহার সাথে কি চমৎকার খেলা!

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি (বি, বি, এস), ঢাকা তাদের পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়মে এ ঘটনাটিকে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখেছেন এবং ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নূতন নিয়মে * তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লিখেছেন ঃ

অধিকাংশ প্রামাণিক পান্ডুলিপিতে ইহা পাওয়া যায় না।

এভাবে এধরনের অশ্লীল, যৌন কিচ্ছাকাহিনী ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে দিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদরা ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন। আর এর ফলে খ্রীষ্টান জগতে জেনা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও নারী পুরুষের যে বীভৎস তান্ডব লীলা চলে, বিশ্ববাসীর কাছে আজ আর তা অজানা নেই।

* ব্যাখ্যা ঃ 'অতি প্রাচীন' পান্ডুলিপি ২০০ হতে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'প্রাচীন' পান্ডুলিপি ৪০০ হতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কিং জেমস ভার্শন প্রাচীন পান্ডুলিপির সাথে তুলনা করে লেখা হয়েছিল। বাইবেল কমিটি 'অতি প্রাচীন' পানডুলিপির সাথে তুলনা করে কিং জেমস ভার্শন সংশোধন করেছেন। উহাই আর, এস, ভার্শন।

(২) মার্ক (১৬ : ৯- ২০) অনুচ্ছেদটি বাইবেলে নতুন সংযোজন

ইহা সুসমাচারের প্রাচীনতম দু'টি পান্ডুলিপি- কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস ও কোডেক্স সিনাইটিক্যাসে অনুপস্থিত। এ মতের স্বপক্ষে বাইবেলের আর, এস, ভার্শন, ১৯৭১ সংস্করণের পাদটীকায় K চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে ঃ

(i) ***Some of the most ancient authorities bring the book to a close at the end of verse 8.***

আর The New American standard Bible-এর পাদটীকায় লেখা আছে ঃ

(ii) ***Some of the oldest manuscripts omit from verse 9 through 20.***

'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশনের' ভাষ্যকাররা, ফ্রান্সের বাইবেল স্কুলের শিক্ষক ফাদার কানেনগিয়েসার প্রভৃতি আধুনিক ও সুবিখ্যাত গবেষকবৃন্দ এ অনুচ্ছেদটিকে মূল রচনার সাথে *পরবর্তী সংযোজন* বলে বিবেচনা করেন। *ওঁ ক্যালম্যান মনে করেন-এ অনুচ্ছেদটি অপরাপর সুসমাচার থেকে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে সুসমাচারের গ্রীক পান্ডুলিপি ও অন্যান্য সংস্করণে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটি মার্কের রচনা নয়।*

(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, বাংলা অনুবাদের ১০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কাজে কাজেই বাইবেল কমিটি তাদের আর, এস, ভার্শন, ১৯৫২ সংস্করণ হতে এ অংশটিকে *বাদ দিয়েছিলেন*। তবে রক্ষণশীল পুরোহিতদের চাপে বাইবেল কমিটি উহাকে আবার ঐ ভার্শনের ১৯৭১ সংস্করণে জুড়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

(খ) বিয়োজন ঃ বাইবেল হতে যা *বাদ দেওয়া* হয়েছে

(১) আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত নাম 'আল্লাহ' Allah, اَللّٰهُ এই নাম 'Alah' কেও বাইবেল হতে মুছে ফেলা হয়েছে।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত স্কোফিল্ড বাইবেল (The New Scofield Reference bible)-এর আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহ (Alah) শব্দটি বিদ্যমান ছিল (১৭৫ পৃষ্ঠায় ফটোকপি দেখুন)। স্রষ্ঠাকে বুঝানোর জন্য বাইবেলে যে হিব্রু শব্দ ইলাহ (Elah) লিখা আছে, ডঃ সি, আই স্কোফিল্ড তার ইংরেজী অনুবাদে এই শব্দের বানান Alah (আলাহ) লিখা উপযুক্ত মনে করেছিলেন।

সব ভাষারই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ইংরেজরা ইংরেজীতে একই নাম আহ্মেদ (Ahmed) উচ্চারণ করে অথচ উহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয় আরবীতে, আর তা' হল 'আহ্মাদ' (Ahmad)। তেমনি হিব্রুতে ইলাহ্ (Elah), ইংরেজীতে আলাহ (Alah) অথচ উহার সঠিক ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয় আরবীতে, আর তা হল আল্লাহ্ (Allah)।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কায়েমী জাতীয়তাবাদের বশবর্তী হওয়ায় ইসলামবিদ্বেষীদের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, আর তাই তারা (Alah) শব্দটাকে বাইবেল হতে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য তৎপর হল। প্রকৃত সত্যকে তো গ্রহণ করলই না, বরং নিরপেক্ষ, নীরিহ ও সরল খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বীরা যাতে সত্যকে দেখতে ও বুঝতে না পারে তজ্জন্য শব্দটাকে তাদেরো চোখের আড়াল করে দিল। A.K. James ভার্শনের স্কোফিল্ড অনুবাদের পরবর্তী সংস্করণ The New Scofield Reference Bible হতে Alah (আলাহ্) শব্দটাকে এমন চতুরতার সহিত মুছে ফেলা হয়েছে যে 'আলাহ' শব্দটার স্থানে যে একদিন কিছু একটা ছিল তাও বুঝার আর কোন উপায় নেই, (১৭৬ পৃষ্ঠায় ফটো কপি দেখুন)।

(২) বাইবেলের বাংলা অনুবাদ হতে নিম্নের অনুচ্ছেদটি *বাদ দেওয়া* হয়েছে

ঈসা (আঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বললেন ঃ *মুনাজাত ও রোজা ছাড়া এই রকম ভূত আর কিছুতেই বাহির হয় না।* (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৭ : ২১)

পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, যীশু বলেছেন ঃ

যাহারা [আমার উপর] *ঈমান আনে----- আমার নামে তাহারা ভূত ছাড়াইবে।*

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৬ : ১৭)

খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও ভাষ্যকারদের প্রায় সকলেই এই মর্মে একমত যে কেবল যীশুর উপরে ঈমান আনলেই খোদার নিকট নির্দোষ বলে গৃহীত হওয়া যায়, ধার্মিক গণ্য হওয়া যায়, ভূত ছাড়ানো যায় ইত্যাদি। রোজা রেখে শরীয়ত পালন করা বা অন্য কোন রকম নেক কাজ করার প্রয়োজন হয় না। (গালাতীয় ২ ঃ ১৬ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

বাইবেলের ১৬১১ সংস্করণে *'Alah'* শব্দ দেখুন।

THE FIRST BOOK OF MOSES

CALLED

GENESIS.

Genesis is the book of beginnings. It records not only the beginning of the heavens and the earth, and of plant, animal, and human life, but also of all human institutions and relationships. Typically, it speaks of the new birth, the new creation, where all was chaos and ruin.

With Genesis begins also that progressive self-revelation of God which culminates in Christ. The three primary names of Deity, Elohim, Jehovah, and Adonai, and the five most important of the compound names, occur in Genesis; and that in an ordered progression which could not be changed without confusion.

The problem of sin as affecting man's condition in the earth, and his relation to God, and the divine solution of that problem are here in essence. Of the eight great covenants which condition human life and the divine redemption, four, the Edenic, Adamic, Noahic, and Abrahamic Covenants, are in this book; and these are the fundamental covenants to which the other four, the Mosaic, Palestinian, Davidic, and New Covenants, are related chiefly as adding detail or development.

Genesis enters into the very structure of the New Testament, in which it is quoted above sixty times in seventeen books. In a profound sense, therefore, the roots of all subsequent revelation are planted deep in Genesis, and whoever would truly comprehend that revelation must begin here.

The inspiration of Genesis and its character as a divine revelation are authenticated by the testimony of history, and by the testimony of Christ (Mt. 19. 4-6; 24. 37-39; Mk. 10. 4-9; Lk. 11. 49-51; 17. 26-29, 32; John 1. 5; 7. 21-23; 8. 44, 56).

Genesis is in five chief divisions: I. Creation (1. 1-2. 25). II. The Fall and Redemption (3. 1-4. 7). III. The Diverse Seeds, Cain and Seth, to the Flood (4. 8-7. 24). IV. The Flood to Babel (8. 1-11. 9). V. From the call of Abram to the death of Joseph (11. 10-50. 26).

The events recorded in Genesis cover a period of 2,315 years (Ussher).

CHAPTER 1.

The original creation.

IN the [a]beginning [1b]God [2]created the heaven and the earth.

Earth made waste and empty by judgment (Jer. 4. 23-26).

2 And the earth was [3]without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And [c]the [d]Spirit of God moved upon the face of the waters.

The new beginning—the fir day: light diffused.

3 And God said, Let there be [4]light: and there was light.
4 And God saw the light, that *it*

B.C. 4004.

a John 1.1.
b *Deity (names of).* Gen.2.4,7. (Gen.1.1; Mal.3.18.)
c *Holy Spirit.* Gen.6.3. (Gen.1.2; Mal.2.15.)
d Job 26.13. Psa.104.30.

---

[1] *Elohim* (sometimes *El* or *Elah*), English form "God," the first of the three primary names of Deity, is a uni-plural noun formed from *El*—strength, or the strong one, and *Alah*, to swear, to bind oneself by an oath, so implying faithfulness. This uni-plurality implied in the name is directly asserted in Gen. 1. 26 (plurality), 27 (unity); see also Gen. 3. 22. Thus the Trinity is latent in *Elohim*. As meaning primarily the Strong One it is fitly used in the first chapter of Genesis. Used in the O. T. about 2500 times. See also Gen. 2. 4, *note;* 2. 7; 14. 18, *note;* 15. 2, *note;* 17. 1, *note;* 21. 33, *note;* 1 Sam. 1. 3, *note.*

[2] But three *creative* acts of God are recorded in this chapter: (1) the heavens and the earth, v. 1; (2) animal life, v. 21; and (3) human life, vs. 26, 27. The first creative act refers to the dateless past, and gives scope for all the geologic ages.

[3] Jer. 4. 23-26, Isa. 24. 1 and 45. 18, clearly indicate that the earth had undergone a cataclysmic change as the result of a divine judgment. The face of the earth bears everywhere the marks of such a catastrophe. There are not wanting intimations which connect it with a previous testing and fall of angels. See Ezk. 28. 12-15 and Isa. 14. 9-14, which certainly go beyond the kings of Tyre and Babylon.

[4] Neither here nor in verses 14-18 is an original *creative* act implied. A different word is used. The sense is, made to *appear;* made *visible.* The sun and moon were *created* "in the beginning." The "light" of course came from the sun, but the vapour diffused the light. Later the sun appeared in an unclouded sky.

www.pathagar.com

পরবর্তী সংস্করণে 'Alah' শব্দকে মুছে ফেলা হয়েছে।

GENESIS

Author: Moses *Theme:* Beginnings *Date of writing:* c. 1450–1410 B.C.

GENESIS is the book of beginnings. It records not only the beginning of the heavens and the earth, and of plant, animal, and human life, but also of all human institutions and relationships. Typically, it speaks of the new birth, the new creation, where all was chaos and ruin. (See also The Pentateuch, p. xvi.)

With Genesis begins also the progressive self-revelation of God which culminates in Christ. The three primary names of Deity—*Elohim*, *Jehovah*, and *Adonai*—and the five most important of the compound names occur in Genesis, and these in an ordered progression which could not be changed without confusion.

The problem of sin as affecting man's condition on the earth and his relationship to God, and the divine solution of that problem, are here in essence. Of the eight great covenants which condition human life and progressively unfold the divine redemption, four—the Edenic, Adamic, Noahic, and Abrahamic Covenants—are in this book, and these are the fundamental covenants to which the other four—the Mosaic, Palestinian, Davidic, and New Covenants—are related chiefly as adding detail or development.

Genesis enters into the very structure of the New Testament, in which it is quoted above sixty times in seventeen books. In a profound sense, therefore, the roots of all subsequent revelation are planted deep in Genesis, and whoever would truly comprehend that revelation must begin here.

The inspiration of Genesis and its character as a divine revelation are authenticated by the testimony of Jesus Christ (Mt.19:4–6; 24:37–39; Mk.10:4–9; Lk.11:49–51; 17:26–29,32; Jn.7: 21–23; 8:44,56) and supplemented by the testimony of history. As indicated in notes throughout the book, archaeology bears witness to the historical reliability of Genesis.

Genesis may be divided into five parts: I. Creation, 1:1–2:25. II. The Fall and the Promise of Redemption, 3:1–4:7. III. The Diverse Seeds, Cain and Seth, to the Flood, 4:8–7:24. IV. The Flood to Babel, 8:1–11:9. V. From the Call of Abram to the Death of Joseph, 11:10–50:26.

I. Creation, 1:1–2:25

Creation of the heavens and earth

1 [1]IN the [2b]beginning [3c]God [4]created the heaven and the earth.

Earth waste and empty

2 And the earth was [5]without form, and void; and darkness *was* upon the face of the deep. And [d]the [e]Spirit of God moved upon the face of the waters.

First day: light diffused

3 And God said, Let there be [6]light: and there was light.

4 And God saw the light, that *it was* good: and God divided the light from the darkness.

5 And God called the light [7]Day,

a Chronology: Intro. p. vi
b Jn.1:1
c Deity (names of): v. 1; Gen. 2:4; (Gen.1:1; Mal.3:18)
d Holy Spirit (O.T.): v. 2; Gen.6:3; (Gen.1:2; Zech.12:10)
e Job 26:13

1(1:1) The Bible begins with God, not with philosophic arguments for His existence.

2(1:1) Scripture gives no data for determining how long ago the universe was created. See *notes* on Gen.5:3; 11:10. Compare Introduction, p. vi.

3(1:1) *Elohim* (English form "God"), the first of the names of Deity, is a plural noun in form but is singular in meaning when it refers to the true God. Emphasis in Gen.1:26 is on the plurality in Deity; in v. 27, on the unity of the divine Substance. (Cp. Gen.3:22.) The plural form of the word suggests the Trinity. See Gen.2:4; 14:18, *note*; 15:2, *notes*; 17:1, *note*; 21:33, *note*; Ex.34:6, *note*; 1 Sam.1:3, *note*; Mal.3:18, *note*.

4(1:1) Only three creative acts of God are recorded in this chapter: (1) the heavens and the earth, v. 1; (2) animal life, vv. 20–21; and (3) human life, vv. 26–27. The first creative act refers to the dateless past.

5(1:2) Two main interpretations have been advanced to explain the expression "without form and void" (Heb. *tohu* and *bohu*). The first, which may be called the Original Chaos interpretation, regards these words as a description of an original formless matter in the first stage of the creation of the universe. The second, which may be called the Divine Judgment interpretation, sees in these words a description of the earth only, and that in a condition subsequent to its creation, not as it was originally (see Isa.45:18, *note*; cp. also *notes* at Isa.14:12; Ezek.28:12).

6(1:3) Neither here nor in vv. 14–18 is an original creative act implied. A different word is used. The sense is *made to appear, made visible*. The sun and moon were created "in the beginning." The light came from the sun, of course, but the vapor diffused the light. Later the sun appeared in an unclouded sky.

7(1:5) The word "day" is used in Scripture in four ways: (1) that part of the solar day of twenty-four hours which is light (Gen.1:5,14; Jn.11:9); (2) a period of twenty-four hours

www.pathagar.com

কিন্তু উপরে উল্লিখিত বাণী (মথি ১৭ : ২১), এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবোধক। এখানে নিশ্চয় করে বলা হচ্ছে যে 'ভূত ছাড়ানোর মত কঠিন কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে কেবল ***যীশুর উপর ঈমান আনলেই*** যথেষ্ট নয়, ***রোজা রেখে*** ও আল্লাহ্‌র নিকট ***মুনাজাত করে*** এ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

মুসলমান সমালোচকরা উল্লিখিত উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলতে চান যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অর্জন করে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে শুধু যীশুর উপরে ঈমান আনলেই চলবে না, নামায পড়তে হবে, ***'রোযা রাখতে হবে', 'মুনাজাত করতে হবে'***; অন্যান্য সৎকর্ম করতে হবে অর্থাৎ নবীদের শরীয়ত পালন করতে হবে। যীশু নিজেও আধ্যাত্মিক পদবৃদ্ধির জন্য রোযা রাখতেন, মুনাজাত করতেন (দেখুন মথি ৪ : ২, ২৬ : ৩৯, মার্ক ১৪ : ৩৫-৩৬, যোহন ১১ : ৩৩- ৪২)। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা ভূত ছাড়ানোর সময় সম্ভবতঃ এই উপায়ের সদ্ব্যবহার করেন নি, আর, তাই যীশুর উপর তাঁদের বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে তাঁরা ***সেই ভূতকে ছাড়াইতে পারিলেন না।***

মুসলমানদের এ সমালোচনা এত সঠিক, জোড়ালো ও গঠনমূলক যে, খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদরা এর সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। তাই তারা সম্ভবতঃ সুসমাচার হতে পংতিটিকে ***বাদ দেওয়াকেই*** এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি হতে নিস্তার পাওয়ার সহজ উপায় মনে করলেন। তারা আর, এস, ভার্শন (১৯৭১) হতে পুরা মথি (১৭ : ২১) অনুচ্ছেদটিকে এবং মার্ক (৯ : ২৯) হতে শুধু ***রোজা*** শব্দটিকে মুছে ফেলেছেন। দৃষ্টান্ত ঃ বি, বি, এস (ঢাকা) কর্তৃক অনূদিত ও মুদ্রিত ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নতুন নিয়মের ৩৯ পৃষ্ঠায় এবং পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়মের ৩২ পৃষ্ঠার পাঠে এই অংশ আর খুঁজে পাবেন না।

(৩) ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদের সুসমাচারগুলো হতে (According to) এর অর্থ *বাদ দেওয়া* হয়েছে

প্রত্যেক সুসমাচারই ***"According to" "According to."..... অমুকের মতে', অমুকের অনুসারে"*** ভূমিকার সাথে শুরু করা হয় কেন ? কারণটা কি জানেন ? খ্রীষ্টধর্মের গর্ভের বস্তু, চার হাজার বর্তমান পান্ডুলিপির একটিতেও গ্রন্থকারের কোন স্বাক্ষর, টিপসই বা সিলমহর নেই। এ কারণেই সম্ভবতঃ লেখা হয়েছে ***According to*** Mathew (***মথির মতে***), ***According to*** Luke (লূকের মতে), ***According to*** John (যোহনের মতে), ***According to*** Mark (মার্কের অনুসারে)-অর্থাৎ অনুমান করা হয়, অমুক সুসমাচার অমুকের লিখা। অতএব 'মথির মতে', 'মার্কের মতে' 'লূকের মতে', 'যোহনের মতে' এইরূপ মতে (According to) শব্দগুচ্ছগুলো রেখে যীশুর বিখ্যাত সাহাবাদের নামে সুসমাচারগুলো প্রচার করে খুব একটা সুবিধা করা যাচ্ছে না। কারণ এগুলো আজ যাদের নাম বহন করছে, তাদের নামের পাশে (According to) (অমুকের মতে) শব্দগুচ্ছগুলো রেখে দিলে তারা আদৌ সুসমাচারগুলো লিখেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে ব্যাপক সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তাই ধর্মীয় নেতারা সম্ভবতঃ নিজেদের প্রচারের সুবিধার্থে উক্ত শব্দগুচ্ছগুলোকে New International version-এর সর্বশেষ অনুবাদ ইঞ্জিল শরীফ, (বাংলা অনুবাদ) প্রভৃতি হতে অনানুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলেছেন। আর বি, বি, এস এর অন্যান্য বাংলা

www.pathagar.com

অনুবাদগুলোতে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সরাসরি মথিলিখিত, মার্কলিখিত, লূকলিখিত, যোহনলিখিত সুসমাচারই লিখে দিয়েছেন। অথচ আধুনিক ও সুবিখ্যাত অনেক বাইবেল ভাষ্যকারদের মতে এ সকল সুসমাচার যীশুর প্রত্যক্ষদর্শী কোন শিষ্যকর্তৃক লিখিত নয়। (২১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন, কাদের দাবী সত্য)

(৪) যীশুর জীবিত থাকার প্রমাণ *And of a honeycomb* বাইবেল হতে *বাদ দেওয়া* হয়েছে

যীশুর মতে প্রত্যেক মানুষ একবারই মরে, অতঃপর ফেরেশতার মত অশরীরী আত্মা হয়ে যায়; আর কখনো জড়দেহ ধারণ করতে পারে না। ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা যীশুকে তাঁর কথোপকথনের মধ্যে ধরার চেষ্টা করত, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা বা ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনায়ন করে তাঁকে হত্যা করার অজুহাত পাওয়া যায়। তাই তারা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রকম হেঁয়ালী ও প্রহেলিকা নিয়ে যীশুর নিকটে আসত এবং কঠিন কঠিন প্রশ্ন করত। একবার তারা ঈসা (আঃ) কে প্রশ্ন করলেন ঃ

হুজুর, মূসা----লিখে গিয়েছেন, সন্তানহীন অবস্থায় যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে রেখে মরে যায়, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিবাহ করে ----- তার বংশ রক্ষা করবে। বেশ ভাল, তারা সাত ভাই ছিল। প্রথম জন বিবাহ করে সন্তানহীন অবস্থায় মরে গেল। পরে দ্বিতীয় ও তার পরে তৃতীয় ভাই, ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করল এবং সেই একইভাবে সাতজনই ছেলেমেয়ে না রেখে মরে গেল। শেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মরে গেল। তা হলে যেদিন মৃত লোকেরা জীবত হয়ে উঠবে সেই দিন সে কার স্ত্রী হবে ? সাতজনের প্রত্যেকেই ত তাকে বিবাহ করেছিল।'

ঈসা তাঁদের বললেন, 'এই কালের লোকেরা বিবাহ করে এবং তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু মৃত্যু হতে জীবিত হয়ে আগামী যুগে পার হয়ে যাইবার যোগ্য বলে যাদের ধরা হবে, তারা বিবাহ করবে না এবং তাদের বিবাহ দেওয়াও হবে না। তারা আর মরতে পারে না (অর্থাৎ পুনরুত্থিত লোকেরা অমরত্ব লাভ করে, না তাদের পানাহারের কোন প্রয়োজন হয়, আর না হয় বিবাহ-শাদীর বা আরাম আয়াসের), *কারণ তারা ফেরেস্তাদের মত।'* (অর্থাৎ তারা অশরীরী আত্মা বা প্রেতত্মায় পরিণত হয়, যাদের কোন জড়দেহ থাকে না, হাড়-মাংস থাকে না)। (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২০ ঃ ২৮-৩৬)

যীশু মরেন নি, পুনর্জীবিতও হন নি, বরং স্বর্গ হতে মর্তে তিন দিনের জন্য জীবিত ফিরে এসেছিলেন

ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবা বার্ণবা লিখেছেন ঃ

যীশুর মত একজনকে মরতে দেখে বিশ্বাসীরা শোকে, দুঃখে ও অনুশোচনায় মূহ্যমান হলেন; যীশুর মৃত্যু শোকে মরিয়মসহ আমরা দগ্ধ হয়ে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুপ্রায় হয়ে যাচ্ছিলাম। ফেরেশতার মাধ্যমে যীশু ইহা জানতে পেরে মা ও শিষ্যদিগকে শান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রধান চারজন ফেরেশতাকে সাথে দিয়ে যীশুকে তিন দিনের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং শুধুমাত্র যীশুর ধর্মে বিশ্বাসীদিগের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেন।

www.pathagar.com

কুমারী মরিয়ম তাঁর দু'বোনসহ, মার্থা, মগ্দলীনী মরিয়ম, লাসার, গ্রন্থকার [বার্ণবা], *যোহন, ইয়াকুব ও পিতর যে ঘরে বাস করছিলেন, ঈসা প্রভাবেষ্টিত হয়ে তথায় অবতরণ করলেন। ফলে তাঁরা ভীত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ঈসা তাঁর মাতা ও অন্যান্যদেরকে ভূমি হতে উত্তোলন করে বলতে লাগলেন ঃ*

'ভীত হয়ো না, আমি ঈসা, কেঁদ না, আমি মৃত নই, জীবিত।' তারা প্রত্যেকেই, যীশুর উপস্থিতিতে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্মহারা হয়ে রইলেন, কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট সত্য সত্যই ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ----------।

অতঃপর যীশু তাঁর অন্যান্য বিশ্বাসী (সাহাবা)*দেরকে ডেকে আনার আদেশ দিলেন যাতে তাঁরা তাকে দেখতে পারেন। জেমস্ ও যোহন, নীকদীম ও ইউসুফসহ সাতজন শিষ্যকে এবং অন্যান্য বাহাত্তর জনের মধ্য হতে অনেককে একত্রে ডেকে আনলেন। তারা সকলে ঈসার সহিত খানা খেলেন।*

(বার্ণবালিখিত সুসমাচারের ২১৭, ২১৯, ২২১নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁর তথাকথিত মৃত্যুবরণ ও পুনর্জীবিত হওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের সাথে খানা খাওয়ার কথা কাননিক (সিনোপটিক) সুসমাচারেও উল্লেখ আছে ঃ (১৮২ পৃষ্ঠায় লূক ২৪ : ৩০, ৩৬-৪৩ দ্রষ্টব্য)। যীশু যে ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেননি এবং তৃতীয় দিনে পুনর্জীবিত হয়েও উঠেননি বরং জীবিতই ছিলেন লূক (২৪ ঃ ৩৬ - ৪৩)তে যীশুর নিজের নিম্নের বক্তব্যগুলো হতেই তা সুস্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যীশু এসে তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন ঃ

তোমাদের শান্তি হউক। তাঁহারা ভূত দেখিতেছেন ভাবিয়া খুব ভয় পাইলেন।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠে ঃ তাঁরা ভয় পেলেন কেন ? যখন কেউ তার দীর্ঘ হারান প্রিয়জনকে ফিরে পায় এবং চিনতে পারে তখন নিশ্চয়ই আনন্দিত হওয়ার কথা। যেমন ইউহোন্না লিখেছেন ঃ *প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সাহাবীরা খুবই আনন্দিত হইলেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০ : ২০)

সত্যই সে ফিরে পাওয়া বন্ধুকে আলিঙ্গন করতে চাবে, তার হাত পা চুম্বন করবে, কিন্তু ভয় পাওয়ার তো কথা নয়। তার্কিকেরা ব্যাখ্যা করে ঃ-শিষ্যরা মনে করেছিলেন যে, তাঁরা কোন ভূত-প্রেত দেখছিলেন। এখানে আমাদের প্রশ্ন হল-যীশুকে কি কোন ভূত-প্রেতের মত দেখা যেত ? তারা নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন "না"। তাঁকে যদি কোন ভূতের মত দেখা না যেত, তবে কেন তাঁরা মনে করলেন যে তাঁরা ভূত দেখছিলেন ? আসল ব্যাপার ছিল নিম্নরূপ ঃ

ঈসা (আঃ)-এর সাহাবীরা পূর্ববর্তী তিন দিনের প্রকৃত ঘটনা সমূহের প্রত্যক্ষদর্শী বা স্বকর্ণে শ্রবণকারী ছিলেন না। *সেই সময়ে* [যীশুর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে] *সাহাবীরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন*। (মাক ১৪ ঃ ৫০)

www.pathagar.com

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে শিষ্যদের শোনা সমস্ত সংবাদ ছিল গুজব। তাঁরা শুনেছিলেন-

- তাঁদের গুরুকে ক্রুশকাষ্ঠে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল;
- তিনদিন পূর্বে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল;
- তাঁর দেহ হয়তো এতদিন পঁচে-গলে গিয়েছিল।

তাঁদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, যীশুকে সত্য সত্যই ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। যদি কেউ কারো সম্পর্কে এ রকম ধারণা নিয়ে তার মুখোমুখি হয়, তবে অবশ্যই ভূত *দেখিতেছেন ভাবিয়া খুব ভয় পাওয়া* স্বাভাবিক।

একটা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন ঃ

সৌদী আরবের মুয়াত্তাক জাফারুল সাহ্‌রানী (৪৯) কবরস্থ হওয়ার ২৭ ঘন্টা পর জীবিত হয়ে এসে মা ও বোনের সাথে দেখা দিল। তার মা ও বোন ***খুব ভয় পাইয়া*** হৃদপিন্ডের ক্রীয়া বন্ধ হয়ে মারা গেল।

ঈসা (আঃ)-এর সাহাবাদের সাহস ছিল প্রবল, মনোবল ছিল দৃঢ় এবং ঈমান ছিল খাঁটি, তাই হঠাৎ যীশুকে দেখে হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তারা মারা যাননি, শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন।

মিষ্টার মুয়াত্তাকের ঘটনাটি সৌদী আরবের দৈনিক পত্রিকা "আরব নিউজ", ১৮ই আগষ্ট, ১৯৮৯, এ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮১ পৃষ্ঠায় ফটোকপি দেখুন।

সে বায়ুচালিত কল স্থাপন করছিল। হঠাৎ উহার একটা পাতের প্রচন্ড আঘাতে সে বেঁহুশ হয়ে পড়ে যায়। অতঃপর কোনক্রমেই আর চেতনা ফিরে পায় না। পরিবারের লোকজন তাকে মৃত ভেবে জীবন্ত দাফন করল। কবরের নিকটেই মেষ পালকরা ভেড়া চরাচ্ছিল। ২৭ ঘন্টা পরে ভেড়ার পালের ক্ষুরের পদধ্বনিতে তার চেতনা (জ্ঞান) ফিরে আসল। সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগল। মেষ পালকরা আড়ি পেতে এ শব্দ শুনল, তারা নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে খবর দিল। গ্রামবাসীরা কবর খনন করে লোকটিকে বের করল। তাকে কাফন পরিহিত অবস্থায় দেখে অনেকেই ভয়ে পালিয়ে গেল। কাফন পরিহিত অবস্থায়ই লোকটি নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। তার মা ও বোন তাকে দেখে বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করল।

ঈসা (আঃ)-এর সাহাবারা শুনলেন–যীশু মৃত, অথচ হঠাৎ দেখলেন তাঁকে জীবিত ও কথা বলতে, এ অবস্থায় ***ভয় পাওয়ারই*** কথা। কিন্তু যদি তাঁরা বুঝতেন যে, মৃত যীশুর আত্মা এসেছে, তা হলে হয়তো ভয় পেতেন না।

শিষ্যদের মনে যে-মিথ্যা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, সে ভুল ও সন্দেহ দূর করার জন্য

(৩৮) ঈসা তাঁহাদের বলিলেন, 'কেন তোমরা অস্থির হইতেছ, আর কেনই বা তোমাদের মনে সন্দেহ জাগিতেছে ? (৩৯) আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি।

www.pathagar.com

Mom & sister die of shock as man 'rises from the dead'

RIYADH, Aug. 17 — The mother and sister of a Saudi man who was buried a day earlier died of shock when he returned home from the grave wrapped in his burial shroud, the Arabic daily ***Al-Riyadh*** reported today.

The paper said Muattaq Zafer Al-Shahrani, 49, of Tandaha in the southern province of Asir was dug alive from his grave when shepherds walking overheard his screams for help and alerted nearby villagers.

Al-Shahrani was fixing a windmill when one of the vanes knocked him unconscious. When he failed to regain consciousness his family buried him.

"They thought I was dead so they dug a grave and buried me. I remained in the grave for one full day and night and half of the next day. When I regained consciousness I raised my head but it hit solid stone", Al-Shahrani said. According to the paper the scars caused by his continuously hitting on the solid rock overhead are still visible on the man's head.

Some 27 hours after his burial Al-Shahrani woke to the sound of hoofs from grazing sheep. The shepherds who heard his cries informed the villagers who opened the grave. "When people saw me covered in my shroud they ran away in terror. And when I walked to my home and my mother and sister saw me, they dropped dead from the shock, Al-Shahrani was quoted by the paper as saying.

Al-Riyadh said the man now lives in mosques, dines in hotels and moves from one village to another in search of livelihood. Asked whether he was willing to marry, Al-Shahrani said "I don't think any woman will take me as a husband in spite of the fact that I am mentally and physically quite sound". He said even if there was the woman who would accept him he doesn't have the money or a home to raise a family.

www.pathagar.com

আমাকে ছুঁইয়া দেখ, কারণ ভূতের [অশরীরী আত্মার] *ত আমার মত হাড়-মাংস নাই*। (অর্থাৎ আমি ভূত নই, কারণ আমার পুনরুত্থান হয়নি, অতএব শূলীদন্ডে আমার মৃত্যুও হয়নি, আমি তোমাদের জীবিত প্রভু যীশু)। *(৪০) এই কথা বলিয়া ঈসা তাঁহার হাত ও পা তাঁহাদের দেখাইলেন (৪১) কিন্তু তাঁহারা এত আশ্চার্য ও আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তখন ঈসা তাঁহাদের বলিলেন, 'তোমাদের এখানে কি কোন খাবার আছে ?'*

And They gave him a piece of a broiled fish, and of a honeycomb.

(৪২) *তাঁহারা তাঁহাকে এক টুকরা ভাজা মাছ দিলেন। (৪৩) তিনি তাহা লইয়া তাঁহাদের সামনেই খাইলেন*। (ইঞ্জিল শরীফ, লুক ২৪ ঃ৩৬-৪৩)

And of a honeycomb-এর বাংলা অনুবাদ কোথায় গেল ?

যীশু শিষ্যদেরকে *নিজের হাত-পা* দেখায়ে, স্পর্শ করিয়ে, পরীক্ষা করিয়ে এবং *ভাজা মাছ* ও *মৌচাক* খেয়ে কি প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন ? তিনি কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি মৃত্যু হতে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন ? তাই যদি হত তবে প্রত্যেকটি কথা উল্টা প্রমাণ করার পরিবর্তে কেন তিনি উহা সরাসরি বললেন না ? এত কিছু অভিনয় করার কি প্রয়োজন ছিল ? পুনরুত্থানের সাথে হাত-পা পরীক্ষা করানোর এবং পানাহারের কি সম্পর্ক আছে ? যীশু বরং প্রমাণ করছিলেন যে, তাঁরা যে গুজব শুনেছিল, তা ছিল ভুল। সুতরাং তিনি পরোক্ষভাবে বলছিলেন ঃ

আমি মৃত্যুবরণ করিনি, তৃতীয় দিনে আমার পুনরুত্থানও হয়নি, অতএব আমি ভূত প্রেত বা (অশরীরী) *আত্মায়ও পরিণত হই নি।*

তাঁর এ দাবীর স্বপক্ষে ১৭৮ পৃষ্টায় লুক (২০ ঃ ২৮-৩৬)তে নিম্নরূপে প্রমাণও দিয়েছিলেন ঃ তিনি বলছিলেন যে, পুনর্জীবিত ব্যক্তি *ফেরেস্তার মত* অশরীরী আত্মা হয়ে যায়, ঐ আত্মা আর স্বাভাবিকভাবে জড়-দেহ ধারণ করতে পারেনা। তাদের বাইবেলেও আছে *প্রত্যেক মানুষ একবার মরিবে।* (ইব্রাণী ৯ ঃ ২৭)

ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য (Axiomatic truth), কাকেও যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস করানোর প্রয়োজন হয় না, বিনা প্রমাণে মেনে নেয় যে, ভূত বা প্রেতাত্মার কোন প্রকার অস্থি-মাংস থাকে না, সে *ভাজা মাছ* আর *মৌচাক*ও খেতে পারে না।

আর যীশু নিজের সম্পর্কে বুঝাচ্ছিলেন যে, *'হে নির্বোধ, বোকা ব্যক্তিরা, তোমাদের কি হল ? তোমরা কেন আমাকে চিনতে পারছ না ? দেখনা, আমি সেই যীশু, তোমাদের গুরু, আমার হাত-পা আছে, ভূতের তা নেই, আমাকে ছুঁইয়ে দেখ। আমি খেতে পারি, ভূত তা পারে না। এ আমি স্বয়ং তোমাদের সেই প্রভু-যীশু, স্বশরীরে উপস্থিত। আমি ভূত-প্রেত নই, আমার পুনরুত্থানও হয় নি, আমি জীবিতই আছি। আমি সেই একই রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে হাটছি, তোমাদের সাথে কথা বলছি, ভাজা মাছ ও মৌচাক খাচ্ছি, রুটি টুকরা করে তোমাদের দিচ্ছি। তোমাদের মনে সন্দেহ ঢুকল কেন' ?*

www.pathagar.com

যীশু শিষ্যদের অবিশ্বাস দূর করার জন্য অন্য কথায় বলছেন যে, 'যদি আমার হাড়-মাংস থাকে এবং আমি খেতে পারি, তবে তোমাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, আমার মৃত্যুও হয়নি, আর আমি পুনর্জীবিতও হইনি। এখন তোমরাই স্পর্শ করে দেখ, খাদ্য খাইয়ে দেখ।'

যীশু তাদেরকে স্পষ্ট কথায় ও জোরালো ভাষায় প্রমাণ করছিলেন যে, যা স্পর্শ করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে বলা হয়েছিল, তা' ছিল না কোন রূপান্তরিত শরীর, আর না পরিবর্তিত দেহ, বরং তা ছিল স্বাভাবিক জড়-ধর্মী দেহ।

আলবার্ট সুইজার (Albert Schweizer) নিজের পুস্তকে সিলেলিয়ায় মাচার (Schlelier macher)-এর ১৮১৯ সালের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

If Christ had only eaten to show that he could eat, which he really had no need of nourishment, it would have been a pretence-something Docetic (In Quest of the Historical Jesus, ৬৪ পৃষ্ঠায়)

পোনে দু'শত বছর পূর্বে ফাঁসিকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধে সিলেলিয়ার মাচারের সন্দেহ করার মত, আরো অনেক খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবিরা ফাঁসি কাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে আসছেন, আর কেউ উহাকে সরাসরি মিথ্যাই বলে ফেলছেন।

যীশুর দেয়া এত সুস্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করে তাঁকে জীবিত বিশ্বাস তো করেই না, বরং তাঁকে মৃত প্রমাণ করার জন্য তাঁর মিত্ররা উল্টা পথ ধরেছে অর্থাৎ যীশুর দেয়া প্রমাণকেই তারা বাইবেল হতে ধাপে ধাপে মুছে ফেলতে শুরু করেছে! আমাদের খ্রীষ্টান বন্ধুদের কি হল ? তারা কেন জেনে-শুনে বাস্তব সত্যের বিরোধিতা করে ? যীশু তাদেরকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে বলছেন যে তাঁর মৃত্যুও হয়নি এবং পুনরুত্থানও হয়নি, তথাপিও সমস্ত খ্রীষ্টান জগৎ একগুঁয়ে মিথ্যা দাবী করে যে শূলীকাষ্ঠে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। সুধী পাঠক পাঠিকারা! অনুগ্রহপূর্বক খ্রীষ্টান বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করুন ঃ কে মিথ্যা বলছেন ? যীশু, না তাঁর একশত বিশ কোটি তথা কথিত অনুসারীরা ?

কেমন করে ইহা সম্ভব হচ্ছে যে, প্রত্যেক ভাষাগত দলের প্রতিটি খ্রীষ্টান তার বাইবেল নিজের মাতৃভাষায় পড়ে তথা প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে যা লিখা আছে এবং যা সে পড়ছে, ঠিক তার বিপরীত বুঝতে তাকে শিক্ষা (Training) দেয়া হচ্ছে, ঠিক তার উল্টাটা সে বুঝছে ? এ-ই হল দু'হাজার বছর যাবৎ মগজ-ধোলায়ের পরিণাম। কেমন সুনিপুণভাবে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বীদের মস্তিষ্ক ধোলাই (brainwash) করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাছে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এ ভয়ে তাদেরকে মুসলমানদের ধর্মীয় বই-পুস্তকও পড়তে নিষেধ করে দেয়া হয়।

যা হোক, এখন আমাদের প্রশ্ন হল, কে মিথ্যাবাদী ? যীশু না পৃথিবীর একশত বিশ কোটি খ্রীষ্টান ? যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রশ্নে বলছেন ***"না"*** অথচ তারা সকলে

www.pathagar.com

বলেন *"হ্যা"*। আপনারা কাকে বিশ্বাস করবেন ? যীশুকে ? না তাঁর তথাকথিত অনুসারীদেরকে ? অকৃপট বিশ্বাসীদের তো উচিত তাদের মনিবকেই বিশ্বাস করা। তাদের মনিব কি বলেন নি-

গোলাম তাহার মনিবের চেয়ে বড় নয়। (ইউহোন্না ১৩ ঃ ১৬)

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাইবেল উপস্থাপনকারীরা এ সমস্যার একটা ইতিবাচক সমাধান করার পথ ধরছে, আর তা হল– এ জটিল সমস্যার মূলকেই তারা বাইবেল হতে মুছে ফেলতে শুরু করেছে। বাইবেলে উপরে উল্লিখিত লুক ২৪ অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪২ নং পংতিদ্বয়ের উপস্থিতি খ্রীষ্টান উপস্থাপনকারীদের কর্তৃক ফাঁসিকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থানের দাবীর পরিপন্থী। এ উক্তিগুলোকে বাইবেল হতে মুছে ফেলার জন্য গির্জা-সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পিত চেষ্টা তদবীর চলছে। এর ফল হল বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণ, বিশেষ করে আর, এস, ভার্শন এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদগুলো হতে *And of a honeycomb* বাক্যটি এবং উহার অনুবাদকে চিরতরে মুছে ফেলা হয়েছে।

ভবিষ্যতে *যীশুর হাত ও পা দেখান এবং এক টুকরা ভাজা মাছ খাওয়া* বাক্য দু'টিকেও যে বাইবেল হতে মুছে ফেলা হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দিতে পারে ? কালের বিবর্তনে বাক্য দু'টিকে ধাপে ধাপে একটা একটা করে মুছে ফেলতে পারলেই যীশুর বেঁচে থাকার শেষ চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই ফাঁসিকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু প্রমাণ করার শেষ বাঁধাটুকুও দূর হয়ে যাবে, তখন খ্রীষ্টানদের মিথ্যা মতবাদ প্রচার করার আরো সুবিধা হবে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! সত্যকে বুঝার জন্য তাড়াতাড়ি বাক্য দু'টা দেখে রাখুন, কখন ওরা তা বাইবেল হতে মুছে চিরতরে বিদায় করে দিবে বলা যায় না।

(৫) Begotten (জাত) শব্দ মুছে ফেলা হয়েছে

যোহন লিখেছেন ঃ

"For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life" (কিং জেমস্ ভার্শন, যোহন ৩ ঃ ১৬)

অর্থ ঃ *কারণ, ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।*

এই *Only begotten* শব্দগুচ্ছটির ব্যাখ্যায় খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা (Athanasian creed-এ) আরো বলে থাকেন ঃ

Jesus is the only BEGOTTEN son of God, begotten not made.

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঃ *যীশু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, বরং তাঁর একমাত্র ঔরসজাত সন্তান।*

অতীত কালে সকল খ্রীষ্টান পাদ্রীই ভাবী কোন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট *ঈশ্বরের একমাত্র জাতপুত্র* **(The only begotten son)** উল্লেখ করতে কখনো ব্যর্থ হননি। হালে খ্রীষ্টানদের অনেকেই অনুভব করছেন যে, বাইবেলে অসংখ্য মনগড়া, কুফরী শব্দের মধ্যে Begotten (জাত)ও একটি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ মনগড়া কুফরী শব্দ আর টিকানো যাচ্ছে না। তাই বাইবেল কমিটি তাদের বাইবেলের বর্তমান সংস্করণগুলোতে বিশেষ করে আর, এস, ভার্শন (নিম্নের উদ্ধৃতি দেখুন) হতে-এ মিথ্যা উদ্ভাবন Begotten (ঔরসজাত)কে কোন ব্যাখ্যা ব্যতীতই অনানুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলেছেন। কুরআন (১১২ ঃ ৩) বলছে ঃ ***He begets not, nor was he begotten.*** এভাবে তারা বাইবেলকে একধাপ কুরআনে বর্ণিত সত্যের নিকটে নিয়ে এসেছে।

For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not Perish but have eternal life.

(গ) বাইবেলের মধ্যে যা রদবদল করা হয়েছে

খ্রীষ্ট ধর্মের কর্তৃপক্ষ তথাকথিত আল্লাহ্‌র বাণী [বাইবেল]তে পরিবর্তন ***Changes*** করার জন্য এক দলিল নির্ধারণ করেছেন। আর তা হল আল্লাহর (?) বাণীর মধ্যে যে কোন পরিবর্তন করতে হলে *বাইবেল কমিটির সকল সদস্যদের মধ্য হতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হতে হবে।* (১৭০ পৃষ্ঠায় বাইবেলের ভূমিকার ফটোকপির দ্বিতীয় প্যারা, দ্রষ্টব্য)।

(১) 'সেই বারজনকে', 'তাঁহার প্রেরিতদের' দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে

যীশুর দেয়া দর্শন পর্বে উপস্থিত মনোনীত সাহাবাদের সংখ্যা কতজন ছিল ? ৯ জন, না ১১ জন, নাকি ১২ জন ?

বিশ্বাসঘাতক এহুদা (Judas Iscariot) যীশুর পুনরুত্থানের পূর্বেই *গলায় দড়ি দিয়া মরিল* (মথি ২৭ ঃ ৫ দ্রষ্টব্য)

যীশুর পুনরুত্থান *দিনের সন্ধ্যাবেলায় সাহাবীরা ইহুদী নেতাদের ভয়ে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া এক জায়গায় মিলিত হইয়াছিলেন*। তিনি তখন মৃত হতে জীবিত হয়ে এসে ঐ ঘরে তাঁদের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। (ইউহোন্না ২০ ঃ ১৯ দ্রষ্টব্য)

(i) *ঈসা যখন আসিয়াছিলেন তখন থোমা নামে সেই বারজন সাহাবীর মধ্যে একজন তাঁহাদের সংগে ছিলেন না----------।* (ইউহোন্না ২০ ঃ ২৪)

www.pathagar.com

(ii) *আর তিনি কৈফা* [পিতর] *কে, পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন;*

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫)

(iii) পৌল বললেন ঃ

আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁহার প্রেরিতদের দেখা দিয়াছিলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫)

উপরে উল্লিখিত (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫) উদ্ধৃতিতে *পরে* শব্দটির দ্বারা *পিতরকে* দর্শন পর্বে মনোনীত *বারোজন* হতে আলাদা রাখা হয়েছে। অতএব, উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, দর্শন পর্বে *এহুদা*, *থোমা* ও *পিতর* নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন না। এই তিনজনকে বাদ দিলে উক্ত পর্বে যীশুর মনোনীত শিষ্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২-৩=৯ জন।

ইহার পরে ঈসা তাঁহার এগারজন সাহাবীকে দেখা দিলেন। ---- (ঐ, মার্ক ১৬ : ১৪)

তখন সেই দুইজন উঠিয়া জেরুজালেমে গেলেন এবং সেই এগারজন সাহাবী ও তাঁহাদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখিতে পাইলেন। (ঐ, লুক ২৪ ঃ ৩৩)

সত্যের সন্ধানীরা প্রশ্ন করতে পারেন ঃ উক্ত পর্বে যীশুর মনোনীত সাহাবাদের মধ্য হতে কতজন উপস্থিত ছিলেন ? উপরের হিসাব মতে ৯ জন, না মার্ক ও লূকের মতে ১১ জন, নাকি পৌলের মতে ১২ জন ? উপরে উক্ত উদ্ধৃতিগুলো যদি আল্লাহ্‌র বাণী হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ কি সাহাবীদের সঠিক সংখ্যা জানতেন না ? এই লেখকদের কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী ? সত্য কথা বলতে কি, মিথ্যা উদ্ভাবন সাজিয়ে গুছিয়ে আল্লাহর নামে চালাতে গেলেই এ রকম মতবিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। এই মতবিরোধকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বি, বি, এস, ঢাকা, এর অনূদিত ইঞ্জিল শরীফ বাংলা অনুবাদে '*সেই বারজনকে*' শব্দগুলোকে মুছে ফেলে দিয়ে তদস্থলে '*তাঁহার প্রেরিতদের*' শব্দগুলো লিখে দিয়েছেন। (পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ১ করিন্থীয় ১৫ : ৫ দ্রষ্টব্য)

(২) নিম্নের উদ্ধৃতিতে প্রথম বন্ধনীর মধ্যের অংশটিকে বাদ দেয়া হয়েছে।

যোহন লিখেছেন ঃ *জেরুজালেমে মেষ-দরজার নিকটে একটি পুকুর আছে; তাহার পাঁচটা ঘাট-------- সেই সমস্ত ঘাটে অনেক রোগী পড়িয়া থাকিত। অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি, শরীর যাহাদের একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে তেমন লোকও তাহাদের মধ্যে ছিল। (একজন ফেরেস্তা সময়ে সময়ে ঐ পুকুরে নামিয়া আসিয়া পানি কাঁপাইতেন। আর তাহার পরেই যে প্রথমে পানির মধ্যে নামিত, তাহার যে কোন রোগ ভাল হইয়া যাইত। এই সমস্ত রোগী পানি কাঁপিবার অপেক্ষায় সেখানে পড়িয়া থাকিত)। আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া রোগে ভুগিতেছে তেমন একজন লোকও সেখানে ছিল।* (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৫ ঃ ২ - ৫)

www.pathagar.com

শত শত বছর যাবৎ বন্ধনীর মধ্যে লেখা অনুচ্ছেদটি বাইবেলে লিখিত রয়েছে। কেউ কখনই একে অবিশ্বাস করে নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যখন খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল, তখন মুসলমানদের সমালোচনার ভয়ে বাইবেলের আর, এস, ভার্শন (১৮৮১) হতে উক্ত অংশটিকে মুছে ফেলা হল। তবে কত কত সংস্করণে একে ফুট নোটে স্থান দেওয়া হল। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বি, বি, এস, ঢাকা কর্তৃক অনূদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়মের ১৯৭২, ২০৯ পৃষ্ঠায় ফুটনোট দেখুন)। এরূপে মূল পাঠে ঈশ্বরের বাণীকে রদবদল করে ফুটনোটে মানুষের বাণীতে পরিণত করা হল। আর কত কত সংস্করণে একে বন্ধনীর মধ্যে স্বস্থানে রেখেই ফুট নোটে বলা হল *কোন কোন পান্ডুলিপিতে নাই* ইত্যাদি। যেমন বি, বি, এস-এর অন্য এক বাইবেল-পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়ম (১৯৮৮)-এ উক্ত অংশটিকে তৃতীয় [ ] এই বন্ধনীর মধ্যে লিখে তারকা চিহ্ন দিয়ে ফুটনোটে লিখে দিয়েছেন ঃ

অনেক পুরাতন অনুলিপিতে ৪র্থ পদের কথাগুলো পাওয়া যায় না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে-

- তবে অনেক নতুন অনুলিপিতে ৪র্থ পদের কথাগুলো কেন প্রবেশ করানো হল ?

- আর কখন এ কথাগুলো কত কত অনুলিপিতে পাওয়া গিয়েছিল ?

- আর কেনই বা আল্লাহ্‌র (?) বাণীতে হস্তক্ষেপ করে রদবদল করা হল ?

বাইবেলের কোন অংশ কোন পান্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, আর কোনটিতে পাওয়া যায় না---ইহা এই সত্যকেই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই বাইবেলের মূল কপি মানুষের হস্তক্ষেপে অদল-বদল হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের সামনে দু'টি ধারা খোলা আছে-এদের যে কোন একটিকে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে।

(এক)-হয় উল্লিখিত অংশটি মূল পান্ডুলিপিতে ছিল না, পরবর্তীতে কোন লিপিকার উহাকে মূল রচনার সাথে জুড়ে দিয়েছেন।

(দুই)-আর না হয় মূল পান্ডুলিপিতে উহা ছিল, পরবর্তীতে মুছে ফেলা হয়েছে।

যীশুর সাহায্য ছাড়াও যে রোগী আরোগ্য হতে পারে এবং ফেরেশতারাও যে অলৌকিক কার্য করতে পারেন, হয়তো এ বিশ্বাসকে দূর করার জন্য কোন লিপিকার ইচ্ছাকৃতভাবেই উহাকে মুছে ফেলেছেন।

উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের মূল পাঠ নিশ্চয়ই মানুষের হস্তক্ষেপে রদ-বদল হয়েছে। কাজে কাজেই ঐশীবাণী হিসাবে পরিচিত বাইবেল-প্রকৃতই আল্লাহর বাণী কিনা-সে সম্বন্ধে ব্যাপক সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

www.pathagar.com

(৩) খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি প্রস্তর ত্রিত্ববাদকে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে

যোহন লিখেছেন ঃ ***For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost. and these three are one.*** (এ, কিং জেমস ভার্শন, যোহনের প্রথম পত্র ৫ : ৭)

এ, কিং জেমস ভার্শনে লিখিত এ উদ্ধৃতিটি বাইবেলে উল্লিখিত খ্রীষ্ট ধর্মের পবিত্র ত্রিত্ববাদের প্রায় কাছাকাছি। শত শত বছর ধরে এ অনুচ্ছেদটি বাইবেলে বিরাজ করছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। তখন শেষোক্ত দল ত্রিত্ববাদের যৌক্তিকতা নিয়ে সমালোচনা শুরু করলে প্রথমোক্ত দল তাদের ঐশীগ্রন্থের পাঠকেই পরিবর্তন করে ফেলল। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা; তাদের আর, এস, ভার্শনসহ অন্যান্য পরবর্তী সংস্করণগুলোতে উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে The Father (স্বর্গীয় পিতা), The word (স্বর্গীয় পুত্র) এবং The Holy Ghost (পবিত্র আত্মা) এখন আর খুঁজে পাবেন না। নিউ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেলে উক্ত উদ্ধৃতির স্থলে লিখিত আছে ঃ

And it is the spirit who bears witness, because the spirit is the truth.

রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্শন, ১৯৭১-এ লিখিত আছে ঃ

And the spirit is the witness, because the spirit is the truth

বাইবেলের বাংলা অনুবাদ গুলোতেও লক্ষ্য করুন।

পাক রুহ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ তিনি নিজেই সত্য।

(ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ)

আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম)

এভাবে খ্রীষ্টান বাইবেল বিশেষজ্ঞরা তাদের বাইবেল হতে আরো একটি মিথ্যা উদ্ভাবনকে নিক্ষেপ করলেন। আর এভাবে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে আর একধাপ কুরআনে বর্ণিত সত্যের (৪ ঃ ১৭১) নিকটবর্তী নিয়ে আসলেন। প্রিয় পাঠক King James ভার্শনের সাথে ইংরেজী ও বাংলা ভাষার পরবর্তী সংস্করণগুলো মিলিয়ে দেখলেই এই রদবদল আপনি সহজেই স্বচক্ষে দেখতে পারবেন।

www.pathagar.com

(৪) *A Watch* কে *a guard of soldiers* দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে

"যীশুর কবরের চতুর্দিকে কড়া পাহাড়া ছিল, তাই তাঁর লাশ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অতএব তাঁর মৃতদেহ চুরি হয়নি" –সম্ভবতঃ এ ধারণাকে শক্তিশালী করার জন্য বাইবেল কমিটি A. K. James ভার্শনে লিখিত A Watch কে আর এস, ভার্শনে a guard of soldiers দিয়ে পরিবর্তন করেছেন।

ইয়াহুদী নেতারা যীশুকে (?) দাফনের পরের দিন পীলাতের নিকটে জড় হয়ে বললেন ঃ ..... *মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে যে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরুত্থান করিব। এই জন্য তৃতীয় দিন পর্যন্ত তাহার সমাধি যেন সুরক্ষিত থাকে এমন আদেশ দিন, পাছে তাহার শিষ্যরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, এবং লোকদের বলে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম-ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ-ভ্রান্তি আরও গুরুতর হইবে।* (ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন, মথি ২৭ ঃ ৬২-৬৪)

প্রথম-ভ্রান্তি ছিল সম্ভবতঃ যীশুর (?) মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কবর দেয়ার জন্য তাঁর লাশ তাঁরই শিষ্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া; আর *শেষ-ভ্রান্তি* সম্ভবতঃ কবর পাহারা না দিয়ে শিষ্যদেরকে লাশ গুম করার সুযোগ দেওয়া। ইয়াহুদী নেতারা তা বুঝতে পারছিলেন। তাই তারা পীলাতের নিকটে গিয়ে উপরোক্ত আবেদন করলেন।

যীশু (?)কে কবর দেওয়ার পর শুক্রবার দিনগত রাত্রেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর পরই শিষ্যরা তাদের আহত প্রভুকে চিকিৎসার জন্য পার্শ্ববর্তী কোন এলাকায় চুরি করে নিয়ে গেলেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১০২পৃঃ হতে ১১০ পর্যন্ত দেখুন)

প্রায় ২৪টি ঘন্টা কেটে গিয়েছে, অতঃপর ইয়াহুদীরা এসেছে কবর পাহারা দেওয়ার আবেদন নিয়ে। *চোর পালানোর পরে তাদের বুদ্ধি বাড়তে দেখে* পীলাত হয়তো মনে মনে কৌতুকের হাসি হাসছিলেন। তাই পীলাত ইয়াহুদী নেতাদের শিশু-সুলভ আবদারের বেশী গুরুত্ব দিলেন না। শুধু নিম্নরূপ বলেই এড়িয়ে গেলেন ঃ

"Ye have a watch : go your way, make it as sure as ye can.

তোমাদের নিজেদের প্রহরি আছে; যাও যথাসাধ্য সুরক্ষিত কর।

(এ, কিং, জেমস্ ভার্শন, মথি ২৭ ঃ ৬৫)

সম্ভবতঃ পাঠকের মন হতে যীশুর (?) মৃতদেহ চুরি হওয়ার সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে বাইবেল কমিটি হয়তো কড়া পাহারার দিকে নজর দিলেন।

কারণ, কড়া পাহারা প্রমাণ করতে পারলে যীশুর লাশ চুরি হয়নি-প্রমাণ করাও সহজ হয়, সম্ভবতঃ এরূপ ধারণা করে বাইবেল কমিটি তাদের আর, এস, ভার্শনে উপরোক্ত উদ্ধৃতিকে নিম্নরূপ লিখেছেন।

www.pathagar.com

Take a guard of soldiers; go, make it as secure as you can.

পাহারাদারদের লইয়া গিয়া আপনারা যেভাবে পারেন সেইভাবে পাহারা দিবার ব্যবস্থা করুন। (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৭ ঃ ৬৫)

Ye have a watch কে *Take a guard of soldiers* দিয়ে পরিবর্তন করল। তবে 'Take' শব্দটি টীকায় লিখিত আছে। পরবর্তী সংকলনে হয়তো মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কারণ মূল পাঠকে টীকায় লিখা এবং টীকায় হতে মূল পাঠে নেওয়া বাইবেল পুনরালোচনাকারীদের সাধারণ অভ্যাস (১৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

সারকথা হল *'a watch'* 'প্রহরি', শব্দটিকে ***a guard of soldiers*** সামরিক পাহাড়াদারদের, শব্দগুচ্ছ দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে।

(৫) *A Virgin* (কুমারী) কে *a young woman* (অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে

এ, কিং, জেমস্ ভার্শনে ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়ম (আঃ) সম্বন্ধে লিখিত আছে

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin [Mary] ***shall conceive, and bear a son, and shalt call his name Immanuh.*** [Jesus].

অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কুমারী গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল [যীশু] ***রাখিবে।*** (যিশাইয় ৭ ঃ ১৪)

কুরআনের বর্ণনামতে ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়ম ছিলেন একজন কুমারী, অবিবাহিতা। উপরে উল্লিখিত বাইবেলের উদ্ধৃতিতেও তাঁকে কুমারী (Virgin) বলা হয়েছে। এখানে ঈসা (আঃ)-এর মা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার সাথে বাইবেলের বর্ণনার মিল থাকায় সম্ভবতঃ বাইবেল বিশেষজ্ঞ ও কমিটি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না। তাই তাঁরা তাদের আর, এস, ভার্শন (১৯৭১) এ Virgin (কুমারী) শব্দকে *'Young woman* (অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক) শব্দ দু'টি দ্বারা পরিবর্তন করেছেন, যাতে আল্লাহর নিরীহ ও সরল বান্দাদের বিশ্বাস করাতে পারেন যে, মরিয়ম ছিলেন একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক (ইউসুফ মিস্ত্রীর স্ত্রী) যা কুরআনে লিখিত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি আর, এস, ভার্শনে নিম্নরূপ লিখিত আছে ঃ

Therefore the Lord himself will give you a sign, Behold, a young woman shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel.

www.pathagar.com

(৬) যীশুর স্বর্গে আরোহণের বিবরণ আর, এস, ভার্শন, ১৯৫২ সংস্করণ হতে মুছে ফেলা হয়েছিল, ১৯৭১ সংস্করণে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

এ, কে, জেমস ভার্শনে লিখা আছে ঃ

(i) ***So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into Heaven.***

অনুবাদ ঃ *সাহাবীদের নিকট এই সমস্ত কথা বলিবার পরে খোদাবন্দ ঈসাকে বেহেস্তে [স্বর্গে] তুলিয়া লওয়া হইল।*..... (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৬; ১৯)

(ii) ***While he blessed them, he parted from them, and was carried up into Heaven."***

দোয়া করিতে করিতেই তিনি তাঁহাদের ছাড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বেহেস্তে তুলিয়া লওয়া হইল। (ঐ, লূক ২৪ঃ ৫১)

বার্ণবাও তাঁর লিখিত ইঞ্জিল শরীফে লিখেছেন ঃ

প্রধান চারজন ফেরেশ্‌তা ঈসা (আঃ)কে পৃথিবী হতে তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে তৃতীয় আসমানে পৌঁছে দিলেন।

কুরআন ঈসা (আঃ)কে জীবন্ত স্বর্গে তুলে নেয়ার মতকে সমর্থন করে। (দেখুন কুরআন ৪ ঃ ১৫৭ - ১৫৯)

বলাবাহুল্য, ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়াতে আগমন যেমন অলৌকিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, দুনিয়া হতে তাঁর প্রস্থানও তেমনই অলৌকিক ভাবেই সম্পন্ন হল। সুকৌশলী আল্লাহ তাঁকে তাঁর শত্রুদের নাপাক হাতের স্পর্শও লাগতে দেননি। তিনি তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় স্বশরীরে, ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে উঠিয়ে নিলেন।

১৯৫২ সালের পূর্ববর্তী যে কোন কানুনিক বাইবেল যীশুর স্বর্গারোহণ স্বীকার করে। এ সম্পর্কে কুরআনের বিবরণের সাথে উপরে উল্লিখিত বাক্যাংশগুলোর মিল থাকায় হয়তো বাইবেল সংশোধনকারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না। তাই তারা তাদের পরবর্তী সংস্করণগুলো, বিশেষ করে ১৯৫২ সংস্করণ হতে মার্ক (১৬ ঃ ৯-২০) এবং লূক (২৪ ঃ ৫১)কে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেললেন। আর মার্ক (১৬ ঃ ১৯)কে 'k" চিহ্ন দিয়ে এবং লূক (২৪ ঃ ৫১) এর নীচে দাগ দেওয়া নিম্নের ৬টি শব্দকে 'a' চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লিখে দিলেন। এ মতের সমর্থনে দেখুন ঃ

- আর, এস, ভার্শন, ১৯৭১ সংস্করণে মার্ক (১৬ ঃ ২০)-এর পাদটীকায় 'K' চিহ্ন দিয়ে লিখিত আছে ঃ "***Some of the most ancient authorities bring the book to a close at the end of Verse 8***

- এবং লূক (২৪ ঃ ৫১)-এর পাদটীকায় 'a' চিহ্ন দিয়ে লিখা আছে –

www.pathagar.com

-Other ancient authorities Omit

and was carried up into heaven"

যে কোন বাইবেলে লিখিত যে কোন পাদটীকা যে ঈশ্বরের বাণী নয় বরং গ্রন্থকার (মানুষ)-এর বাণী এ কথা সকল অকপট খ্রীষ্টানই মেনে নিতে বাধ্য।

অতএব এ, কিং, জেমস্ ভার্শনে আল্লাহ (?)র বাণী মার্ক (১৬ ঃ ১৯) এবং লূক (২৪ ঃ ৫১)-এর নীচে দাগ দেওয়া ৬টি শব্দ-আর, এস, ভার্শন, ১৯৫২ সংস্করণে এসে পাদটীকায় মানুষের বাণীতে পরিণত হল। জনগণের আপত্তিতে বাইবেল কমিটি ঐগুলোকে আবার আল্লাহর (?) বাণীতে স্থান দেওয়ার জন্য পুনর্বিবেচনা করলেন এবং তাদের আর, এস, ভার্শন, ১৯৭১ সংস্করণে মূল পাঠে স্থান দিলেন ***are restored to the text*** (১৭১) পৃষ্ঠায় ভূমিকার ফটো কপি দেখুন)।

বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচার (ইঞ্জিল) সমূহ যে এভাবেই খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদদের হাতে বিকৃত ও রদবদল হয়েছে, তা আজ তাদের আর ধামাচাপা দেয়ার কোন উপায় নেই।

আল্লাহর (?) বাণী নিয়ে কি চমৎকার খেলা! নিজেদের উদ্দেশ্যের উপযোগী করার জন্য তাঁর বাণীর উপর কি নিপূনতার সহিত মানবীয় হস্তচালন!

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! অত্যন্ত যুক্তিসংঙ্গত কথা এই যে, সন্দেহযুক্ত ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অনুসরণকারীদের মুক্তিও সন্দেহযুক্ত, পক্ষান্তরে প্রামাণিক, অলৌকিক এবং চ্যালেঞ্জ করা ধর্মগ্রন্থ কুরআনের অনুসরণকারীদের মুক্তিও সুনিশ্চিত।

(খ) আরব-ইস্রাইলী দ্বন্দ্বের কারণ

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে স্বজাতির প্রতি উগ্র ও ট্যারা শ্রেষ্ঠতা (Racism)-এর অনুরাগ জন্মে বাইবেলের বিকৃত পাঠ হতেই (দেখুন গালাতীয় ৪ ঃ ২৩ , ৩০, ৩১)। ইব্রাহীম (আঃ)-এর, ***সারা*** ও ***হাজেরা*** নাম্নী দু'জন স্ত্রী ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহুদীদের ধারণা এই যে, সারা ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ***স্বাধীন*** স্ত্রী আর হাজেরা ছিলেন তাঁর ***বাঁদী***। উল্লেখ্য যে, ইহুদীরা সারার মাধ্যমে এবং আরবরা হাজেরার মাধমে ইব্রাহীম (আঃ) বংশধর। কাজে কাজেই ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, ***স্বাধীন*** স্ত্রীর ছেলে-ইসহাকের বংশধর ইয়াহুদীরা হল উৎকৃষ্টতর আর ***বাঁদীর*** ছেলে ইসমাঈলের বংশধর আরবরা নিকৃষ্টতর।

বলাইবাহুল্য, এ আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে ডুবে থেকে হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে, ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা ইসমাঈলের বংশধর মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর অনন্ত আশীর্বাদ আল কুরআন এবং তাঁর নবুয়ত হতে দূরে থাকল এবং ইহ-পারলৌকিক

www.pathagar.com

তাহারা [ইয়াহুদীরা তাওরাতের] ***কালামকে উহার স্থানসমূহ হইতে*** (يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ)[৩৯] ***পরিবর্তন করিয়া দেয়***---। (কুরআন ৫ ঃ ১৩ , আরও দেখুন ৪ ঃ ৪৬)

আল্লাহর বাণীতে পরিবর্তন বা রদবদল করা, কখনও শব্দে, কখনও অর্থে, প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে। তবে প্রাচীন কালের ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা আমাদের আধুনিক বন্ধুদের মত আল্লাহর (?) বাণীতে ভূমিকা ও পাদটীকা লিখতে জানতেন না। এভাবে আল্লাহর (?) বাণীতে কাঁটছাঁট করা আরও সহজ (১৭০ ও ১৭১ পৃষ্ঠায় বাইবেলের ভূমিকার ফটোকপি দেখুন)।

এমনইভাবে যুগ যুগ ধরে ইঞ্জিল, যবুর, তাওরাত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলো মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃতি হওয়ার কারণে আর একটা ধর্মগ্রন্থ দুনিয়াতে আসার প্রয়োজন হল, আর সেই ধর্মগ্রন্থ হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কুরআনকে বিকৃত করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, আল্লাহ নিজেই উহাকে মানবীয় হস্তক্ষেপ হতে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন (কুরআন ১৫ ঃ ৯ দ্রষ্টব্য)। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনে কোন রদবদল হবে না। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও আর দুনিয়াতে আসবে না।

(ঙ) মিথ্যা অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা

চিরন্তন সত্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা এমন এক শ্রেণীর অদ্ভুত মনোবৃত্তির মানুষের সাথে ব্যবসায় করছি, যারা কোন যুক্তি-তর্ক মানতে চায় না। নিজেদের অন্ধ দাবী টিকিয়ে রাখার জন্য সুযোগমত যে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে– প্রয়োজন হলে মিথ্যা অনুবাদ, দরকার হলে অপব্যাখ্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। তাদের বিভিন্ন কারসাজির মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নের পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

(১) "Wild man" (বন্য মানুষ)-এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে *বনগর্দ্দভস্বরূপ মনুষ্য*

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা হলেন তাদের স্বঘোষিত উগ্র ও ট্যারা জাতীয়তাবাদের বশবর্তী। তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থেই এর বিস্তর প্রমাণ বিদ্যমান। উহাতে তাদের প্রতিপক্ষ আরব জাতির আদি পিতা ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ফুটে উঠেছে। নিম্নরূপে ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি তারা বিষ উদ্‌গার করেছেন। তারা কিং জেমস্ ভার্শনে লিখেছেন–

And he will be ***a wild man*** ..... (Genesis 16 : 12)

৩৯। আরবী ক্রিয়াপদ হাররাফা حَرَّفَ মূল তাহ্‌রীফ্ تَحْرِيْفُ শব্দ হতে এসেছে। তাহ্‌রীফ্ শব্দটা এত ব্যাপক অর্থবোধক যে এর দ্বারা পরিবর্তন বা রদবদল করা (alteration) বিকৃতকরণ (distortion), অপব্যাখ্যা (Corruption) ইত্যাদি প্রায় সবই বুঝায়। দেখুন Hans wehr, a dictionary of modern written Arabic.

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ আর তিনি [ইসমাঈল] হবেন একজন বন্য মানুষ .....। বি,বি,এস (ঢাকা) তাদের পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়মে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে ইংরেজী বাক্যাংশের বাংলা অনুবাদ করেছেন ঃ

আর সে **বনগর্দ্দভস্বরূপ মানুষ** হইবে। (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১২)। বি,বি, সোসাইটির গণ্যমান্য অনুবাদকরা! আপনারা wild man এর বাংলা অনুবাদ 'বনগর্দ্দভস্বরূপ মানুষ'। – কোন্ অভিধানে পেলেন ? এরূপভাবেই কি আপনারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত আপনাদের ঈশ্বরের (?) বাণীকে ঢেলে সাজান,এর মিথ্যা অনুবাদ করেন ?

আল্লাহ্ তা'আলা রসূলরূপে প্রেরণ করে বিশ্ববাসীর উপর যাকে মর্যাদা দান করেছেন এবং সত্যপরায়ণ ও সহনশীল পুত্র বলে (কুরআন ১৯: ৫৪, ৬: ৮৬, ৩৭: ১০১ দৃষ্টব্য) যার এত প্রশংসা করেছেন তিনি কিরূপে Wild man বা বনগর্দ্দভস্বরূপ মানুষ হতে পারেন ?

(২) *of Your brethren (তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে)* -এর মিথ্যা অনুবাদ করা হয়েছে– *তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য হইতে।*

আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর নিকট সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি মূসা (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee. (Deut. 18:18)

অর্থ ঃ [হে মূসা] *আমি উহাদের জন্য উহাদের* [ইয়াহুদীদের] *ভ্রাতৃ* [আরব] *গণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী* [নবী] *উৎপন্ন করিব' -----।*

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮)

মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের এ ফরমান ইস্রাঈল-সন্তান [ইহুদী]দেরকে এভাবে জানিয়ে দিলেন ঃ

A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, Like unto me ..... (The Acts 3 : 22 : 7 : 37)

..... প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃ [আরব] *গণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন .....।*

(প্রেরিত ৩ ঃ ২২, ৭ ঃ ৩৭ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৫ বি,বি,এস ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ, পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়ম, এবং ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম–দ্রষ্টব্য)।

ইসহাক (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন একই পিতা (ইব্রাহীম আঃ)-এর দুইপুত্র, পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর *ইয়াহুদীরা* ও ইসমাঈল (আঃ)-

www.pathagar.com

সমস্ত মঙ্গল হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করল। সত্য কথা বলতে কি, আল্লাহর নিকট বংশগত আভিজাত্যের কোনই মূল্য নেই, বরং তাঁর নিকট গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম (দেখুন কুরআন ২ ঃ ১১১-১১২ এবং ৪৯ ঃ ১৩)। তাছাড়া হযরত হাজেরার বংশগত আভিজাত্যই কি কম ছিল ? তিনি মিসরের সম্রাটের কন্যা ছিলেন। সম্রাট নম্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বীয় কন্যাকে "খাদেমা" বলে হযরত সারার হাতে তুলে দিলেও পরে তো তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্বাধীন স্ত্রী হয়েছিলেন (দেখুন ফয়যুল বারী শরহে বুখারী শরীফ)।

প্রায় তিন হাজার বছর যাবৎ ইয়াহুদীরা তাদের আরব ভাইদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে আসছে; বিশেষ করে ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুত (Promised) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইয়াহুদী বংশ হতে না এসে আরব জাতির মধ্য হতে আসায় ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের বৈরী মনোভাব চরমে পৌঁছে গেল। তাই ইসমাঈল এবং তাঁর বংশধর মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হয় বিকৃত করে, আর না হয় মুছে ফেলে বাইবেল রদবদল করতে শুরু করে দিল।

আরবদের আদি পিতার নাম *'ইসমাইল'কে* মুছে ফেলে তদস্থলে ইয়াহুদীদের আদি পিতার নাম *'ইস্‌হাক'* সন্নিবেশ করা হয়েছে

আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁর প্রিয়পাত্র একমাত্র ***অদ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈলকে*** কোরবানী করার (স্বপ্নে) নির্দেশ দিলেন। (কুরআন ৩৭ ঃ ১০১-১০৫ দ্রষ্টব্য) কিন্তু ***'বাঁদীর সন্তান'*** (?) ইসমাঈলের বংশের উপর ***স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান*** ইস্‌হাকের বংশের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ইয়াহুদীরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থে ***ইসমাঈল*** শব্দকে মুছে ফেলে দিয়ে উহার স্থলে ***ইস্‌হাক*** শব্দ সন্নিবেশিত করেছে। কিন্তু সত্যের অন্বেষণকারীরা যাতে সত্যের সন্ধান পেতে পারেন, তার জন্য নিম্নের উদ্ধৃতি (আদি পুস্তক ২২ ঃ ২)তে ***অদ্বিতীয় পুত্র*** শব্দ দু'টিকে এখন পর্যন্ত আল্লাহ মুছে ফেলতে দেননি।

নিম্নে বাইবেলের উক্তিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

মিসরের সম্রাট তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করেছিলেন। কিন্তু -----***অব্রামের স্ত্রী সারী*** [সারা] ***আপন দাসী মিস্রীয়া হাগার*** [হাজেরা]***কে লইয়া আপন স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন।***

অব্রামের ছিয়াশী (৮৬) বৎসর বয়সে হাগার অব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল। (আদিপুস্তক ১৬ঃ ৩, ১৬)

অব্রাহামের একশত [১০০] ***বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম হয়।***

(ঐ, ২১ ঃ ৫)

www.pathagar.com

এখানে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, হযরত ইসমাঈল হযরত ইসহাক হতে ১০০-৮৬ = ১৪ বছরের বড় ছিলেন। হযরত ইস্‌হাকের জন্মের এক বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)কে পুত্র কোরবাণী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাইবেলের হিসাব মতে এ সময়ে ইসমাঈলের বয়স হয়েছিল তের বছর। কুরআনের তফসীরবিদের মতেও এ সময়ে হযরত ইসমাঈলের বয়স ছিল তের বছর।

ঈশ্বর ইব্রাহীম (আঃ)কে বললেন ঃ

তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। (আদিপুস্তক ২২ ঃ ২)

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে ইসমাঈলকে কোরবাণী করার জন্য *মরিয়া* [মারওয়া] *পর্বতের দেশ'* মক্কা হতে তিন মাইল দূরে মীনাতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বলিদান করার চেষ্টা করলেন।

ব্যাখ্যা ঃ আসল নাম ***ইব্রাহীম*** (আঃ) বাইবেলের অনুবাদগুলোতে এসে হল অব্রাম, অব্রাহাম ইত্যাদি, একইরূপে ***সারা*** হয়েছে ***'সারী'*** আর ***হাজেরা*** হয়েছে ***হাগার'*** তবে ***মারওয়া*** পাহাড় যে ***'মোরিয়া'*** হবে, তাতে আর বিচিত্র বা অস্বাভাবিক কি ?

অতি সূক্ষ্মভাবে ধর্মীয় কোরবাণীর ইতিহাস অধ্যায়ন করলে দেখা যায় যে, অত্যন্ত প্রিয় ভালবাসা এবং অদ্বিতীয় জিনিসকে আপন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য কোরবাণী দিতে হয়। ইব্রাহীম (আঃ)-এর বৃদ্ধ (৮৬ বছর) বয়সে তার প্রথম পুত্র ইসমাঈলের জন্ম হয়। তাই তিনি ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর অতিপ্রিয়, অত্যন্ত আদরের এবং একমাত্র ভালবাসা পুত্র। তা ছাড়া বাইবেলের মতে তিনি ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ***শক্তির প্রথম ফল***। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ ঃ ১৫- ১৭ দ্রষ্টব্য)

অতএব যুক্তিসঙ্গত কথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁর একমাত্র ***অদ্বিতীয় ভালবাসা পুত্র*** ইসমাঈলকেই তাঁর জন্য কোরবাণী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৮৬ হতে ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত এই ১৪ বছর সময়ের ব্যবধানে ইসমাঈলই ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র অদ্বিতীয় পুত্র। ১৪ বছর পর ইস্‌হাকের জন্মের পর ইস্‌হাক (আঃ) হলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র, অদ্বিতীয় নয়। ইস্‌হাক (আঃ) কখনও, কস্মিনকালেও এই ***অদ্বিতীয় পুত্র,*** পদ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। অতএব উপরে উক্ত উদ্ধৃতিতে ***অদ্বিতীয় পুত্র,*** শব্দদ্বয়ের পরে ***'ইসমাঈল'*** শব্দের পরিবর্তে ***ইস্‌হাক*** শব্দের আমদানী নিঃসন্দেহে নতুন সন্নিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজয়ী সত্তা মহান আল্লাহ পূর্বেই ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের অপকর্ম নিম্নরূপে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

www.pathagar.com

এর বংশধর *আরবরাও* পরস্পর ভাই ভাই। উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতি গুলোতে প্রথমে আল্লাহ্, অতঃপর মূসা (আঃ), সমগ্র ইয়াহুদী জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে ঃ *তোমাদের ভাইগণের মধ্য হইতে* অর্থাৎ আরবদের মধ্য হতে এ নবীর আবির্ভাব হবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর পরে আরবদের মধ্য হতে একমাত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া আর কোন নবীর আগমন হয়নি। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাঃ)ই হলেন, তাওরাতে প্রতিশ্রুত *সেই নবী*। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ)কে মেনে নেওয়া খ্রীষ্টানদের পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ, প্রথমতঃ দুনিয়াতে খ্রীষ্টধর্ম টিকিয়ে রাখা, দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়ার স্বার্থ লুটাই তাদের উদ্দেশ্য। বাইবেলে উল্লিখিত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের এ ধর্মমত মেনে নিলে তাদের রাজনৈতিক এ উদ্দেশ্যই যে বানচাল হয়ে যায়। তাই তারা উপরে উল্লিখিত প্রেরিত ৩ ঃ ২২ এবং ৭ ঃ ৩৭ উদ্ধৃতি দু'টাকে নিম্নরূপে মিথ্যা অনুবাদ করে পুরা বিষয়টার অর্থই বদলিয়ে দিয়েছে, এভাবে নিরীহ ও সরল মানুষকে পথভ্রষ্ট করে চিরন্তন সত্য হতে দূরে, বহু দূরে নরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বি,বি, এস তাদের ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ (১৯৮০)এ লিখেছেন ঃ

ইনিই সেই মূসা, যিনি ইস্রায়েলীয়দের বলিয়াছিলেন– তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য হইতে খোদা আমারই মত একজন নবী ঠিক করিবেন।

এখানে *of your brethren*-এর অনুবাদ তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে না করে মিথ্যা অনুবাদ করা হয়েছে ঃ *তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য হতে*। ইহা যীশুখ্রীষ্টকে *'সেই নবী'* প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) Christ (খ্রীষ্ট) শব্দের মিথ্যা অনুবাদ করা হয়েছে "তাহারই একজন"

(বাইবেলের মতে) জিব্রাঈল ফেরেশতা মরিয়মের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করে যীশুকে তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দাউদের সিংহাসন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ ..... ***and the Lord shall give unto him*** [Jesus] ***the throne of his father David :***

অর্থ ঃ মরিয়ম ------- শুন, তুমি গর্ভবতী হইবে আর তোমার একটি ছেলে হইবে। তুমি তাঁহার নাম ঈসা রাখিবে। তিনি মহান হইবেন । তাঁহাকে খোদার পুত্র বলা হইবে। প্রভু-খোদা তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজা দাউদের সিংহাসন তাহাকে দিবেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১ ঃ ৩০-৩২)

দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন ঈসা (আঃ)কে দেয়ার এ প্রতিজ্ঞা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি *তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজা দাউদের সিংহাসনে* আরোহন করেন নি। বরং তারই একজন বিধর্মী শত্রু রোম সরকারের নিযুক্ত শাসনকর্তা পন্থীয় পীলাত উহাকে অধিকার করে নিয়েছিল। তাই বাইবেলের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন *ইঞ্জিল শরীফ একটি আসমানী কিতাব–জীবন্ত খোদার কালাম–* এ সকল দাবী যারা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের মতে উহার মধ্যে এমন মারাত্মক ভুল নিশ্চয়ই দুর করা প্রয়োজন। তাই

www.pathagar.com

বাইবেলের দুর্বলতাগুলোকে এক এক করে কৌশলে দুর করা ও ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা চলছে, যেমন বি, বি, এস, ঢাকা, এর ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদে নিম্নের ইংরেজী উদ্ধৃতিতে *"Christ"* এর বাংলা অনুবাদ করেছে ***তাহারই একজন*** । এভাবে পুরা বিষয়টার অর্থই বদলিয়ে ফেলেছে। অথচ ***"Christ"*** বলতে খ্রীষ্টান বন্ধুরা যীশুখীষ্টকেই যে বোঝান, এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। ভবিষ্যতে উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতি হতে ***The throne of his father David*** কেও যে ভুল অনুবাদ বা অপব্যাখ্যা করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কি ?

..... [David] ***being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Chirst to sit on his throne.***

তিনি (দাউদ আঃ) ***একজন নবী ছিলেন এবং তিনি জানিতেন, খোদা কসম খাইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহার সিংহাসনে তাঁহারই একজন বংশধরকে তিনি বসাইবেন।*** (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২ঃ৩০)

(বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ১৪৮ পৃষ্ঠা)

(৪) মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে উহাকে অনেক ধানাই পানাই করে অপব্যাখ্য করা হয়েছে (তৃতীয় খন্ডের ----পৃষ্ঠা হতে ----পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন।

বাইবেল কমিটি আর, এস, ভার্শন (১৯৭১)-এর ভূমিকায় লিখেছেন ঃ উইলিয়াম টাইন্ডাল (Tyndale) কর্তৃক, হিব্রু ও গ্রীক হতে, সর্বপ্রথম বাইবেল ইংরেজীতে অনূদিত এবং ছাপানো হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মগ্রন্থের অর্থকে বিকৃত করার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৫৩৬ সালে, অক্টোবর মাসে প্রকাশ্যে তার প্রাণদন্ডের আদেশ দেয়া হয় এবং জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

টইন্ডাল ভার্শনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে যে সমস্ত ইংরেজী অনুবাদ খাড়া করা হয়েছিল এ গুলোকে সামনে রেখে কিং জেমস্ ভার্শন লেখা হয়। বাইবেল কমিটি এই কিং জেমস ভার্শন সম্বন্ধেও মন্তব্য করে লিখেছেন ঃ

Yet the king James Version has great defects ----- these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation.

অর্থ ঃ ***তথাপি কিং জেমস্ ভার্শনের মধ্যে প্রচুর পরিমান ভুল-ত্রুটি রয়েছে, আর এই গুলো এতবেশী এবং এমন মারাত্মক যে এই অনুবাদকেও পুনরায় সংশোধন না করে উপায় নেই।***

www.pathagar.com

যার (টাইন্ডাল ভার্শনের) অর্থকে *বিকৃত করা* হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যা (কিং জেমস্ ভার্শন) লিখা হয়েছে উহার মধ্যেও *এত বেশী এবং এমন মারাত্মক* ভুল ? চক্রবৃদ্ধি ভুল ?

সুধী পাঠক-পাঠিকা! আপনি বর্তমান শতাব্দীতেই বাইবেলের মধ্যে এতগুলো রদবদল (এ বইতে) স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন। তাহলে ভেবে দেখুন তো ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত নাযিল হওয়ার পর হতে এত যুগ যুগ ধরে কি পরিমাণ রদবদল হয়েছে ?

পর পৃষ্ঠায় ৫০,০০০ ভুলের ফটোকপি দেখুন।

এখন আপনার ইচ্ছা, হয় অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকুন, না হয় আলোতে আসুন।

খ্রীষ্টধর্মে এরূপ সংযোজন, সংশোধন ও রদবদলের শেষ কোথায় ? বাইবেল কমিটি এ কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়েই আছে।

The Revised Standard version Bible Committee is a continuing body (১৭১ পৃষ্ঠায় ফটোকপি দেখুন)

৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করে (বাইবেলের মতে) সদাপ্রভু ক্লান্ত হয়ে সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তবে কি বাইবেল অবতীর্ণ করেও তিনি ক্লান্ত হয়ে পাড়লেন? আর তাই বাইবেল সংশোধনকারীদের হাতে তাঁর বাণীর (?) প্রয়োজনীয় রদবদল করার অধিকার দিয়ে কি তিনি নিজে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন ?

গির্জা-সংস্থা বা বাইবেল কমিটি এমনিভাবে বাইবেলের প্রত্যেক নতুন সংস্করণে সংযোজন, সংশোধন বা রদবদল করেই যাচ্ছেন অর্থাৎ তাদের তথাকথিত *জীবন্ত খোদার কালাম*-এর উপরে স্বেচ্ছায় ও অবাধে হস্ত চালনা করেই যাচ্ছেন। এভাবে ঐশীবাণীরূপে পরিচিত ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত নামে বাইবেলের যে সমস্ত ধর্মীয় পুস্তক আজ আমরা পাচ্ছি ঐ গুলোর মূলবাণী মূল ছাঁচে এসে আমাদের কাছে পৌছায়নি বরং বিভিন্ন সূত্র হতে সংযোজিত, সংশোধিত ও পরিবর্তিত। তথাপিও বাইবেলের অন্ধ অনুসরণকারী বন্ধুরা তাদের দাবীতে গোঁড়ামি করে যে, বাইবেল নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বাণী!

ফোরটোন্যাটো অ্যাস্‌পিরা রসায়নে স্নাতক ডিগ্রীধারী হলেও বাইবেলে তার গভীর জ্ঞান আছে। খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে মাঝে-মধ্যেই তার সাথে আমার বাদ-বিতন্ডা ও তর্ক-বিতর্ক হত। তবে আমরা কোন দিনই তিক্ততার সৃষ্টি হতে দেইনি, ভদ্রতার সীমাও কখনও ছাড়াইনি। সে বাইবেল 'অবিকৃত' ও *ঈশ্বরের বাণী* – এর সমর্থনে বেশ যুক্তি দেখায়। উপরে উক্ত রদ-বদলগুলো মাঝে মাঝেই তাকে দেখাই, কিন্তু মনে হয় সে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না, খুব বেশী গ্রাহ্য করে না, অবহেলা করে। সে একদিন আমার অফিসে এসে ইংরেজীতে বলল, যার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"ইঞ্জিনিয়ার! আমার প্রবাস-আজ্ঞা (Residence Visa) শেষ হতে আর মাত্র দু'মাস বাকী। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুব একটা সারা পাচ্ছি না, নবায়ন হয়

www.pathagar.com

Awake!

"Now it is high time to awake."
Romans 13:11

Brooklyn N.Y. September 8, 1957

Christians Admit!

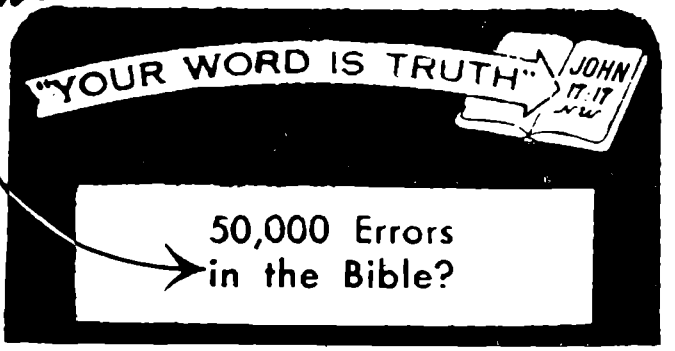

RECENTLY a young man purchased a King James Version Bible thinking it was without error. One day when glancing through a back issue of *Look* magazine he came across an article entitled "The Truth About the Bible," which said that "as early as 1720, an English authority estimated that there were at least 20,000 errors in the two editions of the New Testament commonly read by Protestants and Catholics. Modern students say there are probably 50,000 errors." The young man was shocked. His faith in the Bible's authenticity was shaken. "How can the Bible be reliable when it contains thousands of serious discrepancies and inaccuracies?" he asks.

www.pathagar.com

কিনা চিন্তায় আছি। আমি বললাম, 'দেখি আপনার প্রবাস-আজ্ঞাটি'। সে উহার পাতা উল্টিয়ে আমাকে দেখাল। আমি হাতে নিয়ে দেখলাম– সত্যই উহার বৈধতার মেয়াদ আর মাত্র দু'মাস আছে। দু'বছরের জন্য বৈধ লিখে দেয়া হয়েছিল।

আমি বললাম, *এতে আপনার এত চিন্তা করার কি আছে?* আপনার এ বন্ধুটি তো একটু একটু আরবী লেখা জানে, দু'বছরের জন্য বৈধ কেটে আমি তিন বছরের জন্য বৈধ লিখে দিচ্ছি। এই বলে আমি 'দু'-এর জায়গায় 'তিন' লিখার ভান করে কলম ঠেকালাম। লোকটি এত অবাক হয়ে ভাবগম্ভীর ভাবে আমার হাত ধরে ফেলল যে, আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। তার অবাক ও অপ্রস্তুত হওয়ার কারণ ছিল, – আমার লিখার ভাব-ভঙ্গী দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে আমি সত্য সত্যই 'দু' এর স্থলে 'তিন' লিখব। আর সে এও জানতো যে, তার প্রবাস আজ্ঞার উপর যদি আমি কলম চালিয়ে উহার কিছু রদবদল করি তবে কারাবাস ছাড়া তার জন্য কোন উপায় থাকবে না। আমি অ্যাসপিরার দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ

"আমি আপনার শুভাকাংখী, দরদী, আপনার মঙ্গল কামনা করছি, পাস্‌পোট ডিপার্টমেন্টের সাহায্য করছি, তাদের কাজ এগিয়ে দিচ্ছি। সে এবার প্রকৃতই চটে গিয়ে আমাকে বললঃ পাস্‌পোর্ট ডিপার্টমেন্টের দলিলের উপর কলম চালানোর অধিকার আপনাকে কে দিল? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া তাদের দলিলের উপর কলম চালানো যে অনধিকার চর্চা, মারাত্মক অপরাধ ও আইনতঃ দন্ডনীয় – এ সাধারণ জ্ঞানটুকুও কি আপনার নেই?"

আমি তখন তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বাইবেল যদি সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর দলীল (বাণী)-এর উপর কলম চালিয়ে উহাতে রদবদল করার অধিকার আপনাদেরকে কে দিল? মহান আল্লাহর মহান বাণীর উপর কলম চালানো যে অনধিকার চর্চা, অমার্জনীয় অপরাধ ও আল্লাহর কঠিন আইনে দন্ডনীয় এ সাধারণ জ্ঞানটুকুও কি আপনাদের (বাইবেল রদবদলকারীদের) নেই? মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত বাইবেল অনুসরণ করে মুক্তির আশা করা যে অবাস্তব, ইহা কি বিবেকে ধরা পড়ে না?

লোকটি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চলে গেল। সত্যের আলো তার মনের মধ্যে দোল খেতে লাগল। ২/৩ মাসের মধ্যেই সে সত্যের সন্ধান পেয়ে গেল। মুহাম্মাদ ফারেস নাম ধারন করে সে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে এসে আশ্রয় নিল, আলহাম্‌দু লিল্লাহ! ২৬৬ পৃঃ ১৫ নং-এ তার নাম ঠিকানা দ্রষ্টব্য)।

প্রিয় অমুসলিম পাঠক-পাঠীকারা! সত্যধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে আপনার বিবেকের নিকটেই আপনি দোষী। অতএব আপনার স্রষ্টার নিকট কিরূপ আশা করেন?

www.pathagar.com

অধ্যায়-৮

বিচারের কষ্টিপাথরে পবিত্র কুরআন ও বিকৃত বাইবেল

কুরআন বা বাইবেল- কোন্‌টা আল্লাহর বাণী?

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে নবীদের উপর বহু আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন, কুরআন হতে আমরা জানতে পারি , তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জিল, দাউদ (আঃ)-এর উপর যবুর, এবং মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত শরীফ নাযিল করেছেন। (দেখুন কুরআন ৫৭:২৭, ১৭:৫৫ এবং ২:৫৩)। আর সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ কুরআনকে তিনি নাযিল করলেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপরে। আল্লাহ্ পাক এ সমস্ত ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন সাধারণতঃ সর্বপ্রধান ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল (পাক রূহ)-এর মাধ্যমে।

বলাইবাহুল্য, মহান আল্লাহ্‌ই এ সকল আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছিলেন। এগুলো কোন মানুষের রচনা ছিল না। মুসলমান জাতি এ ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাতকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যা যথাক্রমে ঈসা (আঃ), দাউদ (আঃ) ও মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত আসমানী গ্রন্থগুলো আজ কোথায় ?

বর্তমান ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় নতুন নিয়মের যে প্রথম চারিখানি বই (Gospel)কে ইঞ্জিল, পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানি বই (Pentateuck)কে তাওরাত এবং উহার গীতসংহিতা (Psalm)কে যবুর বলে দাবী করেন; এগুলোকে কুরআনে উল্লিখিত ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত বিবেচনা করার কোনই উপায় নেই। কারণ একেতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাচীনত্ব, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি নানা কারণে পূর্ববর্তী এ কিতাবসমূহ কমবেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তদুপরি যুগে যুগে মানুষের হস্তক্ষেপেও এগুলোতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কাজে কাজেই বিভিন্ন যুগে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এগুলো বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে এবং যে পদ্ধতিতে পরবর্তী যামানায় সংকলিত হয়েছে, তাতে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মন্তব্য করতে পারবেন যে, আল্লাহ্‌র মূলবাণী ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত এর মূল ছাঁচে এসে আমাদের কাছে পৌছায়নি।

অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা (কুরআনে) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে রদবদল ও সংশোধন করেছে এবং নতুন নতুন বিষয়সমূহ জুড়ে দিয়েছে। এভাবে ঐশীবাণী হিসাবে পরিচিত বাইবেলের মধ্যে মানুষের

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপ এত ব্যাপক হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে মানুষের বাণী এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, দানাকে ভুষি হতে পৃথক করার আর কোনই উপাই নেই বা একে আল্লাহ্‌র বাণী বলে গ্রহণ করারও কোন সুযোগ নেই। ইহা আজ মানুষের হাতের কাজ (Handiwork) বা স্বকলমে রচিত কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বাইবেল খালেস আল্লাহ্‌র বাণীত নয়ই, এমন কি ঈসা (আঃ), দাউদ, (আঃ) ও মূসা (আঃ) এর জীবন বৃত্তান্তও আমরা উহাতে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ বিবরণী হতে পাই না।

পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা (যেমন জিমী সোয়াগার্ড Jimmy Swaggard) বাইবেলের মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপকে আবরণ দেয়ার জন্য যুক্তি দেখান ঃ প্রাচীনকালে কোন মুদ্রণযন্ত্র ছিল না; পান্ডুলিপি হতে নকল করার সময় কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি বা রদবদল হতে পারে, হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের যুক্তি হল– হাতে নকল করলেই যদি ভুল-ত্রুটি বা রদবদল হতে পারে, তবে কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ওত মুদ্রণযন্ত্র ছিলনা। কুরআনের পান্ডুলিপি দেখেও তো হাজার হাজার কুরআন নকল করা হত। তা হলে ২০০০ বছর আগের বাইবেল (ইঞ্জিলে)-এ যদি ২০০০ ভুল থাকে, তবে ১৫০০ বছর আগের কুরআনেও তো ১৫০০ ভুল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কুরআনে একটিমাত্র ভুলও নেই, অথচ বাইবেলে কেন ৫০,০০০ হাজার ভুল রয়েছে?

যাহোক, আল্লাহ্‌র বাণী ও মানুষের বাণীকে যাচাই-বাছাই করার আগে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে–কোনটি আল্লাহ্‌র বাণী, আর কোনটি মানুষের।

১। বাইবেলের মধ্যে মোটামুটি তিন প্রকার বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন ঃ

(ক) আল্লাহ্‌র বাণী (খ) নবীদের বাণী (গ) আল্লাহ্‌ ও নবী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির বাণী।

(ক) প্রথম প্রকার বাণী

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! নিম্নে বাইবেল হতে বেছে নেয়া উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ (১) মূসা (আঃ) যখন তূর (সীনাই) পাহাড়ের পাদদেশে আগুনের জন্য উপস্থিত হলেন, তখন আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে ডেকে বললেন ঃ

----মোশি, মোশি।-------তোমার পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, উহা পবিত্র ভূমি। আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ঈসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।

(যাত্রাপুস্তক ৩:৪--৬, আরও দেখুন কুরআন ২০ : ১১-১৪ এবং ২৭:৬-৮)

www.pathagar.com

(২) সদা প্রভু মূসা (আঃ)কে বললেন ঃ

আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী [নবী] *উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।* (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮-১৯)

(৩) আল্লাহ্ যিশাইয় নবীকে বললেন ঃ

আমি আমিই সদাপ্রভূ; আমি ভিন্ন আর কোন ত্রাণকর্তা নাই।

(যিশাইয় ৪৩:১১)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা। উপরোল্লিখিত (বেষ্টন করা) উত্তম পুরুষ (First Person), এক বচন সর্বনামগুলোর প্রতি আমি আপনাদের মনযোগ আকর্ষণ করি; আল্লাহ্ নিজেই তাঁর বাণী নবীদের নিকটে প্রকাশ করছেন। অতএব উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো যে আল্লাহ্র বাণী, তা সকলেই একবাক্যে ও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন। বাইবেল নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করলে দেখা যায় যে, পুরা বাইবেলে এরূপ আল্লাহ্র বাণীর অনুবাদ পাওয়া যায় মাত্র যৎসামান্য। বাকী সবই মানুষের বাণীতে ভরপুর। অথচ কুরআনে প্রথম প্রকারের বাণী ব্যতীত অন্য কোনই বাণী নেই।

কে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন?

কুরআনের বিবরণ পুরাটাই এরূপ সরাসরি আল্লাহ্র পাকের বাণী। সেখানে মানুষের বাণীর কোন স্থান নেই। আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাইল ফেরেশ্তার মাধ্যমে তাঁর বাণী মুহাম্মাদ (দঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী (কুরআন)কে এর প্রাঞ্জল ভাষা, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান, অভিনব প্রকাশ ভঙ্গি, উহার চমৎকার ছন্দের ঝংকার, সুগভীর ভাব, সুমধুর সুর লহরী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সহজেই মানুষের বাণী হতে পার্থক্য করা যায়। তুলনামূলক আলোচনার জন্য এখানে কুরআন নাযিল ও গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার।

কুরআন কিভাবে নাযিল হল ?

বেতার কেন্দ্র হতে শব্দ-তরঙ্গ তথা বক্তার বক্তৃতা রেডিও গ্রহণ করতঃ অবিকল প্রকাশ করে দেয়। এই রেডিও যেমন বক্তা নয়, বরং গ্রাহক ও স্বরবর্ধক যন্ত্র, তেমনি মুহাম্মাদ (সাঃ)ও কুরআনের লেখক নন বরং রেডিওর মতই মহান আল্লাহ্র বাণী জিব্রাঈলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে হুবহু বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করে দিতেন। আল্লাহ্র

www.pathagar.com

শাহী ফরমান জিব্রাঈলের মাধ্যমে সরাসরি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট ২৩ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়েছিল। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উহা জগতবাসীর নিকট কেবল প্রতিধ্বনিত হত। মুহাম্মাদ (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে তাই আল্লাহ্ পাক বলছেনঃ

আর এই কুরআন সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অবতারিত; উহাকে বিশ্বস্ত ফেরেশ্‌তা [জিব্রাঈল] *লইয়া আসিয়াছে আপনার অন্তরে যেন আপনি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।* (নূরানী, কুরআন শরীফ ২৬ :১৯২-১৯৪)

পবিত্র কুরআন, বিভিন্ন সময়ে, নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যেত। ঈসা (আঃ), মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক কুরআন (অহী) প্রচারের বৈশিষ্ট্যের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। বর্তমান ইঞ্জিলে উহার কিছু ঈঙ্গিত আজো বিদ্যমান আছে । ঈসা (আঃ) আপন সাহাবাদেরকে বললেনঃ

কিন্তু সেই সত্যের রূহ [আল-আমীন] *যখন আসিবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখাইয়া পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইবেন। তিনি নিজ হইতে কথা বলিবেন না, কিন্তু যাহা কিছু* [অহী- আল্লাহ্‌র নিকট হতে] *শুনেন তাহাই বলিবেন,* ---------- ।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৬:১৩)।

বর্তমান তাওরাতে অদ্যাবধিও এই সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আছে (পূর্বের পৃষ্ঠায়-দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮ দেখুন)।

কুরআন কিভাবে গ্রন্থবদ্ধ হল ?

অহী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নির্দেশে অহী লেখক-সাহাবারা অহীর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে ফেলতেন। কুরআনের মধ্যে যাতে অন্য কিছু মিশ্রিত হতে না পারে তজ্জন্য মুহাম্মাদ (সাঃ) এতই সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, কুরআন নাযিল হওয়ার কালব্যাপী উহা ভিন্ন অন্য কিছু, এমন কি হাদীস পর্যন্তও সাধারণ ও ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। অহী লেখা হওয়ার পর কোন অহী লেখককে সদ্যলিখিত আয়াতসমূহ পড়ে শুনাতে বলতেন, এ উদ্দেশ্যে যে, যদি কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকত তবে তা সংশোধন করে নিতেন। শুধু লিপিবদ্ধ করেই শেষ নয়, হযরতের অসংখ্য সাহাবী ও অনুসারীরা অবতারিত আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে মুখস্ত করে ফেলতেন। এদেরকে হাফেজ বলা হয়। আজো দুনিয়াতে লক্ষ লক্ষ হাফেজ বিরাজমান, যারা কুরআন শরীফকে অসাধারণ বরং অলৌকিকভাবে হুবুহু মুখস্থ করে রেখেছেন।

আর এইরূপে ব্যাপকভাবে কুরআন মুখস্থ করার ধারা চালু থাকার দরুণ একটা সুবিধা এই হয়েছিল যে, কুরআনের লিপিবদ্ধ কোন বাণীতে যদি কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকত, তাহলে অহী লেখকরা যেমন হাফেজদের নিকট হতে জেনে নিয়ে তা সংশোধন

www.pathagar.com

করে নিতে পারতেন, তেমনি হাফেজরাও মুখস্থ বাণীসমূহ সঠিক হল কিনা তাও অহী লেখকদের লেখা হতে পরীক্ষা করে নিতে পারতেন। অধিকন্তু আল্লাহ্ প্রতি নামাযেই তাঁর বাণী হতে কোন না কোন সূরা তেলাওয়াত করাও বাধ্যতামূলক করে দিলেন। বিশেষতঃ অবতীর্ণ বাণীসমূহ রমযান মাসে পুরাপুরিভাবেই তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেক বছর রমযান মাসে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরআনের (ঐ সময় পর্যন্ত যতদূর অবতীর্ণ হয়েছিল) পুরাটাই জিব্রাঈল (আঃ) কে তেলাওয়াত করে শুনাতেন। যে বছর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ইহধাম ত্যাগ করলেন, সে বছরের রমযান মাসে জিব্রাঈল (আঃ) হযরতের মুখ হতে পুরা কুরআন শরীফ দু'দুবার করে শুনে নিয়েছিলেন। তাই হযরতের সময় হতেই মুসলমানেরা প্রতিটি রমযান মাসেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্ত খতম করে থাকে।

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই কুরআন লিখিত ও মুখস্ত– এ উভয় পদ্ধতিতেই রেকর্ড হয়ে গেল। হযরতের তিরোধান মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ কুরআন যেমন অসংখ্য বিশ্বাসীদের মুখস্থ ছিল, তেমনি বেশ কয়েকজন সাহাবাদের নিকট উহা লিপিবদ্ধ আকারেও সংরক্ষিত ছিল। কুরআনের বাণীসমূহ যে হাতে-কলমে লিখিয়ে লওয়া হত, হযরতের শত্রুদের কুরআনে উল্লিখিত অভিযোগ হতেও তা প্রমাণিত হয়।

ইহারা [শত্রুরা] *বলিয়া থাকে যে, ইহা* [এই কুরআন] *ভিত্তিহীন কথা সমূহ–যাহা পূর্ববর্তী লোকগণ হইতে কথিত হইয়া আসিতেছে– যাহা এই ব্যক্তি* [মুহাম্মদ] *লিখাইয়া লইয়াছে*---------- । (নূরানী, কুরআন ২৫ ঃ ৫)

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রধান ওহী লেখক জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে তলব করেন এবং কুরআনের একখানি কপি সংকলনের নির্দেশ দেন। জায়েদ ইবনে ছাবেত, বিভিন্ন সাহাবাদের নিকট কুরআনের যে সমস্ত অংশ সংরক্ষিত ছিল, সেগুলো সংগ্রহ করেন এবং বিখ্যাত হাফেজদের সহায়তায় পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সুবিন্যস্তএকখানি গ্রন্থাকারে সংকলন করেন! এরূপে হযরতের দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার পর পরই কুরআনের চূড়ান্ত সংকলন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পায়। আবু বকর (রাঃ) এর ইন্তিকালের পরে হযরত ওমর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন। উক্ত কুরআন তার সংরক্ষণে থাকে। মৃত্যুকালে হযরত ওমর (রাঃ) সেই মুস্হাফখানি গচ্ছিত রেখে যান তার কন্যা, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিধবা পত্নী, হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট।

তৃতীয় খলিফা উসমান (রাঃ)-এর শাসন আমলে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অনারব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সমস্ত দেশগুলোতে যাতে মূল, সঠিক পাঠ সম্বলিত কুরআন পৌছতে পারে তজ্জন্য হযরত উসমান (রাঃ) হাফছার (রাঃ) নিকট

www.pathagar.com

গচ্ছিত মুসহাফখানি আনয়ন করেন। উহার সাতখানা অনুলিপি নকল করিয়ে নেন। অতঃপর উক্ত কপিসমূহ তিনি তদানীন্তন মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে একমাত্র উহারই অনুকরণে কুরআন তেলাওয়াত ও নকল করার নির্দেশ দান করেন। আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সঠিকভাবে সংকলিত এবং উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত সে কুরআনের মূলকপি আজো তাসখন্দ, ইস্তাম্বুল, মিশর প্রভৃতি দেশের যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। বর্তমান যুগে আমরা যে কুরআন পাঠ করি, ইহা সেই গ্রন্থেরই কপি। কুরআনের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কারো যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তবে বিভিন্ন মহাদেশ হতে বিভিন্ন যুগের কুরআনের নানা প্রকার ছাপা কপি সংগ্রহ করে যাদুঘরে সংরক্ষিত উক্ত কুরআনের কপির সাথে তুলনা করে দেখতে পারে। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলী কুরআন শরীফের প্রামাণিকতা ও সঠিকত্ব খুঁজতে গিয়ে তাসখন্দ ভ্রমণ করেছিলেন এবং, তথায় অবস্থিত, যাদুঘরে সংরক্ষিত উসমান (রাঃ)-এর প্রতিলিপির সাথে বর্তমান যুগের কুরআনের প্রতিটি আয়াত মিলিয়ে দেখেছেন যে, চৌদ্দশত বছর পরেও কুরআনে কোন একটি শব্দও অনুপ্রবেশ করেনি।৪০

মহাগ্রন্থ কুরআন শতকরা একশত ভাগের মধ্যে একশতভাগই আল্লাহ্‌র বাণী।

অন্য কোন মানুষের কোন কথা, মন্তব্য বা বক্তব্য তো নয়-ই, এমন কি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কোন একটি কথাও এতে মিশ্রিত হতে পারেনি। তাছাড়া যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ ও লিখিত হয়েছিল, আজো তার সঠিক শব্দসমূহ অক্ষুণ্ন রয়েছে, তার একটি বর্ণ এমনকি একটি বিন্দু (নুক্তা)ও আজ পর্যন্ত কেউ রদবদল করতে পারেনি; কোন দিন পারবেও না। কারণ কুরআন অবতীর্ণকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ই উহাকে মানবীয় হস্তক্ষেপ হতে নিষ্কলুষ রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন (কুরআন ১৫:৯ দ্রষ্টব্য)

কুরআনের সঠিকত্ব ও নির্ভুলতা সম্বন্ধে বিখ্যাত খ্রীষ্টান সমালোচক Sir William Muir উনবিংশ শতাব্দীতে তার The Life of Mohamet, Introduction, P-18- তে মন্তব্য করেছেন, যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

দুনিয়াতে এরূপ গ্রন্থ [কুরআন] *সম্ভবতঃ আর একখানিও নেই, দীর্ঘ বার শত বছর ধরে যার মূল পাঠ এমন অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত হয়ে এসেছে।*

পক্ষান্তরে মূসা (আঃ), দাউদ (আঃ) ও ঈসা (আঃ) প্রভৃতি নবীদের যুগে তাঁদের ধর্ম গ্রন্থগুলোকে কুরআনের ন্যায়, না মুখস্থ করার কোন নির্দেশ ছিল, আর না লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাওরাত শরীফ প্রস্তরে খোদিত অবস্থায় মূসা (আঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছিল। বর্তমান বাইবেলে প্রকৃত তাওরাত সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আছে। মুসা (আঃ) যেমন বলছেন ঃ

৪০। বোখারী শরীফ, বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, ঢাকা, ১৩৯০, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

..... *পরে তিনি* [আল্লাহ] *এই সমস্ত কথা দুইখানা প্রস্তর ফলকে লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন।* (দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ২২)

পরে তিনি [সদাপ্রভু] *সীনয় পর্বতে মোশির সহিত কথা সাঈ করিয়া সাক্ষ্যের দুই ফলক, ঈশ্বরের অংগুলি দ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক, তাঁহাকে* (মোশিক) *দিলেন।*

(যাত্রাপুস্তক ৩১ঃ১৮)

ঈশ্বরের অংগুলি দ্বারা লিখিত হোক আর পাথরে খোদিতই হোক, উহাই যে প্রকৃত তাওরাতের ইঙ্গিত বহন করে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ডঃ মরিস বুকাইলি মন্তব্য করেছেনঃ

মূসা (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ন প্রস্তরে খোদিত তাওরাত বহুদিন পুর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন চিহ্নও আর দুনিয়াতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার বাণী

বাইবেল হতে বেছে নিয়ে দ্বিতীয় প্রকার বাণীর কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

(১) মূসা (আঃ) বললেনঃ *তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে* আমার *সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে।* (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৫)

(২) *তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিলেন, ও তাহাদিগকে কহিলেন,*

হে ইস্রায়েল! আমি *তোমাদের কর্ণগোচরে অদ্য যে সকল বিধি ও শাসন বলি, সে সকল শুন, তোমরা তাহা শিক্ষা কর, ও যত্নপূর্বক পালন কর।* (ঐ, ৫ঃ১)

(৩) যীশু বললেনঃ *তোমরা যদি* আমাকে *প্রেম কর, তবে* আমার *আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর* আমি *পিতা* [ঈশ্বর] *এর নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায়* [নবী] *তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সংগে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা* [আল-আমীন]

(পবিত্র বাইবেলে, পুরাতন ও নতুন নিয়ম, যোহন ১৪ঃ১৫-১৬)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে আমি, আমার, আমাদের, আমাকে প্রভৃতি সর্বনামগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। এগুলো এমন মহাপুরুষদের নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে যারা ছিলেন নবী বা রসূল। *মূসা (আঃ) বললেন, মোশি সমস্ত ঈস্রায়েলকে কহিলেন, যীশু বলিলেন* ইত্যাদি বাক্যাংশ হতে যে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই নিশ্চয় করে বলতে পারবেন

www.pathagar.com

যে, উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো আল্লাহ্‌র নয় বরং নবীদের বাণী। বাইবেলের The New American Standard Bible, with words of Christ in Red Letter সংস্করণে শুধু যীশুর বাণীকে লাল অক্ষরে এবং বাদবাকি পাঠ সাধারণ কালো অক্ষরে ছাপান হয়েছে। হয়তো বিস্মিত হবেন যে নতুন নিয়মের ২৭ খানা বই এর মধ্যে খুব বেশী হলে ২৫% লাল কালিতে ছাপা, যীশুর বাণী, আর বাদবাকি সমস্তই বহুজনের বর্ণিত পরোক্ষ বিবরণীতে ভরপুর।

এদিক দিয়ে মুসলমানরা সৌভাগ্যশালী। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণীকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রেখেছে, ঐতিহ্যভিত্তিক কিতাব-হাদীস গ্রন্থে সংকলন করেছে। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্মের বিবরণ এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, ইসলামের পরিভাষায় উহাকে হাদীস বলা হয়।

ডঃ বুকাইলির মতে ঃ ***মূল বা উৎসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মুসলমানদের হাদিস আর খ্রষ্টানদের সুসমাচার সমূহ*** [নতুন নিয়মের ১ম চার খন্ড] ***অনেকটা একই ধরনের ধর্মীয়-গ্রন্থ।*** ---- / (পৃঃ ৩৮৮, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান)

হাদীস সংকলন ও সুসমাচার রচনার তখনকার পারিপার্শিক অবস্থা তুলনা করলে ডঃ বুকাইলির উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে সবক্ষেত্রে একমত হওয়া যায় না।

ফাদার কানেনগিয়েসারের মতে ঃ ***সুসমাচার সমূহের কোন বর্ণনাই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার মত নয়। ওইসব রচনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। অথবা এসব রচনা বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মোকাবেলায় রচিত।***

সুসমাচার রচনাকালে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন (প্রধানতঃ জুডিও-খ্রীষ্টান ও পৌলীয়-খ্রীষ্টান) দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন এ দু'দলের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছিল, যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত নানা ধরণের বিতর্ক চলছিল। এরূপ ***পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে*** এবং ***বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মোকাবেলায়*** সুসমাচার সমূহ রচিত হয়েছিল।

যেহেতু সুসমাচার সমূহের লেখকরা ছিলেন প্রাথমিক যুগের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলের মুখপাত্র, সেহেতু তাদের রচনাদর্পনে ঐ বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ধর্মীয় আদর্শ প্রতিফলিত হত। লেখকরা তাদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুসমাচারগুলোকে কার্যতঃ পরিবর্তন ও সংশোধন করত। যেমন রেভারেন্ড টি, জি তাকার (Tucker), (The History of the Christians in the Light of modern knowledge P. 320)-এ লিখেছেন ঃ

Thus Gospels were produced which clearly reflected the conception of the practical needs of the community for which they were written. In them, the traditional materials were used, but

www.pathagar.com

there was no hesitation in altering it or making additions to it, or in leaving out what did not suit the writer's purpose.

প্রয়োজন বোধে অনেকেই অনেক কিছু যীশুর মুখে তুলে দিতেও ইতস্ততঃ করেনি।

পৌলের মতবাদের ধারায় গড়ে উঠা খ্রীষ্টধর্ম অন্যান্য খ্রীষ্টান মতবাদের উপর বিজয় লাভ করাকালে অধিক পরিমাণে সুসমাচার সমূহ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় ২৭০ খানা সুসমাচার রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। বলাবাহুল্য, এক পর্যায়ে বিজয়ী পক্ষ (পৌলীয়-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) এই সব রচনা হতে, যাচাই বাছাই করে নিয়ে নিজেদের জন্য সরকারীভাবে স্বীকৃত সুসমাচারের পুস্তক সংকলন করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বীকৃত সুসমাচার সমূহ প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হয় এবং বাদবাকি যাবতীয় রচনা-যেগুলো তখনকার পৌলীয়-খ্রীষ্টান গির্জা সংস্থা কর্তৃক অনুসৃত ধর্মীয় মতবাদের বিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল,-সেগুলো অপ্রামাণ্য হিসাবে বর্জিত হয়।

এ অবস্থায় যীশুর শত্রুপক্ষ, পৌলীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কতদূর সততার সহিত কি পরিমাণ যীশুর বাণী ও তাঁর কর্মের বিবরণী আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। যীশুর দেয়া শিক্ষা ও তাঁর বাণীর খুব কমই বর্তমান সুসমাচার গুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনকালে মুসলমানদের মধ্যে কোন বিরুদ্ধবাদী দল ছিল না। হাদীসসমূহ ***বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মোকাবেলায়*** এবং এরূপ ***পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে*** রচিত হয়নি। যে মুসলিম জাতি তখন অর্ধজাহানের উপর একচ্ছত্রভাবে শাসনভার পরিচালনা করেছিলেন তাদের হাতেই, খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীয (রঃ)-এর নির্দেশে হাদীস ভাণ্ডার সংকলিত হয়েছিল। মুসলমানদের শত্রু মুনাফেকদের কর্তৃক জুড়ে দেয়া কিছু কিছু (জাল) হাদীস বাদ দিলে, মোটের উপর হাদীসসমূহ অবিকৃত ও নিষ্কলূষ রয়েছে।

হাদীস সংকলনকারীরা শুধু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাদীসই সংগ্রহ করে সংকলন করেছেন মাত্র, নিজেদের তরফ হতে কিছু জুড়ে দেননি। ন্যায়পরায়ণ ও ধীশক্তিসম্পন্ন মুসলিম হাদীসবিশারদরা হাদীস সংগ্রহকালে উহাদের মধ্যে যাতে কোন প্রকার দুর্বল, জাল ও সন্দেহজনক হাদীস থাকতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য হাদীসসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া বর্ণনাকারীদের অবস্থা বিস্তারিত জানার জন্য মুসলিম মনীষীরা "আসমাউর রিজাল" নামে এক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস শাস্ত্র তৈরী করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বে বিরল এবং যা একমাত্র মুসলিম মিল্লাতের কৃতিত্ব। শুধু তাই নয়, বর্ণনাকারী কোন একটি হাদীস, নিজের ওস্তাদ হতে আরম্ভ করে, কে বা কারা হাদীসটি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট হতে অথবা তাঁর কোন সাহাবা বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্যের নিকট

www.pathagar.com

হতে শুনেছিলেন, ঐ হাদীসের সূচনায়, তাঁদের প্রত্যেক সাক্ষীর নাম এক এক করে সূত্র পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন ঃ

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন ঃ (আমার ওস্তাদ) **মোহাম্মেদ হোমায়দী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান নামক হাদীসবিশারদের মুখে শুনেছেন, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ আনছারীর মুখে শুনেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম তায়মীর নিকট হতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন যে, তিনি আল'কামা ইবনে আবী ওক্কাছের মুখে নিজ কানে শুনেছেন, তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতে শুনেছেন যে, আমি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি –তিনি বলেছেনঃ**

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

এভাবে তৈরী হয়েছে হাদীসের বিশ্বস্ততম সংকলন। মোয়াত্তা ইমাম মালেক, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এ ধরনের হাদীস-গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে সামান্যতম ভুলত্রুটি ও সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন হাদীস সামান্যতম সন্দেহযুক্ত হলেও মুসলিম মনিষীবৃন্দ সেই হাদীসকে নাকচ করে দিয়েছেন।

কারো বাণীর প্রামাণিকতা প্রমাণ করার জন্য এই রকম সর্তকতা অবলম্বন করার নজীর বিশ্বের অন্য কোন ধর্মের কেউই দেখাতে পারবে না। অতএব প্রমাণ্য হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই- মুসলমানরা এ কথা বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন।

অথচ বাইবেলের প্রামাণ্য চার সুসমাচারের মধ্যে এমন অনেক বিষয়সমূহ রয়েছে, যার সঠিকত্ব প্রমাণ করার প্রশ্নে খ্রীষ্টধর্মের সর্বোচ্চ পুরোহিত বা বিশেষজ্ঞরাও মুখ খুলতে সাহস করেন না। সুতরাং হাদীস মূল্যায়নের ব্যাপারে ডঃ বুকাইলির অভিমত ঠিক নয়, হাদীস শাস্ত্রকে সুসমাচারের সাথে তুলনা করে এ ব্যাপারে তিনি নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচয় দিয়েছেন।

(গ) তৃতীয় প্রকার বাণী

আল্লাহ্ ও নবী-রসূলদের বাণী ছাড়া তৃতীয় আরো এক প্রকার বাণী বাইবেলে দেখা যায়। আর তা হল তৃতীয় ব্যক্তির বাণী। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতার বাণী, জনশ্রুতি হতে লিখিত ইতিহাস, অশ্লীল - যৌন কিচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদি।

বাইবেল হতে বেছে নেয়া নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

পিতরের বক্তৃতা *কিন্তু পিতর -------দাঁড়াইয়া উচ্চঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া বলিলেন ঃ -------'হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল কথা শুন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-কর্তৃক*

www.pathagar.com

প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান ; (পবিত্র বাইবেল, প্রেরিত ২ ঃ ১৪, ২২)

১ রাজাবলির ৭ নং অধ্যায় তৃতীয় প্রকার বাণীর আর এক উদাহরণ ঃ

আর শলোমন তের বৎসর আপন বাটী নির্মাণে ব্যাপৃত থাকিলেন; পরে আপনার সমুদয় বাটীর নির্মাণ সমাপন করিলেন। আর তিনি লিবানোন অরণ্যের বাটী নির্মাণ করিলেন; তাহার দৈর্ঘ্য এক শত হস্ত, প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত ছিল, তাহা চারি শ্রেণী এরসকাষ্ঠের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং স্তম্ভগুলির উপরে এরসকাষ্ঠের কড়ি বসান ছিল। স্তম্ভগুলির উপরে প্রত্যেক শ্রেণীতে পনের, সর্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশটি কুঠরী স্থাপিত হইল, তাহার উপরে এরসকাষ্ঠের ছাদ হইল----------।

মহাবিশ্বের মহা পরিচালক ও ব্যবস্থাপক স্রষ্টার যদি কোন কাজ না-ও থাকত তবুও কি তিনি ১ রাজাবলির ৭নং অধ্যায়, যিহিস্কেলের ৪৫ নং অধ্যায় ইত্যাদির মত গাঁজাখুরি গল্প, আর উদ্ভট, তুচ্ছ ও অসংলগ্ন অর্থহীন বিষয় ইয়াহুদীদের নিকট অবতীর্ণ করার জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন ?

তৃতীয় প্রকার বাণীর মধ্যে অশ্লীল ও উদ্ভট যৌন কিচ্ছাকাহিনীও আছে প্রচুর। ৮ হতে ১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিবরণ এই প্রকার বর্ণনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে যে কোন ব্যাক্তি সহজেই বুঝতে পারেন যে বেষ্টন করা শব্দ, *'যীশু' 'তাঁহারই' 'শলোমন' 'তিনি'* ইত্যাদি নাম ও সর্বনামগুলো আল্লাহ্ বা কোন নবীকে উপরে উক্ত উদ্ধৃতিগুলোর লিখক স্বরূপ নির্দেশ করে না, বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে স্বচক্ষে দেখে অথবা জনরব হতে শুনে অথবা নিজে কল্পনা করে এগুলো রচনা করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতার কিছু কিছু বাণীকে বাদ দিলে বাইবেলের অধিকাংশ পাঠই জনশ্রুতি হতে লেখিত ইতিহাস, কুসংস্কার, পরস্পর বিরোধী কেচ্ছা-কাহিনী, নোংরা ও অশ্লীল গাল-গল্পে ভরপুর। অর্থাৎ বাইবেলের অধিকাংশ পাঠই বহুজনের বর্ণিত পরোক্ষ বিবরণী মাত্র। অথচ আল্লাহ্ ও নবীদের বাণীর অনুবাদ খুবই সামান্য।

মন্তব্য

আল্লাহ্র বাণী, নবীদের বাণী এবং তৃতীয় প্রকার- বহুজনের রচিত বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য একই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর সবই একই আবরণের নীচে একই বাইবেলে সংকলন করে ঈশ্বরের বাণী (ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত) বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদীদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে সবগুলো বাণীকেই সমান ঐশ্বরিক গুরুত্ব দিতে এবং ঐশ্বরিক প্রভাবশালী ও প্রামাণ্য সত্য বলে স্বীকার করে নিতে।

www.pathagar.com

কাদের দাবী সত্য ?

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠির, বিশেষ করে খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী ও মুসলমানদের প্রত্যেকেই দাবী করেন যে তার ধর্মগ্রন্থই প্রথম প্রকারের সাক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী। যেমন বি,বি,এস (ঢাকা) এর ধর্মগ্রন্থের, বাংলা অনুবাদ (ইঞ্জিল শরীফ, ১৯৮০)-এর প্রথম পৃষ্ঠায়ই দাবী করেছেন ঃ ***ইহা জীবন্ত খোদার কালাম***

আর মুসলমানদের দাবী-আল্লাহ্‌ বলছেনঃ

এই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহরই জ্ঞান দ্বারা

(নূরানী কুরআন শরীফ, ১১ঃ১৪)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! আসুন আমরা গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখি কাদের দাবী সত্য। প্রথমেই দেখা যাক-ধর্মগ্রন্থগুলো নিজেরা আল্লাহ্‌র বাণী হওয়া সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দেয় ঃ

কুরআনের সাক্ষ্য ঃ কুরআন স্বয়ং ইহাকে সনাক্ত করে। আল্লাহ্‌র অলৌকিক গ্রন্থ নিজেই নিজের সত্যতার প্রমাণ। কুরআন নিজেই দাবী করছে যে, 'আমি মহা গ্রন্থ কুরআন, আর মহান আল্লাহ্‌ই আমার অবতীর্ণকারী'–

অনন্ত দয়াময় আল্লাহ্‌ কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন। (ঐ, ৫৫ঃ১-২)

হা-মীম, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব [কুরআন]

(পবিত্র কুরআনুল করীম ৪৫ ঃ১-২)

কুরআনের আভ্যন্তরিকণ প্রমাণ সমূহও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ই এ কুরআনের স্রষ্টা ও অবতীর্ণকারী ঃ যেমন আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত- যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন'। (ঐ, ৪৯ ঃ ১৩)

আল্লাহ্‌ তাআলা ইস্রাঈল সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

হে বনী-ইস্রাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই।

(ঐ, ২ ঃ ৪০)

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ 'হে আমার রাসূল! ***আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করেছি'।*** (ঐ, ৭৬ ঃ ২৩)

www.pathagar.com

হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা [কুরআনের অংশ] *অবতীর্ণ হয়েছে---------'।* (ঐ, ৫ ঃ ৬৭)

কুরআন হতে উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে মহান আল্লাহ্ স্বয়ং উত্তম পুরুষের এক বচনে মানব জাতি, বনী-ইস্রাঈল, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে সরাসরি কথা বলছেন। এগুলো সুস্পষ্টরূপে কুরআন অবতীর্ণকারী স্রষ্টার ভাষা, তাঁর কুদরতি কণ্ঠস্বর। কুরআনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পুরাটাই এভাবে খালেছ আল্লাহরই বাণীতে পরিপূর্ণ। অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির কোন কথা বা বাণী তো দূরে থাকুক, যার উপরে এ কুরআন নাযিল হয়েছে সেই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত কোন একটি শব্দও কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

বাইবেলের সাক্ষ্য ঃ ***বাইবেল*** শব্দটি বাইবেলের মধ্যে নেই। ক্যাথলিকদের ৭৩ খানা আর প্রটিস্ট্যান্টদের ৬৬ খানা পুস্তিকার কোথায়ও এ শব্দটা খুঁজে পাবেন না। ইহা একটা নব আবিষ্কার, মিথ্যা উদ্ভাবন। ইহা গ্রীক শব্দ *'বিবলোস্'* (Biblos) হতে উদ্ভুত, যার অর্থ হল 'বুক' (Book) বা বই। বাইবেল কুরআনের ন্যায়, সাক্ষ্য দেয় না যে, ইহা আল্লাহ্র বাণী।

২। কে বাইবেলের লেখক ?

(ক) বর্তমান তাওরাত না আল্লাহ্র বাণী, না মূসা (আঃ)-এর রচনা **বরং তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর।**

ইয়াহুদী ও খ্রষ্টানরা পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানি বই-যথা আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয়পুস্তক, গণনাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণকে তাওরাত বলে দাবী করে থাকেন। আর তারা বহু শতাব্দী যাবৎ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এসেছিলেন যে, এগুলোর লেখক হচ্ছেন স্বয়ং হযরত মূসা (আঃ)। কিন্তু ইদানিং এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়েছে। যে গ্রন্থখানি ঐশী বাণী তাওরাত হওয়ার দাবী করছে, আসলে উহা যে মূসা (আঃ)-এরও রচনা নয়, এ ব্যাপারে ফাদার ডি ভক্স (Father De vaux), রিচার্ড শিমোন (Richard Simon),জীন আস্ট্রাস (Jean Astruce) প্রভৃতির মত বিখ্যাত ধর্মযাজক, লেখক, গাবেষক ও বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই এখন একমত। তথাকথিত বই তাওরাতের অভ্যন্তরেও এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে যা সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো না আল্লাহ্র বাণী, আর না মূসা (আঃ)-এর রচনা। নিম্নে উদ্ধৃতিটা লক্ষ্য করুন ঃ

তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি [সদাপ্রভু] *মোয়াব দেশে ---------- তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল; তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, --------পরে ইস্রায়েল*

www.pathagar.com

সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত---------- ত্রিশ দিন রোদন করিল; এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন সম্পূর্ণ হইল। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ ঃ ৫-৮)

যেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার ডি ভক্স (Father De Vaux) ১৯৬২ সালে লিখিত আদিপুস্তকের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন যে, *ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যালষ্ট্যাডট (Calstadt) যুক্তি পেশ করিয়া বলেন যে, 'দ্বিতীয় বিবরণ (৩৪ ঃ ৫-৮)-এ হযরত মূসার মৃত্যুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে' তা হযরত মুসার নিজের পক্ষে রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়'।* (বাইবেল, কুরআনও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৯, দ্রাষ্টব্য)।

ক্যালষ্ট্যাডটের মন্তব্য ছিল অত্যন্ত যুক্তিসংগত। মূসা (আঃ) যদি তথাকথিত এই তাওরাতের লিখকই হয়ে থাকতেন, তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিভাবে নিজের মৃত্যুর বিজ্ঞাপন লিখতে পারলেন ? পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তিকার মধ্যে সাত শতেরও অধিক এমন বিবরণ রয়েছে যা নিম্নের দৃষ্টান্তগুলোর মতই প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ্ এ সমস্ত পুস্তিকার অবতীর্ণকারী তো ননই, এমন কি মূসা (আঃ)ও এগুলোর লিখক ছিলেন না। কি সুকৌশলেই না তৃতীয় ব্যক্তির বিবরণকে আল্লাহ্র বাণী বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চলছে ঃ

মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, 'আমি কে, যে ফরৌনের নিকটে যাই..... ?

(যাত্রাপুস্তক ৩ ঃ ১১)

ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, সদাপ্রভু, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন.....' (ঐ, ৩ ঃ ১৫)

পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হায় প্রভু! আমি বাক্পটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, -----কারণ আমি জড়মুখ ও জড়জিহ্বা! (ঐ, ৪ ঃ ১০)

(যাত্রাপুস্তক ৩ ঃ ১১) এবং (৩ ঃ ১৫) মূসা (আঃ)-এর বাণী হলে নিশ্চয়ই (কুরআনের ন্যায়) এগুলোর ধরণ হত যথাক্রমে মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ

"আমি (মোশি) ইশ্বরকে কহিলাম, 'আমি (মোশি) কে, যে ফরৌনের নিকটে যাই..... ?

অথবা

আমি [আল্লাহ্] মোশিকে আরও কহিলাম, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানাদিগণকে এই কথা বলিও..... ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সুধী পাঠক-পাঠিকারা! উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে নীচে রেখা টানা 'বিশেষ্য' ও 'সর্বনাম' গুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই একবাক্যে একথা স্বীকার করবেন যে- না আল্লাহ্ তাআলা এগুলোর স্রষ্টা, আর না মূসা (আঃ) এগুলোর লেখক, বরং উদ্ধৃতিগুলো তৃতীয় কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর নির্দেশ করে, যিনি হয় নিজে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, আর না হয় জনশ্রুতি হতে শুনে এ গুলো লিখেছিলেন। ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে, এই শ্রেণীর লেখকরা জনশ্রুতি তথা জনসমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী মূসা (আঃ)-এর বাণী, বা নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা ধরনের বাণী ও বিষয় সম্বলিত রচনা নিয়ে লিখেছিলেন তথাকথিত তাওরাতের পঞ্চপুস্তকের মূলপাঠ। তবে এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত অহী বা প্রত্যাদেশের সংমিশ্রণ যে অবশ্যই রয়েছে তা কারও অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমনঃ বিখ্যাত দশ আজ্ঞা, নর হত্যা, চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি অকর্ম, অপকর্মের শাস্তি দেয়ার বিধানসমূহ, আল্লাহ্কে এবাদত করার নির্দেশাবলী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

(খ) সুসমাচারসমূহ না আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত, আর না ঈসা (আঃ) বা তাঁর কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবা কর্তৃক লিখিত

বেশীর ভাগ খ্রীষ্টান বন্ধুরাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, বাইবেলের সুসমাচারসমূহ লিখিত হয়েছে যীশুর প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবা ও নাম-করা উম্মতদের কর্তৃক অর্থাৎ লেখক মথি, মার্ক, লূক ও যোহন– সকলেই ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। যেমন ইঞ্জিল শরীফ, (বাংলা অনুবাদ)-এর ভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

খোদাবন্দ ঈসার বারজন সাহাবীর যে একটি বিশেষ দল সব সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতেন, হযরত মথি ও হযরত ইউহোন্না তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত মার্ক ও হযরত লূক খোদাবন্দ ঈসা মসীহের নাম-করা উম্মত ছিলেন।

অথচ সুসমাচার সমূহের অভ্যন্তরেই এমন এমন অনেক সাক্ষ্য- প্রমাণ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, শুধু যীশুই যে সুসমাচারগুলোর রচয়িতা নন তা নয়, বরং এগুলোর রচনায় তাঁর মনোনীত বারজন সাহাবাদের মধ্য হতেও কারো কোন হাত নেই।

মথিলিখিত, মার্কলিখিত, লূকলিখিত, যোহনলিখিত-প্রভৃতি সুসমাচারগুলো নিয়ে খ্রষ্টান প্রচারকরা গর্ব করেন, কিন্তু (মুহাম্মাদ সাঃ-এর হাদীসের ন্যায়) যীশুর নিজের লিখিত একটা মাত্র সুসমাচারের অস্তিত্বও কি তারা ধরার বুকে দেখাতে পারেন ? বি,বি,এস (ঢাকা) আজ স্পষ্ট ভাষায়ই স্বীকার করছেন যে, *খোদাবন্দ ঈসা মসীহের এই দুনিয়াতে বাস করিবার সময়ে ইঞ্জিল শরীফ লেখা হয় নাই*।

(ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ, ৭২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদ ও বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতে ৭০ হতে শুরু করে ১১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুসমাচারগুলো বেনামী লেখকদের কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

(i) যীশুর প্রেরিত মথি, মতির নামে পরিচিত সুসমাচারের লেখক নন

ঈসা (আঃ)-এর মনোনীত সাহাবা মথি ওরফে লেভি ছিলেন সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ক্যাফারনমস্থ কাস্টমস হাউজের কাস্টম অফিসার। ঈসা (আঃ) সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানান। আর তিনি ঈসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর একজন প্রেরিত হন। কিন্তু এই প্রেরিত মথি কি প্রথম সুসমাচারের লিখক মথি ? বি,বি, এস (ঢাকা) তো দাবী করছেন– ইনিই সেই মথি, অথচ ইংল্যান্ডের চিচেসটার (Chichester) ক্যাথিড্রাল গির্জার পাদ্রী জে.বি. ফিলিপস্ মথিলিখিত সুসমাচারের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

Early tradition ascribed this Gospel to the apostle Matthew, but scholars nowadays almost all reject this view.

www.pathagar.com

অর্থ ঃ প্রাচীন ঐতিহ্য প্রথম সুসমাচারের রচনা কার্যকে প্রেরিত মথির প্রতি আরোপ করেছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই আজকাল এই মত পরিত্যাগ করেছেন।

বাইবেলের *'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশনের'* ভাষ্যকাররাও প্রথম সুসমাচারের লেখক মথি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, *তাঁর সম্বন্ধে বরং এ কথাই বেশী খাটে যে, একজন শিক্ষিত ইহুদী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মথি ছিলেন সেই শিক্ষিত গৃহকর্তার মত, যার সম্পর্কে নিজেই তিনি বলে গেছেন (১৩ঃ৫২) যে, 'সে আপন ভান্ডার হইতে নতুন ও পুরাতন দ্রব্য বাহির করে।* কিন্তু তিনি যে-ই হোন না কেন, ক্যাফারণমের সেই সরকারী চাকুরীজীবী–যাঁকে মার্ক ও লূক উভয়ে লেভি নামে আখ্যায়িত করে গেছেন, এবং যিনি যীশু খ্রীষ্টের বারোজন প্রেরিত সহচরের একজন ছিলেন----সেই লেভির সাথে মথির ব্যবধান বিস্তর।----- *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১০০ দ্রষ্টব্য)*

প্রথম সুসমাচারের অভ্যন্তরেও এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে যে, যীশুর প্রেরিত মথি ঐ সুসমাচারের রচয়িতা নন যা তাঁরই নাম দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। যীশুর প্রেরিত এই মথি যদি কোন কিছু রচনা করে থাকেন, তবে তা ছিল নিশ্চয়ই শুধু Q (German Quelle-Source-উৎস)। মথির নামানুসারে প্রচারিত সুসমাচারের বেনামী এই লেখক ইঙ্গিতে 'Q'-এর আসল লেখকের নাম নিম্নের পাঠ্যাংশে উল্লেখ করে গিয়েছেন ঃ

ঈসা যখন সেই জায়গা হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন তখন পথে মথি নামে একজন লোককে কর আদায় করিবার ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। ঈসা তাঁহাকে [মথিকে] *বলিলেন, 'আস, আমার পথে চল।' মথি তখনই উঠিয়া তাঁহার* [ঈসার] *সঙ্গে গেলেন* (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৯ঃ৯)।

প্রেরিত মথি যদি এ অনুচ্ছেদের লেখক হতেন, তবে এর ধরণ হত মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

'ঈসা যখন সেই জায়গা হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন তখন পথে **আমাকে** কর আদায় করিবার ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। ঈসা **আমাকে** বলিলেন, 'আস, আমার পথে চল।' **আমি** তখনই উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে গেলাম।'

যদি উপরের উদ্বৃতি (মথি ৯ঃ৯) -তে নীচে দাগ দেওয়া **মথি, *তাঁহাকে এবং মথি*** ইত্যাদি লেখক মথিকে নির্দেশ করে, তবে নিশ্চয় প্রেরিত মথি নিজে এর রচয়িতা নন। বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তি, যিনি ঈসা (আঃ) ও প্রেরিত মথির সম্বন্ধে লিখেছেন।

(ii) প্রেরিত যোহন তাঁর নামে প্রচারিত সুসমাচারের লেখক নন

গালীল সমুদ্রের জেলে জেবেদীর পুত্র যোহন ওরফে ইউহোন্না ছিলেন যীশুর বিখ্যাত দ্বাদশ শিষ্যদের একজন। তিনি ছিলেন যীশুর খুবই ঘনিষ্ট। সুসমাচার সমূহের অনেক স্থানেই দেখা যায়, যোহন যীশুর সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ (?) হওয়ার প্রাক্কালে সংঘটিত নৈশভোজ বা নিস্তার পর্বে

www.pathagar.com

যীশু সেই বারজন সাহাবীকে লইয়া খাইতে বসিয়াছিলেন (মথি ২৬ঃ২০ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই ভোজন পর্বে যোহন উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু চতুর্থ সুসমাচারে এই পর্বের কোনই উল্লেখ নেই। প্রেরিত যোহন যদি এই সুসমাচারের লেখক হতেন, তবে খ্রীষ্টধর্মে পালনীয় এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ তিনি নিজের লেখা সুসমাচারে নিশ্চয়ই বাদ দিতেন না।

যীশুর পুনরুত্থানের (?) পর তাঁর দেয়া দর্শনপর্বেও যোহন উপস্থিত ছিলেন। ঈসা (আঃ) বার্ণবাকে তাঁর সম্পর্কে সব ঘটনাবলী লিখতে আদেশ করলেন ঃ *বার্ণবা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি সবই করব ----কিন্তু আমিতো সব কিছু দেখিনি।*

যীশু উত্তরে বললেন ঃ *এই তো যোহন এবং পিতর এখানেই আছে, তাঁরা সব কিছুই দেখেছে, যা কিছু ঘটেছিল, তারা সবই তোমাকে খুলে বলবে।*

(বার্ণবালিখিত সুসমাচার, ২২১ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই উদ্ধৃতি হতেও বুঝা যায় যোহন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। যীশু যখন ক্রুশে (?) আবদ্ধ ছিলেন, তখন *তিনি তাঁহার মাকে এবং যে সাহাবীকে মহব্বত করিতেন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন,* (ইউহোন্না ১৯ঃ ২৬)

অধিকাংশ বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতে এই সাহাবী ছিলেন জেবেদীর পুত্র যোহন, যাকে যীশু খুব মহব্বত করতেন। (আরও দেখুন যোহন ১৩ঃ ২৩ এবং ২১ঃ৭)

উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রেরিত যোহন ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর নবীজীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, অর্থাৎ *যিনি নিজের চোখে ইহা [ঘটনাবলী] দেখিয়াছিলেন ।*

কিন্তু এই যোহন যে ঐ সুসমাচারের লেখক নন, যা তাঁরই নাম দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, তার প্রমাণ উক্ত সুসমাচারের অভ্যন্তরেই রয়েছে। যেমন উক্ত সুসমাচারের বেনামী লেখক প্রেরিত যোহন সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

যিনি নিজের চোখে ইহা দেখিয়াছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন, আর তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। তিনি [যোহন] *জানেন যে, তিনি* [যোহন] *যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, যেন তোমরাও ঈমান আনিতে পার* (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯ঃ৩৫) [৪১]

সাহাবী যোহন যদি এই অনুচ্ছেদের রচয়িতা হতেন, তবে এর ধরণ হত মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ

আমি [প্রেরিত যোহন] *নিজের চোখে ইহা দেখিয়াছিলাম আমিই সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছি, আর আমার সাক্ষ্য সত্য। আমি জানি যে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য, যেন তোমরাও ঈমান আনিতে পার।*

৪১। ইউহোন্না (১৯ঃ৩৫) এবং (২১ ঃ ২৪-২৫) বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কোডেক্স সিনাইটিক্যাসে পাওয়া যায় না। বাইবেল বিশেষজ্ঞ নর্টোন বলেছেন ঃ ইউহোন্না (২১ ঃ ২৪-২৫) নিশ্চয়ই পরবর্তীতে সুসমাচারের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। The Truth of the Bible, বষ্টন, ১৮৩৭, পৃঃ ৮৮।

www.pathagar.com

যোহনের নাম দিয়ে প্রচারিত সুসমাচারের বেনামী এই লেখক কৌশলে ও ইঙ্গিতে প্রেরিত যোহনের নাম নিম্নের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে গিয়েছেন ঃ

সেই সাহাবী [প্রেরিত যোহন] *ই এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন আর এই সমস্ত লিখিয়াছেন। আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। ঈসা আরও অনেক কিছু করিয়াছিলেন। যদি সেইগুলি একটা একটা করিয়া লেখা হইত, তবে এত কিতাব হইত যে, আমার মনে হয় সেইগুলি এই দুনিয়াতে ধরিত না।* (ইউহোন্না ২১ ঃ ২৪-২৫)

কী এক অতিরঞ্জন! অবাস্তবতা।

সাধারণ পাঠকও বলতে পারবেন যে, উপরে উক্ত উদ্ধৃতি (ইউহোন্না ১৯ঃ৩৫, ২১ ঃ ২৪-২৫) গুলোতে *তিনিই, তাঁহার, সেই সাহাবীই* ইত্যাদি এদের লেখকরূপে সাহাবী ইউহোন্নাকে নির্দেশ করে না, বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তি এগুলোর লেখক। কে এই *আমরা* ও *আমার* ? অবশ্যই সাহাবী ইউহোন্না নন। তবে কি *আমরা* ও *আমার* বেনামী কোন লেখকের কণ্ঠস্বর নয় ? যিনি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং জনরব হতে লিখেছেন অথবা অন্য কোথাও হতে নকল করে লিখেছেন।

অধিকন্তু বাইবেল সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ *প্রেরিত ইউহোন্না ছিলেন অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ লোক* (প্রেরিত ৪ঃ১৩ দ্রষ্টব্য)। তিনি একজন অশিক্ষিত ও অজ্ঞ শিষ্য হয়ে কিরূপে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করতে পারলেন, যা মূল উপাদান ও রচনা পদ্ধতির ভিত্তিতে অপর তিন সুসমাচার হতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের। চতুর্থ সুসমাচার পুরাপুরিভাবে এক ভিন্ন জগত। বাইবেল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বজন স্বীকৃত খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদদের অনেকেরই অভিমত এই যে, চতুর্থ সুসমাচারটি প্রেরিত যোহনের রচনা নয়।

বাইবেলের ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশনের ভাষ্যকাররা বলেন ঃ

বেশীরভাগ সমালোচকই মনে করেন, এই সুসমাচারটি যে যোহনের লেখা–সে ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়;---------- আজ যোহনের নামে যে সুসমাচারটি আমরা পাচ্ছি, তাঁর লেখক ছিলেন একাধিক ব্যক্তি।

(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১১২ দ্রষ্টব্য)

আর,এইচ, চার্লচ, রোবার্ট আইচ্লার (Eisler), আলফ্রেড লয়ছি (Loisy) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে, চতুর্থ সুসমাচার লিখিত হওয়ার অনেক আগেই রাজা আগ্রিপ্প-১ , ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে; প্রেরিত যোহনকে গলা কেটে হত্যা করেছিল। রেভারেন্ড বারাকাতুল্লাহ্, একজন পাকিস্তানী খ্রীষ্টান লেখক, এবং আরও অনেকে (What is Christianity পৃঃ ৭০ দ্রষ্টব্য), কার্যতঃ এই মর্মে একমত যে চতুর্থ সুসমাচারের লেখক হলেন বয়োজ্যেষ্ঠ (The Elder) যোহন। ওয়েষ্টকট (ইজ্হারুল হক, ভলিউম-৩, পৃঃ ৪৬ দ্রষ্টব্য)-এর মতে, জেবেদীর পুত্র, যোহনের নামে সুসমাচারটি আরোপ করার জন্যই পরবর্তীকালে কিছু কিছু বাক্য এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, ইহা বুঝানোর জন্য (যাহাতে বুঝা যায় যে) গ্রন্থকার নিজে ব্যক্তিগতভাবে যীশুর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

(iii) দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুসমাচারের লেখকদ্বয় মার্ক ও লূক যীশুর প্রেরিত নন

দ্বিতীয় সুসমাচারের লেখক মার্ক ছিলেন প্রেরিত বার্ণবার বোনের ছেলে (কলসীয় ৪ঃ১০ দ্রষ্টব্য)। পাপিয়াসের মতে দ্বিতীয় সুসমাচারের লেখক-মার্ক ছিলেন পিতরের দোভাষী; (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ১০৪ পৃঃ দৃষ্টব্য)। অক্সফোর্ডের গির্জা ইতিহাসের অধ্যাপক, ডঃ সি,জে, ক্যাডোক্স (Cadoux) বলেছেন ঃ ***মার্ক যীশুর মনোনীত বারজন শিষ্যের কেহই ছিলেন না।***

তৃতীয় সুসমাচারের লেখক লূক ছিলেন একজন জনপ্রিয় ডাক্তার। তিনি ছিলেন পৌলের প্রেরিত এবং পর্যটক সাথী (২ তীমথিয় ৪ ঃ ১১ দ্রষ্টব্য)। যীশুর মনোনীত বারজন প্রেরিতের তালিকায় মার্ক ও লূকের নাম নেই {দেখুন মথি (১০ঃ১-৪), লূক (৬ঃ১৩-১৬), প্রেরিত (১ঃ১৩) এবং বার্ণবালিখিত সুসমাচারের ১৪ নং অধ্যায়}। ইহা সর্বজনবিদিত যে মার্ক ও লূক যীশুর প্রেরিত নন।

লূকের নিজের বক্তব্য হতেই বুঝা যায় যে, তিনি যীশুর জীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। একজন উচ্চপদস্ত রোমান কর্মচারী (থিয়ফিল)কে উদ্দেশ্য করে লূক লিখলেন ঃ

মাননীয় থিয়ফিল, --------যাঁহারা প্রথম হইতে নিজের চোখে দেখিয়াছেন ও খোদার সুখবর প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিকট *সমস্ত কিছু জানাইয়াছেন ----------সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রথম হইতে ভালভাবে খোঁজ-খবর লইয়া আপনার জন্য তাহা একটা একটা করিয়া লিখা আমিও ভাল মনে করিলাম।* --------

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১ঃ১-৪)।

অর্থাৎ সুসমাচার লিখক লূক স্বীকার করেছেন যে, তিনি *নিজের চোখে দেখেন নি* এবং নিজের কানেও শুনেন নি, *যাহারা নিজের চোখে দেখিয়াছেন* তারা যা লুককে জানাইয়াছিলেন তা-ই তিনি থিয়ফিলকে লিখেছিলেন এবং তা-ই আজ তৃতীয় ইঞ্জিল বলে পরিচিত।

লূক যে পাক-রূহের পরিচালনায় সুখবর লিখেন নি, এ বিষয়টাও এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু বর্তমান ছিলেন না তাতে কি ? তাঁর প্রতিনিধি পাক্-রূহতো ছিল, তারই পরিচালনায় আল্লাহ্‌র বাণী লিখা হত। অথচ লূক এখানে দাবী করেন নি যে, তিনি পাক-রূহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রন্থটি লিখেছেন।

উপরে আলোচিত বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, চারজন সুসমাচার লেখকদের কেউ-ই যীশুর নির্বাচিত বারজন শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুসমাচার নামে যে সকল পুস্তক আজ প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর সবই বেনামী হস্তের রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজে কাজেই প্রত্যেক সুসমাচারের শুরুতেই *অমুকের মতে* (According to), *অমুকের মতে* ইত্যাদি লিখা হয়েছে।

www.pathagar.com

চারিটি সুসমাচারের কোন একটিও স্বাক্ষরিত বা প্রত্যায়িত নয়। এদের তথাকথিত মূল কপি বা পান্ডুলিপিতে এদের লেখকদের দস্তখত বা বুড়া আঙ্গুলের ছাপ বা কোন চিহ্ন বা প্রমাণ কিছুই নেই। শুধু অনুমান করা হয় যে, সুসমাচারগুলো আজ যাদের নামে প্রচার করা হচ্ছে, তারাই এগুলোর রচয়িতা।

বাইবেলের ৬৬ খানা বইয়ের (দেখুন পরিশিষ্ট) কোন একটিকেও যদি আমরা কোন একজন নবীর, এমন কি যীশুর কোন একজন নির্বাচিত শিষ্যের প্রতিও আরোপ করতে না পারি,তবে কিভাবে আমরা বাইবেলকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে বিশ্বাস করতে পারি ? আসলে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের রচিত এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের বাণী সমূহ সরাসরি প্রত্যাদেশ বা অহী প্রাপ্ত তো নয়ই বরং পুরাতন নিয়মের গ্রন্থকাররা নিজেরাও পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর এবং সুসমাচার লেখকরা নিজেরাও যীশুর জীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। ইয়াহুদী –খ্রীষ্টানরা শুধু খামখেয়ালী করেন, তারা মিথ্যা দাবী করেন যে, বাইবেল আল্লাহ্‌র বাণী, *জীবন্ত খোদার কালাম।* সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ কিন্তু তাদের এ মুখোশ খুলে দিয়েছেন, তাদের মিথ্যা দাবীর আড়ালে যে সত্য রয়েছে, উহাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ বাইবেলকে তাঁর নিজের বাণী বলে অস্বীকার করে বলেছেন ঃ

অতএব, অত্যন্ত অমঙ্গল হইবে তাহাদের যাহারা নিজেদের হাতে গ্রন্থ লিখিয়া লয়, অতঃপর বলে, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ- উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সামান্য অর্থ উপার্জন করিবে; সুতরাং তাহাদের ভীষণ সর্বনাশ হইবে যাহা কিছু তাহাদের হাত লিখিয়া লইত তদ্দরুন, তাহাদের আরও ভীষণ সর্বনাশ হইবে যাহা কিছু তাহারা উপার্জন করিত তদ্দরুন। (নূরানী কুরআন শরীফ, ২ ঃ ৭৯)।

(গ) কখন কিভাবে বর্তমান বাইবেলের সুসমাচারসমূহ রচিত হয়েছিল ?

বি,বি,এস (ঢাকা)-এর মন্তব্য হতে আমরা আগেই জানতে পেরেছি যে, ঈসা (আঃ)-এর *এই দুনিয়াতে বাস করিবার সময়ে* সুসমাচার সমূহ *লেখা হয় নাই।* তবে কখন এ সমস্ত রচিত হয়েছিল ? ডঃ বুকাইলি শতাধিক ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অনূদিত,১৯৭২ সালে সম্পাদিত, বাইবেলের ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন, নিউ টেষ্টামেন্টের ভূমিকার বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ

খীষ্টধর্মের গোড়া থেকে যে সব ধর্মীয় রচনাবলী চালু ছিল, সেগুলোতে কোথাও বাইবেলের নতুন নিয়মে সন্নিবেশিত চারটি সুসমাচারের কোন উল্লেখ নেই। আসলে এই চার সুসমাচারের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই পৌলের রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরের বিভিন্ন রচনায় অর্থাৎ ১৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে।

(পৃঃ ৯০, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য)

তিনি আরও লিখেছেনঃ

তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেল, লেখকবর্গ একে অপরের নিকট থেকে কিভাবে মাল-মসলা নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নিজস্ব ভঙ্গিতে ইঞ্জিল তথা

www.pathagar.com

বাইবেলের নতুন নিয়ম রচনা করে গেছেন----দু'টি মূল-উৎস থেকে এসব রচনার মাল-মসলা সংগৃহীত হয়েছে ঃ এক, জনশ্রুতি তথা জনসমাজে প্রচলিত লোক--কাহিনী এবং দুই, আরামিক ভাষায় রচিত কাহিনী। .....এই আরামিক ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপিটি..... গোটা ইঞ্জিল হওয়া অসম্ভব নয়। (পৃঃ ১১৭, ঐ)

সে যুগে জুডিও-খ্রীষ্টান ও পৌলীয়-খ্রষ্টিান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে নানা ধরণের বিতর্কের উৎপত্তি হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম নিয়ে তীব্র লড়াই চলতে থাকে। এই সংঘাত চলাকালীন সময়ে প্রচুর পরিমাণ সুসমাচার রচিত হয়েছিল। কখন কিভাবে সুসমাচার সমূহ রচিত হয়েছিল, তার বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ বুকাইলি নিম্নে বিখ্যাত গবেষক ও ভাষ্যকারদের বক্তব্য, মন্তব্য ও অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

ভাষ্যকার ও ক্যালম্যান লিখেছেন ঃ

সুসমাচারের লেখকবৃন্দ ছিলেন প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদাযের মুখপাত্র। কেউ কেউ তখন লোক মুখে প্রচলিত ঐতিহ্যভিত্তিক কাহিনী (The oral tradition) লিখিত আকারে ধরে রাখতেন। প্রায় ৩০/৪০ বছর ধরে এই সব সুসমাচার শুধুমাত্র লোক-কাহিনী হিসাবে[৪২] জারী থাকে। পরবর্তীকালে এসব রচনার সাথে বিভিন্ন বাণী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী জুড়ে দেওয়া হয়। সুসমাচার লেখকগণ নিজেদের ধ্যান-ধারণা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ওইসব কাহিনীকে এক সূত্রে গ্রথিত করেন। তার আগে লোকজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাণী ও বিবরণগুলোকে তারা একটার সাথে আরেকটা জুড়ে নিতেও ভুল করেন নাই। এই ভাবে জুড়ে-গেঁথে নেওয়ার কালে, যীশুখ্রীষ্টের মুখে কোন বাণী তুলে দিতে গিয়ে কিংবা কোন ঘটনার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে 'এর পরের ঘটনা' বা 'তিনি যখন বললেন' কিংবা 'তিনি যখন করলেন' শব্দগুলো সুকৌশলে তাঁদের ব্যবহার করতে হয়েছে। আর এভাবেই সিনোপটিক গসপেলস অর্থাৎ মার্ক, মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার তিনটির বর্ণনাভংগি নিখুঁত সাহিত্যগুণসম্পন্ন হতে পেরেছে। কিন্তু কোনো বর্ণনারই ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নাই। (ঐ, পৃঃ ৯২ দ্রষ্টব্য)

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদ এবং প্যারিসের ক্যাথলিক ইন্স্টিটিউটের অধ্যাপক ফাদার কানেনগিয়েসার বাইবেলের সুসমাচারসমূহ সংকলিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন নিম্নরূপেঃ

সুসমাচারসমূহের কোন বর্ণনাই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার মত নয়। ওইসব রচনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। অথবা এসব রচনা বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মোকাবেলায় রচিত। তাদের নিজেদের সমাজে লোকের মুখে-মুখে যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল, সুসমাচারের লেখকবৃন্দ সেগুলি সংকলন করেছেন মাত্র। (ঐ, পৃঃ ৯৫)

৪২। বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৯৪১

www.pathagar.com

কাজে কাজেই এই সকল সুসমাচারে ঈসা (আঃ)-এর ধর্মমতের বাস্তবরূপ, তাঁর বাণীর অবিকল বর্ণনা বা তাঁর কার্যবিবরণীর হুবহু প্রতিফলন হয়নি। আর তাই এইগুলোর বর্ণনা বহুলাংশে স্ববিরোধী, অবাস্তব ও অযৌক্তিক। আর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। অতএব এগুলো ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল বা প্রকৃত সুসমাচার হতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও পৌলীয়-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যখন জুডিও-খ্রীষ্টান দলের উপর বিজয় লাভ করল, তখন এই সকল সুসমাচার হতে যাচাই-বাছাই করে নিয়ে পৌলের মতবাদের ধারায় লিখিত নতুন নিয়মের ২৭ খানা পুস্তককে সরকারীভাবে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ এ্যাথ্যানেসিয়াস (Athanasius)৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নেছীয়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ ২৭ খানা পুস্তককে প্রামান্য (Canonical) বলে ঘোষণা করে দেয়।

(বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম-২, পৃঃ ৯৪০ দ্রষ্টব্য)

রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন (Constantine) এ্যাথ্যানেসিয়াস কে সর্বপ্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করলেন।

অতঃপর নেছীয়া কাউন্সিল, জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মমতের সুসমাচারগুলোকে অবিশ্বাস্য উৎপত্তির (doubtful authenticity) বা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী (Heretical) সাব্যস্ত করে অবৈধ ঘোষণা করে দেয়। এগুলো পাঠ করার উপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়, এগুলোকে ধ্বংস করে বা গোপন করে ফেলা হয়। এমন কি, এই সমস্ত সুসমাচারের কোন একটিকেও কারও অধিকারে পাওয়া যায় তাকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেয়া হয়।

বেপরোয়া হত্যাকান্ড এবং বিভিন্ন রকম উৎপীড়ন-নিপীড়নের কারণে স্বভবতঃই জুডিও-খ্রীষ্টানদের সুসমাচারসমূহ অকেজো হয়ে গেল। তাদের সুসমাচারগুলোর তদন্ত করার জন্য ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ডেমাসাস (Pope Damasus)-এর নেতৃত্বে এক কাউন্সিন গঠন করা হল। ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পোপ গ্ল্যাসিয়ান (Pope Glasian) কর্তৃক প্রামাণ্য পুস্তকগুলোকে পরিপূর্ণ ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে অপ্রামাণ্য পুস্তকগুলোরও একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। বার্ণবালিখিত সুসমাচারও ঐ তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। পোপ গ্ল্যাসিয়ান কাকেও এই পুস্তক পড়তে দেননি।

পৌলীয় যে মতবাদকে ভিত্তি করে পৌলীয় সম্প্রদায়ের সুসমাচারগুলোকে প্রামাণিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, ঈসা (আঃ)-এর অহীপ্রাপ্ত বাণীর ও তাঁর কার্যাবলীর অবিকল বর্ণনা তাতে আছে কিনা বা তাঁর ধর্মমতের হুবহু প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ততে হয়েছে কিনা, অদ্যাবধিও কোন খ্রীষ্টান পন্ডিত চ্যালেঞ্জ করলেন না।

যা হোক ডঃ মরিচ বুকাইলি মন্তব্য করেছেন ঃ

www.pathagar.com

গির্জা-সংস্থার দ্বারা সেকালে সম্ভবতঃ শতখানেক সুসমাচারের প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মাত্র চারখানা সুসমাচার টিকে থাকে। (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃ ১২৪)

বিশ্বাকোষ ব্রিট্যানিকাতে এবং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের বিভিন্ন রচনায় বার্ণবালিখিত সুসমাচার (the Gospel of Barnabas), বার্ণবা রচিত চিঠিপত্র (The letter of Barnabas), টমাস রচিত সুসমাচার (The Gospel of Thomas), মাথিয়াস রচিত সুসমাচার (the Gospel of Matthias), পিতরের লিখিত সুসমাচার (the Gospel of peter), পিটারের কার্যবিবরণ (Act of Peter), পিটারের এ্যাপোক্যালিপস্ Apocalypse (revelation) of Peter, নাসরতের সুসমাচার (The Gospel of the Nazarenes), হিব্রুদের সুসমাচার (the Gospel of the Hebrews), মিশরবাসীদের সুসমাচার (the Gospel of the Egyptians), ক্লেমেন্টের প্রথম পত্র (the First Letter of Clement), আন্দ্রিয়ের কার্যবিবরণ, (the Acts of Andrew), যোহনের কার্যবিবরণ (the Acts of John.), অন্যান্য প্রেরিতদের কার্যবিবরণ (the Acts of other apostles), হারমার্সের শেফার্ডের লেখা (Shepherd of Hermas), প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্ম গ্রন্থগুলো সম্বন্ধে এখনো অনেক ধারনা পাওয়া যায়।

(বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা, ভলিউম ২,পৃঃ ৯৩৮ এবং ভলিউম ৭,পৃঃ ৯০৫ দ্রষ্টব্য)।

ডঃ বুকাইলি মন্তব্য করেছেন ঃ

আজ আমরা বাইবেলের নতুন নিয়ম তথা ইঞ্জিলের নামে যে সব পুস্তক পাচ্ছি তা বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলিত এবং সংশোধিত। এই বাইবেল তথা ইঞ্জিল রচিত হতে শুরু করে ৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে।

৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১১০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে পর্যন্ত মার্ক, মথি, লূক ও যোহন লিখিত বাইবেলের সুসমাচারসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলো কোনক্রমেই খ্রীষ্টধর্মের লিখিত প্রথম দলিল বা পুস্তক ছিল না ; এমনকি পৌলের লিখিত পত্রবলীও এসবের অনেক আগের রচনা। ও ক্যালম্যানের মতে, পৌল সম্ভবতঃ ৫০ খ্রীষ্টাব্দে থেসালোনীয়দের নিকট তাঁর পত্র লিখে থাকবেন। খুব সম্ভব মার্কের সুসমাচার রচনা সমাপ্ত হওয়ার বছর কয়েক আগেই পৌলের তিরোধান ঘটে। (পৃঃ ৮৭, ৮৮, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান)

(The Ecumenical Translation of the Bible)-এর শতাধিক বিজ্ঞ ভাষ্যকাররা মন্তব্য করেছেন যে

এসব সুসমাচার-*বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এক সাহিত্যকর্ম তো বটেই; সেই সাথে এগুলি অতুলনীয় বৈপরিত্যেরও সমাহার।* (পৃঃ ১১৫, ঐ)

www.pathagar.com

উপসংহার

(১) বাইবেল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী নয়

মহান আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সর্বশক্তিমান ও সর্বজয়ী। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা; তিনি সর্বদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনিই ব্যবস্থাপক, তিনিই পরিচালক। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সমতুল্য- সমকক্ষ অন্য কেউই নেই। তাঁর কখনও কোন ভুল হয় না, ভুলভ্রান্তি হতে তিনি চিরপবিত্র। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশ্রোতা আল্লাহ্র মহান মহিমার পক্ষে কখনই শোভা পায় না যে, তিনি তাঁর বাণীতে কোন ভুল করেন। তিনি সর্বগুণের আধার, কিন্তু সর্বদোষ হতে পবিত্র।

বাইবেলের মধ্যে উপরে উল্লিখিত স্ববিরোধী, অবাস্তব, অযৌক্তিক বিবরণসমূহ, ভুলত্রুটি ও মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা, সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, ভুল-অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা ইত্যাদি হতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান বাইবেলের প্রামাণিকতা অবিশ্বাস্য ও সন্দেহজনক।

সাধারণ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে, অবিশ্বাস্য ও সন্দেহজনক ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের পারলৌকিক মুক্তিও সন্দেহজনক। অতএব যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করছে যে ইহ-পারলৌকিক মুক্তি পাওয়ার আশায়, উহা যদি সন্দেহজনক ও অনিশ্চিত হয় তবে নিশ্চয়ই সে মনে শান্তি পাবে না, পাবে না সে মানসিক তৃপ্তি।

বর্তমান বাইবেলের মধ্যে অসংখ্য স্ববিরোধী, অবাস্তব ও অযৌক্তিক বিবরণসমূহ বিদ্যমান, মারাত্মক ভুলত্রুটি বর্তমান এবং উহাতে সংযোজন-সংশোধন, পরিবর্তন, রদবদল প্রভৃতি মানবীয় হস্তক্ষেপ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং এখনও চলছে। এমন অসম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখার কাজ ঐ মহান আল্লাহ্র প্রতি কখনই আরোপ করা যায় না, যিনি হলেন ভুলত্রুটি করা হতে চিরপবিত্র। স্বয়ংসম্পূর্ণ আল্লাহ্র বাণী হল স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, নির্ভুল এবং সকল প্রকার গরমিল হতে মুক্ত যা আল্লাহ্ নিজেই তাঁর বাণী মহাগ্রন্থ কুরআন (১ নং পৃষ্ঠায় কুরআন ১৫ ঃ ৯ এবং ৪ ঃ ৮২ দ্রষ্টব্য)-এ ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব বাইবেল ইহার বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ্র বাণী হতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে আবারও স্মরণ করিয়ে দেই- বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জিনিসই বেছে নেয় এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। আর মূঢ়-মুর্খ, অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তি না বুঝে সন্দেহজনক বস্তু গ্রহণ করে এবং ভুল পথে পা বাড়ায়, অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে, অবশেষে গর্তে পড়ে মরে।

আছে কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন গ্রন্থধারী ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা (দ্বিতীয় খন্তের------- পৃষ্ঠায় দেখুন) কুরআনকে গ্রহণ করে ইহ-পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করে ?

www.pathagar.com

(২) একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই

হযরত আদম (আঃ) হতে আরম্ভ করে ইয়াহিয়া (আঃ) পর্যন্ত পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মতই ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পরম আত্মার মিলন-এ মতবাদ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। অতএব এই মতবাদ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অগত্যা ত্রিত্ববাদীরা তাদের ত্রিত্ববাদের সমর্থনে, পুরাতন নিয়ম হতে শুধুমাত্র কিছু কিছু পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দেয় বটে, তবে এগুলোরও এমন সব অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেয় যা মূল পাঠ হতে অনেক দূরে। নীচে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিটি উহাদের অন্যতম।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি,.....। (আদিপুস্তক ১ ঃ ২৬)

পুরাতন নিয়মের এই পঙ্‌ক্তিতে আল্লাহ্ নিজের জন্য উত্তম পুরুষের বহুবচন (আমরা, আমাদের) শব্দ ব্যবহার করেছেন। খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা ইহা হতেই অনুমান করেন যে, মানুষ সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বর একজন ছিলেন না বরং একাধিক ছিলেন। আগাস্টাইন তার পুস্তকে লিখেছেন ঃ ***ঈশ্বর যদি তাঁর পুত্রকে ছাড়া একাকী হতেন, তবে তিনি উত্তম পুরুষের বহুবচন (আমরা, আমাদের) ব্যবহার করতেন না।***

আরবী ও হিব্রুভাষাভাষী সুধী মহলে কারো অজানা নেই যে, এ দু'টি ভাষায় *'বহুবচন'* দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) একের অধিক বুঝাতে, (২) শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করতে। অর্থাৎ ব্যাকরণে বহুবচন বোধক শব্দ সম্মানার্থে এক বচনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ বহুবচনকে *সম্মানার্থে বহুবচন* বলা হয়। সম্মানিত ব্যক্তিদের বেলায় এরূপ বহুবচন ব্যবহৃত হয়। কোন রাজকীয় ঘোষণায় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী বা রাষ্ট্রপতি উত্তম পুরুষের বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন ইংল্যান্ডের রাণীর কোন ঘোষণাপত্রে "***We***" বা আমরা ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য এইরূপ বাক-রীতি হিব্রু ও আরবী ভাষার নিজস্ব। এই রীতি হিব্রু ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে প্রচলিত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনেও এই বচন-ভংগী ব্যবহার করেছেন; 'আমি' না বলে অধিকাংশ স্থানেই "আমরা" বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ কুরআন (৪২ ঃ ২০, আরবী পাঠ) এ দেখুন।

সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা বহুবচনের বাহানা দেখিয়ে ধর্মগ্রন্থের বাণীর অপব্যাখ্যাই করেছেন মাত্র।

অধিকাংশ খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরাই দাবী করেন যে, ***যীশু খ্রীষ্টই খোদা, যিনি সমস্ত কিছুরই উপরে, সমস্ত গৌরব চিরকাল তারই, তাঁর নামে স্বর্গমর্ত্য পাতালনিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয়।*** (৪৬ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য)-মোট কথা তিনিই উপাস্য।

www.pathagar.com

কিন্তু পুরাতন নিয়মের মধ্যে এমন এমন অনেক সুস্পষ্ট বিবরণ লিখিত রয়েছে যা এ সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে যে, *একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই।* আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় ও লা-শরীক। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা ও সর্বদর্শী। তিনি আপন মহিমায় চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর সমতুল্য-সমকক্ষ অন্য কেউই নেই- এই প্রকৃত তথ্য ও বিষয়গুলোর বিবরণ পুরাতন নিয়মে এত প্রচুর পরিমাণে এবং স্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে যে, ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন হয় না। পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণে লিখিত দেখা যায় ঃ

কোন নবী, তিনি যতবড় অলৌকিক কার্যই করুন না কেন, যদি এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও উপাসনা করতে বলেন, তবে *সেই নবীর প্রাণদণ্ড করতে হবে।*

এভাবে যদি কারো পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের অথবা বন্ধু-বান্ধবের কেউ তাকে *অন্য দেবতাদের সেবা করার প্রবৃত্তি দেয়* তবে *অবশ্য তাহাকে বধ করিত হইবে।* যদি *কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক* অন্য দেবতাদের সেবা করার বা উহাদের নিকট প্রার্থনা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় তবে *প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণদন্ড* করতে হবে।

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৩ ঃ ১-১০ এবং ১৭ঃ৩-৫ দ্রষ্টব্য)।

সদাপ্রভু (আল্লাহ্) বললেন ঃ *আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিংবা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না।*

তিনি আরও বললেন, ... *আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই।*

সদাপ্রভু কহেন ঃ *আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।*

আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়, আমি ব্যতীত অন্য ইশ্বর নাই; ..... যেন সূর্যোদয়ের স্থানাবধি পশ্চিম দিক পর্যন্ত লোকে জানিতে পারে যে, আমি ব্যতীত অন্য নাই; আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়।

যিশাইয় ৪২ঃ৮, ৪৩ঃ১০-১১; ৪৪ঃ৬ এবং ৪৫ঃ৫-৬, আরও দেখুন যিশাইয় ৪৫ঃ২১-২২)

আর ঈশ্বর (আল্লাহ্) মূসাকে এই সকল কথা বললেন ঃ

আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। আমার ব্যতিরেকে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না, ... তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি .....।

(যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ২-৫)

ঈশ্বর (আল্লাহ) ইস্রায়েলকে আরও বললেন ঃ

কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বরগণের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান, বীর্যবান ও ভয়ংকর ঈশ্বর; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন না। ..... তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিবে; তাঁহারই সেবা করিবে, তাঁহাতেই আসক্ত থাকিবে, ও তাঁহারই নামে দিব্য করিবে।

(দ্বিতীয় বিবরণ ১০ ঃ ১৭, ২০)

যিরমিয় নবী নিম্নরূপে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছেন ঃ

হে সদাপ্রভু, তোমার তুল্য কেহই নাই; তুমি মহান, তোমার নামও পরাক্রমে মহৎ। হে জাতিগণের রাজন, তোমাকে কে না ভয় করিবে ? তাহা তোমারই পাওনা, কেননা জাতিগণের সমস্ত জ্ঞানী লোকের মধ্যে, তাহাদের সমুদয় রাজ্যের মধ্যে, তোমার তুল্য কেহ নাই। (যিরমিয় ১০ ঃ ৬-৭)

শয়তান তাকে প্রণাম করার জন্য যীশুকে প্রলোভন দেখাল, যীশু তখন শয়তানকে বললেন ঃ

দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।

(পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, মথি ৪ ঃ ১০)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন ২৭ পৃষ্ঠা হতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। বাইবেল হতে বাছাই করা উপরে উক্ত উদ্ধৃতিগুলো অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, *সূর্যোদয়ের স্থানাবধি পশ্চিম দিক পর্যন্ত* তথা গোটা মানবজাতি, *যেন জানিতে পারে এবং* বিশ্বাস করে যে

আল্লাহ্‌ এক, একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

এবং

যেন তাহারা একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করে।

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে লিখিত, সাধারণ (Common) এই চিরন্তন সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্‌বান জানানোর জন্য আল্লাহ্‌ তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বললেন ঃ

(হে মুহাম্মদ! আপনি) *বলুন ঃ হে আহলে- কিতাবরা! একটি বিষয়ের দিকে আস- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে,*

- আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না,

- তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং

- একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা মানব না।

(পবিত্র কুরআনুল করীম ৩ঃ৬৪)

বাইবেলে উল্লিখিত এই চিরন্তন সত্যকে পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ কুরআনও নিশ্চিত করেছে- যার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ মানুষকে আদেশ করা হয়েছিল ঃ

একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। কিন্তু ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা *ওযাইরকে*, মরিয়ম পুত্র *ঈসাকে* এবং তাদের পন্ডিত-

www.pathagar.com

পুরোহিতদেরকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিল। *যে ব্যক্তি ইস্‌লামের দিকে আহূত হইয়াও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তাহার চাইতে যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।*

এরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত তো করেই না, বরং আল্লাহ্‌র আলো-একত্ববাদের ধর্মকেই, মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লহ্ আপন রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)কে হেদায়েতের উপকরণ ***কুরআন*** এবং সত্যধর্ম ***ইসলাম*** সহকারে প্রেরণ করেছেন, আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই সত্যধর্মকে অপরাপর সকল মিথ্যা ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবেন, তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। (কুরআন ৯ ঃ ৩০-৩৩ এবং ৬১ ঃ ৭-৯ দ্রষ্টব্য, আরও দেখুন কুরআন ৭ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩)

আল্লাহ্ বলছেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনি বিশ্ববাসীকে *বলুন, সত্য* [সনাতন ধর্ম] *এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।*

(কুরআনুল করীম ১৭ ঃ ৮১)

অতএব, বর্তমান (পৌলিয়) খ্রীষ্টধর্ম বিকৃত এবং সেন্ট পৌলের দাবী মিথ্যা। যীশু খ্রীষ্ট খোদা বা উপাস্য নন। বাইবেলের প্রচার অনুসারেই

খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নাই। (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১২ ঃ ৩২)

বলাবাহুল্য এই বাক্যটি ইসলামের মূল কলেমা- ***লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্***"-এর বংগানুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আছে কোন সরল ও নিরপেক্ষ গ্রন্থধারী ? এক খোদার নিকটে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর অনুগত হয়ে ইহকালে *পবিত্র ও আনন্দময় জীবন* এবং পরকালে বেহেশ্‌ত অর্জন করে ?

(৩) বাইবেলের মধ্যে ইসলামের পবিত্র বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র অর্থ অদ্যাবধিও বিদ্যমান আছে

আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতি ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু;

(পবিত্র বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৪)

হযরত ঈসা (আঃ) কেবল মূসা (আঃ)-এর বাণীরই পুনরুক্তি করে বললেন ঃ

সকল আজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি হইল এই যে, হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; (ঐ, মার্ক ১২ ঃ ২৯)

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আদেশ করলেন ঃ

আপনি বলিয়া দিন, আমি ত তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট কেবল এই ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ হইতেছেন একই মা'বুদ।

(নূরানী কুরআন শরীফ ১৮ ঃ ১১০)

www.pathagar.com

যীশুর উত্তর শুনে *ধর্মগুরু তাঁহাকে বলিলেন, 'বেশ, গুরু; আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, 'তিনি এক, তিনি ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নাই'*।

(ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম, মার্ক ১২ ঃ ৩২)

যীশুর উত্তর শুনে সেই আলেম বললেন, *হুজুর, খুব ভাল কথা, আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন যে, খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নাই*।

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১২ ঃ ৩২)

মার্ক (১২ঃ৩২)-এর নীচে রেখা টানা বাক্যাংশ আর কিছুই নয়, বরং আরবীতে অবিকল- *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্*।

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

(কুরআনুল করীম, ৫৯ ঃ ২৩)

আর এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই.....।

(ঐ, ৩ ঃ ৬২, আরও দেখুন কুরআন ২ ঃ ১৬৩)।

ভাষান্তরিত করলে, নীচে রেখা টানা বাক্যাংশের আরবী অনুবাদ হয়

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

ইহাই হল ইসলামের সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম পবিত্র বাক্য- কলেমায়ে তাইয়েবা। ইহাই ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি (বুনিয়াদ), আর ইসলামের ভিত্তি স্বরূপ- অপর পাঁচটি বিশ্বাসের (২৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন) মূল, পূর্ব পৃষ্ঠায় মার্ক (১২ঃ২৯)তে, ঈসা (আঃ)-এর ভাষায়, *সকল আজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি*। কেউ যখন এই কলেমা মুখে স্বীকার করে নেয় এবং মনে- প্রাণে বিশ্বাস করে, তখন সে সকল মিথ্যা খোদাকে বাদ দিয়ে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও দাসত্ব করার প্রতিশ্রুতি দান করে। একেই বলে ইসলাম।

'সালাম' শব্দের বাচনিক অর্থ শান্তি, প্রশান্তি ও নিরাপত্তা। 'আসলামা' শব্দের অর্থ- আত্মসমর্পণ করল, আর ইসলামের পরিভাষায় 'আসলামা' অর্থ আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করল ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পূর্নভাবে মেনে চলল। অতএব *ইসলাম* বলতে (উভয় অর্থের সমন্বয়ে) বুঝায় ঃ

আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের পূর্ণ আনুগত্যের স্বাভাবিক ফল হয় ইহ-পারলৌকিক শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ।

শান্তি দুনিয়ার সকল মানুষেরই একমাত্র কাম্য- তবে তাদের অধিকাংশই শান্তি কাকে বলে জানে না, শান্তি অর্জনের রাস্তা চিনে না।দিলের আনন্দ ও প্রশান্তিকেই শান্তি বলা হয় আর, একমাত্র ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলার দ্বারাই শান্তি অর্জন করা সম্ভব।

www.pathagar.com

যিরমিয় (২৮ ঃ ৯) নবী বলেছেন ঃ *যে নবী শান্তির ভাববাণী বলে* [ইসলাম প্রচার করে] *এবং তাঁহার বাক্য সফল হয়* তিনিই প্রকৃত নবী।

সুধী পাঠক-পাঠিকারা ! আপনারা যদি উপরে উল্লিখিত মার্ক (১২ঃ৩২)কে কুরআন (৫৯ ঃ ২৩)-এর সাথে তুলনা করেন, তবে নীচে রেখা টানা বাক্যাংশের মধ্যে কোনই পার্থক্য পাবেন না।

পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য অনুসারে আদম (আঃ) হতে আরম্ভ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে প্রত্যেক নবী-ই এই ধর্ম-ইসলাম এবং ইহার মূল কালিমা ***লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্*** নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন (১১ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। যেমন হযরত নূহ, হুদ, ছালেহ (তাঁদের সকলের উপরে শান্তি বর্ষিত হউক) প্রমুখ নবীরা এসে আপন আপন জাতিকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিতেন এই বলে ঃ

হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।

তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নাই। (কুরআন ৭ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩)

তবে যেখানে যখন কোন নবী এই কলেমা নিয়ে আগমন করতেন, তাঁর 'নাম' এবং 'উপাধি' এর সাথে জুড়ে দেয়া হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ হযরত আদম (আঃ) এর সময় এই কলেমার রূপ ছিল ঃ

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদম ছাফিউল্লাহ্

আমাদের আদি পিতার নাম হল 'আদম' আর তাঁর উপাধি ছিল 'ছাফিউল্লাহ্'

আল্লাহ্ তাআলা যখন নুহ (আঃ) কে এই কলেমা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, তখন ইহা ছিল ***লা- ইলাহা ইলাল্লাহু নুহ্ নাবিউল্লাহ্***

ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় এই কলেমা ছিল-

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহীম খালিলুল্লাহ্

যখন মূসা (আঃ) ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের নিকট নবী হয়ে আগমন করলেন,

তখন এই কলেমা তাইয়েবা ছিল নিম্নরূপ ঃ

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মূসা কালিমুল্লাহ্

একইরূপে যখন ঈসা (আঃ) তাঁর জাতি বনী-ইস্রাঈলের নিকটে এই মৌলিক কলেমা নিয়ে আগমন করলেন, তখন ইহার রূপ ছিল ঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ্

অবশেষে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন সার্বজনিন শরীয়ত নিয়ে বিশ্ববাসীর দুয়ারে এসে হাজির হলেন, তখন এই কলেমার রূপ হল ঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

www.pathagar.com

অতএব বাইবেল ও কুরআনের সাক্ষ্য হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একত্ববাদের ভিত্তিতে, মূসা (আঃ), ঈসা(আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ) সহ অন্যান্য নবীদের প্রচারিত ধর্মের মূল বিষয়গুলো ও মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে কোনই পার্থক্য, অনৈক্য বা অমিল ছিল না অর্থাৎ তঁদের ধর্ম ছিল একই, আর উহা হল ইসলাম। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই ধর্মই নির্ধারিত করিয়াছেন, নূহকে তিনি যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং যাহা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছি, আর আমি ইব্‌রাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, এই ধর্মকে কায়েম রাখিও এবং ইহাতে কোন বিভেদ সৃষ্টি করিও না;' মুশরিকদের নিকট সেই (একত্ববাদের) বিষয়টি বড়ই গুরুভার মনে হয়- যাহার প্রতি আপনি তাহাদিগকে আহব্বান করিতেছেন..... (নূরানী কুরআন শরীফ, ৪২ ঃ ১৩)

কোন সম্রাট নিজ রাজত্বে অন্য কারো রাজবিধি চলতে দেন না। নিজেও তাঁর শাহী ফরমানের পাশাপাশি অনুরূপ কোন সংবিধান বা শাসনতন্ত্র জারি করেন না। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজন। এর যাবতীয় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক তিনিই। তবে তাঁর সাম্রাজ্যে তাঁর অংশীদারদের (?) সংবিধান তথা বতিল ধর্ম চলতে দিবেন কোন যুক্তিতে ? আর তাঁর সংবিধান, তার নিকট *গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম* (দেখুন কুরআন ৩ ঃ ১৯, ৮৩, ৮৫)-এর পাশাপাশি খ্রীষ্টধর্ম, ইয়াহুদীধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি ধর্ম চালু করারই বা কি প্রয়োজন তাঁর ? আমাদের স্রষ্টা যেমন এক এবং চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, মানব জাতির জন্য তাঁর' দেওয়া আশীর্বাদ- ধর্মও তেমনি এক এবং অপরিবর্তনীয়। এই ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ

শুধুমাত্র সত্য (ধর্মের অনুসরণ)ই অনন্ত জীবনে ফলদায়ক হয়। আল্লাহ্ এক (অদ্বিতীয়), সত্য এক, যার অর্থ এই যে, ধর্ম (মতবাদ) এক এবং ধর্ম (মতবাদ) এর অর্থও এক, অতএব ধর্মীয় বিশ্বাসও এক। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে যদি মূসার [উপর অবতারিত] *গ্রন্থ হতে সত্যকে মুছে ফেলা না হত আল্লাহ্ আমাদের পিতৃপুরুষ দাউদকে দ্বিতীয় গ্রন্থ* [যবুর] *দান করতেন না। আর যদি দাউদের* [উপর অবতারিত] *গ্রন্থ দুষিত করা না হয়ে যেত আল্লাহ্ আলেখ্য (ইঞ্জিল)-এর দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করতেন না। এর কারণ এই যে আমাদের প্রভু আল্লাহ্ চিরন্তন (একমেবদ্বিতীয়ম, অনাদি- অনন্ত, চিরস্থায়ী) এবং সমস্ত মানব জাতিকে তিনি একই বাণী প্রেরণ করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ[৪৩] যখন আসবেন তিনি, অবিশ্বাসীরা যেই সব জিনিস দ্বারা আমার গ্রন্থকে দুষিত করবে, সেই সকল বিদূরিত করতেই আসবেন।* (বার্ণবালিখিত সুসমাচার, ১২৪ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

এ কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) জানতেন যে তাঁর পরে *আল্লাহ্‌র আর একজন প্রেরিত পুরুষ* আসবেন এবং তিনি আরো জানতেন যে, তাঁর পরে লোকেরা তাঁর ইঞ্জিলে নতুন নতুন জিনিস সন্নিবেশ করে তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বিকৃত করবে।

অতএব ইস্‌লাম সর্বকালের জন্য মানবজাতির এক অভিন্ন ধর্ম। যখনই দুনিয়ার যেখানেই কোন নবী এসেছেন, এই ইস্‌লাম নিয়েই এসেছেন। ইস্‌লামের মৌলিক বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তি ছয়টি। যেমন-

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস করা অর্থাৎ বিশ্বাস করা যে *আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই*।

ফেরেশতাদের প্রতি, ঐশী গ্রন্থসমূহের প্রতি, সকল নবী ও রসূলের প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (কুরআন ৪ ঃ ১৩৬ দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ্‌ তাআলা মানবজাতির হেদায়তের জন্য যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে এই ইসলাম প্রেরণ করতেন। কোন নবী চলে যাওয়ার পরে মানুষের হস্তক্ষেপে উহা বিকৃত হত। পরবর্তী নবী এসে একই ধর্ম পুনর্বার মানুষকে জ্ঞাত করতেন, উহাকে শক্তিশালী করতেন এবং শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কর্তৃক আমদানী করা মিথ্যা বিষয়বস্তুগুলোর সংশোধন করতেন; আর মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস করতে ও তাঁর ইবাদত করতে নির্দেশ দিতেন, তাঁর পূর্বের ও পরের নবীদের সত্যতা ও নবুয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস করতেন এবং অনুসারীদেরকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যেতেন।

অতএব কোন নবী বা রসূলের অনুসারীদের জন্য জরুরী ছিল, তাদের নবীর পূর্বে ও পরে আগত নবীদের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁদের প্রচারিত ধর্মেও বিশ্বাস করা; কারণ তাঁদের প্রচারিত ধর্ম তো ছিল একই এবং ধর্মের উৎসও ছিল একই অর্থাৎ আল্লাহ্‌ রাববুল আ'লামীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কেই ধরা যাক। মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) ইসলামের একই বার্তা (The Message of Islam) নিজ নিজ জাতির নিকটে বলেছিলেন।

ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র ফরমান *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ্‌* – নিয়ে তাঁর জাতি ইয়াহুদীদের নিকটে আসলেন, তাঁর ধর্মে বিশ্বাসীদের কর্তব্য ছিল মূসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মেও বিশ্বাস করা, আর মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের জন্যও জরুরী ছিল এই নতুন নবীর সত্যতা ও নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কিন্তু বাস্তবে তারা তা করল না। (অবশ্য উভয় নবীর মুষ্টিমেয় খাঁটি অনুসারীদের ব্যাপারে ছিল ব্যতিক্রম)। ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ)-এর নবুয়ত ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করল। যেমন ইউহোন্না (১ ঃ ১১) বলেছেনঃ *তিনি নিজের দেশে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের লোকেরাই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না।*

৪৩। আমরা বিশ্বাস করি,- *আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ আসবেন* বলতে এখানে ঈসা (আঃ)-এর পরে আগত নবী মুহাম্মাদ (সঃ) কে-ই বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ)-এর অনুসরণের দাবীদাররাও মুসা (আঃ)-এর ধর্মে অবিশ্বাস করল। কুরআনের ভাষায় ঃ

ইহুদীরা বলে, খ্রীষ্টানরা কোন [ধর্মীয়] *ভিত্তির উপরেই নয় খ্রীষ্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরই নয়* .....। (পবিত্র কুরআনুল করীম ২ ঃ ১১৩)

ইয়াহুদীদের কর্তৃক যীশুকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থই হল তাঁর পুর্বের সকল নবীদের উপর অবতীর্ণ ঐশীবাণীসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা অর্থাৎ মোটের উপর মানব জাতির নিকটে প্রেরিত আল্লাহ্‌র শাহী ফরমানকেই প্রত্যাখ্যান করা। সুতরাং এ প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতেই আর বিশ্বাসী থাকল না, অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহী প্রমাণিত হল।

ইয়াহুদীরা কর্তৃক ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করায় অন্য আর একটি ধর্মের উদ্ভাবন হল, উদ্ভাবনকারীরা যীশু খ্রীষ্টের নামানুসারে এর নাম রাখল *খ্রীষ্টধর্ম* এবং খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা নিজেরাই নিজেদিগকে *খ্রীষ্টান* নামে অভিহিত করল।

ঈসা (আঃ)-এর উর্ধে আরোহণের প্রায় ১৫ বছর পরে ***আন্তিয়খিয়াতেই মসীহের উম্মতদের 'খ্রীষ্টিয়ান' নামে প্রথম ডাকা হইল*** (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১১ঃ ২৬)।

আল্লাহ্ পাক অথবা তাঁর নবী ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মৎকে *খ্রীষ্টিয়ান* নামে ডাকেন নি। আল্লাহ্ খ্রীষ্টানদের মিথ্যা দাবীকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন ঃ

যাহারা বলে, আমরা খ্রীষ্টান..... (দেখুন কুরআন ৫ঃ১৪)

সুতরাং 'খ্রীষ্টান' 'খ্রীষ্টধর্ম' ইত্যাদি ছিল উদ্ভাবনকারীদের মনগড়া আবিষ্কার, আল্লাহ্‌র মনোনীত নয়। যীশুর প্রকৃত সাহাবারা নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবী করতেন (দেখুন কুরআন ৩ঃ ৫২ এবং ৫ঃ ১১১-এর আরবী পাঠ)।

তখনকার মানুষ, ঈসা (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর প্রকৃত ধর্ম 'ইসলাম' মেনে চললে ইয়াহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি নতুন নতুন ধর্মের উদ্ভাবন হত না।

অতঃপর আল্লাহ্ যখন মুহাম্মাদ (সঃ) কে সর্বশেষ নবী ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠালেন, তিনি একই ধর্ম ইসলাম বিশ্বের সকল মানুষের নিকটে প্রচার করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ

হে বিশ্বের মানুষ ! বল ঃ লা- ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল তাঁকে গ্রহন করে নেয়া এবং তাঁর অনুসরণ করা। কারণ তিনি পূববর্তী নবীদেরই প্রচারিত ধর্ম *'ইসলাম'* এবং পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেরই সার- সংক্ষেপ বহনকারী *'কুরআন'* নিয়ে এসছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ খ্রীষ্টান-ইয়াহুদীই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিল না। ফলে তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেই অবিশ্বাসী সাব্যস্ত হল, আল্লাহ্‌র বিধান অমান্যকারী ও তাঁর প্রতি বিদ্রোহী গণ্য হল।

অনেকেই মনে করে- ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে দৃঢ়পদ থাকলে পরকালে মুক্তি পাবে। তাদের এরূপ ধারণা ভুল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ধর্মদ্রোহীদের

www.pathagar.com

সাথে এরূপ কোন চুক্তি করেননি , করার প্রয়োজনও নেই যে, *তোমরা আমার বিধান কতককে বিশ্বাস করবে কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করবে'।* (কুরআনুল করীম ৪ ঃ ১৫০)

তবুও তোমাদের মুক্তি দিব ? তিনি তো বরং বলেছেন ঃ

..... তোমরা পরিপূর্ণভবে ইস্‌লামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না .....। (ঐ, ২ঃ২০৮)

অতএব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আনীত ধর্ম ইসলামে অবিশ্বাস করা তো দুরের কথা, যে কোন ধর্মের যে কোন ব্যক্তি ইসলামের যে কোন একটি মূলনীতিকে অস্বীকার করবে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী ও নবীদের শত্রু বলে গণ্য হবে।

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য- আর তা হল -যদিও সকল নবীর প্রচারিত ধর্মের মূলনীতি ছিল এক ও অভিন্ন কিন্ত তাঁদের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন; বিভিন্ন নবীদের ধর্মপালনের পদ্ধতি ও ধর্মাচরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে ছিল পার্থক্য যেমনঃ আল্লাহ্ বলছেন ঃ

..... আমি তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি .....। (কুরআনুল করীম ৫ঃ ৪৮)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একজন সাহাবা আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেনঃ

নবীদের পরস্পর সম্পর্ক ঐ ভ্রাতৃবৃন্দের সম্পর্কের ন্যায় যাদের পিতা একজন এবং মাতা ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ নবীদের প্রচারিত ধর্মের মূল বিশ্বাস একই অথচ শরীয়ত অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন ভিন্ন। (বুখারী শরীফ, বাংলা অনুবাদ, হাদীস নং ১৬৫৫)

উল্লেখ্য যে, কলেমা তাইয়েবা এই ব্যাপক অর্থের প্রতিই অংগুলি নির্দেশ করে যে, এর প্রথম অংশ *লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ* হল কোন নবীর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম (একত্ববাদ- এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা) আর দ্বিতীয় অংশ হল ঐ নবীর শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা।

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের স্বভাব ও মনমেজাযেরও পরিবর্তন হয়। তাই সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন প্রত্যেক উম্মতের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন শরীয়ত প্রেরণ করতেন অর্থাৎ ধর্মের শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিতেন। যেমনঃ

– আদম (আঃ)-এর শরীয়তে সহোদর ভগ্নী বিবাহ করা ছিল বৈধ, কিন্তু পরবর্তী নবীদের শরীয়তে উহাকে ঘোষণা করা হয়েছিল অবৈধ।

– মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে উটের গোস্ত ও চর্বি ছিল হারাম (দেখুন লেবীয় পুস্তক ৩ঃ১৭) এবং শনিবারের দিন শিকার করাও ছিল হারাম, কিন্তু ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শরীয়তে এইগুলোকে করা হল হালাল;

www.pathagar.com

– প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই নামায পড়ার আদেশ ছিল, যেমন দানিয়েল নবী যেরুজালেমের দিকে মুখ করে দিনের মধ্যে তিন বার নামায আদায় করতেন (দানিয়েল ৬ ঃ ১০-১১ দ্রষ্টব্য), কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সহিত আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে শেষ নবীর শরীয়তে।

এখন একমাত্র মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম 'ইসলাম' এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোন ***ধর্ম ও শরীয়তে মুক্তি নেই***।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারিত ধর্ম ইসলাম একই রয়েছে, অথচ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিশ্বজনীন শরীয়ত দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবীদের সমস্ত শরীয়ত বাতিল, অকেজো হয়ে গিয়েছে। তবে ইহাও সত্য যে বিশ্ব-নবীর শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বর্তমান যুগ উপযোগী এই পরিপূর্ণ শরীয়ত (জীবন বিধান) কে বাদ দিয়ে পূর্ববর্তী নবীদের অসম্পূর্ণ শরীয়তের অনুসরণ করার কোন অর্থই থাকতে পারে না। বিশ্বনবীর শরীয়তের অনুসরণ করা ব্যতীত মুক্তি পাওয়ার দ্বিতীয় আর কোন রাস্তা নেই।

পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসরণের এক দাবীদার, মদিনার উপকণ্ঠে ওহুদ হাসপাতালে কর্মরত বর্ণ অ্যাগেন খ্রীষ্টান, মিষ্টার কারলোর্স বিতর্ককালে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

আমি ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস করি। ফেরেশ্‌তাসমূহ, পূর্ববতী ধর্মগ্রন্থ ও নবীদের উপর বিশ্বাসের ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত। আমরা, খ্রীষ্টানরা, পরকালেও বিশ্বাস করি। আমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলে খ্রীষ্টানদের মধ্যে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। আমি সৎকর্ম করি। শুধুমাত্র আপনাদের নবী মুহাম্মাদের অনুসরণ না করলে মুক্তি পাবনা, এটা কেমন কথা ?

চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (সাঃ) নিজেই এ জটিল প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছেন ঃ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে তিনি বলেছেনঃ

আজ যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরো গত্যান্তর ছিল না।

অন্য এক হাদীসে বলেছেন ঃ

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন, নবুয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন।

দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে বেহেশতের নিশ্চয়তা গ্রহণ করার শর্তে আছে কি কোন সরল, নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল, ঈসা-মূসা (আঃ)-এর অনুসরণের দাবীদার, যে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে মনে-মুখে বলে ঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ?

www.pathagar.com

৪। আল্লাহ্ সব কিছুকেই সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য

আল্লাহ্ অবাধ্য মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন ঃ হে মানুষ, আমার দানকে স্মরণ কর। তুমি এককালে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। আমি তোমাকে এক মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি। তুমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলে, আমি তোমাকে আহার দিয়েছিলাম। তুমি দুনিয়াতে আসার পূর্বেই আমি তোমার মায়ের স্তনে তোমার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। অতঃপর তোমার যখন শক্ত খানা-খাবারের প্রয়োজন হয়েছে, আমি তোমার দাঁত সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি চাওনি, আমি নিজ কৃপায় তোমার চলার জন্য দু'খানা পা দিয়েছি, ধরার জন্য দু'খানা হাত দিয়েছি, দেখার জন্য চক্ষু দিয়েছি, শোনার জন্য কান দিয়েছি, চিন্তাশক্তির জন্য মস্তিষ্ক দান করেছি। আরও কত কিছু, বান্দা! আমি-তোমাকে দিয়েছি। এগুলোর মালিক তুমি নও, আমি কিছুদিনের জন্য তোমাকে দান করেছি, আবার ফেরৎ নিব। মৃত্যুর পূর্বেই তোমার দাঁত পড়বে, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হবে, শ্রবণ শক্তি হ্রাস পাবে (কুরআন ৭৬ ঃ ১-২, ১৬ ঃ ৭৮; ৭৬ ঃ ২, ৬৭ ঃ ২৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ্ কত প্রীতিপূর্ণভাবে দরদের সাথে মানুষকে আরও সাবধান করে দিয়েছেন ঃ

হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

(পবিত্র কুরআনুল করীম, ৮২ ঃ ৬-৮)

মানুষের নিজের অস্তিত্বই একটি ক্ষুদ্র জগত। মানুষের এক একটি অংগের প্রতি লক্ষ্য করলেই বিশ্বশিল্পীর অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা, তার হৃদয়, পাকস্থলী, তার শরীরের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ, তার প্রতিটি শিরা-উপশিরা মহান আল্লাহ্র অগনিত নেয়ামতের, অসীম কুদ্‌রত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্রের সাক্ষ্য বহন করে। এদের প্রত্যেকটি যেন তার কুদ্‌রতের এক একটি পুস্তক।

এমন পরম দয়ালু আল্লাহর আনুগত্য (ইবাদত) করা ছেড়ে দিয়ে হতভাগা মানুষ কিভাবে খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, রাম, পরামাত্মা, বুদ্ধদেব, দেব-দেবী, ভন্ডপীর প্রভৃতি মেকী খোদার উপাসনা করে জীবন বরবাদ করছে!

আল্লাহ্ মানুষকে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

www.pathagar.com

তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন।..... যদি আল্লাহ্র নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।

(ঐ, ১৪ ঃ ৩২-৩৪)

(ক) সূর্য মানুষের উপাস্য নয়, বরং সেবক

যুগ যুগ ধরে অনেক অজ্ঞ মানুষ সূর্যকে তাদের উপাস্য- দেবতা (প্রভু) বলে বিশ্বাস করে আসছে, অথচ ইসলাম বলে-উহা মানুষের প্রভু নয় বরং তার সেবক। এখানে প্রশ্ন হতে পারে-আল্লাহ্ পাকের এত বড় একটা সৃষ্টি কিভাবে মানুষের সেবক হতে পারে ? বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা হতে এ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর পাওয়া যায় ঃ

সূর্যটি পৃথিবী হতে তের লক্ষগুণ বড় এবং নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। [এক আশ্চর্য উপায়ে এই সূর্যকে আল্লাহ্ পাক মানুষের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন।]

সূর্যের অন্তঃস্থলের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই প্রচন্ড তাপে সূর্যের হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ায় সূর্যের অভ্যন্তরে প্রচন্ড উত্তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ রূপে সূর্য আভ্যন্তরিক দহন-ক্রিয়ার দরুন অনবরত উজ্জ্বল থাকে। এর প্রচন্ড আলোর বিচ্ছুরণ সুর্য হতে বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের আলো ও তাপই পৃথিবীকে বাসযোগ্য বানিয়েছে। সূর্যের বিশাল কর্মশক্তি (Energy) হতে দুইশত বিশ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ মাটির পৃথিবীতে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর ভাগে প্রাপ্ত কর্মশক্তির পরিমাণ প্রতিবর্গ মাইলে চল্লিশ লক্ষ অশ্বশক্তি (Horse-Power)-এর সমান।পারমাণবিক শক্তি, তেজস্ক্রিয়তা (Radio-activity) এবং চন্দ্রের কারণে জোয়ার ভাটার শক্তি ছাড়া, আগুন, পানি, বাতাস, জ্বালানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির আকারে ব্যবহৃত বাকী সমস্ত শক্তিরই উৎস একমাত্র সূর্য। সৌর শক্তি ছাড়া পৃথিবীতে কল-কারাখানা, যানবাহন, রেডিও-টেলিভিশন কিছুই চলতে পারত না।

(এন্সাইক্লোপেডিয়া বৃট্যানিকা, ভলিউম ১৭, পৃঃ ৭৮৯, ১৯৭৪, সূর্যের প্রসংগ দ্রষ্টব্য)

সূর্যের কারণে দুনিয়াতে বায়ুমন্ডল প্রবাহিত হয়। জল ভাগের গরম বাতাস হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়, স্থলভাগ হতে ঠান্ডা বাতাস জলভাগের ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করে।

www.pathagar.com

এভাবে পৃথিবীতে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। আর *যে পানি দ্বারা আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন* (কুঃ ২১ঃ ৩০), এই পানিও প্রবাহিত হয় সূর্যের কারণে। সূর্যের তাপ সাগরের পানির উপর পড়ে। ফলে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে বাতাসের সাথে উপরে উঠে যায়। বায়ুপ্রবাহ এই হাল্কা বাষ্পগুলোকে স্থলভাগের দিকে নিয়ে যায়। উপরের তাপমাত্রা কম হওয়ায় বাষ্প ঘণীভূত হয়ে মেঘের আকার ধারণ করে। অতঃপর বড় বড় ফোটায় পরিণত হয় এবং আপন ভারে বৃষ্টির আকারে মাটিতে নেমে আসে। বৃষ্টির পানিতে পৃথিবীতে গাছ-পালা, তরু-লতা ও উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উহারা ফুলে ফলে ভরে উঠে।

অন্যদিকে সূর্যের কিরণ যখন গাছের উপরে পড়ে, গাছের পাতা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে। এই অক্সিজেন বাতাসে অবস্থিত পূর্বের অক্সিজেনের সাথে মিশে মানুষ, পশুপাখী ও জীবজন্তুর বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। বাতাসের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন থাকে। ইহা মানুষের নিশ্বাসের সাথে ফুসফুসের বায়ু থলিতে গিয়ে পৌঁছে। বায়ু থলি উহাকে ছেকে রক্তের সাথে মিশিয়ে দেয়। অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্য হতে প্রয়োজনীয় শক্তি ও উত্তাপ আহরণে শারীরিক প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। অক্সিজেন আরো অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া করতে সাহায্য করে। এই শক্তি ও উত্তাপ ব্যতীত জীবন ধারণ সম্ভব নয়, অর্থাৎ রক্তে অক্সিজেনের সরবরাহ না থাকলে দুনিয়াতে জীবনের অস্তিত্বই লোপ পেত।

এভাবে সূর্য অবিরত মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থেকে এর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

(হে মানুষ) *তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ?.....*

(পবিত্র কুরআনুল করীম, ৩১ঃ ২০, আরও দেখুন ২ ঃ ২৯)

সুধী পাঠক-পাঠিকা! *নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য* সব কিছুকেই যে আল্লাহ্ আপনার সেবায় ও কল্যাণে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে আপনার অনুগত করে দিলেন, আপনি কি সেই আল্লাহর অনুগত হবেন না ? সেই আল্লাহ্ আপনাকে কেন সৃষ্টি করলেন, তার উদ্দেশ্য কি- কোন দিন কি চিন্তা করেছেন ?

আল্লাহ্ আরও বলছেন ঃ *মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আংগুর, শাক-সব্জী, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।* (ঐ, ৮০ ঃ ২৪-৩২)

www.pathagar.com

(খ) মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

অর্থাৎ আল্লাহ্ (সংক্ষেপে) বলছেনঃ নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুকেই আমি সৃষ্টি করেছি, হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, তোমাদের কল্যাণের জন্য এবং সব কিছুকেই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছি, কিন্তু (জেনে রাখ নর – নারী)

আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্যই।

(কুরআন ৫১ঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ্ মানুষকে তার ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন, এ আদেশ পালনের পরীক্ষায় কে পাশ করে আর কে ফেল করে-তার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন হায়াত ও মউতকে। অতঃপর তাকে ভাল ও মন্দ, বেহেশত ও দোযখের উভয় পথই দেখিয়ে দিয়েছেন, সাথে সাথে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। আর মউত এ পরীক্ষার শেষ ফল শোনায় (দেখুন কুরআন ৬৭ঃ ২ এবং ৭৬ ঃ ২-৩)। কাজেই মানুষের ইবাদত ফেরেশ্তাদের মত সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়।

আল্লাহ্ মানুষকে ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা বোঝার জন্য স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে আরো দিয়েছেন-চিন্তা করার ও কর্মের স্বাধীনতা, বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছার ক্ষমতা-উৎকৃষ্ট পথ বেছে নেয়ার যোগ্যতা। সুতরাং জন্মগত সূত্রে মানুষ সত্যের সন্ধান না পেলেও স্রষ্টাকে দোষ দিতে পারবে না। নিখিল বিশ্বের দিকে দিকে কুদরতের যে অসংখ্য নিদর্শন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ওরা একমাত্র বিশ্বশিল্পী আল্লাহর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কাজেই খোদাপ্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত যুক্তি-প্রমাণ খাটিয়ে মানুষ সত্য ধর্ম-ইসলামের সন্ধান পেতে পারে।

সাবালক হওয়ার পর হতে নিজের স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার জন্য তার বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল। মহান আল্লাহ কত দয়ালু, শুধু বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই মানুষকে ছেড়ে দেননি বরং তার সাথে স্বর্গীয় যোগাযোগ বজায় রেখেছেন, তার বিবেক-বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং কুরআন নাযিল করে ভাল-মন্দ পথ, বেহেস্ত- দোযখের রাস্তা, পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ কেন মানুষকে এরূপ বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন ? আলমারীতে সংরক্ষণ করার জন্য ? ব্যাঙ্কে জমা করার জন্য ? নাকি ইহ–পারলৌকিক কাজে খাটানোর জন্য ? আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে অলস মানুষকে সতর্ক করে দেন ঃ

- হে মানুষ ! তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেক খাটাও না ?

- তোমরা কি ভেবে দেখ না ?

www.pathagar.com

- তবুও তোমারা কি তা বুঝ না ?

- অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে ? তোমরা কি চিন্তা কর না ? ইত্যাদি

(দেখুন কুরআন ৬ঃ৩২, ৭ঃ১৬৯, ২১ঃ৬৭, ২৮ঃ৬০, ৫১ঃ২১)

প্রত্যেক মানুষেরই ভেবে দেখা উচিত ঃ-

(১) কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন ?

(২) তিনি কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন ? তার উদ্দেশ্য কি ?

(৩) আমি কোথায় যাব ? আমার পরিণতি কি ?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! খোদাপ্রদত্ত আপনার বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বলুন ঃ যে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন এবং এত কিছু নেয়ামত দান করলেন, বিনিময়ে তিনি কি কিছুই পেতে পারেন না কিংবা পেতে চান না ?

তবে কি মানুষ জন্ম গ্রহণ করবে, বড় হবে,'*ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিবে, পশুর মত পানাহার করিবে এবং মরিয়া দোযখে চলিয়া যাইবে ?* (দেখুন কুরআন ৪৭ঃ ১২ দ্রষ্টব্য)

ইহাই কি তার নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ? আপনার জুতা জোড়ার একটি উদেশ্য আছে (ইহা ঠান্ডা-গরম হতে, কাঁটা বিদ্ধ হওয়া হতে আপনার পা'কে রক্ষা করে) অথচ আপনার নিজের সৃষ্টির পিছনে বুঝি কোন উদ্দেশ্য নেই ? হয়তো উত্তর হবে "না" অথবা "আমি জানি না"।

একজন এসে আপনার দরজায় টোকা দিল। আপনি দরজা খুলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কাকে চান ? কি চান?'

সে উত্তর করল, 'আমি জানি না'। আপনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন 'তবে দরজায় টোকা দিলেন কেন ?' সে আবার বলল, ' আমি জানি না।'

নিশ্চয়ই এই ব্যক্তির মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে, সে পাগল। পাগল জানে না, সে কেন দরজায় টোকা দেয়, কেন কাঁদে, কেন হাসে। সে কাঁদে, সে হাসে, সে দৌড়ায় শুধু শুধু। তার কাজের পিছনে কোনই উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সে রকম হবে কেন ? যে ব্যক্তি জানে না তাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কর্তব্য কি-সে পাগল না হলেও বুদ্ধিমান নয়। ঐ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নিজের কর্তব্য জানে, পূর্ব হতে নক্শা (plan) করে এবং তদানুযায়ী কাজ করতে শুরু করে, এভাবে সে কৃতকার্য হয়, মন্‌জিলে মকসুদে পৌঁছে যায়।

অতএব বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হল ঃ- মহান আল্লাহর সৃষ্টিলীলা অবলোকন করা এবং তাঁর নির্দশনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা।

. - এইগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে চিনা এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; .

www.pathagar.com

- তাঁর অনুগত হওয়া অর্থাৎ তাঁর (রসূলের মাধ্যমে প্রাপ্ত) আদেশ-নিষেধ মেনে চলা যাকে ইবাদত বলা হয় ;

- আল্লাহর দান সমূহকে ভোগ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা;

- এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করা।

মানুষ আল্লাহর প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করলে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি নিজের রহমত বর্ষণ করবেন, তাকে দিবেন ইহকালে উৎকৃষ্ট জীবন আর পরকালে চিরশান্তির উৎকৃষ্ট বাসস্থান- বেহেশ্‌ত এবং এর চিরন্তন নেয়ামতসমূহ।

অধিকন্তু অন্যান্য সকল সৃষ্টি তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে (হাদীস কুদসী) কিন্তু হতভাগ্য অধিকাংশ মানুষই তা করে না।

যে আল্লাহ্ মানুষকে তার মায়ের গর্ভে থাকা হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিনামূল্যে এত কিছু নেয়ামত দান করেন, মানুষ এমন সর্বনাশা জীব যে, এমন দয়ালু প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন উপাস্য সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদত করে। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ২৩৯ পৃষ্ঠায় আয়াত (১৪ঃ ৩৪)-এ বলেছেন ঃ

নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (আরও দেখুন ৩৩ ঃ ৭২)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, ধরুন- নাফরমানরা আল্লাহ্‌র ইবাদত না করে কোনভাবে দুনিয়া হতে পাশ কেটে চলে গেল। কিন্তু কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ্ দাবি করে বসেন-'আমার দেয়া তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল্য দাও, সারা জীবন যত লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করেছে, যত টন পানি পান করেছে উহার দাম দাও। আমার সৃষ্টির সবকিছু হতে খেদমত নিয়েছ, তার মূল্য দাও'। বলুন তো, তখন কি উপায় হবে ?

সৃষ্টির সবকিছুই মানুষের সেবায় নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিক ঠিক মতই পালন করছে, কিন্তু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অধিকাংশ মানুষ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব যদি তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা না করে, অন্য সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে নিজেই নিজেকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করতঃ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়, তবে আল্লাহকে কেন দোষারোপ করবে ?

গাছে যদি ফল না ধরে, রোপণকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়, তবে গৃহস্থ যেমন উহাকে চুলায় দেয়, যে মানুষের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হবে তিনিও তেমনি ঐ ধরনের মানুষকে তাঁর চুলায় (দোযখে) নিক্ষেপ করবেন। কারণ তারা খোদাদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহারাম।

www.pathagar.com

৫। আল্লাহর দান উপভোগকারী অথচ তাঁর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানকারীরাই প্রকৃত আল্লাহদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক

প্রিয় পাঠক! এই জাগতিক দুনিয়ারও নিয়ম 'কিছু নিলে কিছু দিতে হয়'। যে মহা-মনিবের এতকিছু দান আপনি জীবনভর উপভোগ করলেন, বিনিময়ে তাকে কি কিছুই দিবেন না? যে ব্যক্তি আল্লাহকে কিছু দিল তো না-ই, বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিল-বলুন তো-এ ব্যক্তি কোন শ্রেণীর মানুষ, তার কী শাস্তি হওয়া উচিত ।

ধরুন, আপনি সরকারের বেতন ভোগ করেন, তার দেয়া সুসজ্জিত বাসায় বাস করেন, তার দেয়া সর্বোৎকৃষ্ট গাড়ি মার্সিডিস এবং এর জন্য নিয়োজিত ড্রাইবার নিয়ে ইচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান। এত সুবিধা পেয়েও আপনি সরকারের কর্তব্য কাজে ফাঁকি দেন এবং গোপনে রাষ্ট্রের শত্রুর গোয়েন্দাগিরির কাজ করেন। এখন আপনার বিবেকের নিকট প্রশ্ন করুন, আপনি কোন্ শ্রেণীর নাগরিক ? ধরা পড়লে আপনার শাস্তি কি হতে পারে ? কর্তব্যকাজে ফাঁকি দেয়ার অপরাধ হয়তো ক্ষমার্হ, কিন্তু গোয়েন্দাগিরির শাস্তি বড়ই মারাত্মক।

আসুন, আর একটু সহজ দৃষ্টান্তে যাই ঃ- ধরুন আপনার আদরের স্ত্রীকে আপনি প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দেন, তার চাহিদামত সব রকম সুযোগ সুবিধা দান করেন। এ অবস্থায় যদি সে তার অন্তরে আপনার পাশাপাশি আপনার শত্রু (এমন কি যে কোন আর একজন পুরুষ)-এর ভালবাসার স্থান দেয় এবং তার সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখে, আপনি যদি একজন শালীনতাপূর্ণ পুরুষ হন, তবে এ স্ত্রীর সাথে আপনি কিরূপ ব্যবহার করবেন ?

আল্লাহদ্রোহী (কাফের) ও অংশীবাদী (মোশরেক)

দুনিয়ার কোন রাজত্বে সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ যেমন রাজদ্রোহের অপরাধ, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ (কারণ ইহা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের গোড়ায় আঘাত করে), আল্লাহর রাজত্বে তেমনি অমার্জনীয় অপরাধ হল আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে তার সাথে অংশীদার স্থির করা, তার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করতঃ উহার উপাসনা করা। এর মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছুই হতে পারে না। ইহাই হল আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করা। অতএব যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ উপভোগ করে, অতঃপর তার অনুগত তো হয়-ই না বরং তার বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ পাককে, তাঁর সত্য সনাতন ধর্ম-ইসলামকে এবং তার অবতারিত গ্রন্থ কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, এরা সকলেই কাফের ও আল্লাহদ্রোহী। আর যারা আপন দয়ালু প্রভুকে অস্বীকার করে অন্য সৃষ্টির উপাসনা করে তারা মুশরিক এরাও আল্লাহদ্রোহী (কুরআন ৫ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭ দ্রষ্টব্য)। আরবী ভাষায় 'কুফর' শব্দের অর্থ

www.pathagar.com

কোন কিছুকে গোপন করা। যারা এহ্সানকারী (আল্লাহ)-এর এহ্সানকে গোপন করে, তাঁকে অস্বীকার করে, তারাই কাফের। শরীয়তের ভাষায়ঃ যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অস্বীকারকারীই কাফের। এই কাফের শুধু অবিশ্বাসী-ই নয়, সে অতি বড় বিশ্বাসঘাতক।

বিশ্বাসঘাতক

বিশ্বাসভাজন মনে করে, যার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় অথচ সে সেই আমানতের খেয়ানত করতঃ অবিশ্বাসের কাজ করে, সেই বিশ্বাসঘাতক।

মানুষের চোখ-কান, নাক-মুখ অন্তঃকরণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার জান-মাল তার সন্তান–সন্ততি ইত্যাদি তার নিজস্ব নয়। আল্লাহ এইগুলোকে কিছুদিনের জন্য মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন। তার বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এগুলোকে শরীয়তবিরোধী কাজে ব্যবহার করলে কৈফিয়ত দিতে হবে (কুরআন ১৭ঃ৩৬, ১০৩ঃ৭ দ্রষ্টব্য)।

যারা আল্লাহ পাকের বিধানের তোয়াক্কা করে না, এগুলোকে নিজেদের অধিকার মনে করে, আর ধর্ম ও শরীয়তবিরোধী কাজে, নিজেদের মর্জি মত ব্যবহার করতঃ আমানতের খেয়ানত করে, এরাই আল্লাহর আইনে বড় বিশ্বাসঘাতক।

অবিশ্বাসী, খোদাদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের ভেবে দেখা উচিত- তারা নিজেরাই নিজেদের জানকে সৃষ্টি করে নিয়েছে, না কি আল্লাহ্ উহাকে সৃষ্টি করেছেন ? তাদের হৃদপিন্ড-মস্তিষ্ক, তাদের জিহ্বা, তাদের চোখ-কান, নাক-মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্রষ্টা তারা নিজেরাই, না আল্লাহ তা'আলা ? আল্লাহদ্রোহীরা কেন চিন্তা করে না ? মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর অগনিত দানের দৃশ্যাবলী, তাঁর শাস্তির ভয়াবহতা প্রভৃতি অবলোকন করা সত্ত্বেও কিভাবে তারা নিজ নিজ কুফরী, শিরক ও মোনাফেকীতে অনড় রয়েছে ? কেন তারা তাঁকে ভয় করে না ? কেন তাঁর দেয়া অমৃতকে প্রত্যাখ্যান করে ? তারা কেন নিজেদের সৃষ্টির মূল উৎসের সম্পর্কে ভেবে দেখে না ? কোথা হতে তার জড় দেহের সূচনা আর কোথায় তার পরিণতি ? এক ফোটা নোংরা পানি হতে মানুষের অস্তিত্বের সূচনা- আর কবরে কিটপতঙ্গের আহার তার পরিণতি। (কুরআন ২ ঃ ২৮, ৮৬ ঃ ৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

একজন আল্লাহ্দ্রোহী নিজে আল্লাহর অনুগত (মুসলমান) হতে চায় না, অথচ তার অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের সমস্তই মুসলমান। আগেই বলা হয়েছে- যে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর অনুগত হয়- সে-ই মুসলমান। মুসলমান দুই প্রকার ঃ (১) প্রকৃতিগত মুসলমান, আর (২) বিধানগত মুসলমান। মানুষ ও জ্বিন জাতি ব্যতীত আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির সকলেই প্রকৃতিগত মুসলমান। কারণ, তারা আবহমান কাল হতে খোদার নিকট

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করে খোদায়ী প্রকৃতির অনুগত হয়ে চলছে (কোরআন ৩ ঃ ৮৩, ৪১ঃ১১ দ্রষ্টব্য)। যেমন চন্দ্র-সূর্য পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে চলছে, নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছে। অন্যান্য সকল সৃষ্টিই স্রষ্টার অনুগত, তাঁর বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীনে চলছে। এ হিসেবে একজন অমুসলমানের মাথা, হৃদপিন্ড, চোখ-কান, নাক-মুখ জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই প্রকৃতিগত মুসলমান।

একজন আল্লাহদ্রোহী, যে মাথাকে জোর করে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সৃষ্টির সামনে নত করছে, স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলমান। যে হৃদয়ের মধ্যে সে মুর্খতাবশতঃ দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব, মেকী খোদার সম্মান, ভগবানের ভালবাসা পোষণ করে, সেই হৃদয়ও জন্মগতভাবে মুসলমান কারণ হৃদপিন্ডের স্পন্দন আল্লাহ্র বিধানের অনুগত হয়েই চলছে।

স্রষ্টার দেয়া যে সুললিত, মনমাতানো কণ্ঠস্বর দিয়ে পুতুলনারী তার প্রতি অনুরাগী, আসক্তদের মনোরঞ্জন করার জন্য মেকী খোদার গান গায়, সে কণ্ঠস্বরও আল্লাহ্র বিধানের অনুগত হয়ে চলে, সেও প্রকৃতিগত মুসলমান। এই অমুসলমান আল্লাহদ্রোহীর মাথার চুল পাকে, তার দাঁত পড়ে, শরীরের চামড়া শিথিল হয় প্রকৃতির নিয়মেই, আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়েই।

এভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা সবই অন্যান্য সৃষ্টির মতই আল্লাহর চিরন্তন বিধানের অনুগত হয়ে চলছে। সুতরাং এরা সকলেই প্রকৃতিগত মুসলমান। অতএব যে কাফের, মুশরিক, পাপাচারী মুসলমান বা কমুনিষ্ট নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনে না, তাঁর ধর্ম-ইসলামকে ও তাঁর অনুগত বান্দা মুসলমানকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে উৎখাত করতে চায়, সেও কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রকৃতিগতভাবে প্রায় আধা-মুসলমান।

কিন্তু বিধানগত মুসলমান হওয়ার ভার আল্লাহ মানুষের নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে– তিনি তাকে পরীক্ষা করতে চান।

মানুষ খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে উৎকৃষ্ট ধর্ম বেছে নিবে, এবং স্রষ্টার অনুগত হয়ে বিধানগত মুসলমান হবে। এভাবে সে পরীক্ষায় পাশ করবে, আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আদি পিতার সেই বেহেশতে ফিরে যাবে। মানুষ পরীক্ষায় পাশ করলে আল্লাহর কোন লাভ নেই, আর সে বিদ্রোহী হলেও তাঁর কোন ক্ষতি নেই। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান। তাই কোন বান্দা তাঁর অনুগত হলে তিনি খুশী হন, বিনিময় স্বরূপ তাকে ইহ-পারলৌকিক অফুরন্ত নেয়ামত দান করেন। নমরুদ, সাদ্দাদ, কারূণ, ফিরআউন, আবু জেহেল, আবু লাহাব প্রমুখ আল্লাহ-দ্রোহী (কাফের) হয়ে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারেনি বরং নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ করে নিয়েছে। তারা সৃষ্টির অধম। অনন্তকাল তারা দোযখের আগুনে থাকবে। তাদের এবং তাদের

www.pathagar.com

অনুসারীদের উপর চিরকাল আল্লাহ পাকের অভিসম্পাত পড়তে থাকবে। দুনিয়ার মানুষও কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য অমঙ্গলের দোয়াই করতে থাকবে।

পক্ষান্তরে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ঈসা, মূসা, মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রমুখ নবী-রাসূল এবং তাঁদের খাঁটি অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রাজি ও সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা সৃষ্টির সেরা। তাঁদেরকে তিনি মহাপুরস্কার (নিজ সন্তুষ্টি) ও চূড়ান্ত নেয়ামত (বেহেশত)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা চিরকাল বেহেশতেই থাকবেন। কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ তাঁদের জন্য শান্তি ও রহমতের দোয়াই করতে থাকবেন। আসুন, আমরাও দু'আ করি *আল্লাহ্ পাকের অশেষ শান্তি, রহমত ও করুনা চিরকাল তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।*

যাহোক, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকৃতি হল মুসলিম প্রকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার বিধানের অনুগত হয়ে চলা। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ খোদায়ী-বিধানাবলী (শরীয়ত)-এর বিরুদ্ধে কাজে লাগায়, জোর করে অন্য সৃষ্টির উপাসনা করায়, তার মত জালেম ও বিশ্বাসঘাতক আর কে হতে পারে ? এরা এই জালেমের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবে।

৬। আল্লাহ-দ্রোহী-অবিশ্বাসীদের শেষ গন্তব্যস্থান দোযখ

যারা আল্লাহর বিধান তথা ইসলাম ধর্ম মানে না, মানুষের বিধান তথা মনগড়া ধর্মের অনুসরণ করে, তারা কাফের, অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ কখনই তাকে ক্ষমা করবেন না (কোরআন ৪ ঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য)। আল্লাহ বলেছেন ঃ

..... [ঈসা] *মসীহ্ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম.....।* (পবিত্র কুরআনুল করীম ৫ ঃ ৭২)

হিন্দু, বৌদ্ধ, বর্তমান ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রভৃতি মানব রচিত ধর্মের ভিত্তিই অংশীবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা কখনই বেহেশতে পৌছতে পারবে না। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তোষ্ট, তাদের বাসস্থান হবে দোযখে। ইসলামের পরিভাষায় এরা মোশরেক-অংশীবাদী ও কাফের।

এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে বিদ্রোহী-অবিশ্বাসীরা যখন পারলৌকিক দুনিয়ায় গিয়ে পৌছবে, তখন তাদের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গরাই রাজসাক্ষী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবে। তারা অভিযোগ করবে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! এই খোদাদ্রোহী তার বিদ্রোহের পথে জোর করে আমাদের নিকট হতে, তোমাকে ছাড়া, মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা আদায় করে নিয়েছে।' হাত কথা বলবে ঃ 'আল্লাহ' এই

www.pathagar.com

যালেম আমাকে দিয়ে মানুষ যবেহ করেছে, পর নারী স্পর্শ করেছে, ঘুষ নিয়েছে, মূর্তির গায়ে ফুল ছিটিয়েছে।' পায় সাক্ষ্য দিবে ঃ 'আল্লাহ্, আমি জানি আমাকে দিয়ে হেঁটে হেঁটে এই অপরাধী ঐ সমস্ত জায়গায় গিয়েছিল.....' ইত্যাদি।

(কুরআন ৪১ ঃ ২০-২২ এবং ৩৬ ঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য, আর দেখুন ২৪ ঃ ২৪)

তখন প্রকৃত বিচারক-আহ্কামুল হা-কিমীন মাজলুমের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে বিদ্রোহীকে দিবেন যন্ত্রণাদায়ক, অপমানকর শাস্তি। তিনি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঃ

একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত আল্লাহ্ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর দোযখের পথে।

(পবিত্র কুরআনুল করীম, ৩৭ ঃ ২২-২৩)

অবিশ্বাসীরা ঐ মছিবতের দিন আল্লাহ ব্যতীত তাদের মিথ্যা উপাস্যদের তরফ হতে সাহায্যের আশা করবে। তাই আল্লাহ বিদ্রোহীদের সাথে উহাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন। তবে নবীদের ব্যাপারে এই আদেশের ব্যতিক্রম হবে। ইয়াহুদীরা ওজায়ের (আঃ)কে এবং খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)কে নিজেদের উপাস্য মানত। তাদের পথভ্রষ্ট অনুসারীদের সাথে তাঁদের দোযখে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ তাঁরা ছিলেন সত্য নবী, আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা, আরও দেখুন, কুরআন (৩৭ ঃ ২৭-৩৩), কিয়ামতের দিন মিথ্যা উপাস্য ও তাদের উপাসকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি।

আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে পরকালে শাস্তির সতর্কবাণী অগ্রিম জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

তথায় [দোযখে] *তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন* [দোযখের] *অগ্নিতে তাদের মুখ মন্ডল ওলট পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম।* (ঐ, ৩৩ ঃ ৬৫-৬৬)

আল্লাহ বলছেন ঃ

(অথচ) *তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ* [মুহাম্মদ] *কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব ?* (ঐ, ৩৭ ঃ ৩৫-৩৭)

যে সমস্ত বকধার্মিক-ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও দলপতিরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে, আর যে সমস্ত ভন্ড শ্বেতাংগ ধর্ম প্রচারকরা গরীবের দোসর সেজে, লোভনীয় হাদিয়া-তোহফা উপহার দিয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে অধর্মের পথে নিয়ে যাচ্ছে, পথভ্রষ্ট অনুগামী অবিশ্বাসীরা তাদের বিরুদ্ধেও আল্লাহর নিকটে এই বলে অভিযোগ করবে ঃ

www.pathagar.com

.....হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা। তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। (ঐ, ৩৩ ঃ ৬৭-৬৮)

আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা যদিও আজীবন সৎ ও মহৎ কার্যাবলী করে থাকে, সৎ কাজের বিনিময় প্রদানকারী আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় এবং তাঁর প্রতি ভ্রান্ত ধারণার কারণে তাদের কৃত উৎকৃষ্ঠ কার্যাবলীর কোনই বিনিময় তারা পাবে না। আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পূর্বেই জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না, এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা।

(ঐ, ১৪ ঃ ১৮)

নাস্তিক-বিদ্রোহীদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত হল ছাঁইভস্মের মত। এর উপর দিয়ে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে এর প্রতিটি কণা বাতাসে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ফলে এগুলোকে একত্রিত করে আর কোন কাজে লাগানো যায় না। তদ্রূপ কাফেরদের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতঃ সৎ ও মহৎ দেখা গেলেও আল্লাহর কাছে এগুলো গ্রহণীয় নয়। বেহেশতে প্রবেশের জন্য কোন নেক আমলই তাদের থাকবে না। আপন সৃষ্টিকর্তাকে তারা রাজী-খুশী করেনি। তাই আল্লাহ, অবিশ্বাসী কাফের, খোদাদ্রোহী-মোনাফেক, মোশরেক-অংশীবাদী-সকলকে তাদের উপাস্য ও দলপতিদেরসহ অনন্তকালের জন্য চিরস্থায়ী দোযখের কঠিন আগুনের মধ্যে ফেলে দিবেন। তারা সেখানে সকলেই সকলকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অপরাধীরা যাদেরকে নিজেদের ত্রাণকর্তা–রক্ষাকর্তা বিশ্বাস করত আজ তাদেরকে নরকের মধ্যে দেখতে পেয়ে আরও নিরাশ হয়ে যাবে। সত্যকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে, উপলব্ধি করে, নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। তখন তারা আফসোস করতে থাকবে। তারা কোন উপায় না দেখে এবং ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বপ্রকারে অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি মিনতি করে বলতে থাকবে ঃ

..... হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদের [দুনিয়াতে] *পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। (এখন) আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।* (ঐ, ৩২ ঃ ১২)

তারা অনন্তকাল দোযখের মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের মৃত্যুও হবে না, তাদের হতে যন্ত্রণাময় ভীষণ ও কঠিন আযাবকে লাঘবও করা হবে না। অসহ্য অসহায় হয়ে ঃ *সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে* [এই দোযখ হতে], *আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব*

www.pathagar.com

না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব [কর্মফল] *আস্বাদন কর। জালেমের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।* (ঐ, ৩৫ ঃ ৩৭)

দুনিয়াতে আর ফিরে আসা যাবে না। সত্য ধর্মকে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ, কাকেও দ্বিতীয়বার সুযোগ দিবেন না। কারণ, আগেই যেমন বলা হয়েছে, তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্য যথেষ্ট জীবনকাল দিয়েছেন, আর নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জন্য যথেষ্ট বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধিও দান করেছেন। মানুষ সাবালক হওয়ার পর পরই নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে (আল্লাহ নাবালক ও পাগলের কোন হিসাব নিবেন না)। অধিকন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীদেরকে এবং তাদের প্রতিনিধি আলেমদেরকেও প্রেরণ করেছেন। যারা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে, প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে এবং নবী ও তাঁর প্রতিনিধিদের কথাবার্তা শুনে সত্য ধর্মকে বেছে নিতে পারে না, নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে না, তাদের মত হতভাগ্য আর কে হতে পারে ? কাজে কাজেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর অবিশ্বাসকারী ও তার সাথে অংশী স্থাপনকারী বন্ধুরা! সময় থাকতে চক্ষু খুলুন, বিবেক খাটান। কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন নিম্ন আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হলে সে জজ কোর্টে পুণর্বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ পায়। অতঃপর হাইকোর্টে, তারপর সুপ্রীমকোর্টে আপীল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টেও যদি হেরে যায় তবে সর্বোচ্চ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারে, কিন্তু খোদাদ্রোহী ব্যক্তি একবার পরকালের যাত্রার শুরুতে কবরের মামলায় হেরে গেলে আপীল করার আর কোনই সুযোগ পাবে না। দুনিয়ার মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা ইহজগতের সুখ উপভোগে ব্যস্ত, অদৃশ্য জগতের, অনন্তকালের মুক্তির বিষয়ে পরওয়াই করে না। পশুর মত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বাদ উপভোগেই এরা পড়ে থাকে। নিজের সৃষ্টিকে ভুলে থাকে কিন্তু আল্লাহর নিকটে ফিরে গিয়ে কি হবে–স্বর্গে যাবে না নরকে, এ বিষয়ে তাদের কোনই খবর নেই। অথচ পরকালের বিষয়টা, একটা অতি গুরুতর প্রসঙ্গ। এক ব্যক্তি নরকে যাবে, না তাকে স্বর্গে স্থান দেয়া হবে ইহা নির্ভর করে এই গুরুতর বিষয়ে তার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপরে।

www.pathagar.com

পারাপারের যাত্রার প্রস্তুতি

ভুলভ্রান্তি হতে অনুতপ্ত ও সংশোধন হওয়ার জন্য স্রষ্টা মানুষকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এ সুযোগে, ভুঁড়ি ভোজে পরিতৃপ্ত হয়ে হে পরপারের যাত্রী ! তুমি সুখ-নিদ্রায় বিভোর।

উঠ! হে পথিক! তোমার বোঝাকে হালকা কর, বন্ধুর দুর্গম গিরি পথে তোমার যাত্রা। হে প্রবাসী! প্রচুর পাথেয় অর্জন করে তুমি সঙ্গে নিও, তোমার ভ্রমণ অতি দূরে। সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত উৎকৃষ্ট কার্য কর, কেননা অন্তর্যামী তোমার পর্যবেক্ষক। খেলাধুলায়, অবহেলায়, গভীর নিদ্রায় এ সুযোগ হারাচ্ছ। উঠ! হে অপরিণামদর্শী মাঝি! তোমার তরনীকে মেরামত কর। তোমার গন্তব্যস্থল দূরে, বহু দূরে, ঢেউ খেলানো সুগভীর সাগর রয়েছে তোমার যাত্রা পথে, উত্তাল তরংগমালা অতিক্রম করে তোমাকে পরপারে পাড়ি জমাতে হবে। অকুল সাগরের মাঝ-পথে ঝড়-ঝঞ্ঝা শুরু হবে, পর্বত সদৃশ প্রচন্ড তরঙ্গের ঝাপটায় তোমার ভাংগা তরী ডুবে যাবে, আকাশে বজ্রধ্বনি কান ফাটাবে, বিদ্যুৎ চমকাতে থাকবে, চারদিক রাতের আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, সমুদ্রের অতল-স্পর্শ পানির মধ্যে তুমি হাবুডুবু খেতে থাকবে। বিরাট বিরাট জাহাজ অতিক্রম করবে কিন্তু তোমার মত অনাচারী প্রভুদ্রোহীর কেহ সহায়ক হবে না। তোমার সুসময়ের শুভাকাংখীদের সকলেই এ দুর্দিনে হারিয়ে যাবে। অসহায় নিরুপায় হয়ে এমন সংকটময় মুহূর্তে বৃথা অনুতাপ করবে, চিৎকার করে বক্ষ বিদীর্ণ করলেও কোন লাভ হবে না।

(আরও দেখুন বুরআন ২ ঃ ১৭-২০ এবং ২৪ ঃ ৩৯-৪০)

অতএব বন্ধুরা! সময় থাকতে সজাগ হও। অন্ধ-অনুকরণ ও অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার কর, মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি খাটাও। তোমার সম্প্রদায় তোমার সাথে কবরে যাবে না। সাম্প্রদায়িক তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও, মুক্তির রাস্তা ধর, সত্যকে গ্রহণ কর।

আল্লাহ বলছেন ঃ

যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, দোযখই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল ? (পবিত্র কুরআনুল করিম, ২৯ ঃ ৬৮)

www.pathagar.com

৭। দাওয়াত

(ক) আল্লাহ পাক বলছেন ঃ *হে মুসলমানরা! তোমরা বল---*

সত্যকে বেছে নিতে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহ সতর্ককারী নবীদেরকে পাঠাতেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরে এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার উম্মৎ মুসলমানদের উপরে। অবিশ্বাসীদেরকে চিরন্তন সত্য সনাতন ধর্ম-ইসলামের দিকে ডাকার জন্য তাই আল্লাহ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

[হে মুসলমানরা] *তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, সৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী* [মুসলমান]। *অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। আমরা আল্লাহর রং* [ধর্ম] *গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং-এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি।*

(পবিত্র কুরআনুল করিম ২ ঃ ১৩৬-১৩৮, আরও দেখুন, ৩ ঃ ৮৪-৮৫)

সুধী অমুসলমান পাঠক-পাঠিকারা! আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত এ দায়িত্ব পালনার্থেই আমরা আজ আপনাদেরকে সত্য ধর্ম ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। সর্বশেষ ও রহমতের নবীর দলে আসুন, মুক্তির নিশ্চয়তা আছে। (২৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলছেন ঃ *আর যদি ইহারা* [ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা] *তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব* [কুরআন] *তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছে উহার যথারীতি আমলকারী হইত, তবে তাহারা উপর ও নিম্ন হইতে প্রাচুর্যের সহিত ভক্ষণ করিত, ইহাদের একদল সরল পথের পথিক। আর ইহাদের অধিকাংশ এইরূপ যে, তাহাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।*

(নূরানী কুরআন শরীফ ৫ ঃ ৬৬, আরও দেখুন ৩ঃ১১০, ১১১)

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে সকলেই অন্ধ বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে কিছু লোক ভালও আছে। প্রকৃত পক্ষে সরল, নিরপেক্ষ ও অকপট ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা বাইবেলে বেছে বেছে মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর দেওয়া প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করায় আগ্রহী। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে নতুন আমদানি–ত্রিত্ববাদ, যীশুর দেবত্ব, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, খাৎনা না করান ইত্যাদি মানতে চায় না। যিনা করা, মদ পান করা, প্রভৃতি অসৎ কর্ম অপছন্দ

www.pathagar.com

করে। সৌভাগ্যবশতঃ বাইবেলে শেষ নবীর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ যখন তারা অবগত হয়, তখন অবিলম্বে তারা তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণ করে।

ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা পাপ করে ঠিকই, কিন্তু এরূপ পাপ করে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এবং এর প্রতি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও আদর্শ, নীতি ও সৌন্দর্য এর আসল রূপে স্পষ্টভাবে তাদের নিকটে পৌঁছে না বলেই তারা কবুল করে না। তাই আমাদের কর্তব্য সত্যকে সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা। ইসলামের চিরন্তন সত্য ও আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে এর মধ্যে তারা ঈসা-মূসা (আঃ)-এর দেওয়া প্রকৃত শিক্ষারই পূর্ণ বিকাশ দেখতে পায়। আর তাই ইসলামের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে তারা একে আলিঙ্গন করে। যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং মদিনার অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে নাজ্জাশী ছিলেন একজন খ্রীষ্টান আর আব্দুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন ইয়াহুদী। তিনি ছিলেন ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং তাওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। সরল, নিরপেক্ষ ও অকপট ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্য হতে পরবর্তী যুগে বাদশাহ নাজ্জাশী ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের পদাংক অনুসরণকারীদের অভাব নেই। পূর্ব পৃষ্ঠায় কুরআন (৫ ঃ ৬৬)-এ উল্লিখিত অমুসলমানদের যে দলটি ***সরল পথের পথিক*** হতে আগ্রহী, ন্যায়-পরায়ণ, ও নিরপেক্ষ তাদের সমীপেই আমি আমার এই পুস্তকটি পেশ করছি। ইহা বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে লিখিত।

প্রকৃত সত্যটি যে কি অনেকেই তা জানে না, আর সত্যিকার অর্থে ইসলামের আসল রূপ যে কি সে সম্পর্কে বিশ্বের অধিকাংশ অমুসলমানই অজ্ঞ, আর এর প্রচারক মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর উপর অবতারিত কুরআন সম্পর্কেও তাদের ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম, মুহাম্মাদ (সাঃ) ও কুরআন সম্বন্ধে তাদের মনে ভুল ধারণা দিয়ে রেখেছে। তাই এগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু সত্যিকার নকশা (ছবি) আমি, এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে, আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আপনাদের নিকটে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই থাকবে, আপনারা উন্মুক্ত ও নিষ্কলুষ মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণা করবেন। উকিল-মোক্তার না সেজে বিচারকের আসন গ্রহণ করবেন। আশা করি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সহজেই আপনাদের মানসপটে ধরা পড়বে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিবেন। সত্য ধর্ম গ্রহণ করা বা না করা আপনাদের ইচ্ছাধীন। তবে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করে ও বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে হক না হকের একটু তুলনা করতে ক্ষতি কি ? একটু পড়ে দেখুন।

তবে এ কথাও সত্য যে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী, অকপট ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জিনিসই বেছে নেয়, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, ফলে সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। আর মূঢ়-মূর্খ ও নির্বোধ ব্যক্তি সন্দেহজনক বা ভুল পথে পা বাড়ায়, অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে, অবশেষে গর্তে পড়ে ধ্বংস হয়।

www.pathagar.com

সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ দার্শনিক 'জর্জ বার্নার্ড শ' বলেছেন ঃ

সত্য স্বতঃই প্রকাশমান। যিনি চক্ষুষ্মান তিনি সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সন্দেহে ভোগেন না। যে অন্ধ সে সত্যকে দেখার জন্য জেদ ধরে বটে, কিন্তু চোখ না থাকার কারণে দেদীপ্যমান সত্যকে দেখা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না।

('দৈনিক ইত্তেফাক ২৮-১২-১৯৮২ ইং উপ-সম্পাদকীয় কলাম')

সত্যকে জানার পরেও এবং গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে অনেক সময়ে বিভিন্ন কারণে আসল সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না। যেমন ঃ

-এক আল্লাহর উপাসনা করার এবং প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করার জন্য নিজেদের নবী মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ জেনেও ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান সমাজের সরল, অকপট ও নিরপেক্ষ অনেক লোকই, মিশনারীদের চাপে ও নেতৃবৃন্দের ভয়ে সত্যকে গ্রহণ করার সাহস ও সুযোগ পাচ্ছে না ;

-আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনের মায়ায় বা সমাজের চাপেও অনেকে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না।

-মিথ্যা হলেও পূর্ব হতে বদ্ধমূল বিশেষ ধারণা ও পূর্ব-সংস্কার মানুষের মনের উপর এত বেশি প্রবল হয়ে চেপে বসে যে হঠাৎ করে সে সব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

-আবার কতক লোক সত্য-মিথ্যার পরিচয় লাভ করার পরেও পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে এতবেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে এগুলো সহজে ছাড়তে পারে না;

-অনেকে আবার জিদের বশবর্তী হয়ে নিজ বদ্ধমূল ধারণার বিপরীত কিছু গ্রহণ করতে চায় না।

-সর্বোপরি সত্য ধর্মের পথে কাফের, মোশরেক, মুনাফেক ও পাপিষ্ঠদের, প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ হতে আগত বাধা-বিপত্তি তো আছেই।

অমুসলমান সুধী পাঠক-পাঠিকারা! আপনারা নিশ্চয়ই জানেন-এই জীবনই মানব জন্মের শেষ নয়। দুনিয়ার কোন ব্যাপারে, মানুষ বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বিসর্জন দেয়। তবে চিরন্তন মুক্তির জন্য ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুচ্ছ স্বার্থকে কেন ত্যাগ করবেন না ?

ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ *আপনারা সত্যকে জানিতে পারিবেন আর সেই সত্যই আপনাদেরকে মুক্ত করিবে।* (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮ ঃ ৩২)

সত্য তো এখন আর ঢাকা নেই। সত্য আজ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যার কিছুটা পরিচয় লাভ করেছেন। তা ছাড়া বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সত্যের যতটুকু ক্ষীণ আলো-অদ্যাবধিও বিদ্যমান আছে, ততটুকুর উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করলে *একজন ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান অনায়াসেই সত্যের সন্ধান পেতে পারে।

www.pathagar.com

(খ) মিশনারীদের মরণ ফাঁদে পড়বেন না, তাদের তৎপরতার উর্ধে থাকুন

একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করার এবং প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর-অনুসরণ করার ব্যাপারে নিজেদের নবীদের এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান মিশনারীরা নিরীহ, সরল ও গরীব অসংখ্য মানুষকে অন্ধবৎ (Blindfolded) করে তাদের ঘাড়ে ত্রিত্ববাদের বোঝা চাপিয়ে, দোযখের দিকে টেনে নিচ্ছে। বাইবেল হতে বাছাই করা কিছু কিছু বাণী প্রচার করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। জগৎবাসীর পাপের চিন্তায় আজ নাকি তারা মহাচিন্তিত; নিরীহ, গরীব, এতিম, বিধবা, পীড়িত প্রভৃতি মানুষের ব্যাথায়, নাকি তারা ব্যথিত।

সমাজের ও দরিদ্র দেশের অনেক লোক আজ দারিদ্র্যতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। এদের অনেকের মাথার উপরে ছাদ নেই, দাঁড়াবার স্থান নেই, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। অনেকে মারাত্মক অসুখ-বিসুখে কাতর, তাদের রোগের ওষুধ নেই। এ অবস্থায় শয়তান সুশ্রীরূপে, সুন্দরবেশে, দরদীর সাজে, অর্থের থালা ও ওষুধের ডালা নিয়ে তাদের সামনে হাজির। এমতাবস্থায় মানুষ কিরূপে নিজেদের ঈমান রক্ষা করবে ?

সমাজের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা– *নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও*- এই মতে বিশ্বাসী, পার্থিব লোভ ও ভোগ-বিলাসে লালায়িত। মদ, নারী, অর্থ প্রভৃতি লোভনীয় হাদীয়া-তোহফা দিয়ে মিশনারী ও এন, জি, ওরা এদেরকেও দলে ভিড়াচ্ছে। এরূপ তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে মিশনারীরা অনেক দুর্বল মুসলমানের ঈমান রত্নটুকু কেড়ে নিয়ে চির নরকী বানাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পাঠক-পাঠিকা! শুনুন, অমুসলমানদের ধর্ম বলতে কিছু নেই। আছে শুধু সাম্রাজ্য লিপ্সা। ওদের নেতারা দুনিয়াতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়ার সম্ভাব্য সব রকম ফায়দা লুটবে, সাম্প্রাজ্য বিস্তার করবে। পরকাল হারালেও তাদের কিছুই আসে যায় না। কারণ, ইহকাল তো উপভোগ করে নিচ্ছে। আল্লাহ্ যেমন জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন, *কিছুদিন উপভোগ করিয়া লও, কেননা পরিশেষে তোমাদিগকে দোযখে যাইতে হইবে*।

(নূরানী কুরআন শরীফ ১৪ ঃ ৩০, আরও দেখুন ৪৭ ঃ ১২)

কিন্তু নেতাদের ও মিশনারীদের খপ্পরে পড়ে আপনাদের কি লাভ ? আপনারা তো নেতাদের মত ভোগ করতে পারবেন না। ইহকালেও কষ্ট করবেন, পরকালেও কি দোযখের কঠিন আযাব ভোগ করতে চান ? আল্লাহ্ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছেনঃ

www.pathagar.com

আর যে ব্যক্তি ইস্‌লাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করিবে, তবে উহা তাহা হইতে কখনই গৃহীত হইবে না। আর সে পরকালে সর্বনাশগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঐ, ৩ ঃ ৮৫)

কাজে কাজেই পরকালে মুক্তিকামী, অকপট ও নিরপেক্ষ অমুসলমান এবং শিরক–বিদআতে বিজড়িত মুসলমান– সকলের নিকটে আমাদের সর্নিবন্ধ অনুরোধ ঃ

আপনারা আপনাদের সাধনার মোড় ঘোরান। আপনাদের সাধুতা ও চেষ্টা-সাধনা, আধ্যাত্মিকতা ও আন্তরিকতা তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন উহা ইসলামী শরীয়ত অনুসারে করা হবে। আপনারা সত্যকে জানার আরো চেষ্টা করুণ।

দেখেন তো ইস্‌লাম কত বাস্তব ধর্ম। এর আকীদা কত সরল-সহজ, অথচ মিশনারীদের প্রচারিত ধর্মের আকীদা কতপেঁচালো, বিদঘুটে ও অবাস্তব। ইস্‌লাম প্রাকৃতিক ধর্ম। মানুষের প্রকৃতি যা চায়, ইসলাম বিশেষ নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে তাই তাকে দান করে। সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন, তাঁর সৃষ্টির জন্য কি কি মংগলজনক। তাই সৃষ্টিকর্তার ধর্ম পালন করলে সকলেই সুখী হতে পারে, শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্ম হল মানব রচিত, যা মানুষের মনের দাবী ও চাহিদা মিটাতে অক্ষম। যেমন মানুষের প্রকৃতি চায়- একজন পুরুষ ও একজন নারী এক সাথে থেকে মানসিক শান্তি ও সুখ লাভ করবে। (তবে জন্তু-জানোয়ারের মত সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যে কোন শান্তি নেই)। ইসলাম শরীয়ত সম্মত উপায়ে বিবাহ করে মানসিক সুখ-শান্তি লাভ করার বিধান দিয়েছে। তাছাড়া বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে, পার্থিব ও ধর্মীয়, আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই মুসলমানদের জন্য ইসলামের বিধান মতে বিবাহ করাও ইবাদত। অথচ খ্রীষ্টধর্ম পাদ্রী-পুরোহিতদের জন্য বিবাহ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, এভাবে যিনা-ব্যভিচারের গুপ্ত দুয়ার খুলে দিয়েছে। খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই এর সত্যতা অহরহ চোখে পড়ে।

আপনারা মিশনারীদের তৎপরতার ঊর্ধ্বে থেকে আপন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা - এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করুন, তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করুন, ইহ-পারলৌকিক মুক্তি পাবার রাস্তা ধরুন। আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করেছেন ঃ

যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে পুরুষই হউক অথবা নারীই হউক, যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি তাহাকে এক শান্তিময় জীবন দান করিব,---------এবং তাহাদের ভাল কাজের বিনিময়ে তাহাদেরকে পুরস্কার [বেহেশত] প্রদান করিব।

(নূরানী কুরআন শরীফ, ১৬ ঃ ৯৭)

ঈমান ও সৎকর্মের ফল স্বরূপ তিনি ইহকালে দান করবেন পবিত্র ও ***শান্তিময় জীবন***, আর পরকালে দিবেন বেহেশত্। অধিকন্তু তিনি নিজেও ঐ বান্দার উপর সন্তুষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে যাবেন। নবী-রসূলরা, সাহাবারা ও ওলী-আওলিয়াদের জীবন অবস্থাই এর বাস্তব প্রমাণ। সুধী পাঠক-পাঠিকা, আমাদের অনুরোধ না মানলে, আমাদের কোন ক্ষতি নেই, তবে মানলে আপনারই লাভ হবে। কুরআনের ভাষায় ঃ

পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।

(পবিত্র কুরআনুল করীম ৩৬ ঃ ১৭)

সত্যের যথার্থ বাস্তবায়ণই মিথ্যাকে পরাভূত করার একমাত্র পথ। তাই সত্যের দাওয়াত দিতে হবে। আলোর আগমন হলে আঁধার আপনা হতেই দূরে চলে যায়।

আল্লাহ্, জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা [ইসলাম সম্বন্ধে] *মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নির্দশনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। যদি তারা* [ও মুহাম্মাদ] *তোমার সাথে বির্তকে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ* [ইসলাম গ্রহণ] *করেছি।' আর আহ্‌লে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমারও কি আত্মসমর্পণ করেছ ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।* (ঐ, ৩ ঃ ১৮-২০)

২৫২ পৃষ্ঠায়, কুরআন (৫ ঃ ৬৬) আয়াতে উল্লিখিত দ্বিতীয়, পাপাচারী, (Incredulous) জঘন্য দলটি ধর্মের কাহিনী শুনবে না। মনের খাহেশ পূরণার্থে, অবৈধ সুখ ভোগের মানসে যারা কপটতা করে সত্যকে অচেনার ভান করে ও না মানার বাহানা ধরে তাদের জন্য মৃত্যুর (যম) দূত- আজ্রাঈল ফেরেশ্‌তাই উপযুক্ত। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগানো যায়, কিন্তু নিদ্রার ভানকারীকে জাগানো সহজ নয়। এরা দুনিয়ার মধ্যে বাইন মাছের মত অবস্থান করে, নবী-রাসূলদের জালে ধরা দেয় না। এদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে আল্লাহ্ যমদূতের হাতে ট্যাটা দিয়ে পাঠাবেন। ইনি কলিজায় বিদ্ধ করে যেদিন পাকড়াও করবেন, সেদিন কোন দলই তাদেরকে তাঁর ট্যাটা হতে বাঁচাতে পারবে না।

অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অভিশাপ হতে মুক্ত হতে হলে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন। জন্মাবধি বদ্ধমূল ধারণা ও পূর্ব প্রথা অনেকের ইসলাম গ্রহণের

www.pathagar.com

পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বাতিল ধর্মের পরিবেশে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হওয়ার কারণে ইসলামের সত্যকে গ্রহণ করতে যদি কারো মন-মানসিকতায় কোন রকম খটকা আসে, তবে পরস্পর সংলাপ করে তা দূর করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। পাঠক-পাঠিকার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ *সত্যের সন্ধানে* বইটির মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, সংশোধনের চেষ্টা করব। গঠনমূলক উপদেশ দিলে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হব।

৮। আল্লাহ্ পাকের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ

মানুষের প্রতি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্-পাকের অনুগ্রহে সীমা নেই। মানুষের সব চাইতে ঘনিষ্ট ও প্রিয়জন হল তার মা-বাপ। আল্লাহ্ তার কোন বান্দাকে তার মা-বাপের চাইতেও ৯৯ গুণ বেশী ভালবাসেন। তিনি মহৎ উদ্দেশ্যে অনেক মহব্বত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুধী, অমুসলমান পাঠক-পাঠিকারা! দেখুন, কত প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ দ্বারা আপনাদের সৃষ্টিকর্তা আপনাদেরকে সম্বোধন করছেন ঃ

-----হে আমার বান্দাগণ ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমারা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে ------- তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয় [কুরআন]-*এর অনুসরণ কর* ----------।

(পবিত্র কুরআনুল করীম ৩৯ ঃ ৫৩-৫৫)

(ক) নও মুসলমানদের জন্য শুভ সংবাদ

আল্লাহ্ নও মুসলমানদের পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ করে দিবেন। অনেক মানুষ না বুঝে কুফর, শিরক, নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি জঘন্য গোনাহ্ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসে। অতঃপর মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। ইসলাম গ্রহণ করে সত্যিকারভাবে এগুলো হতে তওবা করলে আল্লাহ্ তার পিছনের জীবনের ছোট-বড় সব গুনাহ্ মাফ করে দেন। তিনি কখনই তাঁর কোন বান্দাকে দোযখে ফেলতে চান না। তাই তাকে মৃত্যু পর্যন্ত তওবা করার সুযোগ দিয়েছেন। কাজে কাজেই বন্ধুরা! নিরাশ হবেন না। পুরোহিত সমীপে পাপ-স্বীকারোক্তির জন্য যাবেন না। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা না করলে, পুরোহিতের কি সাধ্য আছে ক্ষমা করার ? পুরোহিত তো নিজেই মহাপাপী ও ধোঁকাবাজ, বিগত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অকপটভাবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান এবং ইস্লামের পথে ফিরে আসুন। আল্লাহ্ ক্ষমা করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

তিনি বলছেন ঃ *আর যদি আহ্‌লে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ-বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম*। (ঐ, ৫ ঃ ৬৫)

আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা অনুতপ্ত হয়ে, পাপের পাহাড় মাথায় নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসলে তিনি ক্ষমার দরিয়া নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন। তওবাকারীকে আল্লাহ্ বড়ই ভালবাসেন। দেখুন, দয়াময় আল্লাহ্ যে ব্যক্তি ভুল বশতঃ অপরাধ করে তাকে ক্ষমা করার ওয়াদা দিচ্ছেন ঃ

অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (ঐ, ৪ ঃ ১৭)

বিগত পাপের ক্ষমা পেতে হলে কিছু কিছু শর্ত পালন করতে হয় - যেমন (১) তওবা করা, (২) ক্ষমা চাওয়া এবং (৩) নেক কাজ করতে থাকা।

বিগত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করাকে তওবা বলে। আল্লাহ্‌র আযাব ও গজবের ভয়ে ভীত হয়ে, অতীত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার আশায় যারা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ কেবল তাদেরই ক্ষমা করেন। কপট, ভন্ড, মোনাফেক ও মুশরিক কোন দিনই ক্ষমা পেতে পারে না।

(খ) নওমুসলমান প্রত্যেক সৎকর্মের পুরস্কার জন্মগত মুসলমানের দ্বিগুণ পাবে

ইস্‌লাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক নিরপেক্ষ গ্রন্থধারী (আহ্‌লে কিতাব) সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ইস্‌লামের চিরন্তন সত্য ও আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে তারা তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং অনতিবিলম্বে সত্যিকারভাবে তওবা করে। এরূপ নওমুসলমানদের পূর্বের সদ্‌গুণ, সততা, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকৃতি পায়। আল্লাহ্, এরূপ নও মুসমানদেরকে, তাদের প্রত্যেক সৎকর্মের পুরস্কার জন্মগত মুসল্‌মানদের তুলনায় দ্বিগুণ দিবেন। (কুরআন ২৮ঃ৫২-৫৪ এবং ৫৭ ঃ ২৮ দ্রষ্টব্য)

কারণ, তারা পূর্বে এক নবী (মূসা আঃ বা ঈসা আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, অতঃপর আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনল। যেমন হযরত নিজেই ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন ঃ

যে ব্যক্তি পূর্বে ঈসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, অতঃপর আমার উপর ঈমান আনল, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। — (বোখারী শরীফ)

www.pathagar.com

সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, কিভাবে-আপনার পালনকর্তা আপনাকে ক্ষমা, দয়া ও চিরস্থায়ী সুখের বাসস্থান-বেহেশতের দিকে ডাকছেন ঃ

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও বেহেশ্‌তের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।

(ঐ, পবিত্র কুরআনুল করীম ৩ ঃ ১৩২ - ১৩৩)

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আর তা হল-কুরআন শরীফের উপরের আয়াতের ন্যায় অনেক আয়াতেই রসূলের আনুগত্য করার কথা পৃথক করে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ কি, জানেন ? আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার সাথে সাথে তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর আনুগত্য করাকেও আল্লাহ্ পাক বাধ্যতামূলক করেছেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে এবং তাঁর ভালবাসা পেতে হলে তাঁর হাবীব-রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ করা পূর্বশর্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ হে আমার হাবীব, মুহাম্মাদ, আপনি

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন .....। (ঐ, ৩ ঃ ৩১, আরও দেখুন, ৪ ঃ ৮০)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা। লক্ষ্য করলেন কি ? আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে হলে এবং তাঁর ভালবাসা পেতে হলে কার অনুসরণ করতে হবে ? আল্লাহ্‌র রসূল-মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, যে যত বেশী হযরতের সুন্নতের অনুসরণ করবে সে তত বেশী আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাবে।

আখেরী নবীর শরীয়ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করবে, তাঁর (এ নবীর) প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে, এবং বিরোধীদের মুকাবেলায় তাঁর শরীয়তের সমর্থন করবে সে-ই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য, আল্লাহ্ তার উপর রাজী ও খুশী হবেন, তাকে ভালবাসবেন, তার পাপ মার্জনা করে দেবেন, তার উপর রহম করবেন, এবং তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ পাকের রহমত বা অনুগ্রহ ব্যতীত শুধু পূণ্যের দ্বারা কেউ-ই বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। কারণ, মানুষ সারা জীবন যদি শুধু পূণ্যই অর্জন করে এবং কখনও পাপ না করে, তবুও তার সমস্ত পূণ্যকর্ম আল্লাহ্‌র পার্থিব দান ও তাঁর মহাদান-বেহেশ্‌তের বিনিময় হতে পারে না।

www.pathagar.com

যদিও শুধু সৎকর্ম করে বেহেশ্‌তে যাওয়া যাবে না, তবুও আল্লাহ্‌র নীতি এই যে তিনি ঐ বান্দাকেই ক্ষমা করেন এবং আপন অনুগ্রহ দান করেন, যে তাঁর রসূলের শরীয়ত অনুযায়ী সৎকর্ম করে।

(গ) নওমুসলমানদের মুক্তির গ্যারান্টি

রহমতের নবী তাঁর একটি উম্মতও দোযখে থাকা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অমুসলমানদেরও নবী কিন্তু মুসলমানেরা মানে, অমুসলমানেরা মানে না। তারা না বুঝে পর ভেবে তাঁকে দূরে ফেলে রেখেছে। তিনি তাঁর উম্মতের উপর তার মা-বাপের চাইতেও অধিক স্নেহশীল ও দয়াবান। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন দয়ার নবী (সাঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কৃত নিম্নের দোয়ার আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

হে আমার পালনকর্তা! .....অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলিবে, সে তো আমারই, আর যে ব্যক্তি আমার কথা না মানে–আপনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। [নূরানী কুরআন শরীফ ১৪ ঃ ৩৬)

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)কৃত নিম্নের আর একটি দোয়ার আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ *আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ইহারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (ঐ, ৫ ঃ ১১৮)

এর পরে দয়ার নবী দু'হাত আকাশের দিকে তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ

---------- *হে আল্লাহ্‌! আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও।*

আল্লাহ্‌ পাক জানেন, তবু জিব্রাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)কে বললেন ঃ

আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ্‌ তখন জিব্রাঈলকে বললেন ঃ

তা হলে যাও এবং মুহাম্মাদকে বলে দাও -

"আমি অতিসত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, অসন্তুষ্ট করব না। (সহীহ মুসলিম)

মহানবী (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন বললেন ঃ

আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (কুরআন ৯৩ ঃ ৫)

www.pathagar.com

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উম্মতের দরদী নবী (সাঃ) বললেন ঃ

তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটা উম্মতও দোযখে থাকবে। (মাযহারী / কুরতুবী)

সুধী অমুসলিম পাঠক-পাঠিকা! আপনি এমন দয়ালু নবীর উম্মত হতে চান না-যিনি আপনাকে বেহেশ্‌তে নিয়েই ছাড়বেন ? আছে কেউ আপনার এমন দরদী, যে শুপারিশ করে আপনাকে বেহেশ্‌তে নেয়ার গ্যারান্টি (Guarantee) দিতে পারে ?

আল্লাহ্ চেষ্টাকারীদেরকে হেদায়াত দেয়ার ওয়াদা করছেন।

আল্লাহ্ বলছেন ঃ *আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাবো;* (যে পথে তারা বেহেশ্‌তে পৌঁছবে।) *নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে আছেন।* (কুরআন ২৯ঃ৬৯)

যে সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য কষ্ট করে, চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তাকে সত্য পথের সন্ধান দেন।

(ঘ) খোদায়ী আহ্বানে সাড়া দিন

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা! খোদা আপনাদেরকে চিরশান্তি ও নিরাপত্তার আলয় বেহেশ্‌তের দিকে আহ্বান করছেন। খোদায়ী আহ্বানে সাড়া দিন। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

আর আল্লাহ্ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন। (পবিত্র কুরআনুল করীম ১০ ঃ২৫)

এই সর্বোৎকৃষ্ট আলয়ের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

সেখানে না থাকবে কোন দুঃখ-কষ্ট, আর না থাকবে কোন ব্যথা-বেদনা বা রোগ-শোক। আল্লাহ্ বেহেশ্‌তবাসীদেরকে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন। সর্বোপরি সেখানে তাদের প্রত্যেক বাসনাই পূর্ণ করা হবে।

(কুরআন ৪৪ ঃ ৫১-৫৭ দ্রষ্টব্য)

আছে কোন নিরপেক্ষ ও অকপট চিন্তাশীল গ্রন্থধারী! যে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র স্নেহময় সম্ভাষণে সাড়া দেয় ?

আল্লাহ্! আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের উপর রহম করুন। একমাত্র আপনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিধানদাতা। আল্লাহ্ এ ক্ষুদ্র চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন, আমীন!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-।

ক। প্রমাণপঞ্জী

গ্রন্থকার/অনুবাদক	উপাধি/বই-এর নাম	প্রকাশকের বিবরণ
১। অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান	পবিত্র কুরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)	খাদেমুল-হারামাইন, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পোঃ বক্স নং ৩৫৬১, মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিঃ
২। অনুবাদক মাওলানা নুরুর রহমান	বঙ্গানুবাদ, নূরানী কুরআন শরীফ	এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার ঢাকা-১১, ১৯৮১।
৩। অনুবাদক মাওলানা আজিুল হক সাহেব	বোখারী শরীফ বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা	হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১, ১৯৮২
৪। মথি এবং অন্যান্য লেখকরা	ইঞ্জিল শরীফ (বাংলা অনুবাদ)	বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী ঢাকা-১৯৮০
৫। মথি এবং অন্যান্য লেখকরা	পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম	ঐ, ১৯৭৩
৬। মথি এবং অন্যান্য লেখকরা	ত্রাণকর্তা প্রভূ যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম	বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী ৩৮, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩, ১৯৭২।

www.pathagar.com

গ্রন্থকার/অনুবাদক	উপাধি/বই-এর নাম	প্রকাশের বিবরণ
৭। St. Matthew et al	The Holy Bible Contatining the Old and the New Testaments.	
	(a) Commonly known as the A. (K. James) version.	The Gideon international Printed in U.S.A. 1961, Glassgow, and Toronto by William Collins Sons & Co. Ltd.
	(b) The Revised Standard version	1971, New York. U.S.A.
	(c) The Revised Standard version	1952
৮। St. Matthew et al	The New American Standard Bible	The Gideons international, Canada 1977
৯। St. Matthew et al	The New American Standard Bible with Words of Christ in Red Letter.	----------
১০। মূলঃ ডঃ মরিস বুকাইলি	বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান রূপান্তর ঃ আখ্‌তার-উল্‌ আলম	রংপুর পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৮
১১। ব্রিট্যানিকা ইন্‌কর্‌পরেশন্‌	বিশ্বকোষ ব্রিট্যানিকা	ক্যানাডা.....
১২। মাইকেল এই হার্ট	দি হান্ডের The ranking of the most influential Persons in history	মিরা পাবলিকেশন ইন্ডিয়া. ১৯৯১

www.pathagar.com

খ। বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মের ৬৬ খানা পুস্তিকার নাম অর্থাৎ তথাকথিত ইঞ্জিল, যবুর, তাওরাত এবং অন্যান্য নবীদের সহিফার নির্ঘন্ট

পুরাতন নিয়ম

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম
১।	আদি পুস্তক	২১।	উপদেশক
২।	যাত্রাপুস্তক	২২।	পরমগীত
৩।	লেবীয় পুস্তক	২৩।	যিশাইয়
৪।	গণনাপুস্তক	২৪।	যিরমিয়
৫।	দ্বিতীয় বিবরণ	২৫।	বিলাপ
৬।	যিহোশূয়	২৬।	যিহিস্কেল
৭।	বিচারকর্তৃগণ	২৭।	দানিয়েল
৮।	রূতের বিবরণ	২৮।	হোশেয়
৯।	১ শমূয়েল	২৯।	যোয়েল
১০।	২ শমূয়েল	৩০।	আমোষ
১১।	১ রাজাবলি	৩১।	ওবদিয়
১২।	২ রাজাবলি	৩২।	যোনা
১৩।	১ বংশাবলি	৩৩।	মীখা
১৪।	২ বংশাবলি	৩৪।	নহূম
১৫।	ইষ্রা	৩৫।	হবক্কূক
১৬।	নহিমিয়	৩৬।	সফনিয়
১৭।	ইষ্টের	৩৭।	হগয়
১৮।	ইয়োব	৩৮।	সখরিয়
১৯।	গীতসংহিতা	৩৯।	মালাখি
২০।	হিতোপদেশ		

নতুন নিয়ম

ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম	ক্রমিক নং	পুস্তকের নাম
১।	মথি	১৫।	১ তীমথিয়
২।	মার্ক	১৬।	২ তীমথিয়
৩।	লূক	১৭।	তীত
৪।	যোহন	১৮।	ফিলীমন
৫।	প্রেরিতদের কার্য্য	১৯।	ইব্রীয়
৬।	রোমীয়	২০।	যাকোব
৭।	১ করিন্থীয়	২১।	১ পিতর
৮।	২ করিন্থীয়	২২।	২ পিতর
৯।	গালাতীয়	২৩।	১ যোহন
১০।	ইফিষীয়	২৪।	২ যোহন
১১।	ফিলিপীয়	২৫।	৩ যোহন
১২।	কলসীয়	২৬।	যিহুদা
১৩।	১ থিষলনীকীয়	২৭।	প্রকাশিত বাক্য
১৪।	২ থিষলনীকীয়		

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট -II

গ। নও-মুসলমানদের নামের তালিকা

যারা সত্যের সন্ধান পেয়েছে এবং তা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে তাদের কয়েকজনের নাম-ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার স্থান ঃ কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা-মনোয়ারা।

(ক) ফিলিপাইনের অধিবাসী ঃ

নাম	ঠিকানা	পেশা	তারিখ
১। আব্দুর রহমান কালান্তা	প্রযত্নে আব্দালী ইন্টার-ন্যাশনাল ইনকরপোরেশন পোষ্ট বক্স নং-৫৪৩৮, যিদ্দা সৌদী আরাবিয়া	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	১৩-২-৮৩
২। আব্দুল করীম তেলিস্	ঐ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	৭-৬-৮৩
৩। আব্দুল্লাহ্ গামোসো	কন্‌ডোন ইলোকোস সার ফিলিপাইন্‌স-০৪৩৪	ষ্টীল ফোরম্যান	৮-৪-৮৮
৪। আলী আবারিন্‌তুজ	মালাবাগো, ম্যানিতো আলবে	ইলেকট্রিশন	১৭-৪-৮৯
৫। আব্দুর রহমান গোঞ্জালগো	পীয়ার সাইট্, জোন-২ সোরজন	ম্যাকানিক্যাল টেকনিসিয়ান	১৭-৪-৮৯
৬। আব্দুল আযীয রোমিরো	রিগালীয়া স্ট্রীট সান্তা ক্রুজ, মারিন্দুকু	ঐ	১৮-২-৮৯
৭। আর রশীদ ক্যাস্টিলিও	বি ম্যানিগবাস স্ট্রীট, বোলো, বাওয়ান, বাটাংগাস	শ্রমিক	৩০-৪-৮৯
৮। ইব্রাহীম মিলান	১৯৫৫, কুয়াং লুব, সান্টা ক্রুজ, ম্যাট্রো ম্যানিলা	অপটিক্স টেকনিসিয়ান	৬-৪-৮৮
৯। হুসেন জামিল ভিনেসিও	৬৬ সিয়োসোন স্ট্রিট, ডাম্পা-লাইট, ম্যালাবোন, ম্যাট্রো ম্যানিলা।	ফিজিকস ল্যাব টেকনিসিয়ান	২৭-৩-৮৯
১০। ঈসা ফিগারুয়া	৩৯৪০ আরারো ষ্ট্রিট, পালানান মাকাতি, ম্যাট্রো ম্যানিলা।	সিনিয়র ইন্সপেক্টর	২৫-৯-৮৯
১১। ইস্‌হাক্ (নিলো) বিজাসা	৩২১ মেরিনো সাব-ডিভিশন ব্যারা; গাস, সানফ্রানসিসকো বিনান লাগুনা।	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	২৯-৯-৮৯
১২। খালেদ ডেভেরা	ব্লক-৬, ফ্ল্যাট-৪, ক্যামিলা হোমস্, বো টাংসান, মুনলিংগুপা	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	৯-৯-৮৯
১৩। মুহাম্মদ ভিটো লাগুনো	বারাঙ্গাস আইক্যান, মালাসিকি পাঙ্গাসিনা, ফিলিপাইনস্ ২৪২১।	ফটোগ্রাফার	৬-৪-৮৮
১৪। মুহাম্মদ ফারেস এস্‌পিরা	৯৯০ ক্যামিয়া ষ্ট্রীট, ফেজন, ক্যাজলিয়ান সাব-ডিভিশন, লাসপিনাস, ম্যানিলা, ফিলিপাইন।	কেমিষ্ট্রি ল্যাব টেকনিসিয়ান	১৮-২-৮৯

www.pathagar.com

নাম	ঠিকানা	পেশা	তারিখ
১৫। মুহাম্মদ সালেহ্ টিনজিন	সানজোস গুয়াগুয়া পাম্পাংগা, সি-২০০৩	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	২৮-৩-৮৯
১৬। ওসামা এন বোন্দুকান	১২৮ এফ, মারিয়ানো ষ্ট্রীট, দেলাপাস, প্যাসিগ ম্যাট্রো ম্যানিলা।	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	১৫-২-৮৯
১৭। সামির বি ক্যাবুগোস	২৪৪-এ পাদ্রী রাদা ষ্ট্রীট, টনডো, ম্যাট্রো ম্যানিলা।	মেটিরিয়্যাল কন্ট্রোল্যার	১৫-২-৮৯
১৮। সায়ীদ কারাও	১২১, জেপি ব্যান্ডি ষ্ট্রীট লিবিস টালিপাপা নোভালিক্স, কুইজোন সিটি, ম্যাট্রো ম্যানিলা।	প্ল্যান্ট নিয়ন্ত্রণ মিক্যানিকস্	১০-১০-৮৯
১৯। ইয়াকুব রাইস	৬৬ সান্টা ক্ল্যারা, সান্টা মারিয়া, বুলাকান	মেশিন অপারেটর	১০-৮-৮৯
২০। আলী জাসিন্টো	২৫৪৪-বি, পি গুইভারা, সান্টা ক্রুজ, ম্যানিলা	ইলেকট্রোনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	৩০-১-৯১
২১। গ্লোরিয়া এস, আরকায়না	ব্লক-৫, ফ্ল্যাট-৯, প্রাইমরোজ ষ্ট্রীট ক্যাপিটল পার্ক হোমস-II নোবালিক্স, কুইজন সিটি	নার্স	২৩-৮-৯৪
২২। নূরুল ইসলাম	২১-আর রোড-৮, ষ্ট্রীট ওয়েস্ট ক্রেম সেন জুয়ান, ম্যাট্রো ম্যানিলা, ফিলিপাইনস ১৫০৪	পাচক চাইনিজ রেস্টুরেন্ট	২৭-২-৯৩
২৩। ওমর তিহ্	২১৯ ব্যাকায়ান নোরটি, দাগুপান, সিটি।	স্পোর্টস বিশেষজ্ঞ	২১-৬-৯৩

(খ) ইন্ডিয়ান অধিবাসী ঃ

২৪। আব্দুর রহীম সিকুয়েরা	১৩, মুনলাইট, ফ্রান্ট ট্যাং, রোড অরলাম মোলাদ, বোম্বে	ইলেকট্রনিক্স টেকনিসিয়ান	১০-১০-৮৯
২৫। আব্দুর রহমান ফার্নেন্ডেস্	প্রযত্নে লিনো ভীয়াগাস, গির্জার পিছনে, তালাইগোয়া, ইলহাস, গোয়া	ওয়েল্ডার ফোরম্যান	১১-৩-৯০

(গ) শ্রীলংকার অধিবাসী ঃ

২৬। ইসমাঈল কার্লোস	তালাইমানার, পশ্চিম শ্রীলংকা	ক্লিনার	২১-৮-৮৯
২৭। সামিরা কুসুমাওয়াতি	৯৪ ক্রিবাতগোদা, কালানিয়া	মহিলা ক্লিনার	২১-৮-৮৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ-

যে ভাববাদী শান্তির [ইসলামের] ভাববাণী বলে, সেই ভাববাদীর বাক্য
সফল হইলেই জানা যায় যে, সদাপ্রভু সত্যই সেই
ভাববাদীকে প্রেরণ করিয়াছেন।
(বাইবেল, যিরমিয় ২৮ ঃ ৯ দ্রষ্টব্য)